ইসলামের অজানা অধ্যায়

৮ম সমাপ্তি খণ্ড

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী
(Psycho-biography)
মদিনায় মুহাম্মদ - সাত

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{৮ম সমাপ্তি খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ – সাত

গোলাপ মাহমুদ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog

ইসলামের অজানা অধ্যায় {৮ম সমাপ্তি খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography):

মদিনায় মুহাম্মদ – সাত

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম ইবুক প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০২৪

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Islamer Ojana Odday-Part-08, by Golap Mahmud

Istishon eBook

First eBook Published in **February, 2024**
Created by: Dhrubok

অষ্টম খণ্ড উৎসর্গ:

"পৃথিবীর সকল মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের **'বিপথগামী'** ভেবে আমার মাতা-পিতার মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশ সহ জগতের সমস্ত মুক্ত চিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদ্দেশ্যে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।"

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উপক্রমণিকা

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে খবরটি শুনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুট-তরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোন পরিবার ছিলো না যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই! যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন তারা তো বটেই, যারা বিপক্ষে ছিলেন তারাও। আমি এমনও পরিবার দেখেছি যে পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যারা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যারা এই কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তারা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন তা হলো তারা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তারা বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে

ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জত হানী করেছিলেন। লুট-তরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌন-দাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয়: **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোটভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিয়প্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাহিরে তাকে ও তার এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটি কে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাই টি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তার চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদা হাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলাম সম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেন কে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি যে যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়ি ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম তা হলো, দলে দলে বাঙ্গালীরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলা গাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমন কি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানরাই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে দৃশ্য দেখতে পাই তা হলো যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙ্গালীরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমারা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।" আব্বা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কী এই ভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল'। এটা নিতে ইসলামে কোন বাধা নাই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা**

তো সোলায়মান ও বলতো!" সোলায়মান লোকটি কে তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাকে এও জানালেন যে অল্প কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু’জনেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু’জনেই মনে প্রাণে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এরপর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশুনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাদের বাসায় ছিলাম, তার সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এত দিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, “একজন মুসলমান কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত”। এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে

অবলীলায় খুন করতে পারে সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল- যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দুপক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল (‘সিফফিন যুদ্ধ'), যে যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু’পক্ষই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুনগত চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

তখন পর্যন্ত আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোন ভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো যখন আমি **কুরানের অর্থ ও**

তরজমা বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদ-বাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় ধরণের সংঘাত হয় নাই। মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোন অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথাই বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোন ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি**"। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হোন নাই।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচোনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনরূপ "political correctness" এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, "**মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye can not see)।" শরীরের কোন মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে, যাবার সময় কোন শাখা বিস্তার করেছে কিনা, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে- ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায় তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ের বিশদ জ্ঞান থাকে তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায়

অনূদিত। এই সব মূল গ্রন্থগুলো লিখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই মুহাম্মদের মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায় নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৮০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত, বাঁকি ৬২০ কোটি ইসলাম অবিশ্বাসী, যারা মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জন-গুষ্টি পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনরূপ "political correctness" ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যে ভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

পৃথিবী নামের গ্রহটির ইতিহাস লিখে রাখার স্বভাব বড় অদ্ভুত, এটি অসভ্যতাকে বেশী মর্যাদা দেয়; বিগত হাজার বছর ধরে বিজয়ীদের লিখে রাখা আত্মগর্বের ইতিহাস তাই সভ্যতার চাইতে অসভ্যতাকে বেশী বর্ণনা করে। কথায় বলে: ইসলামের ইতিহাস কেবলমাত্র ইসলামেরই বিজয়ের ইতিহাস; হয়ত একথা আংশিক সত্য, তবে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই বিজয়গাথা যতটা না ইতিবাচক, তার শতগুন বেশী নেতিবাচক!

"গোলাপ মাহমুদ"- ২৫ জুন ২০১২ ইংরেজী থেকে শুরু করে বিগত ১২ বছর ধরে ইসলামের ইতিহাসের আদিউৎসগুলো যাচাই বাছাই এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চলছেন; তিনি ১৪০০ বছর ধরে পড়ে থাকা ইসলামের ইতিহাসের এমন এমন দিক উন্মোচন করতে সমর্থ হচ্ছেন; যা নিয়ে বর্তমান সময়ে গবেষণা করার মানুষ সোনার পাথর বাটির মতই দূর্লভ! **"গোলাপ মাহমুদ"** সেই দূর্লভ শ্রেণীর মানুষ!

ক্রমশ মানুষের জাগতিক-যান্ত্রিক জীবন জটিল থেকে জটিল হয়ে যাচ্ছে, মানুষ তার একজীবনে যাপন করছে একাধিক জীবন, কিন্তু তারপরেও সময় স্বল্পতার যে রোগ প্যানডেমিক থেকে এন্ডেমিক হচ্ছে, তাতে শতভাগ নিশ্চিত বলা যায় **"ইসলামের অজানা অধ্যায়"** সিরিজটির মত আর কোনো গবেষণাকর্ম নিকট ভবিষ্যতে প্রকাশ করতে ব্রতী হবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না!

আমরা সাধারণ মানুষেরা কখনও প্রকৃত মেধা-মননের মর্যাদা দিতে শিখিনি; আমরা নির্বোধের মত তাদেরকে প্রাতস্মরণীয় মনে করি, যারা ব্যক্তিজীবনে সুখভোগের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নির্মাণ করতে সমর্থ হয়নি। হয়ত সাধারণদের দায় ততটা নেই; টিকে থাকা, সমাজ, সংস্কার, ধর্মমত এবং পেটের চাহিদা শেষপর্যন্ত আমাদের সংকীর্ণ

বৃত্তে ফেরায়; সেই বৃত্ত থেকে বের হতে পারে খুব সামান্য মানুষই... কিছু করতে না পারা মানুষগুলো কেবলমাত্র একটা কাজ খুব ভালোভাবে করতে সক্ষম, আর তা হচ্ছে নির্বোধ সমালোচনা আর তৃণভোজীর মত শুকনো ঘাসের চর্বিত চর্বণ! পৃথিবী হয়ত তার স্বভাবদোষে সবার জন্যই বুক উন্মুক্ত রাখে, আর মানুষও তার বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া এগুতে পারে খুবই সামান্য। তবে সুখের কথা হচ্ছে, যারা ব্যক্তিগত এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এগুতে সক্ষম হয়, তাঁরাই জমা হয় ইতিহাসের ইতিবাচক অংশে; এই সিরিজটির লেখক সেই অংশের একজন কারিগর!

ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর **এমিল লুদভিগের** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; আলী দস্তি বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদ**-কে দিয়ে শেষ হতে পারতো! নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আজও সেই একই কথা আবারও বলে শেষ করতে চাই; ১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু গোলাপ মাহমুদ-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা পুরো পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে এটাই প্রথম এবং শেষ! সময় বিবেচনা করুক, সকল মানুষ জাগতিক বৃত্তে আটকে থাকার জন্য জন্মায় না, সময় বিবেচনা করুক, সকল গবেষণা আত্ম-পরিচয়ের ধার ধারেনা! এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের **অষ্টম সমাপ্তি খণ্ড।**

ধ্রুবক

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সাল

অষ্টম খণ্ডের মুখবন্ধ

হিজরি ৯ সালের জিলহজ মাসে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল) মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্বের সময় থেকে শুরু করে ৬৩২ সালের জুন মাসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু ও অতঃপর ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদীন আবু বকর (রাঃ) এর নির্দেশে ৬৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ড নবী আখ্যায়িত মুসাইলিমা বিন হাবিবের হত্যাকাণ্ড; এই বিশ-একুশ মাস সময়ে সংঘটিত নবী মুহাম্মদের ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আবু বকরের শাসনামলের প্রথম ছয় মাসের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক ও বিশদ আলোচনা এই খণ্ডে করা হয়েছে।

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় বিকৃতির সম্ভাবনা তত প্রকট হয়। বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে পূর্ববর্তী সকল খণ্ডের মতই, এই খণ্ডটির ও মূল অংশের সমস্ত তথ্যের রেফারেন্সই মূলত 'কুরআন' ও নবী মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের 'পুর্নাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্বের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব আরাফার ময়দানে উপস্থিত ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ‘সুরা তাওবাহর’ প্রথম সাঁইত্রিশটি বানী ঘোষণা করেন। তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীটি প্রায়ই করে থাকেন, তা হলো: নবী মুহাম্মদ সুরা তাওবাহর এই চূড়ান্ত নির্দেশগুলো জারী করেছিলেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। তাঁদের এই দাবীটি কী কারণে সম্পূর্ণ অসত্য তার আলোচনা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৪৮-২৫০), সপ্তম খণ্ডে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ বিশয়ের আরও আলোচনা এই খণ্ডের 'সুরা তাওবাহর চূড়ান্ত নির্দেশ ও শিক্ষার প্রেক্ষাপট' পর্বটিতে (পর্ব: ২৫৩) করা হয়েছে।

মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্বের পাঁচ-ছয় মাস পর, হিজরি ১০ সালের জুমাদিউল আওয়াল বা জমাদিউস সানি মাসে (আগস্ট-অক্টোবর, ৬৩১ সাল) নবী মুহাম্মদ খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে চারশত লোকের এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে নাজরানে অবস্থিত বানু আল-হারিথ বিন কা'ব গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন তাদেরকে আক্রমণ করার তিন দিন আগে ইসলামের দাওয়াত দেয়। তারা যদি তা গ্রহণ করে তবে সে যেনো তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে। আর তারা যদি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তবে সে যেনো তাদের সাথে যুদ্ধ করে। তাই খালিদ রওনা হয় ও তাদের কাছে আসে এবং চতুর্দিকে তার অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়, এই বলে, "যদি তোমারা ইসলাম গ্রহণ করো তবে তোমরা নিরাপদ।" তাই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর খালিদের সাথে এই গোত্রের প্রতিনিধি দলের লোকেরা যখন মুহাম্মদের কাছে আগমন করে, তখন মুহাম্মদ তাঁদের-কে হুমকি দেন, এই বলে: "খালিদ যদি

আমাকে না লিখতো যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো ও যুদ্ধ করো নাই তবে আমি তোমাদের মস্তক-গুলো তোমাদের পায়ের নীচে ফেলে দিতাম।" বানু হারিথ বিন কাব গোত্রের প্রতিনিধি দলটি ফিরে যাওয়ার পর, মুহাম্মদ তাদেরকে ইসলামের বিধিনিষেধ শিক্ষা ও তাদের কাছ থেকে দানের অর্থ (alms) আদায়ের জন্য আমর বিন হাযম আল-আনসারি ও পরবর্তীতে বানু আল-নাজ্জার গোত্রের এক লোককে তাদের নিকট প্রেরণ করেন, ও তাদেরকে এই নির্দেশ দেন যে তারা যেনো: অমুসলিমদের কাছ থেকে তাদের লুণ্ঠন করা সম্পদ থেকে আল্লাহ ও নবীর এক পঞ্চমাংশ (কুরআন: ৮:৪১) ও মুসলমানদের স্থাবর সম্পত্তি থেকে খয়রাতি (Alms) গ্রহণ করে। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ' পর্বটিতে (পর্ব: ২৫৪)।

হিজরি দশ সালে বানু আল-আযদ গোত্রের কমপক্ষে দশ জন লোকের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় নবী মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের নেতৃত্বে ছিল সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আযদি নামের এক লোক। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর মুহাম্মদ, সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযদিকে নেতা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন তার লোকদের নিয়ে তাদের প্রতিবেশী "ইয়েমেনের মুশরিকদের উপর" আক্রমণ চালায়। সুরাদ বিন আবদুল্লাহ তার দলবল নিয়ে রওনা হয় ও 'জুরাশ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে, যেখানে বসবাস করতো ইয়েমেনের উপজাতি-গুষ্ঠির লোকেরা। সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযদি ও তার লোকেরা তাদেরকে প্রায় এক মাস যাবত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু তারা সেখানে জোরপূর্বক প্রবেশ করতে পারে না, এই কারণে যে এই উপজাতি লোকেরা তাদের এলাকা থেকে বের হয়ে আসে না। সুরাদ সেখান থেকে তাদের এক পাহাড় পর্যন্ত

সরে আসে। জুরাশের অধিবাসী কিছু লোক তাকে অনুসরণ করে বের হয়ে আসে, এই ভেবে যে, সে তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছে। তারা যখন তার নাগাল পায়, সুরাদ ও তার দল ঘুরে দাঁড়ায় ও তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করে। জুরাশের লোকেরা যখন এই হত্যাকান্ডের খবর পায়, তারা মদিনায় মুহাম্মদের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "জুরাশে ইয়েমেনি উপজাতিদের উপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড" পর্বটিতে (পর্ব: ২৫৫) করা হয়েছে।

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে নবী মুহাম্মদ, আলী ইবনে আবু তালিবকে তিনশত অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী দিয়ে হিজরি দশ সালের রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ৬৩১ সাল - জানুয়ারি, ৬৩২ সাল) ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে এক অভিযানে প্রেরণ করেন, যেটি ছিল মাধিজ গোত্রের লোকদের এলাকা। কাঙ্ক্ষিত এলাকাটির নিকট পৌঁছার পর আলী তার সঙ্গীদের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয় ও তারা জোরপূর্বক তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং গবাদি পশু, ভেড়া এবং অন্যান্য জিনিসগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে। আলী, বুরাইদা বিন আল-হুসায়েব কে লুণ্ঠন-সামগ্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন ও তাদের কোন গোষ্ঠীর সাথে দেখা করার পূর্বে যে লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো পাকড়াও করা হয়েছিল তা সে জড়ো করে রাখে। অতঃপর সে এক গোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাত করে ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে ও তার সঙ্গীদের নিশানা করে। অতঃপর আলী তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের আক্রমণ করে ও তাদের বিশজন লোককে হত্যা করে। তারা পরাজিত হয় ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অতঃপর তারা দ্রুত ফিরে আসে ও তাদের নেতাদের একদল মুসলমানদের নিকট এসে ইসলামের আনুগত্য মেনে নেয়। তারা বলে, “আমাদের জনগণের মধ্যে যারা আমাদের পেছনে আছে, আমরা দাঁড়িয়েছি তাদের

পক্ষে। এটি আমাদের 'সাদাকা', অতএব এ থেকে আল্লাহর যা প্রাপ্য তা নিয়ে নাও।" যে সমস্ত সামগ্রী লুণ্ঠন করা হয়েছিল তা আলী সংগ্রহ করে ও তা পাঁচ ভাগে ভাগ করে ও একটি বাছাই করে নেয়। সে এটির এক অংশে লেখে, 'আল্লাহর জন্য।' ভাগাভাগির পর কী কারণে মুহাম্মদ অনুসারীরা আলীর প্রতি মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন; আগ্রাসন শেষে আলী যখন তাড়াহুড়ো করে আবু রাফি নামের এক সহচরের উপর তার সেনাবাহিনী ও এক-পঞ্চমাংশ লুটের মালের দায়িত্ব দিয়ে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ৬৩২ সাল) মক্কায় মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন পথিমধ্যে তার ঐ সেনাবাহিনীতে কী ঘটনাটি ঘটেছিল; অতঃপর সেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার পর আলী কী এমন কর্ম করেছিলেন যে, যে কারণে তার সহচররা তার বিরুদ্ধে মুহাম্মদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে "ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড (পর্ব: ২৫৬)" পর্বটিতে ।

নবী মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে যে একটি মাত্র হজ্জ পালন করেছিলেন, তা ছিল, মক্কা বিজয় পরবর্তী দ্বিতীয় হজ্জ (পর্ব: ২৫৭)। ইসলামের ইতিহাসে যা 'বিদায় হজ্জ' নামে বিখ্যাত। মক্কা বিজয় (পর্ব: ১৮৭-১৯৭) পরবর্তী প্রথম হজ্জটিতে আলী ইবনে আবু তালিব সুরা আত তাওবাহর প্রথম সাঁইত্রিশটি বাক্যের যে নির্দেশগুলো জারী করেছিলেন, তার একটি হলো: *"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।-----" (কুরআন: ৯:২৮)!* আগের বছর হজ্জটিতে আল্লাহর নামে মুহাম্মদের এই ঘোষণা ও তা বাস্তবায়নের কারণে তার পরের বছর বিদায় হজ্জের সময়টিতে শুধু মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। অমুসলিমদের জন্য তা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ!

ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মদের এই “বিদায় হজ্জ ও তার ভাষণ” এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিকদের সকলেই এই ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁদের সেই লেখাগুলোর প্রায় একশত বছরেরও অধিক পরে কিছু হাদিস লেখক এ ভাষণটির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন অসংহত ও বিচ্ছিন্নভাবে। বিদায় হজ্জের ভাষণটি নিয়ে ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অনেকেই যে দাবীগুলো প্রায়ই করে থাকেন তা হলো মূলত: তিন প্রকারের। আর তা হলো, এই ভাষণটি ছিল: (১) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ; (২) মানবতা ও সাম্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত; ও (৩) নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের ঘোষণা। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে বর্ণিত 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' ও এ বিষয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলাম অনুসারীদের এ সকল "দাবীর সত্য-মিথ্যা" অতি সহজেই যাচাই করা যায়। নবী মুহাম্মদ তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণটিতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কী ঘোষণা দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা "কী ছিল মুহাম্মদের ঘোষণা" পর্বটিতে (পর্ব-২৫৮) করা হয়েছে।

তথাকথিত মোডারেট ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা তাদের প্রচারণায় বিদায় হজ্জের এই ভাষণটির বর্ণনায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একটি উদ্ধৃতি যোগ করেন ও একটি বিশয় গোপন করেন! যা তাঁরা যোগ করেন, তা হলো:

‘ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী নামের এক ইরানী ইসলামী পণ্ডিতের (যার জন্ম মুহাম্মদের মৃত্যুর ৩৬২ বছর পর ৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) সংকলিত হাদিস গ্রন্থের নিম্নবর্ণিত

এক উদ্ধৃতি যা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদের মৃত্যুর ২৯০ বছরের মধ্যে (৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) লিখিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী প্রমুখ বিশিষ্ট সিরাত লেখকগণ ও সিয়া সিত্তাহ হাদিস-গ্রন্থকারদের (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, আবু দাউদ, আল-তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ) কেহই উল্লেখ করেন নাই। তাঁর সেই উদ্ধৃতটি হলো:

"জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন, হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার'কারণেই।"

আর যে সম্পূর্ণ বিষয়টি তারা গোপন করেন, তা হলো:
এই ভাষণে মুহাম্মদের ঘোষিত "নারী প্রহারের নির্দেশটি," যা আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কী কারণে তারা এই সম্পূর্ণ বিষয়টিই গোপন করেন ও কীভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা "নারী প্রহারের নির্দেশটি" অনুশীলন করতেন তার বিস্তারিত আলোচনা "নারী প্রহারের নির্দেশ-আবারও (পর্ব-২৫৯) ও 'নারী প্রহারের নির্দেশ অনুশীলন (পর্ব-২৬০)" পর্ব দু'টিতে করা হয়েছে।

জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী ও বহু অবিশ্বাসী মানুষদের এক দৃঢ় বিশ্বাস, এই যে: নবী মুহাম্মদের পরিবার ছিল এক নিখুঁত, উৎকৃষ্ট, সর্ব-সুখ ও শান্তিময় পরিবার ও তিনি ছিলেন এক আদর্শ স্বামী ও পরিবার-কর্তা! কুরআন ও ইসলামের ইতিহাসের

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনা তাঁদের এই একান্ত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী! আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের পারিবারের অশান্তির প্রত্যক্ষদর্শীরা ছিলেন তাঁর অনুসারীরা, যারা মুহাম্মদের বাসায় এসে জটলা ও তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অতঃপর আবু বকর সেখানে গমন করেন ও দেখতে পান যে লোকেরা মুহাম্মদের গৃহের দরজায় বসে আছে ও তাদের কাউকেই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আবু বকরকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ও তিনি ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর ওমর সেখানে আসেন ও অনুমতি চান ও তাকেও তা দেওয়া হয়। তারা দেখতে পায় যে নবী মুহাম্মদ তাঁর চারিপাশে স্ত্রীদের নিয়ে বিষণ্ণ অবস্থায় নীরবে বসে আছেন। স্ত্রীদের প্রতি মুহাম্মদের এই রাগের কারণ হলো, "তারা নবী মুহাম্মদের কাছে অতিরিক্ত অর্থকড়ি দাবী করেছিল।" অতঃপর আবু বকর তার বিবাহিতা কন্যা নবী-পত্নী আয়েশাকে প্রহার করেছিলেন ও উমর ইবনে খাত্তাব তার বিবাহিতা কন্যা নবী-পত্নী হাফসাকে প্রহার করেছিলেন, মুহাম্মদ ও তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সম্মুখেই! তারপর মুহাম্মদ এক মাস বা ঊনত্রিশ দিন যাবত তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ রেখেছিলেন ও অতঃপর কুরআনের যে আয়াত দুটি নাজিল করে তাঁদের সবাইকে তালাক হুমকি দিয়েছিলেন, তা হলো:

"হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই ***এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই।*** *পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন (৩৩:২৮-২৯)।"*

এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "পত্নীদের প্রহার ও তালাক হুমকি (পর্ব-২৬১)" পর্বটিতে করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ কীভাবে তাঁর আল্লাহর নামে তাঁর স্ত্রীদের হুমকি দিয়েছিলেন ও তাঁদের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে "পত্নীদেরকে হুমকি ও নিষেধাজ্ঞা (পর্ব-২৬২)" পর্বটিতে! নবী মুহাম্মদের পারিবারিক অশান্তি এতই প্রবল ছিল যে তিনি আল্লাহর নামে ওহি নাজিল করে তাঁর একান্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করতেন।

কুরআন ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: নবী মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে তাঁর স্ত্রীদের জগতের সকল মুমিনদের মাতা (উম্মুল মুমিনীন) বলে ভূষিত করেছিলেন, এই ভাবে:

৩৩:৬ (সুরা আল আহযাব):
"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্নীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহফুযে লিখিত আছে।"

বাস্তবিকই "মা" এর চেয়ে বেশী সম্মান আর কোন মানুষেরই প্রাপ্ত হতে পারে না। তেমনই আর একটি সম্পর্ক হলো পিতা সম্পর্ক! অর্থাৎ, পৃথিবীতে মাতা সম্বোধনের পরেই যে সম্বোধনটি সবচেয়ে বেশী সম্মানের, তা হলো, "পিতা সম্বোধন।" তা সত্বেও, মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে এই একই সুরায় "৩৩:৪০" বাক্যটিতে ঘোষণা দিয়েছেন যে, "তিনি কোন ব্যক্তির পিতা নন", এই ভাবে:

৩৩:৪০ (সুরা আল আহযাব):

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।"

যার সরল অর্থ হলো: মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের জগতের সকল মুমিনদের 'মাতা সম্বোধনে' ভূষিত করে তাঁদেরকে অশেষ সম্মানে সম্মানিত করলেও তাঁদের স্বামী হিসাবে একান্ত সাধারণ নিয়মেই তিনি জগতের সকল মুমিনদের 'পিতা সম্বোধনে' সম্মানিত হতে কোনভাবেই রাজী ছিলেন না! কী কারণে তিনি রাজী ছিলেন না সে বিষয়টিও 'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর সেটি হলো, "তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার পত্নী যায়নাব বিনতে জাহাশের সাথে তাঁর বিবাহ ও নারী লিপ্সা!" এ বিষয়গুলোর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে "পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ ও মুহাম্মদের নারী লিপ্সা ও তার সমাধান" পর্ব দুটিতে (পর্ব: ২৬৪-২৬৫)। মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের জগতের সকল মুমিনদের মাতা বলে ভূষিত করে কীভাবে তাঁদের একান্ত মৌলিক মানবাধিকার হরণ করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে "একান্ত মৌলিক মানবাধিকার হরণ" পর্বটিতে (পর্ব: ২৬৩)।

এই ঘটনাগুলো সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে, ৬২৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও তার পরের কিছু সময়ে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে 'সুরা আল-আহযাব' অবতীর্ণ করে ঘোষণা দিয়েছিলেন: এরপর তাঁর জন্য অন্য কোন নারী বিবাহ করা কিংবা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল নয়। এমন কী তাদের রূপ-লাবণ্য যদি তাঁকে মুগ্ধ করে তাহলেও নয়, এই ভাবে:

৩৩:৫২ (আল-আহযাব):

"এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।"

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনা মতে, "আল্লাহর" এই সুস্পষ্ট ঘোষণার পরেও মুহাম্মদ এই নির্দেশটি প্রায় বিশ বার অমান্য করেছিলেন! মোট চৌদ্দ কিংবা পনের জন নারীকে বিবাহ করা ও আরও পাঁচ-ছয় জন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মাধ্যমে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে "আল্লাহর নির্দেশ অমান্য-বারংবার" পর্বটিতে(পর্ব-২৬৬)।

'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আর যে বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো: মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে 'সুরা আত-তাহরীম (চ্যাপ্টার ৬৬)' অবতীর্ণ করে "তাঁর সকল স্ত্রীদের আবারও তালাকের হুমকি প্রদর্শন করেছিলেন!" আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা সুরা আত-তাহরীম রচনার দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী প্রেক্ষাপট (শানে নজুল) রচনা করেছেন। প্রথমটি হলো মুহাম্মদের যৌন-কেলেঙ্কারি: স্ত্রী হাফসার অনুপস্থিতিতে 'তারই গৃহ ও তারই বিছানায়' দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার সাথে মুহাম্মদের অন্তরঙ্গ বা যৌন-কর্মরত অবস্থায় সেখানে হঠাৎ হাফসার আগমন ও তা প্রত্যক্ষীকরণ। অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়া মুহাম্মদের যৌন-কেলেঙ্কারি! আর দ্বিতীয়টি হলো মুহাম্মদের মধুপান: স্ত্রী যয়নাব বা হাফসার গৃহে মুহাম্মদের মধুপান ও অতিরিক্ত সময় অবস্থান! এই দু'টি বর্ণনার কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা ও তা নির্ধারণের মাপকাঠিই বা কী, তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে

"উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি" অধ্যায়ের 'সবাইকে তালাক হুমকি-আবারও (পর্ব-২৬৭)' পর্বটিতে।

নবী মুহাম্মদ তাঁর বিদায় হজ্জ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে তিনি তাঁর যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন হিজরি ১১ সালের মহরম মাসটিতে; আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে তিনি তাঁর যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন সফর মাস শেষ হওয়ার দুই দিন আগে। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে নবী মুহাম্মদের শেষ অসুস্থতার সূচনা হয়েছিল যখন তিনি আয়েশার গৃহে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তিনি কীভাবে মসজিদ গমন ও ভাষণ দিয়েছিলেন ও তাঁর গুরুতর রোগ-বৃদ্ধি ঘটেছিল; কারা তাঁকে জোরপূর্বক ঔষধ সেবন করিয়েছিলেন ও কী কারণে শিয়া মুসলমানরা দাবী করেন যে এই ঘটনায় তাঁকে ঔষধের নামে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল; কীভাবে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর 'শেষ নির্দেশ লিখে দেওয়ার বাসনায়' বাধাদান করেছিলেন; কী কারণে মুহাম্মদ তাঁর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন; তাঁর এই শেষ অসুস্থতার সময় তাঁর সর্বশেষ নির্দেশটি কী ছিল ও কী কারণে তাঁর এই নির্দেশটি এ বিশয়ে 'কুরআনের' নির্দেশের পরিপন্থী; তাঁর ক্ষমতার উত্তরাধিকার প্রশ্নে আলী ইবনে আবু তালিবকে তাঁর চাচা আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব কী পরামর্শ দিয়েছিলেন; ইত্যাদি বিশয়ের বিশদ আলোচনা মুহাম্মদের 'শেষ অসুস্থতা' অধ্যায় পর্বগুলোতে (পর্ব: ২৭২- ২৭৯) করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যু শয্যায় অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে সর্বশেষ হামলাটির নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা হলো: "ওসামার মুতা হামলা।" এই হামলায় তিনি তাঁর পালিত পুত্র

যায়েদ বিন হারিথার পুত্র ওসামা বিন যায়েদ-কে নেতৃত্বে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ওসামা মদিনা থেকে প্রস্থানের আগেই মুহাম্মদের অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই খবরটি পাওয়ার পর ওসামা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে মুহাম্মদের সাথে দেখা করেন। অতঃপর মুহাম্মদের মৃত্যু ও আবু বকরের ক্ষমতা গ্রহণ। মুহাম্মদ কীভাবে এই হামলার নির্দেশটি জারী করেছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর কীভবে এই হামলাটি কার্যকর করেছিলেন তার আলোচনা "ওসামার মুতা হামলা" পর্বগুলোতে (পর্ব: ২৬৯ ও ২৮৯) করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদের মৃত্যুকালীন অসুস্থতার খবর শোনার পর থেকেই আরব জনপদের লোকেরা একে একে 'ইসলাম ত্যাগ' শুরু করে ও তিন ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র বিদ্রোহের' সূচনা হয়। এই তিন ব্যক্তিরা হলেন: (১) ইয়েমেনের আল-আসওয়াদ আল-আনসি; (২) আল-ইয়ামামায় বানু হানিফা গোত্রের মুসাইলিমা বিন হাবিব; ও (৩) বানু আসাদ গোত্রের তুলায়হা ইবনে খুয়ালিদ। ইসলামের প্রথম ধর্মত্যাগ (রিদ্দা) সংঘটিত হয়েছিল ইয়েমেনে, নবী মুহাম্মদের জীবিত অবস্থায় তাঁর 'বিদায় হজ্জ' সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর শেষ অসুস্থতার প্রাক্কালে। মাধিজ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এই আল-আসওয়াদ আল-আনসির নেতৃত্বে। এই সেই উপরে বর্ণিত মাধিজ গোত্র (এক বৃহৎ কাহতানি আরব উপজাতি কনফেডারেশন), যাদের উপর মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব মুহাম্মদের 'বিদায় হজ্জের' অল্প কিছুদিন আগে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিলেন ও অতঃপর আলী মক্কায় এসে মুহাম্মদের সাথে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন (পর্ব: ২৫৬)। এই লোকগুলো নিজেদেরকে নবী দাবী করেছিলেন। আর মুহাম্মদ তাঁদের সবাইকে "ভণ্ড নবী" আখ্যায়িত করে তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁদের সবাইকে হত্যার

নির্দেশ জারী করেছিলেন। কিন্তু, আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, তাঁদের এই বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ হলো:

"মুহাম্মদ তাঁর ধর্মের নামে তাঁর তাবেদার অনুসারীদের মাধ্যমে তাঁদের এলাকাগুলোয় জোরপূর্বক যে কর্তৃত্ব ও শোষণ কার্য শুরু করেছিলেন, মুহাম্মদের অসুস্থতার খবর জানার পর তাঁরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কবল থেকে তাঁদের সেই নিজ এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করে সেখানে তাঁদের নিজেদের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ।"

মুহাম্মদের মৃত্যুর এক দিন পূর্বে ফিরোজ আল-দেইলামি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী ও তার সঙ্গীরা "প্রতারণার আশ্রয়ে" ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ধর্মত্যাগী গুষ্টির নেতা আল-আসওয়াদ আল-আনসি কে হত্যা করেছিলেন। আর মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আবু-বকরের নির্দেশে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের সৈন্যরা 'ইয়ামামার যুদ্ধে' হত্যা করেছিলেন মুসাইলিমা বিন হাবিবকে। এ বিশয়ের সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে "ভণ্ড নবী আখ্যা ও হত্যা নির্দেশ (পর্ব: ২৭০) ও আল আসওয়াদ হত্যাকাণ্ড (পর্ব: ২৭১) ও মুসাইলিমা হত্যা (পর্ব: ২৯১-২৯২) ও ভণ্ড নবী মুসাইলিমা ও নবী মুহাম্মদ-মিল ও অমিল (পর্ব: ২৯৩)" পর্বগুলোতে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী অসহ্য যন্ত্রণায় ইন্তেকাল করেছিলেন তার আলোচনা "অসহ্য যন্ত্রণায় করুণ মৃত্যু (পর্ব-২৮০)" পর্বে ও তাঁর মৃত্যুর পর উমর ইবনে খাত্তাব কী ধরণের অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেছিলেন তার আলোচনা "উমরের অস্বাভাবিক আচরণ (পর্ব: ২৮০ ও ২৮২)" পর্বে 'মুহাম্মদের মৃত্যু' অধ্যায়টিতে করা হয়েছে। আদি

উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদের মৃত্যুর পরই তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বাকযুদ্ধ, শত্রুতা ও লড়াই শুরু করেছিলেন। আনসারদের গোত্রের লোকেরা বানু সাঈদা গোত্রের প্রাঙ্গণে সা'দ বিন উবাদার চারিপাশে এসে জড়ো হয়; আলী ও আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ নিজেদের আলাদা করে ফাতিমার গৃহে অবস্থান নেয়, এবং বাকি মুহাজিররা এসে জড়ো হয় আবু বকরের চারপাশে। বনী সাঈদার সাকিফায় প্রায় রক্তারক্তি পর্যায়ের ক্ষমতার লড়াইয়ে উমরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে আবু বকর ক্ষমতায় আসীন হোন। আলী ও তার দল 'সাকিফার' ঘটনা সম্পর্কে ও সেখানে যা ঘটেছিল তা জানতে পেরেছিলেন ও এই সময় তার সমর্থকরা ফাতিমার বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। আবু বকর ও উমর, আলীর দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন ও তার সমর্থকদের কাছ থেকে গুরুতর হুমকির আশঙ্কায় তাকে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য মসজিদে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আলী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর তাই আবু বকর ও উমরের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল ফাতিমার বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছিল ও তাদেরকে হুমকি দিয়েছিল এই বলে যে, যদি আলী ও তার সমর্থকরা আবু বকরের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করে তবে এটিতে তারা আগুন লাগিয়ে দেবে। অতঃপর মুহাম্মদের মৃত্যুর আড়াই দিন পর মাঝরাতে "আনুষ্ঠানিক কোনরূপ জানাজা ছাড়ায়" মুহাম্মদের লাশটিকে দাফন করা হয়েছিল। এ সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা "মুহাম্মদের লাশ" অধ্যায় পর্বগুলোতে (পর্ব: ২৮৩-২৮৭) করা হয়েছে।

'সুন্নি' মুসলমানদের এক সাধারণ ধারণা এই যে: আবু বকর ইবনে কুহাফা ছিলেন অতিশয় সুচরিত্র ও দয়ালু এক ব্যক্তিত্ব! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই

বর্ণনা তাঁদের এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী! মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফা এক বিশেষ অজুহাতে মুহাম্মদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন! অতঃপর মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পদগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজে এবং তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় আবু বকরের কাছে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আবু বকর তাঁকে তাঁর পিতার কোন সম্পদই ফেরত দেননি। যে অজুহাতটির মাধ্যমে আবু বকর, ফাতিমাকে তাঁর পিতার সম্পদের অংশ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, সেটি হলো:

'আমি শুনেছি আল্লাহর নবী বলেছেন, "আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই, তা হয় সাদাকা, কিন্তু মুহাম্মদের (নবীর) পরিবার সদস্যরা এই সম্পত্তি থেকে খেতে পারে।"' -

অতঃপর নবী কন্যা ফাতিমা বহুভাবে আবু বকরকে 'যুক্তি' দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, যেমন:

"আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন, কারা আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে?" জবাবে আবু বকর বলেছিলেন, "আমার সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা?" প্রত্যুত্তরে ফাতিমা আবু বকরকে বলেছিলেন, "আমি তাঁর [মুহাম্মদের] ফাদাক, খায়বার ও মদিনার সাদাকা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, যেমন করে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন আপনার কন্যারা।"

কিন্তু, আবু বকর ফাতিমার কোন যুক্তি-তথ্য-প্রমাণই গ্রাহ্য করেন নাই। তাই তিনি আবু বকরের প্রতি রাগান্বিত হন ও তার কাছ থেকে দূরে সরে যান ও মৃত্যুকাল অবধি তিনি তার সাথে কোনো কথা বলেন না। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তিনি ছয় মাস কাল জীবিত ছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আবু বকরকে কোনো সংবাদ না দিয়ে তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব রাত্রিকালে তাঁকে দাফন করেন ও নিজেই তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। তাঁর মৃত্যুর পর আলী ইবনে আবু তালিব বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার কারণে আবু বকরকে খলিফা হিসাবে মেনে নেন।

অর্থাৎ, মুহাম্মদের মৃত্যুর পরেই আবু বকর ও তাঁর সঙ্গীরা "স্বয়ং" নবী মুহাম্মদের পরিবারের সাথেই প্রতারণা ও বঞ্চনার সূচনা করেছিলেন। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা 'লুটের মালের উত্তরাধিকার ও পরিণতি (পর্ব: ১৫১) ও ফাদাক অধ্যায়গুলোতে (পর্ব: ১৫৩-১৫৮) ইতোমধ্যেই করা হয়েছে, চতুর্থ খণ্ডে। এই খণ্ডে তা অতি সংক্ষেপে আবারও আলোচনা করা হয়েছে "নবী পরিবারের বঞ্চনার সূচনা" পর্বটিতে (পর্ব-২৮৮)। আর মুহাম্মদের মৃত্যু-সংবাদটি পাওয়ার পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা যে দলে দলে ইসলাম ত্যাগ শুরু করেছিলেন, আবু বকর সমগ্র আরব অঞ্চলে এই "ইসলাম ত্যাগী" মানুষদের অমানুষিক নৃশংসতায় কীভাবে হত্যা-নির্যাতন ও দমন করেছিলেন তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে যা "রিদ্দার যুদ্ধ" নামে অভিহিত। আবু বকরের নির্দেশে তার অনুসারীরা কী অমানুষিক নৃশংসতায় এই ইসলাম-ত্যাগী লোকদের ও মুসাইলিমা ও তাঁর গোত্রের লোকদের হত্যা করেছিলেন; তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে "আবু বকর ও খালিদের নৃশংসতার নমুনা ও ইয়ামামার যুদ্ধ" অধ্যায় পর্বগুলোতে (পর্ব: ২৯০-২৯২)।

মহাকালের পরিক্রমায় কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য ধারাবাহিক ঘটনা পরস্পরা ও কর্ম-কাণ্ডের সমষ্টি। এই ধারাবাহিক ঘটনা পরস্পরায় পূর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিণাম পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঘটনা পরস্পরার এই ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কোন ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। এ বিশয়ে অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি না রাখতে পারলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। সে কারণেই 'ইসলামের অজানা অধ্যায়' বইটিতে নবী মুহাম্মদের ঘটনাবহুল জীবনের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা সময়ের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। জগতের প্রায় সকল সাধারণ মুসলমান ও বহু অমুসলমানদেরই এক সাধারণ বিশ্বাস এই যে: 'ইসলাম শান্তির ধর্ম ও ইহাতে কোন জবরদস্তী নাই!' তাঁদের এই বিশ্বাস যে **"সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত"** তা 'কুরআন ও সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মদিনার প্রায় দশ বছর সময়ে নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ হামলাগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার শিরোনাম ও সময়কাল ও কে ছিল তার সূচনাকারী তা একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে "মুহাম্মদ ও অনুসারীদের হামলার খতিয়ান-ধারাবাহিকতার গুরুত্ব" পর্বটিতে (পর্ব-২৯৪)।

এই বইয়ে যে সমস্ত বই, আর্টিকেল ও ওয়েব সাইটের রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর লেখক, প্রকাশক, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আর পাঠকদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা, যারা জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

এই বইটি ও পূর্ববর্তী তিনটি খণ্ডের প্রকাশের জন্য **'ইস্টিশন'** কর্তৃপক্ষের সকল কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই এই বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। মুক্ত চিন্তার অগ্রযাত্রায় তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

সর্বোপরি, এই বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যে ব্যক্তিটির কাছে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ তিনি হলেন **"ধ্রুবক।"** ধ্রুবক নিজেও একজন ইসলাম গবেষক ও ইসলাম বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ যুগিয়েছেন 'ইসলামের অজানা অধ্যায়' বইটির সেই সূচনা থেকেই, সুদীর্ঘ প্রায় বারোটি বছর। এই বইটির প্রতিটি লেখার সম্পাদনা করেছেন তিনি। বইটির অনিন্দ্য-সুন্দর প্রচ্ছদ নির্মাণ ও ই-বুক তৈরি করেছেনও তিনিই। তাঁর এই গভীর একাত্মতা ও ভালবাসায় আমি সমৃদ্ধ। তাঁর সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই মূলত: এই বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা।

গোলাপ মাহমুদ

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সাল।

২৫৩: সুরা তাওবাহর 'চূড়ান্ত নির্দেশ ও শিক্ষার' প্রেক্ষাপট!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত সাতাশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী, ইমাম বুখারী প্রমুখ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর 'তাবুক অভিযান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৯ সালের রমজান মাসে। অতঃপর ঐ মাসেই বানু থাকিফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ; জিলকদ মাসে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ও অতঃপর জিলহজ্জ মাসে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১) নবী মুহাম্মদের মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জ। এই হজ্জে নবী মুহাম্মদ নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই। তিনি আবু বকর-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে কিছু অনুসারী সহকারে এই হজ্জে প্রেরণ করেন (পর্ব: ২৪৮-২৫০)।

আবু বকর তাঁর দলবল নিয়ে রওনা হওয়ার পর মুহাম্মদ 'আল্লাহর নামে' সুরা তাওবাহর প্রথম ৩০-৪০টি বাণী অবতীর্ণ করেন। অতঃপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিব-কে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে সে যেন এই হজ্জে অংশগ্রহণ করে ও আরাফার ময়দানে উপস্থিত লোকদের সামনে তাঁর এই অমানুষিক ও নৃশংস "চূড়ান্ত নির্দেশগুলো" পড়ে শোনান।

ইসলাম বিশ্বাসী 'তথাকথিত মোডারেট (ইসলামে কোন কোমল, মোডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণী বিভাগ নেই; ইসলাম একটিই, তা হলো নবী মুহাম্মদের ইসলাম)' পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীটি প্রায়ই করে থাকেন, তা হলো, নবী মুহাম্মদ 'সুরা তাওবাহর প্রথমাংশের' এই চূড়ান্ত নির্দেশগুলো জারী করেছিলেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। তাঁদের এই দাবীটি যে "ডাহা মিথ্যা", তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ বিশয়ে আংশিক আলোচনা "সুরা তাওবাহ-প্রথমাংশ: চূড়ান্ত নির্দেশ 'তাদের হত্যা কর' ও চূড়ান্ত শিক্ষা 'তারা অপবিত্র"পর্ব দু'টিতে করা হয়েছে (পর্ব: ২৪৯-২৫০)। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ বিশয়ের সবিস্তার আলোচনা অপরিহার্য। আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনা: [1] [2] [3]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৫২) পর:

'আল্লাহর নবী রমজান মাসের বাকি অংশ, শাওয়াল ও জিলকদ মাস সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর হিজরি ৯ সালে মুশরিকরা যখন তাদের তীর্থস্থানগুলোতে অবস্থান করছিল, তিনি আবু বকর-কে প্রতিনিধি করে মুসলমানদের কে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু বকর ও মুসলমানগণ যথাযথ রওনা হয়।

আল্লাহর নবী ও মুশরিকদের মধ্যে যে চুক্তি ছিল তা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়ে যা নাজিল হয়েছিল, তা হলো, যারা কা'বায় আগমন করেছে তাদের কাউকেই সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয় ও পবিত্র মাসে [জিলকদ, জিলহজ্জ, মহরম ও রজব

মাস] তাদের কারও ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি ছিল তাঁর ও মুশরিকদের মধ্যে এক সাধারণ চুক্তি; ইতোমধ্যে আল্লাহর নবী ও আরব উপজাতি-গুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের বিশেষ চুক্তি ছিল।

অতঃপর এ সম্পর্কে এবং তাবুক অভিযানে যে সমস্ত মুনাফিকরা তাঁর কাছ থেকে পিছিয়ে ছিল তাদের সম্পর্কে ও তারা যা বলেছিল, সে সম্পর্কে ওহী নাজিল হয়; যেখানে আল্লাহ পিছনে পড়ে থাকা লোকদের গোপন অভিসন্ধি-গুলো উন্মোচন করে দেয়। আমরা তাদের কিছু লোকের নাম জানি, অন্যদের আমরা জানি না।-----'

হাকিম বিন হাকিম আববাদ বিন হুনায়েফ < আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বর্ণনা করেছে যে, আবু বকর-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে হজ্জে পাঠানোর পর যখন এই ওহী নাজিল হয়, কেউ একজন অনুরোধ করে যে তিনি যেন আবু বকরের কাছে খবরটি পাঠান। তিনি বলেন, "আমার নিজের পরিবারের লোক ব্যতীত কেউ এটি আমার কাছ থেকে অন্য লোকের কাছে হস্তান্তর করবে না।"

অতঃপর তিনি আলীকে ডেকে পাঠান ও বলেন:

'"এই ওহীটির" শুরু থেকে এই অংশটি নাও ও কোরবানির দিন যখন তারা মিনায় সমবেত হবে তখন তুমি এটি তাদের কাছে ঘোষণা করো। কোন অবিশ্বাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ও এ বছরের পর কোন মুশরিক তীর্থযাত্রা করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি মন্দির (কাবা) প্রদক্ষিণ করবে না। আল্লাহর নবীর সাথে যাদের চুক্তি আছে, তা (শুধুমাত্র) তার নির্ধারিত সময়ের জন্য।"

আল্লাহর নবীর কান-কাটা উটটি তে চড়ে আলী এগিয়ে যায় ও পথে আবু বকরকে ধরে ফেলে। আবু বকর তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে যে সে কী তাদেরকে নির্দেশ দিতে এসেছে নাকি তাদেরকে তা পৌঁছে দিতে এসেছে। সে বলে, "তাদেরকে তা পৌঁছে দিতে।"

তারা একসাথে যাত্রা করে ও আবু বকর হজ্জটি পরিচালনা করে। ঐ বছর আরবরা তাই পালন করছিল যা তারা জাহিলিয়া যুগে (heathen period) করতো। যখন কোরবানির দিনটি আসে, আলী উঠে দাঁড়ায় ও আল্লাহর নবী তাকে যা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সে ঘোষণা করে এবং এই ঘোষণার তারিখ থেকে লোকদের চার মাস সময় দেয়, যাতে তারা নিরাপদ স্থানে বা তাদের এলাকায় ফিরে যেতে পারে। অতঃপর কোন চুক্তি বা সন্ধিচুক্তি বলবত থাকবে না; ব্যতিক্রম শুধুমাত্র সেটি যাদের সাথে আল্লাহর নবীর নির্দিষ্ট মেয়াদের কোন চুক্তি আছে, তা সে সেটির মেয়াদ পর্যন্ত বলবত রাখতে পারবে।

ঐ বছরের পর কোনো মুশরিকই তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করে নাই বা উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করে নাই। অতঃপর তারা দু'জন আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে যায়। এই ওহীটি ছিল মুশরিকদের ব্যাপারে যারা সাধারণ চুক্তি-তে আবদ্ধ ছিল ও যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ পেয়েছিল।' -----

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [2]

(আংশিক আলোচনা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে [পর্ব: ২৪৯], আলোচনার বাঁকি অংশ)

'মুহাম্মদ বিন আল-হুসায়েন <আহমদ বিন আল-মুফাদদাল <আসবাত < আল-সুদদি হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] এক বর্ণনা পেয়েছি: [4] [5] [6]

'যখন এই আয়াতগুলি (সূরা আল-বারাহর এক থেকে ৪০ নম্বর) অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর নবী সেগুলো সহকারে আবু বকর-কে নেতা নিযুক্ত করে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু বকর যখন ধু আল-হুলাইফার অঞ্চলের আল-শাজারাহই এসে পৌঁছে, আলী তাকে অনুসরণ করে এসে উক্ত আয়াতগুলো তার কাছ থেকে গ্রহণ করে। [7]

সে-কারণে আবু বকর আল্লাহর নবীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনিই হউন আমার পিতা-মাতার সহায়! আমার সম্পর্কে কী ওহী নাজিল হয়েছে?"

তিনি জবাবে বলেন, "না; কিন্তু আমি কিংবা আমার পরিবারের কেউ ছাড়া অন্য কারও এটি (কোন বিধান) ঘোষণা করা উচিত নয়। হে আবু বকর, তুমি কি খুশি নও এই কারণে যে তুমি আমার সাথে ছিলে গুহায় [কুরআন: ৯:৪০] ও তুমি আমার সঙ্গী হয়ে জলাধারের পাশে থাকবে?" সে জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, অবশ্যই হ্যাঁ," অতঃপর সে হাজীদের প্রধান হিসাবে যাত্রা করে, যেখানে আলী নিরাপত্তার ঘোষণাটি প্রদান করে।

'কুরবানির দিনটি-তে আলী দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে:

"এই বছরের পরে কোন মুশরিক পবিত্র মসজিদের কাছে আসবে না ও কেউ উলঙ্গ হয়ে এই ঘর (অর্থাৎ, কাবাঘর) প্রদক্ষিণ করবে না। যাদের নিজেদের ও আল্লাহর

নবীর মধ্যে কোন চুক্তি আছে, তাদের চুক্তি তার মেয়াদ [শেষ হওয়া] পর্যন্ত বলবত থাকবে। এই দিনটি হলো আহার ও পানের (অর্থাৎ, অনুষ্ঠান)। আল্লাহ একমাত্র তাদেরকেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবে যারা মুসলমান।"

(মুশরিকরা) বলে, "কোন প্রতিবাদ ছাড়ায় আমরা নিজেদেরকে আমাদের চুক্তি ও তোমার ও তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।" অতঃপর মুশরিকরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে করতে ফিরে যায় ও বলে, "তোমরা কী করবে? কুরাইশরা ইসলাম কবুল করেছে, অতএব ইসলাম গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য উত্তম।"' ------

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনা: [3]

'সে বলেছে: মা'মার [ইবনে রশিদ] আমাকে <মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আবি হাবিবা, ইবনে আবি সাবরা, উসামা বিন যায়েদ, হারিথা বিন আবি ইমরান ও আব্দুল হামিদ বিন জাফর, ও প্রত্যেকে, সেইসাথে অন্যরা, এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির অংশগুলো আমাকে বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে:

এটি সংঘটিত হয়েছিল কুরআনের বারাহ অধ্যায়টি অবতীর্ণ হওয়ার আগে। আল্লাহর নবী মুশরিকদের মধ্যে লোকদের সাথে চুক্তি করেছিলেন।

আল্লাহর নবী আবু বকরকে হজ্জের জন্য প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন। আবু বকর তিনশত লোক সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হয়। আল্লাহর নবী তার সাথে বিশটি কোরবানির পশুও প্রেরণ করেন। তিনি সেগুলোকে স্যান্ডেল দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন ও তাঁর হাত দিয়ে সেগুলোর ডানদিকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি নাজিয়া বিন

জুনদুব আল-আসলামি কে সেগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। আবু বকর পাঁচটি কুরবানির পশু চালনা করে। আবদ আল-রহমান বিন আউফও কুরবানির পশু নিয়ে হজ্জে যায়; আর একদল প্রভাবশালী লোক তাদের সাথে এই তীর্থযাত্রায় গমন করে।

আবু বকর ধু আল-হুলাইফা নামক স্থানে এসে হাজির হয় ও ভোরবেলায় আল-আরজ নামক স্থানে না আসা পর্যন্ত অগ্রসর হয়, যেখানে হঠাৎ সে আল্লাহর নবীর উট 'আল-কাসওয়া'-এর আওয়াজ শুনতে পায়। সে বলে, "এটি হলো 'আল-কাসওয়া'!" অতঃপর সে লক্ষ্য করে ও দেখতে পায় যে সেটির উপর চড়ে আছে আলী বিন আবু তালিব। সে বলে, "আল্লাহর নবী কি তোমাকে এই হজ্জের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন?"

আলী জবাবে বলে, "না, তবে তিনি আমাকে লোকদের সম্মুখে 'বারাহ' পাঠ করতে বলেছেন ও তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ সকল লোকদের চুক্তি বাতিল করতে পাঠিয়েছেন।"

আল্লাহর নবী আবু বকরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি মুশরিকদের বিরোধিতা করতেন, আরাফার দিনটিতে আরাফায় বিশ্রাম নিতেন ও কোন জ্যামের (Jam) ভিতর থামতেন না। আবু বকর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত আরাফা থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে নাই, অতঃপর সূর্যোদয়ের আগেই সে জ্যাম ত্যাগ করেছিল।

আবু বকর মক্কায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল ও সে একাই এই তীর্থযাত্রার (হজ্জের) নেতৃত্ব দিয়েছিল। 'তরবিয়াহ (tarwiyya)' এর পূর্বে একদিন সে জোহর নামাজের পর লোকদের সম্মুখে ভাষণ দিয়েছিল। ''তরবিয়াহার' দিনটিতে

যখন সূর্য আকাশের মধ্যভাগ থেকে ঢলে পড়েছিল, তখন সে সাতবার কাবাঘর প্রদক্ষিণ করেছিল।' -------- [৪]

'কুরবানির দিনটিতে আলী, আল-জামরায়, 'বারাহ' অধ্যায়টি পাঠ করেছিল ও চুক্তি-তে আবদ্ধ সকল লোকদের চুক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সে ঘোষণা করেছিল,

"নিশ্চিতই, আল্লাহর নবী বলেছেন যে এই বছরের পর কোন মুশরিক-কে মক্কায় হজ্জ করার অনুমতি দেওয়া হবে না, কিংবা তাকে উলঙ্গ অবস্থায় কাবাঘর প্রদক্ষিণ করার অনুমতি ও দেওয়া হবে না।"

আবু হুরাইরা যা বলতো, তা হলো: 'আমি সেই দিন উপস্থিত ছিলাম', সে বলতো: 'এটি ছিল বৃহত্তর হজ্জের দিন ও আবু বকর কুরবানির দিন যোহরের পর তার উটের পিঠের উপর চড়ে ভাষণ দিয়েছিল। এই হজ্জের সময় আবু বকর তিন দিন ভাষণ দিয়েছিল, এর বেশী নয়: 'তরবিয়াহার' আগে মক্কায় যোহরের পর একদিন; আরাফায়, যোহরের আগে; এবং কুরবানির দিন মিনায়, যোহরের পর।'------

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, নবী মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব 'সুরা তাওবাহর প্রথমাংশের' চূড়ান্ত নির্দেশগুলো ঘোষণা করেছিলেন সম্পূর্ণ শান্ত ধর্মীয় পরিবেশে, “হজ্জের দিনে”; যা আল্লাহ (মুহাম্মদ) কর্তৃক সত্যায়িত (কুরআন: ৯:৩)। [9]

আদি উৎসের এই সকল বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের অব্যবহিত পূর্বে, সুরা তাওবাহর প্রথমাংশ (আয়াত: ১-৪০) রচনার প্রাক্কালে, নবী মুহাম্মদ জগতের সকল অবিশ্বাসীদের "চুক্তি-ভিত্তিক" যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন, তা হলো:

(১) চুক্তিহীন অবিশ্বাসী:

যাদের সাথে নবী মুহম্মদ কোন ধরণের চুক্তিতেই আবদ্ধ ছিলেন না।

(২) "সাধারণ" চুক্তিবদ্ধ অবিশ্বাসী:

যাদের সাথে নবী মুহম্মদ কোন না কোন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেই চুক্তিনামায় কোন "সুনির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ ছিল না।" নবী মুহাম্মদের রচিত জবানবন্দী কুরআন (৯:১ ও ৯:৩) সাক্ষ্য দিচ্ছে, মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ নিজেই এ ধরণের "সমস্ত চুক্তি" বাতিল করেছিলেন! যার সরল অর্থ হলো: "চুক্তি বাতিল-কারী ব্যক্তিটি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ স্বয়ং! অবিশ্বাসীরা নয়।"

(৩) "বিশেষ" চুক্তিবদ্ধ অবিশ্বাসী:

যাদের সাথে মুহম্মদ কোন না কোন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন ও সেই চুক্তিনামায় "সুনির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ ছিল।"

মুশরিকদের বিরুদ্ধে নির্দেশ:

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ

পেতে বসে থাক। কিন্তু, যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও (৯:৫)-- ।"

আহলে কিতাবদের (খ্রিস্টান ও ইহুদী) বিরুদ্ধে নির্দেশ:

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, ---যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে (কুরআন ৯:২৯)";

এক ও দুই নম্বর শ্রেণীভুক্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই নির্দেশ দু'টি, মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে আলী ইবনে আবু তালিবের ঘোষণার পর "তৎক্ষণাতই" প্রযোজ্য। আর তিন নম্বর শ্রেণীভুক্ত অবিশ্বাসীদের প্রতি মুহাম্মদের এই নির্দেশ দু'টি (৯:৫ ও ৯:২৯) প্রযোজ্য হবে তাঁদের সেই চুক্তির "মেয়াদ উত্তীর্ণ" হওয়ার পর, যদি না তাঁরা "মুহাম্মদের বিবেচনায়" চুক্তি ভঙ্গকারী না হোন (বিস্তারিত: পর্ব-২৪৯)!

এই অমানুষিক নৃশংস নির্দেশ ও শিক্ষাগুলো "শুধুমাত্র" যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, কিংবা আক্রান্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রযোজ্য; এমন কোন তথ্য ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের কোথাও উল্লেখিত হয় নাই।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল ওয়াকিদির বর্ণনার প্রাসঙ্গিক

বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq: [1]

'The apostle remained there for the rest of the month of Ramadan and Shawwal and Dhu'l-Qada. Then he sent Abu Bakr in command of the hajj in the year 9 to enable the Muslims to perform their hajj while the polytheists were at their pilgrimage stations. Abu Bakr and the Muslims duly departed.

A discharge came down permitting the breaking of the agreement between the apostle and the polytheists that none should be kept back from the temple when he came to it, and that none need fear during the sacred month. That was a general agreement between him and the polytheists; meanwhile there were particular agreements between the apostle and the Arab tribes for specified terms. And there came down about it and about the disaffected who held back from him in the raid on Tabuk, and about what they said (revelations) in which God uncovered the secret thoughts of people who were dissembling. We know the names of some of them, of others we do not. ---'

Hakim b. Hakim b. `Abbad b. Hunayf from Abu Jafar Muhammad b. `Ali told me that when the discharge came down to the apostle after he had sent Abu Bakr to superintend the hajj, someone expressed the wish that he would send news of it to Abu Bakr. He said, `None shall transmit it from me but a man of my own house.' Then he summoned `Ali and said: Take this section from the beginning of The Discharge" and proclaim it to the people on the day of sacrifice when they assemble at Mina. No unbeliever shall enter paradise, and no polytheist shall make pilgrimage after this year and no naked person shall circumambulate the temple. He who has an agreement with the apostle has it for his appointed time (only).`Ali went forth on the apostle's slit-eared camel and overtook Abu Bakr on the way. When Abu Bakr saw him he asked whether he had come to give orders ot to convey them. He said ‘to convey them.' They went on together and Abu Bakr superintended the hajj, the Arabs in that year doing as they had done in the heathen period. When the day of sacrifice came Ali arose and proclaimed what the apostle had ordered him to say and he gave the men a period of four months from the date of the proclamation to return to their place of safety or their country; afterwards there was to be no treaty or compact except for one with whom the apostle had an agreement for a period and he

could have it for that period. After that year no polytheist went on pilgrimage or circumambulated the temple naked. Then the two of them returned to the apostle. This was the Discharge in regard to the polytheists who had a general agreement, and those who had a respite for the specified time.’ ----'

The narratives of Al-Waqidi: [3]

‘He said: Maʿmar related to me from Muḥammad b. ʿAbdullah, Ibn Abī Ḥabība, Ibn Abī Sabra, Usāma b. Zayd, Hāritha b. Abī Imrān and ʿAbd al-Ḥamīd b. Ja ʿfar, and each one, as well as others, related portions of this tradition to me. They said:

It took place before the Qurānic chapter *Barā’a* was revealed. The Messenger of God had made an agreement with people among the polytheists. The Messenger of God appointed Abū Bakr over the pilgrimage. Abū Bakr set out with three hundred men from Medina. The Messenger of God sent twenty sacrificial animals with him as well. He adorned them with sandals and marked them with his hand on the right side. He appointed Nājiya b. Jundub al-Aslamī over them. Abū Bakr drove five sacrificial animals. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf went on haj, as well, with sacrifical animals, and a group of people of power pilgrimaged with them. Abū Bakr

appeared in Dhū l-Ḥulayfa, and marched until he was at al-ʿArj at dawn, when all of a sudden he heard the bray of the Messenger of God's camel, al-Qaṣwā'. He said, "This is al-Qaṣwā'!" and he looked, and lo and behold there was ʿAlī b. Abī Tālib on her. He said, "Has the Messenger of God appointed you over the pilgrimage?" ʿAlī replied, "No, but he sent me to recite the *Barā'a* to the people, and to dissolve his agreement with all those who possess an agreement with him."

The Messenger of God had promised Abū Bakr that he would oppose the polytheists, and that he would stop at ʿArafa on the day of ʿArafa and that he would not stop in Jamʿ. Abū Bakr did not push forward from ʿArafa until the sun had set, and he left Jam before sunrise. Abū Bakr set out until he arrived in Mecca and he, alone, led the pilgrimage. He spoke to the people before *tarwiyya*, after *Ẓuhr*, one day. When it was the day of tarwiyya and the sun had declined from the meridian, he circumambulated the house seven times.'-------

'On the day of the slaughter, at al-Jamra, ʿAlī recited the chapter *Barāa*, and withdrew the agreement from all who possessed an agreement.

He said, “Indeed, the Messenger of God said that a polytheist will not be permitted to make the *Ḥajj* pilgrimage to Mecca after this year, nor will he be permitted to circumambulate the house, naked.” --------'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬১৭-৬১৮ ও ৬১৯

[2] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯

[3] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৭-১০৭৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮

[4] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৫৩৩: 'মুহাম্মদ বিন আল-হুসায়েন বিন ইবরাহিম আল-আমিরি আল-বাগদাদী হিজরি ২৬১ সালে (৮৭৪-৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

5] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৫৩৪: 'আহমদ বিন আল-মুফাদদাল আল-কুরাশী হিজরি ২১৪-২১৫ সালে (৮২৯-৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[6] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৫৩৬: 'ইসমাইল বিন আবদ আল-রহমান আল-সুদদি হিজরি ১২৭ সালে (৭৪৪-৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[7] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৫৩৭: 'ধু আল-হুলাইফা - মদিনা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থান।'

[8] "তরবিয়াহ (tarwiyya)"- জিলহজ্জ মাসের অষ্টম দিন, যেদিন হজ-যাত্রীরা মক্কা থেকে মিনায় যাত্রা করেন।

[9] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া: http://www.quraanshareef.org/

২৫৪: বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ - কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত আটান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মদ (সা:) সুরা তাওবাহর 'প্রথমাংশে' বর্ণিত তাঁর চূড়ান্ত নৃশংস নির্দেশগুলো ঘোষণা করেন (পর্ব: ২৪৯-২৫০)। তাঁর এই ঘোষণার পাঁচ-ছয় মাস পর, হিজরি ১০ সালের জুমাদিউল আওয়াল বা জমাদিউস সানি মাসে (আগস্ট-অক্টোবর, ৬৩১ সাল), তিনি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে বানু আল-হারিথ বিন কা'ব গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন। খালিদের সঙ্গে ছিল চারশত মুহাম্মদ অনুসারী। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনা: [10] [11]

(আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৫৩) পর:

'অতঃপর হিজরি ১০ সালের জুমাদিউল আওয়াল বা জমাদিউস সানি মাসে আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে (আল-তাবারী: 'চারশত লোকের এক সৈন্যবাহিনী

দিয়ে') নাজরানে অবস্থিত বানু আল-হারিথ বিন কা'ব গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন তাদেরকে আক্রমণ করার তিন দিন আগে ইসলামের দাওয়াত দেয়। তারা যদি তা গ্রহণ করে তবে সে যেনো তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে (আল-তাবারী: 'ও তাদের সাথে অবস্থান করে ও তাদের-কে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ ও ইসলামের বিধানগুলো শিক্ষা দেয়'); আর তারা যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে যেনো তাদের সাথে যুদ্ধ করে। তাই খালিদ রওনা হয় ও তাদের কাছে আসে এবং চতুর্দিকে তার অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়, এই বলে,

"যদি তোমারা ইসলাম গ্রহণ করো তবে তোমরা নিরাপদ"; তাই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে যেমনটি তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। [12] [13]

খালিদ তাদের সাথে অবস্থান করে ও তাদেরকে ইসলাম ও আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দেয়; কারণ আল্লাহর নবী তাকে এটিই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে ও যুদ্ধ না করে। অতঃপর খালিদ আল্লাহর নবীর কাছে চিঠি লেখে:

“আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু। আল্লাহর নবী মুহাম্মদের নিকট। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের কাছ থেকে। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ। আমি একমাত্র আপনার আল্লাহরই প্রশংসা করি। আপনি আমাকে বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের নিকট পাঠিয়েছিলেন ও আমাকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের কাছে আসার পর আমি যেনো তিন দিন যাবত তাদের-কে আক্রমণ না করি ও তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত দিই: অতঃপর

তারা যদি ইসলাম কবুল করে তবে আমি যেনো তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করি ও তাদের সাথে অবস্থান করি এবং তাদের-কে ইসলামের নিয়ম-কানুন, আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দিই। আর তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে আমি যেনো তাদের সাথে যুদ্ধ করি।

আমি যথাযথ তাদের কাছে এসেছি ও নবীর আদেশ অনুযায়ী তাদের-কে তিন দিন যাবত ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি ও তাদের কাছে আপনার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি অশ্বারোহীদের প্রেরণ করেছি। তারা আত্মসমর্পণ করেছে ও যুদ্ধ করে নাই; আর আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করছি ও তাদেরকে নবীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক আদেশে-গুলো, ইসলামের রীতি-নীতি ও নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দিচ্ছি, যতক্ষণ না আল্লাহর নবী আমার কাছে চিঠি লিখছেন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক ও এরূপ অন্যান্য অনুরূপ বিশয়।”

আল্লাহর নবী তাকে আগের মতো একই ভূমিকা সহকারে চিঠি লিখেন, এই বলে;

‘আমি তোমার চিঠি পেয়েছি যা তোমার বার্তাবাহক নিয়ে এসেছে, যাতে আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি বানু হারিথ গোত্রের লোকদের সাথে যুদ্ধ করার আগে তারা আত্মসমর্পণ করেছে ও তোমার দেওয়া ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে ও শাহাদা উচ্চারণ করেছে; আল্লাহ তাদের-কে তার হেদায়েত দান করেছে। অতএব তুমি তাদেরকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দাও ও তাদেরকে সতর্ক করো ও ফিরে এসো। আর তাদের প্রতিনিধিদল-কে তোমার সাথে আসতে দাও। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক; এরূপ অন্যান্য অনুরূপ বিশয়।’

তাই, বানু আল হারিথ গোত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে খালিদ আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসে; যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কায়েস বিন আল-হুসায়েন ধুল ঘুসসা, ও ইয়াযিদ বিন আবদুল-মাদান, ও ইয়াযিদ বিন আল-মুহাজজাল, ও আবদুল্লাহ বিন কুরাদ আল-যিয়াদি, ও শাদদাদ বিন আবদুল্লাহ আল-কানানি, ও আমর বিন আবদুল্লাহ আল-দিবাবি।

তারা যখন নবীর কাছে আসে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে ভারতীয়দের মতো দেখতে এই লোকগুলো কারা; তাঁকে বলা হয় যে তারা হলো বানু হারিথ বিন কাব গোত্রের লোক। আল্লাহর নবীর কাছে আসার পর তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল ও আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" কিন্তু তিনি বলেন, "আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও আমি আল্লাহর রসূল।"

অতঃপর তিনি বলেন, "তোমরাই সেই লোক যারা, যাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে সম্মুখে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারো"; তারা চুপ থাকে ও তাদের কেউই তাঁর জবাব দেয় না। কোন জবাব না পেয়ে তিনি তিনবার এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন; অতঃপর চতুর্থ বার ইয়াযিদ বিন আবদুল-মাদান বলে, "হ্যাঁ, আমরা তা করেছি", এটি সে চারবার বলে।

আল্লাহর নবী বলেন,

"খালিদ যদি আমাকে না লিখতো যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো ও যুদ্ধ করো নাই তবে আমি তোমাদের মস্তক-গুলো তোমাদের পায়ের নীচে ফেলে দিতাম।"

ইয়াযিদ জবাবে বলেন, "আমরা আপনার প্রশংসা করি না ও খালিদের প্রশংসা করি না।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তাহলে তোমরা কার প্রশংসা করো?" সে বলে, "আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি, যে আপনার মাধ্যমে আমাদের পরিচালিত করেছে।" তিনি বলেন, "তোমরা ঠিকই বলেছো,"

অতঃপর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে পৌত্তলিক আমলে যাদের সাথে তারা যুদ্ধ করতো তাদের-কে তারা কীভাবে বশীভূত (conquer) করতো। তারা বলে যে তারা কখনো কাউকেই বশীভূত করে নাই।

তিনি বলেন, "না, কিন্তু তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করতো তাদের-কে তোমরা পরাজিত করতে।" তারা উত্তর দেয়, "আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করতাম তাদেরকে আমরা পরাজিত করতাম, এই কারণে যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম ও কোন মতভেদ করতাম না ও কখনও অন্যায় কাজ শুরু করি নাই।" তিনি বলেন, "তুমি ঠিক বলেছ"; অতঃপর তিনি কায়েস বিন আল-হুসায়েন কে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন।

প্রতিনিধিদলের লোকেরা শাওয়াল মাসের শেষ দিকে কিংবা জিলকদ মাসের শুরুতে তাদের লোকদের কাছে ফিরে আসে; আর তাদের ফিরে আসার প্রায় চার মাস পর আল্লাহর নবী মৃত্যুবরণ করেন।

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের লোকদের উপর

অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা ও নির্দেশ দানকারী ব্যক্তিটি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ!

"এই গোত্রের একমাত্র অপরাধ ছিল, এই যে, তাঁরা তখনও মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ব্যস এটুকুই!"

মুহাম্মদের আদেশে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুহাম্মদ অনুসারীরা এই গোত্রের লোকদের এলাকায় এসে তাদের-কে ঘিরে ফেলে ও খালিদ চতুর্দিকে তার অশ্বারোহী সৈন্যদের পাঠিয়ে এই গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়, এই বলে,
"যদি তোমারা ইসলাম গ্রহণ করো তবে তোমরা নিরাপদ!"

মুহাম্মদ, খালিদ-কে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যদি তাঁরা "তিন দিনের মধ্যে" ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে খালিদ যেন তাদের-কে আক্রমণ করে। আর আক্রমণ মানেই তাঁদের-কে খুন, জখম, তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুট ও তাঁদের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসী করণ ও বিক্রি! ভীত-সন্ত্রস্ত বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের অসহায় লোকেরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে "ইসলামে" দীক্ষিত হয়।

"নিঃসন্দেহে, তাঁদের এই 'ইসলাম গ্রহণের' কারণটি ছিল তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা শঙ্কা! এই নৃশংস পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা! মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়।"

ঘটনাটি শুধু এখানেই শেষ নয়:

অতঃপর খালিদের সাথে এই গোত্রের প্রতিনিধি দলের লোকেরা যখন মুহাম্মদের কাছে আগমন করে, তখন মুহাম্মদ তাঁদের-কে হুমকি দেন, এই বলে:

"খালিদ যদি আমাকে না লিখতো যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো ও যুদ্ধ করো নাই তবে আমি তোমাদের মস্তক-গুলো তোমাদের পায়ের নীচে ফেলে দিতাম।"

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই প্রতিনিধি দলটি-কে তাঁদের এলাকায় ফেরত পাঠানোর পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, আমর বিন হাযম আল-আনসারি নামের তাঁর এক অনুসারীকে এই গোত্রের লোকদের কাছে পাঠান। এই ঘটনাটির বর্ণনা ইবনে হিশাম সংকলিত "সিরাত রাসুল আল্লাহ" বইটির ইংরেজি অনুবাদের তুলনায় আল-তাবারী সংকলিত “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”বইটির ইংরেজি অনুবাদ অধিক প্রাণবন্ত। এই দুটি বর্ণনারই আদি উৎস হলো মুহাম্মদ ইবনে ইশাক; পার্থক্যটি কী, তার আলোচনা ‘‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’ও ইবনে ইশাক" পর্বে (পর্ব: ৪৪) করা হয়েছে। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [14]

'ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <ইবনে ইশাক [হইতে বর্ণিত]: আমি আবদুল্লাহ বিন আবি বকর হইতে যে বিবরণটি পেয়েছি, তা হলো:

"বানু হারিথ বিন কাব গোত্রের প্রতিনিধি দলটি ফিরে যাওয়ার পর, আল্লাহর নবী তাদেরকে দ্বীন শেখানো, তাদেরকে সুন্নাহ ও ইসলামের বিধিনিষেধ শিক্ষা দান ও তাদের কাছ থেকে দানের অর্থ (alms) আদায়ের জন্য আমর বিন হাযম আল-আনসারি ও পরবর্তীতে বানু আল-নাজ্জার গোত্রের এক লোককে তাদের নিকট প্রেরণ

করেন। আল্লাহর নবী আমর-কে এক চিঠি লিখেন ও তাতে তিনি তাঁর নির্দেশগুলো প্রদান করেন। (তাতে লেখা ছিল): [15]

'আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। এটি আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

"হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর (কুরআন: ৫:১)।" [16]

(এটি হলো) আল্লাহর নবী মুহাম্মদের এক দলিল, আমর বিন হাযমের প্রতি যখন তিনি তাকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছেন। তিনি তাকে তার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহকে ভয় করার (তাকওয়া) আদেশ করেছেন; কারণ,

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে" (কুরআন: ১৬:১২৮)।"

তিনি তাকে সত্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ আদেশ করেছেন; সে যেনো মানুষকে সুসংবাদ (আল-খায়ের) প্রদান করে ও তাদেরকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেয় ও তাদেরকে [অন্যায় কাজ থেকে] নিষেধ করে; কারণ,

"পাক-পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ যেনো কুরআন স্পর্শ না করে (কুরআন: ৫৬:৭৯])"

(তার) উচিত জনগণকে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা ও সৎকর্ম-শীলদের প্রতি নম্র ও অন্যায়কারীদের প্রতি কঠোর আচরণ করা, কারণ আল্লাহ অন্যায়কে ঘৃণা করেন ও নিষেধ করেন ও বলেছেন,

"নিশ্চয়ই যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে (কুরআন: ১১:১৮)।"'

"সে যেন মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয় ও তা অর্জনের পথ দেখায় এবং তাদের-কে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে ও তা লাভের উপায় বলে দেয়। (তার) উচিত লোকদের বন্ধুরূপে বিচার করা যতক্ষণ না তারা ধর্মকে বুঝতে পারে এবং তাদের-কে বৃহৎতর হজ্জ (আল-হজ্জ আল-আকবর) ও ক্ষুদ্রতর হজ্জ (আল-হজ্জ আল-আসগর) - যাকে বলা হয় ওমরাহ, তার আচার-অনুষ্ঠান ও অনুশীলন ও এর বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়; যেটির বিশয়ে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

(সে অবশ্যই) লোকদেরকে কোন ছোট পোশাকে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করবে যদি না সেটি হয় এমন এক পোশাক যার প্রান্ত কাঁধের উপর দুই-ভাঁজ করে রাখা যায়। (সে অবশ্যই) তাদের এমন কোন পোশাকে নিজেকে আবৃত করা থেকে নিষেধ করবে যা উন্মোচন করবে (যা গোপন করা আবশ্যক ছিল) ও পুরুষদের মাথার পিছনে লম্বা চুল হলে তা বিনুনি করা নিষেধ করবে।

যখন তাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, (সে অবশ্যই) তাদেরকে তাদের গোত্র ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে আবেদন করা থাকে নিষেধ করবে; বরং তাদের আবেদন একমাত্র আল্লাহর কাছেই হোক, যার কোন শরীক নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আবেদন না করে (পরিবর্তে) তাদের গোত্র ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে আবেদন করে,

তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা উচিত যাতে আবেদনটি একমাত্র আল্লাহর কাছে হয় যার কোন শরীক নেই।

(সে অবশ্যই) লোকদেরকে প্রচুর পানি দিয়ে ভালোভাবে ওযু করার নির্দেশ দেবে: মুখমণ্ডল ধৌত করা, হস্তদ্বয় ও বাহুদ্বয় (forearms) কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, পাগুলো গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়া ও (ভেজা হাত) মাথার উপর দিয়ে ঘষা; যেমনটি আল্লাহ আদেশ করেছেন।

"তিনি তাকে যথাযথ সময়ে রুকু ও নম্রতার সাথে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন; ভোর বেলায় সকালের নামাজ, সূর্য ঢলে পড়ার সময় দুপুরের নামাজ, সূর্য ঢলে পড়ার পর বিকেলের নামাজ, রাত ঘনিয়ে আসার সময় সূর্যাস্তের নামাজ (আকাশে তারা দেখা যাওয়া পর্যন্ত দেরী করা উচিত নয়), এবং রাতের শুরুতে সন্ধ্যার নামাজ। (সে অবশ্যই) তাদেরকে আদেশ করবে যে তাদেরকে যখন জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য ডাকা হয় তখন তারা যেনো উপস্থিত হয় এবং [জামাতে নামাজে] যাওয়ার আগে পুরো শরীর (গোসল) ধুয়ে নেয়।

"তিনি তাকে লুণ্ঠিত-সম্পদ থেকে আল্লাহর এক পঞ্চমাংশ এবং বিশ্বাসীদের স্থাবর সম্পত্তি থেকে খয়রাতি (Alms) গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন:

জলস্রোত এবং বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত জমি থেকে এক দশমাংশ ও চামড়ার বালতি দ্বারা সেচ করা জমি থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ; প্রতি দশটি উটের জন্য দুটি ভেড়া ও প্রতি বিশটি উটের জন্য চারটি ভেড়া; প্রতি চল্লিশটি গরুর জন্য একটি গরু ও প্রতি

ত্রিশটি গরুর জন্য একটি গরুর বাছুর কিংবা একটি ষাঁড়; চারণভূমিতে প্রতি চল্লিশটি ভেড়ার জন্য একটি ভেড়া।

এটি হলো আল্লাহর অধ্যাদেশ যা তিনি খয়রাতি বিশয়ে বিশ্বাসীদের জন্য আদেশ করেছেন। যে ব্যক্তি এর বেশী যোগ করে, সে পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। একজন খ্রিস্টান বা ইহুদি যে ইসলাম গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে, নিজের ইচ্ছায় ও অনুসরণ করে ইসলাম, সে একই বিশেষ অধিকার ও একই বাধ্যবাধকতাগুলোর সহিত বিশ্বাসীদের শ্রেণীভুক্ত।

যে তার খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে তাকে তা থেকে প্রলুব্ধ করা হবে না। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের জন্য, পুরুষ বা মহিলা, মুক্ত-মানুষ বা ক্রীতদাস; (মাথাপিছু ট্যাক্স) এক পূর্ণ দিনার বা সমপরিমাণ মূল্যের বস্ত্র।

যে তা (এই মাথাপিছু ট্যাক্স) পরিশোধ করে, সে আল্লাহ ও তার রসুলের কাছ থেকে সুরক্ষা প্রাপ্ত; আর যে তা প্রদানে অসম্মত, সে আল্লাহ ও তার রসুল ও সকল ইমানদারদের শত্রু।"

আল-ওয়াকিদি: আল্লাহর নবী যখন ইন্তেকাল করেন, আমর বিন হাযম তখন নাজরানে তাঁর প্রতিনিধি ('আমিল') হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, সন্ত্রাসী কায়দায় উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের লোকদের "ইসলামে দীক্ষিত করার

পর" নবী মুহাম্মদ তাঁদের-কে তাঁর মতবাদটি শিক্ষা দানের নিমিত্তে আমর বিন হাযম-কে অত্র এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন। এই শিক্ষা গ্রহণ ও তা অনুশীলন ছিল "বাধ্যতা-মূলক!" এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও তা অনুশীলন যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জোরপূর্বক চালু রাখা যায়, তবে তার অবশ্যম্ভাবী দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল হলো: "সেই জনপদের প্রায় সমস্ত মানুষের 'মগজ ধোলাই (Brainwash)!"

এই বিশয়ের বিশদ আলোচনা "কুরানের ফজিলত" পর্বে (পর্ব: ১৫) করা হয়েছে! ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় একটু মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করলেই যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো: ইনিয়ে বিনিয়ে, ওযু, নামাজ, হজ্জ, ইত্যাদি বয়ান করার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, আমর বিন হাযম-কে যে নির্দেশগুলো দিয়েছেন, তা হলো:

(১) "মুহাম্মদ তাকে লুণ্ঠিত-সম্পদ থেকে আল্লাহর এক পঞ্চমাংশ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।"

অর্থাৎ, সন্ত্রাসী কায়দায় মুহাম্মদের যে কোন অনুসারী যদি একক বা সম্মিলিত ভাবে তাঁদের জীবন বাজী রেখে অবিশ্বাসীদের নিপীড়ন, খুন-জখম করে তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন ও দাস ও যৌন-দাসী আয়ত্ত করে, তবে তার এক পঞ্চমাংশ মুহাম্মদ-কে দিতে হবে (কুরআন: ৮:৪১)। অর্থাৎ স্বত্বভোগী হবে মুহাম্মদ।

(২) "এবং বিশ্বাসীদের স্থাবর সম্পত্তি থেকে মুহাম্মদ খয়রাতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।"

অর্থাৎ, যে জনপদ-বাসী মুহাম্মদের সন্ত্রাসের কবল থেকে তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষার প্রচেষ্টায় তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হয়েছে, তাদেরকেও তাদের সম্পদ থেকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ (ওপরে বর্ণিত) "জমির ফসল, গরু, ভেড়া, উট" মুহাম্মদের কাছে পাঠানো বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ স্বত্বভোগী মুহাম্মদ।

(৩) "যে খ্রিস্টান বা ইহুদি ব্যক্তি তাঁর ধর্মকে ধরে রাখবে তাদের প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু ট্যাক্স 'এক পূর্ণ দিনার বা সমপরিমাণ মূল্যের বস্ত্র'বাধ্যতামূলক, মুহাম্মদের কাছে পাঠাতে হবে;" স্বত্বভোগী মুহাম্মদ।

"আর যে তা প্রদানে অসম্মত, সে আল্লাহ ও তার রসুল ও সকল ইমানদারদের শত্রু!"

তাঁদের উপর আরোপিত হবে সুরা তাওবাহর ২৯ নম্বর আয়াতের বিভীষিকা (পর্ব: ২৫০)! আবারও সন্ত্রাস ও গণিমত! বিশ পার্সেন্ট হিস্যা মুহাম্মদের। স্বত্বভোগী মুহাম্মদ, সেই একই ব্যক্তি।

সংক্ষেপে,

"ধর্ম-শিক্ষা ও তা অনুশীলনের আড়ালে 'ইসলাম নামের এই সন্ত্রাসী মতবাদের' প্রথম স্বত্বভোগী ছিলেন সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।"

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল পেশা হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের "ধর্মব্যবসা!" ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে এই অত্যন্ত সফল পেশাটি দশ হাজার বছরেরও অধিক

সময় ধরে টিকে আছে ও আজকের পৃথিবীর বিজ্ঞানের মহা-উৎকর্ষের যুগেও তা অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে বাণিজ্য করে চলেছে (পর্ব: ২৫২)। মুহাম্মদ ছিলেন নতুন এক ‘ধর্ম-বাণিজ্যের’ আবিষ্কারক এবং মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল ধর্ম-ব্যবসায়ীদের একজন।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq: [10]

‘Then they apostle sent Khalid b. al-Walid in the month of Rabi`ul-Akhir or Jumadal-Ula in the year 10 to the B. al-Harith b. Ka`b in Najran and ordered him invite them to Islam three days before he attacked them. If they accepted then he was to accept it form them; and if they declined he was to fight them. So Khalid set out and came to them and sent out riders in all directions inviting the people to Islam saying, `If you accept Islam you will be safe,' so the men accepted Islam as they were invited. Khalid stayed with them teaching them Islam and the book of God and the sunna of His prophet, for that was what the apostle of God had ordered him to do if they accepted Islam and did not fight.

Then Khalid wrote to the apostle: In the name of God the compassionate, the merciful. To Muhammed the prophet the apostle of God. From Khalid b. al-Walid. Peace be upon you. O apostle of God and God's mercy and blessings. I praise God the only God unto you. You sent me to the B. al-Harith b. Ka`b and ordered me when I came to them not to fight them for three days and to invite them to Islam: and if they accepted it to stay with them and to accept it from them and teach the institutions of Islam, the book of God, and the sunna of His prophet. And if they did not surrender I was to fight them. I duly came to them and invited them to Islam three days as the apostle ordered me, and I sent riders among them with your message. They have surrendered and have not fought and I am staying among them instructing them in the apostle's positive and negative commands and teaching them the institutions of Islam and the prophet's sunna until the apostle writes to me. Peace upon you &c.

The apostle wrote to him with the same preamble as before saying; `I have received your letter which came with your messenger telling me that the B. al-Harith surrendered before you fought them and responded to your invitation to Islam and pronounced the shahada and that God had guided them with His guidance. So promise them good and warn them and come. And let their deputation come with you. Peace upon you &c.

So Khalid came to the apostle with the deputation of B. al-Harith among whom were Qays b. al-Husayn Dhu'l Ghussa, and Yazid b. `Abdu'l - Madan, and Yazid b. al-Muhajjal and `Abdullah b, Qurad al-Ziyadi and Shaddad b. `Abdullah al-Qanani, and Amr b. `Abdullah al-Dibabi.

When they came to the apostle he asked who these people who looked like Indians were and was told that they were the B. al-Harith b. Ka`b. When they came to the apostle they said, `We testify that you are the apostle of God and that there is no God but Allah.' But he said,' `And I testify that there is no God but Allah and that I am the apostle of Allah.

Then he said, 'You are the people who when they were driven away pushed forward', and they remained silent and none of them answered him. He repeated the words three times without getting an answer, and the fourth time Yazid b. Abdu'l -Madan said `Yes we are,' and said it four times. The apostle said, 'If Khalid had not written to me that you had accepted Islam and had not fought I would throw your heads beneath your feet.' Yazid answered `We do not praise you and we do not praise Khalid,' 'Then whom do you praise?' he asked. He said: 'We praise God who guided us by you.' 'You are right,' he said, and asked them how they used to conquer those they fought in the pagan period. They said that they never conquered anyone. 'Nay, but you did conquer those who fought you,' he said. They replied, `We used to conquer those we fought because we were united and had no dissentients, and never began an

injustice.' He said,`You are right,' and he appointed Qays b. al-Husayn as their leader. The deputyion returned to their people towards the end of Shawwal or at the beginning of Dhu'l-Qa`da, and some four months after their return the apostle died.' ----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[10] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৪৫- ৬৪৬

[11] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৮২-৮৫

[12] Ibid আল-তাবারী -নোট নম্বর ৫৬৪: বানু আল-হারিথ বিন কা'ব - 'দক্ষিণ আরবের একটি গোত্র।'

[13] Ibid আল-তাবারী -নোট নম্বর ৫৬৬: নাজরান - 'উত্তর ইয়েমেনের একটি শহর ও একটি জেলার নাম।'

[14] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭; অনুরূপ বর্ণনা: Ibid ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৪৬-৬৪৮

[15] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৫৮১: 'আমর বিন হাযম ছিলেন আল-খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আল নাজ্জার উপগোত্রের এক লোক।'

[16] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

২৫৫: জুরাশে ইয়েমেনি উপজাতিদের উপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত উনত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি হিজরি দশ সালে বানু আল-আযদ গোত্রের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় নবী মুহাম্মদের কাছে আসে, তাদের নেতৃত্বে ছিল সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আযদি। আল-তাবারীর বর্ণনা মতে, সেই দলে ছিল দশ জন বা তার অধিক লোক। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর মুহাম্মদ, সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযদি-কে নেতা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন তার লোকদের নিয়ে তাদের প্রতিবেশী ইয়েমেনের মুশরিকদের উপর আক্রমণ চালায়।

সুরাদ বিন আবদুল্লাহ তার দলবল নিয়ে রওনা হয় ও 'জুরাশ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে, যেখানে বসবাস করতো ইয়েমেনের উপজাতি-গুষ্ঠির লোকেরা। অতঃপর তারা তাঁদের এলাকাটি প্রায় এক মাস যাবত ঘেরাও করে রাখে। কিন্তু, তারা সেখানে ঢুকতে পারে না (ইবনে ইশাকের বর্ণনা), বা জুরাশের অধিবাসীরা তাঁদের এলাকা

থেকে বাহিরে বের হয় না (আল-তাবারীর বর্ণনা)। তাই সুরাদ তার দলবল নিয়ে পিছু হঠে ও তাঁদের এলাকা থেকে সরে আসে।

জুরাশের লোকেরা মনে করে যে সুরাদ ও তার বাহিনী তাঁদের এলাকা থেকে চলে গিয়েছে। তাঁরা বের হয়ে আসে ও সুরাদের যাত্রাপথ অনুসরণ করে তাঁরা যখন শাকার (Shakar) নামের এক পর্বতের নিকট আসে, তখন সুরাদ তার দলবল নিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালায় ও তাঁদের বহু লোকদের হত্যা করে।

আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [17]

(আল-তাবারী সম্পাদিত বর্ণনা ইবনে হিশামের বর্ণনারই অনুরূপ [পর্ব:88]) [18]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৫৪) পর:

''আল-আযদ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে সুরাদ আল্লাহর নবীর নিকট আসে ও একজন ভাল মুসলমানে পরিণত হয়। আল্লাহর নবী তাকে, তার যে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের নেতারূপে নিযুক্ত করেন ও তাকে তাদের প্রতিবেশী ইয়েমেনের মুশরিকদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নবীর নির্দেশ পালনের জন্য সুরাদ রওনা হয় ও জুরাশে গিয়ে থামে, যা ছিল এক নিকটবর্তী শহর ও সেই সময় যেখানকার লোকেরা (আল-তাবারী: 'অধিবাসীরা') ছিল ইয়েমেনের কিছু উপজাতি। খাতাম গোত্রের লোকেরা যখন মুসলমানদের আগমনের খবরটি শুনতে পায়, তারা সেখানে যায় ও তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। [19]

পরের দলটি (আল-তাবারী: 'মুসলমানরা') তাদের-কে প্রায় এক মাস যাবত অবরোধ করে রাখে, কিন্তু তারা সেখানে জোরপূর্বক প্রবেশ করতে পারে না (আল-তাবারী: 'উপজাতি লোকেরা শহর থেকে বের হয়ে আসা থেকে বিরত থাকে')। সুরাদ সেখান থেকে তাদের এক পাহাড় পর্যন্ত সরে আসে, যা (এখন) শাকার (আল-তাবারী: 'কাশার') নামে অবিহিত।

জুরাশের অধিবাসীরা তাকে অনুসরণ করে বের হয়ে আসে, এই ভেবে যে, সে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে। তারা যখন তার নাগাল পায়, সে ঘুরে দাঁড়ায় ও তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করে।

এই সময়টিতে জুরাশের লোকেরা তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে ও (কি ঘটছে তা) জানতে তাদের দুজন লোককে মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে পাঠিয়েছিল। আছর নামাজের পর তারা যখন নবীর সাথে ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে শাকার স্থানটি কোথায়। লোক দুটি উঠে দাঁড়ায় ও তাঁকে বলে যে তাদের এলাকায় একটি পাহাড় আছে যাকে জুরাশের লোকেরা কাশার (Kashar) নামে জানে। তিনি জবাবে বলেন যে কাশার নয়, শাকার।' তারা জিজ্ঞাসা করে, "অতএব সেটির বিশয়টি কী?" তিনি বলেন, "এখন সেখানে আল্লাহর নিকট অর্পিত ভিকটিমদের হত্যা করা হচ্ছে।"

লোক দুটি উঠে আবু বকরের কাছে কিংবা তা হতে পারে উসমানের কাছে গিয়ে বসে এবং সে বলে, "তোমাদের জন্য দুঃখ হয়! এইমাত্র নবীজী তোমাদের কাছে তোমাদের লোকদের মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং, উঠে দাঁড়াও ও তোমাদের লোকদের রক্ষার ব্যাপারে তাঁকে আল্লাহর কাছে দোয়া করার অনুরোধ করো।" তারা তাই করে ও তিনি অনুরূপ প্রার্থনা করেন।

তারা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে তাদের লোকদের কাছে ফিরে আসে ও দেখতে পায় যে তাদের লোকদের হত্যা করা হয়েছে ঐ দিনটিতে যেদিন সুরাদ তাদের-কে আক্রমণ করেছিল, ঠিক সেই দিনটিতে ও ঠিক সেই সময়ে যখন আল্লাহর নবী এই কথাগুলো বলেছিলেন।

জুরাশের প্রতিনিধি দলের লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে ও তিনি তাদের জন্য তাদের শহরের চারপাশে ঘোড়া, সওয়ারি উট ও চাষের কাজে ব্যবহৃত গরুগুলোর জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন-যুক্ত একটি বিশেষ সংরক্ষিত স্থান প্রদান করেন। (অন্য) যে কোনো লোকের গবাদি পশুগুলো যদি এতে চারণ করে, শাস্তির ঝুঁকি ব্যতিরেকে তা জব্দ করা যেতে পারে।' ----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, 'জুরাশে' অবস্থানকারী ইয়েমেনি উপজাতির কোন লোক নবী মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর আক্রমণ করতে আসেন নাই। "বরাবরের মতই, আগ্রাসী আক্রমণকারী গুষ্টিটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা!"

এই ঘটনাটির আগে এ সমস্ত উপজাতি গুষ্ঠির কোন লোক মুহম্মদ কিংবা তাঁর কোন অনুসারীর উপর কোনরূপ হামলা করেছিলেন, এমন ইতিহাস ও কোথাও বর্ণিত হয় নাই। এই জনপদের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণের একমাত্র কারণ

হলো, "তাঁরা তখনও মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হয় নাই; এটাই ছিল তাঁদের অপরাধ!"

'জুরাশ' এলাকাটি ছিল আবহা (Abha) স্থানটি থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি শহর, যা হিযায ও ইয়েমেন সীমান্তে অবস্থিত। [20]

বর্তমান গুগল-ম্যাপ হিসাব অনুযায়ী স্থলপথে মদিনা থেকে আবহার বর্তমান ড্রাইভিং দূরত্ব হলো ১০১১ কিলোমিটার; প্রায় ৬৩২ মাইল। বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত, তেতুলিয়া থেকে টেকনাফের দূরত্বের (৯৩০ কিলোমিটার বা ৫৮২ মাইল) চেয়ে আরও ৫০ মাইল বেশী।

স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) "বিস্তীর্ণ অঞ্চলের" নিরপরাধ অবিশ্বাসী জনপদের উপর কী বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই সকল আগ্রাসী আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায়।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq: [17]

THE COMING OF SURAD B. 'ABDULLAH AL-AZDl

‘Surad came to the apostle and became a good Muslim with the deputation from al-Azd. The apostle put him in command of those of his people who had accepted Islam and ordered him to fight the neighbouring polytheists from the tribes of the Yaman with them. Surad went away to carry out the apostle's orders and stopped at Jurash, whIch at that time was a closed town containing some of the tribes of the Yaman. Khatham had taken refuge with them and entered it when they heard of the approach of the Muslims.

The latter besieged them for about a month, but they could not force an entry. Surad withdrew as far as one of thelr mountains (now) called Shakar, and the inhabitants of Jurash, thinking that he had fled from them, went out in pursuit of him, and when they overtook him he turned on them and killed a large number of them.

Now the people of Jurash had sent two of their men to the apostle in Medina to look about them and see (what was happening), and whIle they were with the apostle after the afternoon prayer he asked where Shakar was. The two men got up and told him that there was a mountain in their country called Kashar by the people of Jurash, to which he replied that It was not Kashar but Shakar. 'Then what is the news of It? - they asked. 'Victims offered to God are being killed there now,' he said.

The two men went and sat with Abu Bakr or it may have been 'Uthman and he said, 'Woe to you! the apostle has just announced to you the death of your people, so get up and ask him to pray to God to spare your people.' They did so and he did so pray. They left the apostle and returned to their people and found that they had been smitten on the day that Surad attacked them on the very day and at the very hour in which the apostle said these words.

The deputation of Jurash came to the apostle and accepted Islam and he gave them a special reserve round theIr town wIth definite marks for horses, riding camels, and ploughing oxen. The cattle of any (other) man who pastured it could be seized with impuntty.'------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[17] ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৪২

[18] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৮৭-৮৯

[19] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৬০৪: খাতাম - 'দক্ষিণ আরবের এই গোত্রটি ছিল আযদ গোত্রটির সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

[20] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ১৪৫; পৃষ্ঠা ২০

২৫৬: ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড - নেতৃত্বে আলী!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত ত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, নবী মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব তিনশত অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে হিজরি দশ সালের রমজান মাসে মদিনা থেকে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে রওনা হোন। সেখানে পৌঁছার পর মুহাম্মদের এই অনুসারীরা কী প্রক্রিয়ায় এই আগ্রাসনটি সম্পন্ন করেছিলেন; তারা তাঁদের কতজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছিলেন; কী ভাবে তারা তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন ও কী ভাবে তা ভাগাভাগি ও বণ্টন করা হয়েছিল; ভাগাভাগির পর কী কারণে মুহাম্মদ অনুসারীরা আলীর প্রতি মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন; আগ্রাসন শেষে আলী যখন তাড়াহুড়ো করে আবু রাফি নামের এক সহচরের উপর তার সেনাবাহিনী ও এক-পঞ্চমাংশ লুটের মালের দায়িত্ব দিয়ে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে (জিলকদ-জিলহজ্জ মাস, বরাবার ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ৬৩২ সাল) মক্কায় মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন পথিমধ্যে তার ঐ সেনাবাহিনী-তে কী ঘটনাটি ঘটেছিল; অতঃপর সেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার পর আলী কী এমন কর্ম করেছিলেন যে, যে কারণে তার

সহচররা তার বিরুদ্ধে মুহাম্মদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর 'কিতাব আল-মাঘাজি' গ্রন্থে।

অন্যদিকে, ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' গ্রন্থের A. GUILLAUME ইংরেজি অনুবাদ ও আল-তাবারীর বর্ণনায় এই আগ্রাসনের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত অনুপস্থিত। তবে ইয়েমেন আগ্রাসন শেষে, বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে আলী ইবনে আবি তালিব মক্কায় মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাতের সময়টিতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা ইবনে হিশাম লিপিবদ্ধ করেছেন।

আর আল-তাবারী যা উল্লেখ করেছেন, তা হলো: "---আল্লাহর নবী, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে ইয়েমেনের জনগণের নিকট প্রেরণ করেন; সে ছয় মাস যাবত এ বিষয়ে বিরতিহীন পরিশ্রম করে, কিন্তু তারা সাড়া দেয় না। তাই আল্লাহর নবী আলী ইবনে আবু তালিব-কে প্রেরণ করেন। ----সে তাদের সম্মুখে আল্লাহর নবীর চিঠিটি পড়ে শোনায়। হামদানের সকল লোক একদিনেই ইসলাম গ্রহণ করে।--- "

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [21]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৫৫) পর

'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী হিজরি দশ সালের রমজান মাসে [ডিসেম্বর, ৬৩১ সাল - জানুয়ারি, ৬৩২ সাল] আলী-কে অভিযানে প্রেরণ করেন। আল্লাহর নবী তাকে কুবায় শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন, তাই আলী তার সঙ্গীরা না আসা পর্যন্ত সেখানে শিবির স্থাপন করে।

সেই সময় আল্লাহর নবী আলীকে এক পাগড়ি প্রদান করেন, যা তিনি চার ভাঁজ করে তার বর্শার মাথায় ব্যানারের জন্য স্থাপন করেন ও তা তার হাতে দেন। তিনি বলেন, "এটিই হলো ব্যানার।" তিনি এক পাগড়ি সাজান, আলীর উপর তিনবার ঘুরান, তার দুই হাতের মাঝখানে এক হাত পরিমাণ ও তার পিঠের দিকে আধ হাত পরিমাণ লম্বা রাখেন ও বলেন, "এই হলো পাগড়ি!"

সে বলেছে: উসামা বিন য্যেদ <তার পিতা হইতে < আতা বিন ইয়াসার হইতে <আবু রাফি হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বর্ণনা করেছে, যে বলেছে:

আল্লাহর নবী যখন তার মুখোমুখি হোন, তিনি বলেন, "বেরিয়ে পড়ো, আর পশ্চাদপসরণ করো না।" আলী বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি কি করবো?"

নবী বলেন, "তুমি যখন তাদের এলাকায় পৌঁছবে, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে; যদি তারা তোমাদের আক্রমণ করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণে না তারা তোমাদের একজনকে হত্যা করে। যদি তারা তোমাদের একজনকে হত্যা করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না বা তাদের দোষারোপ করো না, বরং তাদের সাথে ধৈর্য প্রদর্শন করো। তাদের-কে বলবে, 'তোমরা কি বলবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই?' অতঃপর যদি তারা বলে, 'হ্যাঁ', বলবে, 'তোমরা কি নামাজ পড়বে?' অতঃপর যদি তারা বলে 'হ্যাঁ', তবে বলবে, 'তোমরা কি তোমাদের সম্পত্তি থেকে তোমাদের গরীবদের দান করবে?' অতঃপর তারা যদি বলে 'হ্যাঁ' তবে আর কিছু চাইবে না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ যেনো তোমার মাধ্যমে মানুষদের পথ দেখায়; এটি তোমার জন্য উত্তম তা সূর্য উদয় হোক বা অস্ত যাক, যাইই হোক না কেন!"

সে বলেছে: সে **তিনশত অশ্বারোহী** বাহিনী নিয়ে রওনা হয় ও তাদের অশ্বারোহী বাহিনীই সর্বপ্রথম তাদের এলাকায় প্রবেশ করে।

তার কাঙ্ক্ষিত এলাকাটির নিকট পৌঁছার পর, যেটি ছিল মাধিজদের এলাকা; সে তার সঙ্গীদের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয় ও তারা জোরপূর্বক তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং গবাদি পশু, ভেড়া এবং অন্যান্য জিনিসগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে।

আলী, বুরাইদা বিন আল-হুসায়েব কে লুণ্ঠন-সামগ্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করে। কোন গোষ্ঠীর সাথে দেখা করার পূর্বে, যে লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো পাকড়াও করা হয়েছিল তা সে জড়ো করে রাখে। অতঃপর সে এক গোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাত করে ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় ও তাদের প্রলুব্ধ করে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে ও তার সঙ্গীদের নিশানা করে।

আলী ব্যানারটি মাসুদ বিন সিনান আল-সুলামি কে হস্তান্তর করে ও সে এটি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়। মাধিজদের এক ব্যক্তি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আমন্ত্রণ জানায়, তাই আল-আসওয়াদ বিন আল-খুযায়ি আল-সুলামি তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিছুক্ষণ একে অপরকে আক্রমণ করে। অতঃপর আল-আসওয়াদ তাকে হত্যা করে ও তার মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

অতঃপর আলী তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের আক্রমণ করে ও তাদের বিশজন লোককে হত্যা করে, অতঃপর তারা পরাজিত হয় ও তারা তাদের পতাকাটি দণ্ডায়মান অবস্থায় ফেলে রেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

আলী তাদের খোঁজ করা থেকে বিরত থাকে; সে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় ও তারা দ্রুত ফিরে আসে ও তাতে সাড়া দেয়। তাদের নেতাদের একদল নিকটে আসে ও ইসলামের আনুগত্য মেনে নেয়। তারা বলে,

“আমাদের জনগণের মধ্যে যারা আমাদের পেছনে আছে, আমরা দাঁড়িয়েছি তাদের পক্ষে। এটি আমাদের 'সাদাকা', অতএব এ থেকে আল্লাহর যা প্রাপ্য তা নিয়ে নাও।"

সে বলেছে: উমর বিন মুহাম্মদ বিন উমর বিন আলী < তার পিতা হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বর্ণনা করেছে, যে বলেছে:

যা লুণ্ঠন করা হয়েছিল তা আলী সংগ্রহ করে ও তা পাঁচ ভাগে ভাগ করে ও একটি বাছাই করে নেয়; সে এটির এক অংশে লেখে, ‘আল্লাহর জন্য।‘ সে অংশগুলির প্রথমটি, এক-পঞ্চমাংশ, বের করে নেয় ও সে কাউকে অতিরিক্ত কিছুই দেয় না। তার আগের নেতারা তাদের সাথে উপস্থিত সহচরদের, অন্যদের নয়, এই এক-পঞ্চমাংশ থেকে দান করতো। আল্লাহর নবী-কে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল ও তিনি এর বিরোধিতা করেন নাই। তাই তারা আলীর কাছে এ বিষয়ে অনুরোধ করে, কিন্তু আলী তা প্রত্যাখ্যান করে। সে বলে, "আমি এই এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে যাবো ও তিনি এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবেন। আল্লাহর নবী উৎসবে আগমন করছেন। আমরা তাঁর সাথে দেখা করবো ও আল্লাহ তাকে যা প্রকাশ করবে তিনি এ বিষয়ে তাই করবেন;" অতঃপর আলী প্রত্যাবর্তনের জন্য ঘুরে দাঁড়ায়।

সে এই এক-পঞ্চমাংশ ও পশুগুলোর যতটা পারে সেগুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসে। আল-ফুতুক (al-Futuq) নামক স্থানে আসার পর সে তার যাত্রা তরান্বিত করে। সে আবু রাফিকে তার সহচর ও এই এক-পঞ্চমাংশটির দায়িত্বে নিযুক্ত করে। এই এক-পঞ্চমাংশের মধ্যে ছিল ইয়েমেনের কিছু পোশাকও।

যে লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো তারা হস্তগত করেছিল তা বস্তাবন্দী করে বোঝাই করা হয়েছিল ও লুণ্ঠিত গবাদি পশুগুলো তাড়িয়ে আনা হয়েছিল। আর তাদের সম্পদের সাদাকা সামগ্রীগুলোর - দান সামগ্রীগুলোর - মধ্যে ছিল তাদের গবাদি পশুগুলো।

আবু সাইদ আল-খুদরি, যে তার সাথে ঐ হামলায় ছিল, বলেছে:

'আলী আমাদেরকে সাদাকা হিসেবে পাওয়া উটগুলো-তে চড়তে নিষেধ করেছিল। আলীর সঙ্গীরা আবু রাফি-কে অনুরোধ করে যে সে যেনো তাদেরকে লুণ্ঠিত পোশাকগুলো পরিধান করায় ও সে তাদের প্রত্যেককে দুটি করে পোশাক দেয়।

তারা যখন মক্কার প্রবেশদ্বার 'আল-সিদরায় (al-Sidra)' আসে, তখন আলী তাদের সাথে দেখা করার জন্য বের হয়ে আসে ও তাদের থাকার ব্যবস্থা করে; অতঃপর সে তাদের প্রত্যেকের গায়ে দুটি পোশাক দেখতে পায় ও পোশাকগুলো চিনতে পারে ও আবু রাফি-কে বলে, "এটা কী?" সে জবাবে বলে, "তারা আমার সাথে কথা বলেছিল, আর আমি তাদের অভিযোগে ভয় পেয়েছিলাম ও আমি ভেবেছিলাম যে এটি তোমার জন্য সহজ হবে, এই কারণে যে, তোমার আগে যারা ছিল তারা এটা করেছে।"

আলী বলে, "তুমি দেখেছো যে আমি তাদের প্রত্যাখ্যান করেছি, তা সত্বেও তুমি তাদের তা দিয়েছো। নিশ্চিতই আমি তোমাকে এই আদেশ দিয়েছিলাম যে আমি তোমার কাছে যা রেখে এসেছি তুমি তাই করবে, তথাপি তুমি তাদের দিয়েছো!"

সে বলেছে: আলী তা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে যতক্ষণে না তাদের কেউ কেউ তাদের সেই দুটি পোশাক খুলে ফেলে। তারা যখন আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও অভিযোগ করে, আল্লাহর নবী তখন আলীকে ডেকে বলেন, "তোমার সাথীরা কেন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে?"

সে জবাবে বলে, "আমি তাদের অভিযোগের কারণ নই! আমি যা লুণ্ঠন করেছিলাম তা আমি তাদের ভাগ করে দিয়েছি ও আমি আপনার সামনে না আসা পর্যন্ত এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখেছিলাম, যাতে আপনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমার আগের নেতারা ভিন্নভাবে কাজ করতো। তারা এই এক-পঞ্চমাংশ থেকে যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করতো। তাই আমি এটি আপনার কাছে আনতে চেয়েছিলাম যাতে আপনি আপনার মতামত প্রদান করেন।" আল্লাহর নবী নীরব থাকেন।' -----

ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [22]

'ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল রহমান বিন আবু আমরা < ইয়াযিদ বিন তালহা বিন ইয়াযিদ বিন রুকানা হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বলেছে:

ইয়েমেন থেকে ফিরে আলী যখন তাড়াহুড়ো করে মক্কায় আল্লাহর নবীর সাথে দেখা করতে এসেছিল, তখন সে তার সেনাবাহিনীর দায়িত্বভার তার এক সঙ্গীর উপর ন্যস্ত করেছিল যে সেই বাহিনীতে থাকা প্রতিটি মানুষকে আলীর রেখে দেওয়া পোশাক পরিধান করতে দিয়েছিল।

সেনাদলের লোকেরা যখন কাছে আসে, সে তাদের সাথে দেখা করতে যায় ও তাদের-কে ঐ পোশাকগুলো পরিধান করা অবস্থায় দেখে। সে জিজ্ঞাসা করে যে কী ঘটেছে, লোকটি বলে যে সে লোকদের পোশাক পরিধান করতে দিয়েছে যাতে তারা লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার আগেই পোশাকগুলো খুলে ফেলতে পারে। সে [আলী] তাকে আল্লাহর নবীর সাথে দেখা করার আগেই তাদের পোশাকগুলো খুলে ফেলতে বলে এবং তারা তাই করে ও সেগুলো পুনরায় লুটের-মালগুলোর মধ্যে রেখে দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করে, তাদের সাথে এমন ব্যবহারের কারণে।

আবদুল্লাহ বিন আবদুল রহমান বিন মামর বিন হাযম <সুলায়েমান বিন মুহাম্মদ বিন কা'ব বিন উজরা হইতে < তার ফুপু যয়নাব বিনতে কাব হইতে যে বিয়ে করেছিল **আবু সায়েদ বিন আল-খুদরি** কে, পরের জনের বরাত দিয়ে আমাকে বলেছে যে, লোকেরা যখন আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তখন সে আল্লাহর নবীকে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে যা বলতে শুনেছে, তা হলো:

"আলী-কে দোষারোপ করবে না, কারণ সে আল্লাহর বিষয়, বা আল্লাহর রাস্তায়, এত বেশি বিচক্ষণ যে তাকে দোষারোপ করা যায় না।" ----

'আলী ইয়েমেনে দুই বার অভিযান চালিয়েছিলেন।' [পৃষ্ঠা: ৬৭৮]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [23]

‘এই বছর রমজান মাসে, আল্লাহর নবী এক সেনাবাহিনীসহ আলী বিন আবু তালিব-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন।

আবু কুরায়েব ও মুহাম্মদ বিন আমর বিন হায়াজ < ইয়াহিয়া বিন আবদ আল-রহমান আল-আযজি < ইবরাহিম বিন ইউসুফ < তার পিতা < আবু ইশাক < **আল-বারা বিন আযিব** হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছে]: [24] [25] [26] [27] [28]

'ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবী, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে ইয়েমেনের জনগণের নিকট প্রেরণ করেন; যারা তার সঙ্গে গিয়েছিল আমি ছিলাম তাদেরই একজন। সে ছয় মাস যাবত এ বিষয়ে বিরতিহীন পরিশ্রম করে, কিন্তু তারা সাড়া দেয় না। তাই আল্লাহর নবী আলী ইবনে আবু তালিব-কে প্রেরণ করেন ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে, খালিদ ও তার সাথে যারা আছে তারা যেন প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু কেউ যদি তাকে অনুসরণ করতে চায় তবে সে যেন তাদের-কে অনুমতি দেয়।

আল-বারা বলেছে, "আমি ছিলাম তাদের একজন যে আলীকে অনুসরণ করেছিল। আমরা যখন ইয়েমেনের সীমান্তে পৌঁছি, জনগণ সংবাদটি জানতে পারে। তারা তার চতুর্দিকে জড়ো হয় ও আলী সকালের নামাজে আমাদের ইমামতি করে। (নামাজ-টি) শেষ করার পর, সে আমাদের-কে একটি লাইনে সারিবদ্ধ করে। অতঃপর সে

আমাদের সামনে চলে আসে, আল্লাহর মহিমাকীর্তন ও প্রশংসা করে ও অতঃপর, সে তাদের সম্মুখে আল্লাহর নবীর চিঠিটি পড়ে শোনায়। হামদানের সকল লোক একদিনেই ইসলাম গ্রহণ করে।

এই বিষয়ে সে আল্লাহর নবীর কাছে চিঠি লেখে। আল্লাহর নবী যখন আলীর চিঠি-টি পড়েন, তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সিজদা-রত করেন। অতঃপর তিনি উঠে বসেন ও বলেন, 'হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!' [হামদানবাসীর ধর্মান্তরিত হওয়ার পর] ইয়েমেনের জনগণ ধারাবাহিকভাবে তা অনুসরণ করে ও ইসলামে দীক্ষিত হয়।" -----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে ওপরে বর্ণিত সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো:

"ইয়েমেনের জনগণ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কিংবা তার কোন অনুসারী-কে আক্রমণ করতে আসেন নাই। বরাবরের মতই আগ্রাসী ও আক্রমণকারী গোষ্ঠীটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা।"

আর আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, ইয়েমেন আগ্রাসনে পাঠানোর আগে নবী মুহাম্মদ, আলী-কে যে নির্দেশ-গুলো দিয়েছিলেন, যথা: "তুমি যখন তাদের এলাকায় পৌঁছবে, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে; যদি তারা তোমাদের আক্রমণ করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ

করো না যতক্ষণে না তারা তোমাদের একজনকে হত্যা করে। যদি তারা তোমাদের একজনকে হত্যা করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না বা তাদের দোষারোপ করো না, বরং তাদের সাথে ধৈর্য প্রদর্শন করো, ইত্যাদি"; এর কোনটিই আলী ইবনে আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা পালন করেন নাই! তাঁর বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: 'সেখানে পৌঁছার পরই আলীর নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, "অতঃপর" তাঁদের-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়'; যা তিনি বর্ণনা করেছেন, এই ভাবে,

"তার কাঙ্ক্ষিত এলাকাটির নিকট পৌঁছার পর, যেটি ছিল মাধিজদের এলাকা; সে তার সঙ্গীদের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয় ও তারা জোরপূর্বক তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং গবাদি পশু, ভেড়া এবং অন্যান্য জিনিসগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে। --- অতঃপর সে এক গোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাত করে ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় ও তাদের প্রলুব্ধ করে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে ও তার সঙ্গীদের নিশানা করে।"

তিনশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য সম্বলিত এক আগ্রাসী দল "কোন এলাকায় এসে যখন জোরপূর্বক তাঁদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং গবাদি পশু, ভেড়া এবং অন্যান্য জিনিসগুলো লুণ্ঠন করা শুরু করে" তখন এলাকাবাসী তাঁদের ও তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার পরিজন ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যা করতে পারেন, মাধিজদের এলাকাবাসী তাইই করেছিলেন। তাঁরা এই ডাকাত দলদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন ('তারা তা প্রত্যাখ্যান করে ও তার সঙ্গীদের নিশানা করে')। অতঃপর,

"আলী তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের আক্রমণ করে ও তাদের বিশজন লোককে হত্যা করে, অতঃপর তারা পরাজিত হয় --।"

অর্থাৎ, এই এলাকাবাসীর ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ-টি ছিল, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংসতার কবল থেকে তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টা। মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মুহাম্মদের এই নির্দেশগুলো অমান্য করে 'আগ-বাড়িয়ে' তাঁদের নারী-শিশুদের বন্দী ও সম্পদ-লুণ্ঠনের কারণে স্বঘোষিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আলী-কে কোনরূপ প্রশ্ন করেছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসে কোথাও বর্ণিত হয় নাই।

আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনা "অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর:"

আদি উৎসে আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনা "অত্যন্ত বিভ্রান্তি ও হাস্যকর", এই কারণে:

"যেখানে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ 'ছয় মাস যাবত" বিরতিহীন পরিশ্রম করেও তাদের-কে মুসলমান বানাতে পারে নাই, সেখানে আলী ও তার অনুসারীরা তাদের-কে 'কোনরূপ আক্রমণ ছাড়ায়, তাঁদের সম্মুখে "শুধু" মুহাম্মদের চিঠিটি পড়ে শোনানোর পর' হামদানের "সকল লোক একদিনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন!"

এমন বর্ণনা আরব্য উপন্যাসের সবচেয়ে উদ্ভট বর্ণনাকেও হার মানাতে বাধ্য। "শুধুমাত্র" মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর সিরাত ও হাদিস গ্রন্থগুলো" পড়ে কী কারণে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতার ইতিহাস সম্পর্কে

সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়, তার আলোচনা "খায়বার যুদ্ধ: রক্তের হোলি খেলা" পর্বে (পর্ব: ১৩৪) করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত আলী ইবনে আবু তালিবের ইয়েমেন আগ্রাসনের বর্ণনা তারই আর একটি উদাহরণ।

এই আগ্রাসনে লুটের মালের পরিমাণ:

এই আগ্রাসনে লুটের মালের পরিমাণ কী পরিমাণ বিশাল ছিল, তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়। বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মদের এই "এক-পঞ্চমাংশ থেকে", আবু রাফি এই তিনশত সৈন্যের প্রত্যেক-কে দু'টি করে পোশাক পরিধান করতে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মোট ছয়শ পোশাক। "যা ছিল নিশ্চিতরূপেই এই মাত্র এক-পঞ্চমাংশের অতি নগণ্য অংশ; শুধু পোশাকই!" অতএব, বাঁকি চার-পঞ্চমাংশের" মোট পরিমাণ যে কী বিশাল অংকের হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [21]

THE EXPEDITION OF ʿALĪ B. ABĪ ṬĀLIB TO YEMEN

'They said: The Messenger of God sent ʿAlī during Ramaḍān in the year ten AH. The Messenger of God commanded him to camp in Qubā, so ʿAlī

camped there until his companions arrived. At that time the Messenger of God offered ʿAlī a turban, which he folded in four and fixed on the top of his spear, for a banner and handed it to him. He said, "This is the banner." He draped a turban, rolled thrice, on ʿAlī, placing an arm length between his hands and a span length on his back, saying, "Thus is the turban!"

He said: Usāma b. Zayd related to me from his father from ʿAṭā b. Yasār from Abū Rāfi, who said: When the Messenger of God faced him, he said, "Depart and do not turn back." ʿAlī said, "O Messenger of God, what shall I do?" The Prophet said, "When you alight in their courtyard, do not fight them until they fight you; if they attack you, do not fight them until they kill one of you. If they kill one of you, do not fight them or blame them, but show them patience. Say to them, 'Will you say that there is but one God?' And if they say, 'Yes,' say, 'Will you pray?' And if they say 'Yes,' say, 'Will you take from your property and give charity to your poor?' And if they say 'Yes,' do not desire anything else. By God, may God guide a man by your hand, it is better for you than whatever the sun rises or sets on!"

He said: He set out with three hundred riders, and their cavalry was the first to enter that land. When he reached near the land that he desired—which was the land of Maddhij—he dispersed his companions, and they brought plunder and prisoners and women and children and cattle and sheep and other things, by force. ʿAlī appointed Burayda b. al-Ḥuṣayb in

charge of the plunder. He gathered what was taken before meeting any group. Then he met a group and invited them to Islam and enticed them with it. But they refused and aimed at his companions. ʿAlī handed the banner to Masʿūd b. Sinān al-Sulamī and he went forward with it. A man from the Madhḥij invited him to a duel, so al-Aswad b. al-Khuzāʿī al-Sulamī dueled him. They attacked one another for a while on horseback. Then al-Aswad killed him and took his booty. Then ʿAlī attacked them with his companions and killed twenty of their men, and they dispersed defeated and left their flag standing. ʿAlī refrained from seeking them out; he invited them to Islam, and they hastened and responded. A group of their leaders approached and granted allegiance to Islam. They said, "We stand for those who are behind us from our people. This is our *ṣadaqa* so take what is due to God from it."

He said: ʿUmar b. Muḥammad b. ʿUmar b. ʿAlī related to me from his father, who said: ʿAlī collected what was taken in plunder and apportioned it into five parts and picked one; he wrote a portion of it, for God. He took out the first of the portions, the portion of the fifth, and he did not give anything extra to anyone. Those who were before him used to give their companions—those present, not others—from the fifth. The Messenger of God was informed about that and he did not oppose it against them. So they requested that from ʿAlī, but he refused. He said, "I will take the fifth to the Messenger of God and he will consider his opinion about it. This is the Messenger of God approaching the festivities. We will meet him and he will do with it what God shows

him," and ʿAlī turned to return. He carried the fifth and drove what animals he could. When he was in al-Futuq he hastened. He appointed Abū Rāfi over his companions and the fifth. Included with the fifth were some Yemenī garments.

The loads were packed up and the cattle were driven with what they plundered. And there were cattle from the *sadaqa*—charity—from their property.

Abū Saʿīd al-Khudrī, who was with him during that raid, said:
ʿAlī forbade us from riding the camels obtained as *ṣadaqa*. The companions of ʿAlī asked Abū Rāfiʿ to dress them in the plundered clothes, and he gave each of them two garments. When they were in al-Sidra at the entrance of Mecca, ʿAlī came out to meet them, and he brought them and settled them, and he saw two garments on every man, and he recognized the garments and said to Abū Rāfiʿ, "What is this?" He replied, "They spoke to me, and I feared their complaints and I thought that this would be easy on you for those who were before you have done this." ʿAlī said, "You saw me refuse them, yet you gave them. Indeed I commanded you to keep what I left with you, and yet you gave them!" He said: ʿAlī refused to do that until some of them removed the two garments. When they arrived before the Messenger of God, they complained, so the Prophet called ʿAlī and said, "Why are your companions complaining about you?" He replied, "I did not cause their

complaints! I apportioned to them what I plundered, and I kept the fifth for until I arrived before you, so that you may make a decision about it. The leaders before me used to do differently. They gave extra to whomever they wished out of the fifth. So I thought to bring it to you for you to consider your opinion.” The Prophet was silent.’ ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[21] আল-ওয়াকিদি ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৯-১০৮১; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫২৮-৫২৯

[22] ইবনে হিশাম সম্পাদিত ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’- পৃষ্ঠা ৬৫০

[23] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৮৯-৯০

[24] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৬০৯: ‘মুহাম্মদ বিন আলা বিন কুরায়েব আল-হামদানি আল-কুফি হিজরি ২৪৮ সালে (৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[25] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৬১০: ‘মুহাম্মদ বিন আমর বিন হায়াজ আল-হামদানি আল-কুফি হিজরি ২৫৫ সালে (৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[26] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৬১২: ইবরাহিম বিন ইউসুফ হিজরি ১৯৮ সালে (৮১৩-৮১৪ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[27] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৬১৩: ‘(তার পিতা) ইউসুফ বিন ইশাক বিন আবি ইশাক আল-সাবী হিজরি ১৫৭ সালে (৭৭৩-৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[28] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৬১৪: ‘আল-বারা বিন আযিব ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ও এক অত্যন্ত নিবেদিত আলী সমর্থক।'

২৫৭: বিদায় হজ্জের ভাষণ-১: কাবায় শুধুই মুসলমান তীর্থ শুরু!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

নবী মুহাম্মদের নির্দেশে সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযদি নামের তাঁর এক অনুসারীর নেতৃত্বে "জুরাশে ইয়েমেনি উপজাতিদের উপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড" ও আলী ইবনে আবু-তালিবের নেতৃত্বে "ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড" হামলা দু'টি কী ভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তার আলোচনা গত দু'টি পর্বে (পর্ব: ২৫৫-২৫৬) করা হয়েছে। এই আগ্রাসন ও হত্যাকান্ড শেষে আলী মক্কায় মুহাম্মদের সাথে এসে মিলিত হোন, যখন মুহাম্মদ তাঁর 'বিদায় হজ্জ' পালন করছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে যে একটি মাত্র হজ্জ পালন করেছিলেন, তা ছিল, মক্কা বিজয় পরবর্তী 'দ্বিতীয় হজ্জ।' ইসলামের ইতিহাসে যা 'বিদায় হজ্জ' নামে বিখ্যাত (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ)। মক্কা বিজয় (পর্ব: ১৮৭-১৯৭) পরবর্তী প্রথম হজ্জটিতে মুহাম্মদ নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই। তিনি আবু বকর-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সেই হজ্জটিতে প্রেরণ করেছিলেন । যেখানে মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব আরাফার ময়দানে উপস্থিত মুসলিম ও অমুসলিম হজ্জ-যাত্রীদের উপস্থিতিতে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সূরা আত তাওবাহর প্রথম সাঁইত্রিশটি বাক্যের (পর্ব: ২৪৮-২৫০) যে অমানুষিক নৃশংস নির্দেশগুলো ঘোষণা করেছিলেন, তার একটি ছিল এই:

“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।-----” (কুরআন: ৯:২৮)

আগের বছর হজ্জটিতে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল) আল্লাহর নামে (কুরআন) মুহাম্মদের নৃশংস নির্দেশগুলোর ঘোষণা ও তা বাস্তবায়নের কারণে তার পরের বছর বিদায় হজ্জের সময়টিতে শুধু মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। অমুসলিমদের জন্য তা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ!

ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মদের এই ‘বিদায় হজ্জ ও তার ভাষণ’ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিকদের সকলেই এই ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আল-তাবারী সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [29]

(ইবনে হিশাম সূত্রে ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [30] [31]

‘এই বছর, অর্থাৎ হিজরি ১০ সাল (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ), যখন জিলকদ মাস শুরু হয় নবী হজ্জের জন্য প্রস্তুতি নেন ও লোকদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন।

ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < ইবনে ইশাক <আবদ আল-রহমান বিন কাসেম < তার পিতা < নবী পত্নী আয়েশা হইতে বর্ণিত: [32]

আল্লাহর নবী জিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। তিনি বা লোকজনদের কেউই তীর্থযাত্রার বিষয়টি ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করেন নাই, যতক্ষণে না তিনি সারিফ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি কুরবানির পশুগুলো তাঁর সাথে তাড়িয়ে নিয়ে আসেন, যেমনটি করেছিল কিছু অভিজাত ব্যক্তিবর্গও। তিনি লোকদের তাদের তীর্থযাত্রীর পোশাক খুলে ফেলার নির্দেশ জারি করেন, ব্যতিক্রম শুধু তারা যারা তাদের কুরবানির পশুগুলো (তাদের সাথে) নিয়ে এসেছিল। [33] [34]

সেদিন আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছিল। আমি যখন কাঁদছিলাম, তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "হে আয়েশা, তোমার কী হয়েছে? তোমার কি ঋতুস্রাব হয়েছে?" আমি জবাবে বলি, "হ্যাঁ, আমার মনে হয়েছিল যে এই বছর আমি যেনো আপনার সাথে এ যাত্রায় না আসি।" তিনি বলেন, "এটা বলো না, কারণ একমাত্র কাবা প্রদক্ষিণ ছাড়া একজন তীর্থযাত্রীর সমস্ত (আচার অনুষ্ঠান) তুমি সম্পন্ন করতে পারো।" আল্লাহর নবী ও তাঁর স্ত্রীগণ মক্কায় প্রবেশ করেন ও যাদের কাছে কোরবানির পশুগুলো ছিল না তাদের প্রত্যেকেই তীর্থযাত্রীর পোশাক খুলে ফেলে। কোরবানির দিন আমার কাছে গরুর মাংসগুলো আনা হয় ও তা আমার বাড়িতে রাখা হয়। আমি যখন জিজ্ঞেস করি যে এটা কি, তারা বলে যে, আল্লাহর নবী তাঁর স্ত্রীদের পক্ষে কিছু গরু কুরবানি করেছেন। [35]

যে ওমরাহ-টি আমি ধরতে পারি নাই তার পরিবর্তে ওমরাহ পালনের জন্য তিনি আমাকে হাসবাহর রাতে আমার ভাই আবদ আল-রহমান বিন আবু বকরের সাথে আল-তানিম থেকে যাত্রা করান। [36] [37] [38]

ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < ইবনে ইশাক <ইবনে আবি নাজিহ হইতে বর্ণিত: [39]

আল্লাহর নবী আলী ইবনে আবি তালিবকে নাজরানে [প্রাচীন ইয়েমেনের একটি শহর] পাঠিয়েছিলেন [যার বিস্তারিত আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২৫৬)]; তিনি এহরামে থাকা অবস্থায়ই সে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। (ফিরে আসার পর) আলী আল্লাহর নবীর কন্যা ফাতিমার কাছে যায় ও দেখতে পায় যে সে (তাকে অভ্যর্থনার জন্য) ছিল প্রস্তুত ও তার পরিধানে তীর্থযাত্রীর কোন পোশাক নেই। সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে আল্লাহর নবীর কন্যা, তোমার কী হয়েছে?" সে জবাবে বলে, "আল্লাহর নবী আমাদেরকে তীর্থযাত্রীর পোশাক খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা তাই করেছি।"

অতঃপর সে [আলী] আল্লাহর নবীর কাছে গমন করে। তার অভিযানের খবরটি তাঁকে দেওয়া শেষ হলে আল্লাহর নবী তাকে কাবা প্রদক্ষিণ করতে বলেন ও তাকে তার তীর্থযাত্রীর পোশাক খুলে ফেলতে বলেন যেমনটি তার অনুসারীরা করেছিল। জবাবে সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমিও আপনার মত পশু কোরবানির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তিনি বলেন, "তুমি তোমার তীর্থযাত্রীর পোশাক খুলে ফেলো যেমনটি তোমার সঙ্গীরা করেছে।" আলী জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি আমার তীর্থযাত্রীর পোশাক পরিধানের সময় বলেছি, 'হে আল্লাহ, আমি কুরবানির পশুর উপর তোমার নাম উচ্চারণ করবো যেমনটি তোমার বান্দা ও আল্লাহর নবী করেন।'" (আল্লাহর নবী) (আলী-কে) জিজ্ঞাসা করেন যে তার কাছে কুরবানির কোন পশু আছে কি না। সে যখন জবাব দেয় যে তার কাছে একটিও নেই, তখন আল্লাহর নবী তাকে তাঁর কোরবানির পশুর অংশীদার করেন। আল্লাহর নবীর সাথে আলী তার তীর্থযাত্রীর

পোশাক পরিধান করে থাকে যতক্ষণে না তারা উভয়েই হজ্জব্রত পালন সম্পন্ন করে, আল্লাহর নবী তাঁদের উভয়ের পক্ষ থেকে পশু কুরবানি করেন।' ---- [40]

ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <ইবনে ইশাক <ইয়াহিয়া বিন আবদ আল্লাহ বিন আল-রহমান বিন আবি আমরাহ <ইয়াযিদ বিন তালহা বিন ইয়াযিদ বিন রুকানাহ হইতে বর্ণিত: -----

[আল-তাবারীর এই বর্ণনাটি **ইবনে হিশাম** সম্পাদিত ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ, যার আলোচনা "ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড - নেতৃত্বে আলী" (পর্ব: ২৫৬) পর্বে করা হয়েছে।]

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা (পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৩৩): [31] [41]

'তিনি বলেছেন: মামার বিন রশিদ, ইবনে আবি সাবরা, উসামা বিন যায়েদ, মুসা বিন মুহাম্মাদ, ইবনে আবি ধীব, আবু হামজা আবদ আল-ওয়াহিদ বিন মায়মুন, হিজাম বিন হিশাম, ইবনে জুরায়েজ ও আবদুল্লাহ বিন 'আমির, সকলেই আমাকে এই উপাখ্যানটির অংশ বিশেষ জানিয়েছে, আর তাদের কিছু লোক অন্যদের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। যাদের নাম আমরা উল্লেখ করি নাই তারাও ছিল আমাদের সাথে সম্পর্কিত। ----

আল্লাহর নবী তিনবার ওমরা পালন করেছিলেন। [42]

[১] প্রথমটি ছিল 'হুদাইবিয়ার ওমরা' - [হিজরি] ৬ সালের জিলকদ মাসে যেখানে আল্লাহর নবী হুদাইবিয়ায় পশু জবেহ ও মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। [বিস্তারিত: পর্ব ১১১-১২৯]

[২] 'ওমরা আল-কাদিয়া' - [হিজরি] ৭ সালের জিলকদ মাসে যেখানে আল্লাহর নবী ষাটটি উট জবেহ ও উৎসর্গ করেছিলেন এবং আল-মারওয়ায় মস্তক মুণ্ডন করেছিলে। [বিস্তারিত: পর্ব ১৭৪]

[৩] 'ওমরা আল-জিররানা' - আল্লাহর নবী [হিজরি] ৮ সালের জিলকদ মাসে এটি সম্পন্ন করেছিলেন। [বিস্তারিত: পর্ব ২২০]

তিনি বলেছেন: ইবনে আবি সাবরা, আল-হারিস বিন আল-ফুদায়েল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আমাকে জানিয়েছে, যে বলেছে: আমি সাঈদ বিন আল-মুসায়েব কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আল্লাহর নবী তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতবার হজ্জ পালন করেছিলেন?" সে বলেছিল: মদিনা থেকে মাত্র একটি হজ্জ।

আল হারিথ বলেছে: আমি আবু হাশিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আল-হানাফিয়া কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলেছে, "তিনি হিজরতের পূর্বে তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির পরপরই মক্কা থেকে একটি হজ্জ পালন করেছিলেন। আর মদিনা থেকে একটি হজ্জ।" [43]

মুজাহিদ বলতো, হিজরতের পূর্বে দুটি তীর্থযাত্রা; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বিষয়টি জানা আছে ও আমাদের দেশের লোকেরা যেখানে একমত, তা হলো, অবশ্যই তিনি

মদিনা থেকে একবার হজ্জ পালন করেছিলেন; আর এটি ছিল সেই হজ্জ যাকে লোকেরা বিদায় হজ্জ নামে আখ্যায়িত করে।'

অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ – লেখক।

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই হজ্জের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ আরাফার ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ইসলামের ইতিহাসে যা 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে সুবিখ্যাত। যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো:

"বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ যে ঐতিহাসিক ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা ছিল, 'শুধুই' মুসলমানদের উপস্থিতিতে। কোন অবিশ্বাসীই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।"

তাঁর এই ভাষণের বিস্তারিত আলোচনা আগামী কয়েকটি পর্বে করা হবে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [29]

‘When the month of Dhu al-Qa'dah started this year, that is, the year 10/632, the Prophet made preparations for the pilgrimage and ordered the people to get ready.

Ibn Humayd-Salamah-lbn Ishaq-'Abd al-Rahman b. Qasim-his father-'A'ishah the Prophet's wife: The Prophet departed for the pilgrimage on the twenty-fifth of Dhu alQa'dah. Neither he nor the people talked of anything but the pilgrimage, until when he was in Sarif and had driven with him the sacrificial animals as some nobles had also done, he ordered the people to remove their pilgrim garments, except for those who had brought the sacrificial animals [with themj. That day my menses started. He called on me while I was weeping and said, "What is the matter with you, O 'A'ishah? Are you in your menses?" "Yes," I replied, "I wished I had not come with you on this journey this year." "Don't do that," he said, "Don't say that, for you can carry out [all the rites] performed by a pilgrim except that you will not circumambulate the Ka'bah." The Messenger of God entered Mecca and his wives and everyone who did not have a sacrificial animal with him took off the pilgrim garment. On the day of sacrifice, beef was brought to me and put in my house. When I asked what it was, they said that the Messenger of God had sacrificed some cows on behalf of

his wives. On the night of hasbah, 748 he sent me with my brother 'Abd al-Rahman b. Abi Bakr to perform the 'umrah from al-Tanim in place of the 'umrah which I had missed.

Ibn Humayd-Salamah-Ibn Ishaq-Ibn Abi Najih: The Messenger of God had sent 'Ali b. Abu Talib to Najran and met him in Mecca while he was still in a state of ihram. [When he arrived,] 'Ali went into Fatimah, the Messenger of God's daughter, and found that she was not in her pilgrim garments and was prepared [to receive him]. He asked her, "What is the matter with you, 0 daughter of the Messenger of God?" She replied, "The Messenger of God ordered us to remove the pilgrim garments, so we did." Then he went to the Messenger of God. After he had finished reporting about his journey, the Messenger of God told him to go and circumambulate the Ka'bah and remove the pilgrim garments as his companions had done. He replied, "0 Messenger of God, I have decided to sacrifice an animal as you did." He said, "Remove the pilgrim garments as your companions have done." 'Ali replied, "0 Messenger of God, when I put on the pilgrim garments I said, '0 God, I will invoke your name over a sacrifice as your servant and Messenger does."' [The Prophet] asked ['Ali] whether he had a sacrificial animal, and when he replied that he did not have one,

the Messenger of God made him a partner in his sacrificial animal. 'Ali retained his pilgrim garments with the Messenger of God until both of them had completed the pilgrimage and the Messenger of God slaughtered the animals on behalf of them both.' -------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[29] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১০৯- ১১১

[30] অনুরূপ বর্ণনা: ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫০

[31] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: ভলুম ৩, ১০৮৮-১১০২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৩৯

[32] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৭৪১; ৭৪২: 'আবদ আল-রহমান বিন কাসেম, মৃত্যু হিজরি ১২৬ সাল (৭৪৩-৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ); তার পিতা কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর আল-সিদ্দিক, মৃত্যু হিজরি ১০৬ সাল (৭২৪-৭২৫ খ্রিস্টাব্দ)।'

[33] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৯৯ - পৃষ্ঠা ৭৮৮: 'আল্লাহর নবী আবু দুজানাহ আল-সায়েদি কে, অন্যরা বলে সিবা বিন উরফুতাহ আল-গিফারী কে, মদিনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।'

[34] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৭৪৫: 'সারিফ - মক্কা থেকে ৬ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।'

[35] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৭৬৫

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2765/

[36] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৭৬৪; ২৭৬৬ ও ২৭৬৮

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2764/

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2766/

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2768/

[37] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৭৪৮: 'হাসবাহ' - এটি হলো মিনা উপত্যকায় শেষ নুড়ি নিক্ষেপের পরের দিনটি, অথবা আইয়্যামে আল-তাশরিক নামক দিনের পরের রাতটি; অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের চতুর্দশ রাত।'

[38] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৭৪৯: 'আল-তানিম: 'মক্কা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান।'

[39] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৭৫১: 'ইবনে আবি নাজিহ হিজরি ১৩২ সালে (৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ) মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।'

[40] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৭৫৩: 'নবী তাঁর সাথে একশত উট নিয়ে এসেছিলেন, যার মধ্যে ষাটটি তিনি কুরবানি দেন ও বাকিগুলো দেয় আলী।'

[41] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬

[42] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৮৭৯

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2879/

[43] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৮৮১

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2881/

২৫৮: বিদায় হজ্জের ভাষণ-২: কী ছিল মুহাম্মদের ঘোষণা?

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণটি নিয়ে ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অনেকেই (অধিকাংশই না জেনে) যে দাবীগুলো প্রায়ই করে থাকেন তা হলো মূলত: তিন প্রকারের। আর তা হলো,

এই ভাষণটি ছিল:

১) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ!

২) মানবতা ও সাম্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত!

৩) নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের ঘোষণা!

"কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় বিকৃতির সম্ভাবনা তত প্রকট হয়। বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে পূর্ববর্তী সকল বিষয়ের মতই, এই বিষয়টির ও মূল অংশের সমস্ত তথ্যের রেফারেন্সই মূলত

‘কুরআন’ ও নবী মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের ‘পুর্নাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ’থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।”

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিকদের সকলেই এই ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর তাঁদের সেই লেখাগুলোর প্রায় একশত বছরেরও অধিক পরে কিছু হাদিস লেখক এ ভাষনটির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন অসংহত ও বিচ্ছিন্নভাবে। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের এই সকল বর্ণনাগুলো ও এ বিষয়ে 'কুরআনের' সুস্পষ্ট নির্দেশগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলাম অনুসারীদের এ সকল "দাবীর সত্য-মিথ্যা" অতি সহজেই যাচাই করা যায়।

আল-তাবারী সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [44]

(ইবনে হিশাম সূত্রে ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [45] [46]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-২৫৭) পর:

‘ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < ইবনে ইশাক <আবদ আল্লাহ বিন আবি নাজিব হইতে বর্ণিত:

অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর তীর্থ পালনের জন্য অগ্রসর হোন ও লোকদের-কে এর আচার-অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন ও তাদের-কে এর রীতিনীতি শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি তাদের সম্বোধন করে একটি ভাষণ দেন ও (কিছু বিষয়ের) ব্যাখ্যা দেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তিনি বলেন,

[১] "হে লোক সকল, আমার কথাগুলো শোনো। আমি জানি না এই বছরের পর আমি তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর কখনো মিলিত হবো কিনা।

[২] হে লোকসকল, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ পবিত্র যতক্ষণে না তোমরা তোমাদের আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, যেমনটি পবিত্র তোমাদের এই দিন ও মাসটি।

[৩] নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের আল্লাহর সাথে মিলিত হবে ও সে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। আমাকে এটি (ইতিমধ্যেই) জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

[৪] যে জামানত গ্রহণ করেছে সে যেনো গচ্ছিত জিনিসটি তার কাছে ফেরত দেয় যে তাকে এটির দায়িত্ব দিয়েছে। [কুরআন: ২:২৮৩; ৪:৫৮]।

[৫] সমস্ত সুদ বিলুপ্ত কিন্তু তোমাদের মূলধন তোমাদেরই [কুরআন: ২:২৭৮-২৭৯]। অন্যায় করো না ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে যে কোন সুদ থাকবে না ও আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত সুদ বিলুপ্ত করা হয়েছে (আল-ওয়াকিদি: 'প্রাক-ইসলামী যুগের সকল সুদ রহিত। আল-আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের এ ধরনের সুদ আমি প্রথমেই বাতিল করছি')।

প্রাক-ইসলামী যুগে যে রক্তপাত করা হয়েছে তার সমস্তই প্রতিশোধ নেয়া ছাড়াই ছেড়ে দিতে হবে। এ ধরনের প্রথম যে দাবীটি আমি প্রত্যাহার করছি তা হলো ইবনে রাবিয়াহ বিন আল-হারিথ বিন আব্দুল মুত্তালিবের, যে বানু হুদাইল গোত্র কর্তৃক নিহত হয়েছিল ও বানু লেইথ গোত্রের (আল-ওয়াকিদি: 'বানু সাদ গোত্রের) লোকদের মাঝে পালিত হয়েছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে তারই প্রথম রক্তপাত হয়েছিল, যার বিষয়ে আমি এক উদাহরণ স্থাপন করবো।

[অনুরূপ বর্ণনা: সুনান আবু দাউদ- বই নম্বর ১৬, হাদিস নম্বর ৩৩২৮; সহি মুসলিম- বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৮০৩] [47] [48]

[৬] হে লোক সকল, তোমাদের এই দেশে যখনই কোন উপাসনা করা হয় সর্বদায় তখনই শয়তান নিরাশ হয়। যাহোক, সেটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে যদি তার আনুগত্য করো তবে সে খুশি হবে, যেগুলোকে তোমরা ছোট করে দেখো। কাজেই তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে তার কাছ থেকে সাবধান হও;

[৭] হে লোকসকল, এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ (Intercalating a month) কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়; এরা একে হালাল করে নেয় একটি বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, (যাতে) তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর গণনা পূর্ণ করে নেয়। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে' [কুরআন: ৯:৩৭]। সময় তার চক্র সম্পূর্ণ করেছে, যেমনটি যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল।

'নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে (যেগুলো ছিল) আল্লাহর কিতাবে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত [কুরআন: ৯:৩৭]। পরপর তিনটি (মাস) (আল-ওয়াকিদি: 'জিলকদ, জিলহজ, মহরম') ও রজব (যাকে বলা হয়) মুদার মাস - যেটি জমাদিউস-সানি ও শা'বানের মাঝামাঝি।

[৮] "হে লোকসকল, এক্ষণে, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে ও তাদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে (ইমাম মুসলিম ও ইবনে মাজাহ: 'তাদের পোশাক ও খাবারের ব্যাপারে')। তোমাদের (এই অধিকার) রয়েছে যে তারা যেন এমন কাউকে তোমাদের শয্যায় না মাড়ায় যাকে তোমরা অপছন্দ করো; এবং এই যে তারা যেন কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা (ফাহিশাহ) না করে। যদি তারা তা করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের তাদেরকে আলাদা ঘরে আটকে রাখার ও তাদের মারধর করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু কঠোরভাবে নয়। [49] [50]

যদি তারা (মন্দ) থেকে বিরত থাকে, তবে প্রথা অনুযায়ী তাদের খাদ্য ও পোশাকের অধিকার রয়েছে (বিল-মারুফ)।

[৯] নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো, কারণ তারা তোমাদের সাথে থাকা গৃহপালিত পশুর ('আওয়ান) মতো (ইবনে মাজাহ: 'তারা তোমাদের কাছে থাকা বন্দীদের মতো') ও তারা নিজেদের জন্য কোন অধিকার রাখে না। [51]

তোমরা তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ-কে ভরসার মাধ্যমে গ্রহণ করেছো ও তাদেরকে আল্লাহর বাণী দ্বারা তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্য হালাল করেছো; সুতরাং হে লোকসকল আমার কথাগুলো বোঝো ও শোনো।

[১০] আমি এই বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কাছে এমন কিছু রেখে গিয়েছি যাকে যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: সেটি হলো আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ।

[১১] হে লোকসকল, আমার কথাগুলো শোনো; আমি এই বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছি এই কারণে যে (এটি) বোঝো।

[১২] নিশ্চিতই জেনে রাখো, প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই ও সকল মুসলমান ভাই ভাই। কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের কাছ থেকে (গ্রহণ করা) বৈধ নয়, ব্যতিক্রম হলো তা যা তাকে স্বেচ্ছায় দেয়া হয়েছে; সুতরাং তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।

হে আল্লাহ, আমি কি বার্তা পৌঁছে দেই নাই?"

(আমাকে) বর্ণনা করা হয়েছে যে লোকেরা বলেছিল, "হে আল্লাহ, হ্যাঁ", আর আল্লাহর রসূল বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, সাক্ষী থাক।" -

সহি মুসলিম - বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৮০৩: [48]

(অনেক বড় হাদিস, নারীদের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু:)

'জাফর বি মুহাম্মদ তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে বর্ণনা করেছেন: ----

'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সুরক্ষায় গ্রহণ করেছো ও আল্লাহর বাণী দ্বারা তাদের সাথে সহবাস হালাল করা হয়েছে। তোমাদের ও তাদের উপর অধিকার রয়েছে ও তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে

মাড়াতে না দেয় যাকে তোমরা পছন্দ করো না। কিন্তু যদি তারা তা করে তবে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে পারো তবে কঠোরভাবে নয়। তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের পোশাক ও খাবারের ব্যাপারে তাদের সাথে সদয় আচরণ করবে।' ---

(Fear Allah concerning women! Verily you have taken them on the security of Allah, and intercourse with them has been made lawful unto you by words of Allah. You too have right over them, and that they should not allow anyone to sit on your bed whom you do not like. But if they do that, you can chastise them but not severely. Their rights upon you are that you should provide them with food and clothing in a fitting manner.'------

সুনান ইবনে মাজাহ- ভলুম ৩, বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ১৮৫১: [49]

‘এটি বর্ণিত হয়েছে যে:

সুলাইমান বিন আমর বিন আহওয়াস বলেছে: “আমার পিতা আমাকে বলেছে যে সে আল্লাহর নবীর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিল। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমাকীর্তন করেন, এবং (মানুষদের) স্মরণ করিয়ে দেন ও উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন: 'আমি নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি, কারণ তারা তোমাদের কাছে থাকা বন্দীদের মতো এবং তাদের সাথে অন্যথা করার অধিকার তোমাদের নেই, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে। যদি তারা তা করে, তবে তাদের বিছানা পরিত্যাগ করো ও তাদের আঘাত করো কিন্তু কোন জখম না করে বা কোনো আঘাতের চিহ্ন না রেখে। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তবে

তাদের বিরুদ্ধে বিরক্তির উপায় খুঁজো না। তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের ওপর তোমাদের নারীদের অধিকার রয়েছ। তোমাদের নারীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাকে অপছন্দ কর তাকে তারা তোমাদের বিছানায় (আসবাবপত্র) মাড়িয়ে যেতে দেবে না এবং যাকে অপছন্দ করো তাকে তারা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের পোশাক ও খাবারের ব্যাপারে তাদের সাথে সদয় আচরণ করবে।"'

(It was narrated that: Sulaiman bin Amr bin Ahwas said: “My father told me that he was present at the Farewell Pilgrimage with the Messenger of Allah. He praised and glorified Allah, and reminded and exhorted (the people). Then he said: 'I enjoin good treatment of women, for they are prisoners with you, and you have no right to treat them otherwise, unless they commit clear indecency. If they do that, then forsake them in their beds and hit them, but without causing injury or leaving a mark. If they obey you, then do not seek means of annoyance against them. You have rights over your women and your women have rights over you. Your rights over your women are that they are not to allow anyone whom you dislike to tread on your bedding (furniture), nor allow anyone whom you dislike to enter your houses. And their right over you are that you should treat them kindly with regard to their clothing and food.'”

অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ – লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনার আলোকে মুহাম্মদের বিদায় হজ্জের এই ঘোষণার প্রাসঙ্গিক নির্দেশগুলো একে একে ব্যাখ্যা শুরু করার আগে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আবারও মনে রাখা দরকার, তা হলো:

"নবী মুহাম্মদের এই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল, 'শুধুই' মুসলমানদের উপস্থিতিতে। কোন অবিশ্বাসীই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।"

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং এই বছরের পর তাঁর সাথে তাঁর অনুসারীরা এই জায়গায় আর কখনো মিলিত হতে পারবেন কিনা সেই শঙ্কাটি প্রকাশ করার পর,

>> তাঁর প্রথম ঘোষণা: *"হে লোকসকল, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ পবিত্র যতক্ষণে না তোমরা তোমাদের আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, ----"*

মুহাম্মদ ঘোষণা করছেন যে তাঁর অনুসারীদের রক্ত ও সম্পদ পবিত্র। কুরআন, সিরাত ও হাদিসের অসংখ্য বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের জীবিকা ও সম্পদের প্রধান উৎস ছিল অবিশ্বাসী জনপদের উপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে তাঁদেরকে হত্যা-জখম, তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাঁদের ও তাঁদের নারী ও শিশুদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসী করণ; অর্থাৎ গনিমত (কুরআন: ৮:১, ৮:৪১, ৮:৬৯, ৫৯: ৬-৮, ইত্যাদি)! এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' সংক্রান্ত গত দুইশত তেত্রিশটি পর্বে (পর্ব: ২৮-২৫৬) করা হয়েছে। মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর বিবেচনায়

তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের জন্য অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত এ সকল যাবতীয় ‘লুটের মাল পবিত্র!' (বিস্তারিত: 'সন্ত্রাসী নবযাত্রা: নাখলা পূর্ববর্তী অভিযান' পর্বে [পর্ব:২৮])

>> অতঃপর ঘোষণা: *"যে জামানত গ্রহণ করেছে সে যেনো গচ্ছিত জিনিসটি তার কাছে ফেরত দেয় যে তাকে এটির দায়িত্ব দিয়েছে [কুরআন: ২:২৮৩; ৪:৫৮]।"*

অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু, তাঁর এই ঘোষণার কোনই বিশেষ বিশেষত্ব নেই, এই কারণে যে, অন্যান্য সকল ধর্মের ধর্মগুরুরা তাঁদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এমনটিই প্রচার করেন। অন্য কোন ধর্মের ধর্মগুরুরা তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে কী এই উপদেশ দেন যে, "তোমরা জামানত গ্রহণ করে সেই গচ্ছিত জিনিসটি তার মালিকের কাছে ফেরত দিয়ো না?"

>> অতঃপর ঘোষণা: *"সমস্ত সুদ বিলুপ্ত কিন্তু তোমাদের মূলধন তোমাদেরই [কুরআন: ২:২৭৮-২৭৯]।"*

অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর এই ঘোষণায় “ঐ সময়ে” তাঁর সুদখোর অনুসারীদের কাছ থেকে তাঁর গরীব অনুসারীরা রক্ষা পেয়েছিলেন সত্য কিন্তু কোনরূপ মুনাফা বিহীন, তা তাকে 'সুদ বা লভ্যাংশ' যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেনো, ঋণ প্রদান প্রকল্পের ধারণা সার্বজনীন নয়। আজকের পৃথিবীর সমগ্র অর্থনৈতিক এবং ব্যাংকিং সিস্টেম দাঁড়িয়ে আছে এই মূলধন ও লভ্যাংশ ধারণাটির উপর। ইসলামের নামে বর্তমান যুগের ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের দাবী "তারা সুদ নেন না, নেন লভ্যাংশ!" ইসলামিক কায়দায়। যে কায়দায়ই মূলধনের অতিরিক্ত

অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ করা হোক না কেন, ঋণ গ্রাহকের কাছে তা "যাহা লাউ, তাহাই কদু" সাদৃশ্য।

>> অতঃপর তাঁর ঘোষণা: *“অন্যায় করো না ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না;"*

অতঃপর ঘোষণা, *"প্রাক-ইসলামী যুগে যে রক্তপাত করা হয়েছে তার সমস্তই প্রতিশোধ নেয়া ছাড়াই ছেড়ে দিতে হবে।---"*

মুহাম্মদের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র "মুসলমান বনাম মুসলমান" আচরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামের মূল শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য প্রচলিত 'সর্বজন গ্রাহ্য' মূল শিক্ষার মত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ন্যায়-অন্যায়ের সর্বজন গ্রাহ্য পরিচিত রূপ ও শব্দ-মালার অর্থ "ইসলামিক পরিভাষায়" সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা হলো:

“হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর প্রচারিত বাণী ও মতবাদে অবিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তিই হলেন অপকর্মকারী, বিপথগামী, লাঞ্ছিত, পথভ্রষ্ট, পাপী, ইত্যাদি! তাঁরা বে-ইমান (অবিশ্বাসী)। আর, প্রতি টি বে-ইমান ব্যক্তিই অনন্ত শাস্তির যোগ্য (পর্ব-২৭)!”

আর, ইসলামের প্রাথমিক নির্দেশ হলো:

'কোন অবিশ্বাসী যদি মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন, সমালোচনা করেন কিংবা করেন বিরুদ্ধাচরণ; তবে তাঁদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ (পবিত্র যুদ্ধ) ও প্রয়োজনে তাঁদেরকে "হত্যা" করা প্রত্যেক ইসলাম বিশ্বাসীর অবশ্যকর্তব্য

ইমানী দায়িত্ব। হোন না তিনি সেই মুমিন বান্দার পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশী। বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর এই নির্দেশের সর্ব-প্রথম বাস্তবায়ন ঘটান (পর্ব: ৩০-৪৩)। আবু আফাক নামের ১২০ বছর বয়সের অতিবৃদ্ধ ও পাঁচ সন্তানের জননী কবি আসমা-বিনতে মারওয়ান কে রাতের অন্ধকারে নৃশংস ভাবে খুন করা ইসলামের পরিভাষায় কোন অন্যায় কর্ম নয়; খুনিরা নয় কোন "অন্যায় কারী" (পর্ব: ৪৬-৪৭)! কাব বিন আল আশরাফ ও আবু-রাফিকে প্রতারণার আশ্রয়ে খুন করা ইসলামিক পরিভাষায় "মহৎ কর্ম" (পর্ব: ৪৮ ও ৫০)! বনি কেউনুকা, বনি নাদির ও বনি কুরাইজা গোত্রের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীর নৃশংস আগ্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলামিক পরিভাষায় কোন "জুলুম" নয়, তা হলো 'পবিত্র যুদ্ধ!'" এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'খুন ও নৃশংসতা অত:পর ঘোষণা: "আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন" ও মদিনা সনদ তত্ত্ব - তথাকথিত"' পর্বে (পর্ব: ৩৩ ও ৫৩) করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সর্বশেষ নির্দেশ হলো, "সুরা তাওবাহর" আদেশ ও নির্দেশ, যার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৪৮-২৫১)।

>> অতঃপর তাঁর ঘোষণা: *"এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়;* -----।"(কুরআন: ৯:৩৭)

ইসলামী পণ্ডিতরা মুহাম্মদের এই ঘোষণার (কুরআন: ৯:৩৭) যে ব্যাখ্যাগুলো দান করছেন, তার সারমর্ম হলো: [50]

তৎকালীন আরবে যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহররম ও রজব - এই চারটি মাসকে আরবরা "সম্মানিত মাস" রূপে বিবেচনা করতেন। এ মাস গুলোতে কোন প্রকার বিবাদ-

ফ্যাসাদ, খুনা-খুনি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে আরবরা খুবই গর্হিত বিবেচনা করতেন। কিন্তু, 'যিলকদ, যিলহজ্জ ও রজব' মাসটির ব্যাপারে তাঁরা অটল (constant) থাকলেও 'মুহররম' মাসটির ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন পরিবর্তনশীল (flexible)। তাঁরা এক বছর মুহররম মাসটিকে পবিত্র জ্ঞান করতেন ও তার পরের বছর কিংবা চার বছর পরপর 'মহররম মাসের পরিবর্তে' সফর মাসটি-কে তাঁরা পবিত্র জ্ঞান করতেন। গণনায় বছরে 'চারটি মাস পবিত্র' ঠিক থাকলেও কোন কোন বছর তা পরপর তিনটি মাসের ('যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহরম) পরিবর্তে তা হতো, 'যিলকদ, যিলহজ্জ ও সফর' মাস; যা মুহাম্মদের পছন্দ নয়। তাই মুহাম্মদ তাঁর এই ভাষণটিতে মহররম মাসকে সফর মাসটিতে পিছিয়ে দেওয়ার আরবের এই প্রথাটিকে আবারও বাতিল ঘোষণা করেছেন, যা তাঁর নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব প্রথম ঘোষণা করেছিলেন এই হজ্জের ঠিক আগের হজ্জটিতে। মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে (পর্ব: ২৪৯-২৫০)।

তৎকালীন আরবের এই প্রথাটির বিষয়ে মুহাম্মদের এই ঘোষণার সাথে বিশ্ব-মানবতার কী সম্পর্ক তা স্পষ্ট না হলেও, কুরআন: ২:২১৭ ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা যে সত্যটি ইতিমধ্যেই জেনেছি, তা হলো: তৎকালীন আরবের এই 'পবিত্র মাস' প্রথাটির প্রথম অবমাননা করেছিলেন মুহাম্মদ নিজেই। পবিত্র রজব মাসে, যে মাসটির পবিত্রতার ব্যাপারে তাঁদের কোনই দ্বিমত ছিল না, তাঁর "নাখলা অভিযানে" এক নিরীহ বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলায় ডাকাতি, একজন নিরপরাধ আরোহীকে খুন ও দু'জন নিরপরাধ মুক্ত-মানুষকে বন্দী করে ধরে নিয়ে আসা ঘটনাটি সংঘটিত করার মাধ্যমে। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "নাখলায় প্রথম সফল অভিযান" পর্বে (পর্ব: ২৯) করা হয়েছে।

>> মুহাম্মদ তাঁর এই ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে,

"'প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই ও সকল মুসলমান ভাই ভাই।'

জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভাই ভাই, এমন ঘোষণা এই ভাষণের কোথাও নেই। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ ভাই-ভাই, এমন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বিষয়টি ইসলামের একান্ত মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী।

প্রতারণা ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারণা:

তথাকথিত মোডারেট ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অনেকেই (অধিকাংশই না জেনে) ইসলামের যে ইতিহাসগুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশী মিথ্যাচার করেন তার একটি হলো মুহাম্মদের বিদায় হজ্জের এই ভাষণটি! "মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৫)" এর মত সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তাঁরা এই ভাষণের বিভিন্ন ভার্শন সর্বত্রই প্রচার করে থাকেন। আজকের এই ইন্টারনেট যুগে যে কোন উৎসাহী মুক্ত-চিন্তার মানুষ আদি উৎসের বিদায় হজ্জের ভাষণটির বর্ণনার আলোকে তাঁদের এই মিথ্যাচার অতি সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন। তাঁদের এই প্রচারণায় তাঁরা,

"প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একটি উদ্ধৃতি যোগ করেন ও সচরাচর একটি বিশয় গোপন করেন!"

যা তাঁরা যোগ করেন: [51]

যে উদ্ধৃতিটি তাঁরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যোগ করেন তা হলো "ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী" নামের এক ইরানী ইসলামী পণ্ডিতের, যার জন্ম হলো মুহাম্মদের মৃত্যুর

৩৬২ বছর পর ৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ৩৮৪)। তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সংকলিত হাদিস গ্রন্থে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তিনি যে উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন তা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদের মৃত্যুর ২৯০ বছরের মধ্যে (৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) লিখিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী প্রমুখ বিশিষ্ট সিরাত লেখকগণ ও সিয়া সিত্তাহ (নির্ভুল ছয়) হাদিস-গ্রন্থকারদের (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, আবু দাউদ, আল-তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ) কেহই উল্লেখ করেন নাই। আর তাঁর সেই উদ্ধৃতটি হলো: [52]

"জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন, হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার'কারণেই।"
- (আহমাদ ২৩৪৮৯ শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫১৩৭)"

ইন্টারনেটে যার 'ইংরেজি ভার্শন' হলো:

'"All mankind is from Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over a black nor a black has any superiority over a white – except by piety and good action."

- Imam Ahmed bin Hanbal, Masnud, Hadith no. 19774.'

“‘সমস্ত মানবজাতি আদম ও হাওয়ার বংশধর, একজন আরবের অনারবের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; এছাড়াও একজন কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদার উপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই - তাকওয়া ও সৎকর্ম ছাড়া।"

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মাসনুদ, হাদীস নম্বর ১৯৭৭৪

  (অনুবাদ: লেখক)

মুহাম্মদের মৃত্যুর সাড়ে তিনশত বছরেরও অধিক পরে জন্মগ্রহণকারী বায়হাকী সাহেব কিংবা ইমাম হাম্বলের (৭৮০-৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এই বর্ণনাটি যদি শতভাগ সত্যও হয়, তথাপি এই মানবিক আচরণটি শুধুমাত্র মুসলমান বনাম মুসলমান আচরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবিশ্বাসীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। "অমুসলমানদের প্রতি" জগতের সকল মুমিন মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড কেমন হওয়া উচিত, তার আলোচনা 'সাফল্যের-চাবি ও জিহাদ-সন্ত্রাস' পর্বগুলোতে করা হয়েছে (পর্ব: ১৭৯-১৮৩)। সিরাত-হাদিসের এমন কোন দাবী গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআনের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

আর যা তাঁরা গোপন করেন: [51]

তাঁরা তাঁদের প্রচারণায় সচরাচর যে সম্পূর্ণ বিষয়টি গোপন করেন, তা হলো, এই ভাষণে মুহাম্মদের ঘোষিত "নারীদের প্রহারের নির্দেশটি," যা আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে

রেখেছেন। কী কারণে তাঁরা বিষয়টি গোপন করেন তার বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

সংক্ষেপে,
নবী মুহাম্মদের বিদায় হজ্জের এই ভাষণটির সমস্তই শুধুমাত্র মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের আচরণ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (পর্ব: ১৭৯) ও তা ঘোষণা করা হয়েছিল শুধুমাত্র মুসলমানদের উপস্থিতিতে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [44]

'Ibn Humayd-Salamah-Ibn Ishaq-'Abdallah b. Abi Najib: Then the Messenger of God proceeded to perform his pilgrimage, showing the people its rites and teaching them its customs. Then he addressed them in a speech and elucidated [certain things]. After he had praised and glorified God, he said, "0 people, listen to my words. I do not know whether I shall ever meet you again in this place after this year. 0 people, your blood and your property are sacrosanct until you meet your Lord, just as this day and this month of yours are sacred. Surely you will

meet your Lord and He will question you about your deeds. I have [already] made this known. 'Let he who has a pledge return it to the one who entrusted him with it;' all usury is abolished, but 'your capital belongs to you. Wrong not and you shall not be wronged’. God has decreed that there will be no usury, and the usury of 'Abbas b. 'Abd al-Muttalib is abolished, all of it. All blood shed in the pre-Islamic days is to be left unavenged. The first such claim I revoke is that of Ibn Rabi'ah b. al-Harith b. 'Abd al Muttalib, who was nursed among the Banu Layth and was slain by the Banu Hudhayl. His is the first blood shed in the pre-Islamic days with which I shall set an example. 0 people, indeed Satan despairs of ever being worshipped in this land of yours. He will be pleased, however, if he is obeyed in a thing other than that, in matters you minimize. So beware of him in your religion, 0 people, 'Intercalating a month is an increase of unbelief whereby the unbelievers go astray; one year they make it profane, and hallow it another, [in order] to agree with the number that God has hallowed, and so profane what God has hallowed, and hallow what God has made profane.' Time has completed its cycle [and is] as it was on the day that God created the heavens and the earth. 'The number of the months with God is twelve: [they were] in the Book of God on the day He created the heavens and the earth. Four of them are sacred,' the three consecutive [months] and the Rajab, [which is called the month ofJ Mudar, which is between Jumada [II] and Sha'ban."

"Now then, 0 people, you have a right over your wives and they have a right over you. You have [the right] that they should not cause anyone of whom you dislike to tread your beds; and that they should not commit any open indecency (fahishah). If they do, then God permits you to shut them in separate rooms and to beat them, but not severely. If they abstain from [evil], they have the right to their food and clothing in accordance with custom (bil-maruf). Treat women well, for they are [like] domestic animals ('awan) with you and do not possess anything for themselves. You have taken them only as a trust from God, and you have made the enjoyment of their persons lawful by the word of God, so understand and listen to my words, 0 people. I have conveyed the Message, and have left you with something which, if you hold fast to it, you will never go astray: that is, the Book of God and the sunnah of His Prophet. Listen to my words, 0 people, for I have conveyed the Message and understand [it]. Know for certain that every Muslim is a brother of another Muslim, and that all Muslims are brethren. It is not lawful for a person [to take] from his brother except that which he has given him willingly, so do not wrong yourselves. 0 God, have I not conveyed the message?" It was reported [to me] that the people said, "0 God, yes," and the Messenger of God said, "0 God, bear witness."----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[44] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১১২-১১৫

[45] অনুরূপ বর্ণনা: ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৫০-৬৫২

[46] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid আল-ওয়াকিদি ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১১০৩-১১০৪; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৩৯-৫৪০

[47] অনুরূপ বর্ণনা: সুনান আবু দাউদ- বই নম্বর ১৬, হাদিস নম্বর ৩৩২৮
https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-3328/

[48] সহি মুসলিম- বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ২৮০৩
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-7/Hadith-2803/

[49] অনুরূপ বর্ণনা: সুনান ইবনে মাজাহ- ভলুম ৩, বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ১৮৫১
https://quranx.com/hadith/IbnMajah/DarusSalam/Volume-3/Book-9/Hadith-1851/

[50] কুরআন: ৯:৩৭: তাফসীরে ইবনে কাথির ও তাফসীরে জালালাইন:
https://www.alim.org/quran/tafsir/ibn-kathir/surah/9/37/
https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=9&tAyahNo=37&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[51] ইন্টারনেটে 'ইংরেজি ভার্শনে' বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রচারের কিছু নমুনা:
https://www.arabnews.com/news/467364
https://icliny.org/last-sermon/
https://www.iium.edu.my/deed/articles/thelastsermon.html

[52] হাদিস সম্ভার: আহমাদ ২৩৪৮৯ শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫১৩৭:
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63440

২৫৯: বিদায় হজ্জের ভাষণ-৩: 'নারী প্রহারের নির্দেশ' - আবারও!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণটিতে কী ঘোষণা করেছিলেন, এই ভাষণটির বিষয়ে তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অনেকেই কী ধরণের দাবী উত্থাপন করেন, তাঁরা তাঁদের প্রচারণায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কোন উদ্ধৃতিটি যোগ করেন ও কোন বিষয়টি গোপন করেন; ইত্যাদি বিষয়ের আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৫৮) পর:

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, বিদায় হজ্জের এই ভাষণে নবী মুহাম্মদ নারীদের বিষয়ে যে ঘোষণাগুলো দিয়েছিলেন তার একটি ছিল, "নারী প্রহারের নির্দেশ!" তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন:

"তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে ও তাদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে।"

যদিও ইমাম মুসলিম ও ইবনে মাজাহ তঁদের হাদিস গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'তাদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে' এর মানে হলো তাদের "পোশাক ও খাবারের অধিকার (পর্ব: ২৫৮)," তথাপি মুহাম্মদের এই উক্তিকে মোডারেটরা অপব্যাখ্যা করেন, এই বলে:

"এই ভাষণের মাধ্যমে মুহাম্মদ নারী ও পুরুষদের সমান মর্যাদার ঘোষণা করেছেন";

যা সাধারণ মুসলমানদের অনেকেই 'এক ইহুদি বুড়ি নবীর চলার পথে প্রতিদিন কাঁটা দিত (পর্ব: ২৬)' গল্পের মতই শিশুকাল থেকে শুনে আসছেন। কিন্তু তাদের এই দাবী আদৌ সত্য নয়, এই কারণে যে, তাঁদের এই দাবী 'কুরআনের' সুস্পষ্ট নির্দেশের সরাসরি সাংঘর্ষিক! আল্লাহর তার কুরআনের-৪:৩৪ আয়াতটির প্রথমাংশে ঘোষণা দিয়েছে:

সুরা নিসা: ৪:৩৪: [53]

"পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।"

সুতরাং, বিদায় হজ্জের ভাষণে যদি মুহাম্মদ "নারী ও পুরুষদের সমান মর্যাদার" ঘোষণা দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর এই ৪:৩৪ নির্দেশটির অবমাননা করেছেন। আর তা যদি তিনি না করে থাকেন, তবে তথাকথিত মোডারেট মুমিন-মুসলমানরা তাঁদের এই দাবীর মাধ্যমে মুহাম্মদের উপর মিথ্যা আরোপ করে চলেছেন।

শুধু তাইই নয়, এই ভাষণটিতে মুহাম্মদ তাঁর এই ঘোষণাটির পরপরই প্রয়োজনে "তাদের-কে আলাদা ঘরে আটকে রাখার ও মারধর করার' অনুমতি দিয়েছেন!" তাঁর এই নির্দেশটি আল্লাহর নির্দেশের সাথে সংগতিপূর্ণ, যা নির্দেশিত হয়েছে ৪:৩৪ বানীটির পরের অংশে:

"---আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।"

অর্থাৎ, পুরুষরা যদি তাদের নারীদের ব্যাপারে অবাধ্যতার "আশঙ্কা করে" তবে সন্দেহভাজন সেই নারীদের বাধ্য করানোর প্রয়োজনে প্রথমে 'সদুপদেশ প্রদান' করতে হবে; এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হলে শাস্তি স্বরূপ 'তার শয্যা ত্যাগ বা বিদায় হজ্জ ভাষণের বর্ণনা মতে 'তাদের-কে আলাদা ঘরে আটক' করে রাখতে হবে (পর্ব: ২৬২); অতঃপর সেই প্রচেষ্টাটিও যদি ব্যর্থ হয় তবে সন্দেহভাজন সেই নারীদের 'প্রহারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানে বাধ্য করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা' আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত স্বর্গীয় বিধান।

অন্যদিকে অবাধ্যতার 'আশংকা' তো অনেক দূরের বিষয়, তা যদি "প্রমানিত সত্যও" হয়, তথাপি পুরুষদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা ('সদুপদেশ >শয্যা ত্যাগ >প্রহার') নেয়ার অধিকার নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে এমন নির্দেশ কুরআনের কোথাও নাই। অর্থাৎ, আল্লাহর নির্দেশিত এই ৪:৩৪ অধিকারটি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য; নারীদের জন্য নয়। নিশ্চিতরূপেই এটি একটি বৈষম্য।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআনের এই ৪:৩৪-বাণীটিতে যা সুস্পষ্ট, তা হলো, আল্লাহ তার এই বাণীটিতে সন্দেহভাজন নারীদের শাস্তি প্রদানে বাধ্য করার যে নির্দেশটি শুধু পুরুষদের জন্য বরাদ্দ করেছে, তাতে সে এই প্রহারের কোনো "মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য" নির্ধারণ করে দেয় নাই।! তবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশটি হলো:

"এবং প্রহার কর যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়।"

কোন নারীকে কোন মাত্রায় ও কী পদ্ধতিতে প্রহার করলে পুরুষদের এই অভীষ্ট "যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়" উদ্দেশ্যটি পূরণ হবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। সে কারণেই বোধ করি আল্লাহ তা নির্ধারণ করে দেয় নাই। তথাপি, আদি উৎসের সিরাত ও হাদিস লেখকগণ আল্লাহর এই সুস্পষ্ট মাত্রা-হীন প্রহারের বিধানটির সাথে যোগ করেছেন, "কঠোরভাবে নয়!" অতঃপর, কঠোরতার মাত্রা নিয়ে তাদের মধ্যে আবারও মতভেদ, যা আজকের যুগের তথাকথিত মোডারেট ইসলামী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের মতে:

"রুমাল কিংবা মেসওয়াক (miswak) বা টুথব্রাশ দিয়ে আঘাত সাদৃশ্য"

সুতরাং প্রশ্ন হলো:

“প্রহারের যে মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দেয় নাই, তা যদি নবী মুহাম্মদ (হাদিস) ও তাঁর অনুসারীরা (তাফসীরকার, বিভিন্ন মাজহাবের ইমামগণ, ইসলামী পণ্ডিত ও অপণ্ডিত, ইত্যাদি) নির্ধারণ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে কি তাঁরা তাঁদের এসকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকারান্তরে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন না? বিষয়টি যদি সর্বজ্ঞ ও সর্বগুণে গুণান্বিত আল্লাহর কাছে "গুরুত্বপূর্ণ” বিবেচিত হয় তবে সে তা তার এই নির্দেশটির সাথে কেনো উল্লেখ করে নাই?"

এমন কি হতে পারে যে বিষয়টি আল্লাহর নিকট ‘গুরুত্বপূর্ণ’, তথাপি সে তার এই বাণীতে তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই বোধ করে নাই? এই অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা (যদি থাকে) কী এমন এক চরম অবিবেচক ও বিবেক হীন সত্তা হতে পারেন?

আল্লাহর না বলা বক্তব্যের সাথে তাঁদের এ সকল সংযোজন, বিয়োজন, ব্রাকেটে নতুন শব্দ বা বাক্য যোগ, তাফসীরের নামে অপব্যাখ্যা, অনুবাদের সময় বক্তব্যের বিশেষ অংশগুলো গোপন (পর্ব: ২৩৬), ইত্যাদি যা কিছুই তাঁরা করুক না কেনো, নিশ্চিতরূপেই সেগুলো আল্লাহর বানীর কোন অংশ নয়। এগুলো সম্পূর্ণই তাঁদের বক্তব্য, আল্লাহর নয়। এসমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা এটাই প্রমাণ করেন যে, “আল্লাহর বাণী অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ!” যা আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক! আল্লাহ তার কুরআনে বহুবার ও বিভিন্ন উপায়ে ঘোষণা করেছেন:

"কুরআনের আয়াত সুস্পষ্ট!"

অল্প কিছু উদাহরণ:

৫৪:১৭ (সূরা আল ক্বামার) - "আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?" এই একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি: ৫৪:২২, ৫৪:৩২ ও ৫৪:৪০।

২২:১৬ (সূরা হাজ্ব) - "এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।"

২২:৭২ - "যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে।"

২৪:১৮ (সূরা আন-নূর) - "আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

২৪:৩৪ - "আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ।"

২৪:৪৬ - "আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবর্তীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।"

৫৭:১৭ (সূরা আল হাদীদ)- "তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহই ভূ-ভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বোঝ।"

১৮:১ (সূরা কাহফ) - "সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।"

৩:৭ (সূরা আল ইমরান) - "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

>>> সমগ্র মানব মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তার কুরআনে এভাবেই বারংবার ঘোষণা দিয়েছে যে: “তার বানীগুলো সুস্পষ্ট, সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে ও সে তা পরিষ্কারভাবে লোকদের জন্যে ব্যক্ত করেছে যেনো তারা তা বুঝতে পারে।" আর যেগুলো বোধগম্য নয়, তার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

সুতরাং যৌক্তিকভাবেই, আল্লাহর এসমস্ত বানীগুলোর যে কোন একটিও যদি সত্য হয়, তবে "কুরআনের বানী সম্পর্কিত" মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় ব্যাখ্যা (হাদিস ও তাফসীর) সম্পূর্ণরূপে হাস্যকর ও প্রতারণা! কারণ, আল্লাহর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যাকারী আর কারও পক্ষেই হওয়া সম্ভব নয়। এমন চিন্তাও হাস্যকর!

অর্থাৎ,

“আল্লাহর এসমস্ত বানীগুলোর যে কোন একটিও যদি সত্য হয়, তবে কুরআনের বানী সম্পর্কিত যাবতীয় হাদিস ও তাফসীর সম্পূর্ণরূপে 'আল্লাহর এই বানীগুলোর প্রতি অবিশ্বাস' এর ফসল ও নিশ্চিতরূপেই কুফরি কার্যকলাপ। অন্যদিকে, কুরআনের যে কোন একটি বানীকেও বোঝার জন্য যদি কখনোই কোন হাদিস ও তাফসীরের প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহর এই বানীগুলো সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।" আর, কুরআনের যে কোন একটি বানী মিথ্যা হওয়ার অর্থই হলো, ‘সম্পূর্ণ কুরআন প্রশ্নবিদ্ধ’!"

যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো:

আল্লাহর নামে (কুরআন) মুহাম্মদ তাঁর এই ৪:৩৪ বানীটির প্রথমাংশে “পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল” ঘোষণার সপক্ষে দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন:

প্রথমটি হলো:
"এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।"

>> মুহাম্মদের এই দাবীর পক্ষে কোনরূপ সাক্ষী নেই! আর আল্লাহর কাছ থেকে বিষয়টি জেনে এর সত্যতা প্রমাণ একেবারেই অসম্ভব!

আর দ্বিতীয়টি হলো:
"এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।"

>> এটি এমন একটি দাবী, যা সর্বকালের সকল মানুষ, সমাজ ও দেশের জন্য তো বহু দূরের বিষয়, মুহাম্মদের জীবনেও তা ছিল “একেবারেই মিথ্যা!" জীবনের বহু বছর তিনি পালিত হয়েছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদের সম্পদে; যিনি

ছিলেন আরবের এক অত্যন্ত বিদুষী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্যবসায়ী (বিস্তারিত: 'মুহাম্মদের যৌন জীবন ও সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা' পর্বে [পর্ব: ১০৮])।

এই অপ্রমাণিত ও সর্বকালের সকল মানুষ ও সমাজের জন্য "সম্পূর্ণ মিথ্যা" দাবীর উপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে এই ৪:৩৪ বানীটির পরবর্তী অংশে তাঁর অনুসারী জগতের সর্বকালের সকল নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন:

"---সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।"

অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারী জগতের সর্বকালের সকল পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন: *আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর।"*

সে মতে, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের নারীদের প্রহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।

সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪১: [54]

'আইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু ধুবাব বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ
আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না, কিন্তু যখন উমর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেনঃ নারীরা তাদের স্বামীদের প্রতি সাহসী হয়ে উঠেছে, তখন তিনি (রাসুল) তাদেরকে প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবারের

চারপাশে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের পরিবারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছে। তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়।' - অনুবাদ: লেখক

Iyas ibn Abdullah ibn Abu Dhubab reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: Do not beat Allah's handmaidens, but when Umar came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: Women have become emboldened towards their husbands, he (the Prophet) gave permission to beat them. Then many women came round the family of the Messenger of Allah (ﷺ) complaining against their husbands. So the Messenger of Allah (ﷺ) said: Many women have gone round Muhammad's family complaining against their husbands. They are not the best among you.

>> অর্থাৎ, যে সমস্ত নারীরা তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁকে পেটানোর অভিযোগ করে সেই নারীগুলো উত্তম নয়।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রহারের এই নির্দেশটিতে নারীদের উপর পর্যায়ক্রমিক শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে পুরুষদের-কে তাদের আশংকার সপক্ষে কোনরূপ সাক্ষী-সাবুদ, তথ্য-প্রমাণ হাজির বা বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে “সত্যাসত্য বিচার” জাতীয় পূর্বশর্তের কোনই উল্লেখ নেই! পরোক্ষভাবেও নয়! মুহাম্মদও তা নিশ্চিত করেছেন তাঁর হাদিসে, যা আল্লাহর এই নির্দেশের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ:

সুনান আবু দাউদ বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪২: [55] [56]

(অনুরূপ বর্ণনা: সুনান ইবনে মাজাহ: ভলুম ৩, বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ১৯৮৬)

'উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে সে কেন তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে।'

Narrated Umar ibn al-Khattab: The Prophet (ﷺ) said: A man will not be asked as to why he beat his wife.

অতঃপর মুহাম্মদের দাবীকৃত আল্লাহ তার এই ৪:৩৪ নির্দেশটির ইতি টেনেছেন এই বলে, "নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।"

প্রশ্ন হলো:

কোনরূপ সাক্ষী-সাবুদ ও প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই, শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ব্যতিরেকে বিচার বহির্ভূত প্রহারের এই নির্দেশ দাতা-কে কি "সবার উপর শ্রেষ্ঠ" বিশেষণে ভূষিত করা যায়?

>>> "প্রহার" শব্দটির মানেই হলো শারীরিক আক্রমণ। এটি একটি সহিংসতা। অত্যাচারিত যে কোন ব্যক্তির জন্যই এটি চরম অবমাননাকর ও মানসিক পীড়ার একটি বিষয়! বিশেষ করে তা যদি হয় বিচার বহির্ভূত ও কোনরূপ সাক্ষী-সাবুদ ও প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই, শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে, কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ব্যতিরেকেই। আর এই নির্দেশটি যদি বিশেষ কোন গুষ্টির

লোকদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বিশেষ একটি দল বা গুষ্টির জন্য হয় বরাদ্দকৃত, তবে তা হয় ভয়ানক, নিষ্ঠুর ও দমন-পীড়নের এক হাতিয়ার।

কোন সন্তান যখন প্রত্যক্ষ করে যে তারই চোখের সম্মুখে পেটানো হচ্ছে তাঁর "নিজের মাকে!" পেটাচ্ছে তার বাবা। একবার-দু'বার কিংবা বারবার! তখন সেই শিশুটির মনে যে মানসিক চাপ ও প্রতিক্রিয়া হয় তা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর প্রভাব সে বয়ে বেড়ায় তাঁর জীবনের বাঁকি দিনগুলোতে। প্রকাশ পায় তার স্বভাব ও কর্মকাণ্ডে। কোন পিতা-মাতা যখন প্রত্যক্ষ করেন তাঁর প্রিয় কন্যাটি-কে প্রহার করে তাঁর জামাই, কোন ভাই যখন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রিয় বোনটি-কে প্রহার করে তার স্বামী; তাঁরাও মানসিক যাতনায় পীড়িত হোন সর্বান্তকরণে!

“প্রহারের মাত্রাটি লঘু কিংবা গুরু যাইই হোক না কেনো, অত্যাচারিত ব্যক্তির জন্য তা সর্বক্ষেত্রেই কঠোর, অবমাননাকর ও মানসিক পীড়ার কারণ! যার ফলাফল দীর্ঘমেয়াদী। যে পরিবারে মুহাম্মদের আল্লাহর এই '৪:৩৪-নির্দেশটি' অনুশীলন হয়, সেটি একটি অসুস্থ পরিবার! যে সমাজ ও দেশে এটি অনুশীলন হয়, সেটি একটি অসুস্থ সমাজ ও বর্বর একটি দেশ!"

নারীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই নির্দেশটিকে বিভিন্ন কসরতের (কঠোরভাবে নয়, মৃদু, রুমাল বা মেসওয়াক দিয়ে আঘাত সাদৃশ্য; ইত্যাদি) মাধ্যমে হালকা করার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও অসৎ। নারীদের প্রতি মুহাম্মদের চরম অবমাননাকর এই বিধানটির ন্যায্যতা প্রদানের প্রয়োজনেই যে তথাকথিত মোডারেট ইসলামী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতদের এই অপচেষ্টা, তা সহজেই অনুমেয়!

মোডারেট মুমিনদের এই 'কসরতগুলো' যে কী পরিমাণ হাস্যকর তা 'সামান্য একটু চিন্তা' করলেই বোঝা যায়। যেখানে আল্লাহ তাদেরকে এই প্রহারের নির্দেশটি দিয়েছে অবাধ্য নারীদের বাধ্য করার নিমিত্তে, তাঁদের-কে 'আলাদা ঘরে আটকে রাখা (শয্যা ত্যাগ)' শাস্তির পর **'সর্বশেষ প্রচেষ্টার মাধ্যম'** হিসাবে! আল্লাহর সেই নির্দেশিত 'সর্বশেষ প্রচেষ্টার মাধ্যমটি' কে তারা হাস্যকর করে তুলেছে মোটামুটি এই ভাবে:

"আল্লাহ এখানে 'এই প্রহার বলতে সেই প্রহার' বুঝান নাই! ---'কঠোরভাবে নয়' -- Just --এই সামান্য একটু, --- Just --'রুমাল বা 'মেসওয়াক (miswak) বা টুথব্রাশ দিয়ে -- -- Just---!"

এই রূমালটি কী সাইজের হবে সেটিও একটি বিষয়! নিশ্চয়ই এটি "আরবীয়দের রূমাল!" বড়সড় টাইপের ও মোটাসোটা! যেটাকে ভালভাবে পেঁচিয়ে দড়ির মত করে চাবুকের মত পেটানো যেতে পারে। কারণ বাংলাদেশী ও ভারতীয়রা যে সাইজের রূমাল সচরাচর ব্যবহার করেন, তা দিয়ে 'পেটানো' যায় না, আদর করা যায়। সেটাকে তো আর "প্রহার" ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় না। আর অনারবীয়দের সাধারণ মেসওয়াক বা টুথব্রাশ দিয়ে "ঘুতা না দিলে" তাকেও তো প্রহার বলা যায় না।

এই ইন্টারনেট যুগে তথাকথিত মোডারেট পণ্ডিত ও অপণ্ডিত ইসলামীষ্টদের চাতুরি ও প্রতারণা যে কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তা তাদের এসকল উদ্ভট 'কসরত' দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। আর কিছুদিন পর যদি তারা আল্লাহর "এই ৪:৩৪" নির্দেশটির এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে: "এই প্রহার 'সেই প্রহার' নয়! এই প্রহারের মানে হলো, --- Just --'কান চুলকানো cotton swab দিয়ে বউয়ের গায়ে ছুঁয়ে দেওয়া! --Just! কিংবা, আল্লাহ তার এই নির্দেশটি 'রূপক' অর্থে ব্যবহার করেছেন" - তা

হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। আরবি 'Daraba' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ উপস্থাপন করে আল্লাহ যে এখানে 'প্রহারের' কোন নির্দেশই দেয় নাই, তা প্রমাণের অপচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে!

>>> বিদায় হজ্জের ভাষণের পরবর্তী অংশে মুহাম্মদ "নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার" নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, "তারা তোমাদের সাথে থাকা গৃহপালিত পশুর মতো'; ইবনে মাজাহর বর্ণনায় তা 'তারা তোমাদের কাছে থাকা বন্দীদের মতো'"; ও নিশ্চিত করেছেন যে "তারা নিজেদের জন্য কোন অধিকার রাখে না।"

নারীদের সম্বন্ধে মুহাম্মদের এসকল মন্তব্য নিঃসন্দেহে অবমাননাকর!

কুরআনের যাবতীয় বাণী মুহাম্মদ ও তাঁর সাহায্যকারীদের (কুরআন: ২৫:৪; ৪৪:১৪; ১১:৩৫; ৪৬:৭-৮; ৫২:৩৩; ৬৯:৪০ (বিস্তারিত: পর্ব-১৭)। সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকে) সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। আল্লাহর নামে মুহাম্মদের এই এসকল নির্দেশ ও মন্তব্য নারীদের প্রতি তাঁর চরম অবমাননা ও বৈষম্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন! নারীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যাবতীয় অমানবিক বানীর প্রায় সমস্তই 'মদিনায় মুহাম্মদের।' খাদিজার জীবদ্দশায় 'ঘর-জামাই' অবস্থায় মুহাম্মদের পক্ষে এসকল বানীর অবতারণা করা সম্ভব ছিল না (পর্ব: ১০৮)। মুহাম্মদের বিশিষ্ট সাহাবীরা নারীদের কী ভাবে পেটাতেন তাঁর বহু উদাহরণ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে! এমন কী কমপক্ষে দু'টি বর্ণনায় জানা যায়, নবী মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় পত্নী আয়েশা-কে আঘাত করেছিলেন। এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

সংক্ষেপে,

সিরাত-হাদিসের এমন কোন দাবী গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআনের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদির ও হাদিসের বিস্তারিত বর্ণনা: তথ্যসূত্র লিংক দ্রষ্টব্য।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[53] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

[54] প্রহারের অনুমতি: সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪১: https://quranx.com/Hadith/AbuDawud/USC-MSA/Book-11/Hadith-2141/

[55] সুনান আবু দাউদ বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪২: https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-2142/

[56] অনুরূপ বর্ণনা: সুনান ইবনে মাজাহ: ভলুম ৩, বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ১৯৮৬: https://quranx.com/Hadith/IbnMajah/DarusSalam/Volume-3/Book-9/Hadith-1986/

২৬০: বিদায় হজ্জের ভাষণ-৪: ‘নারী প্রহারের নির্দেশ’ - অনুশীলন!
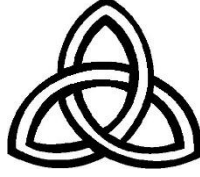
"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর (জুন, ৬৩২ সাল) মাস তিনেক আগে তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণটিতে কী ঘোষণা করেছিলেন; তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অনেকেই তাঁদের প্রচারণায় সেই ঘোষণার কোন অংশটি গোপন করেন ও কোন অংশটি উদ্ধৃত করে এমন এক দাবী উত্থাপন করেন, তা কী কারণে 'আল্লাহর নির্দেশের' সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক; ঘোষণার যে নির্দেশটি তাঁরা গোপন করেন তার সাথে মুহাম্মদ অনুসারীরা কী ধরণের অতিরিক্ত 'মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য' যোগ করেন; ইত্যাদি বিষয়ের আংশিক আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৫৯) পর:

মুহাম্মদ অনুসারীরা নারীদের কী ভাবে পেটাতেন তার বহু উদাহরণ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। কিছু উদাহরণ:

মেরে শরীরের কিছু অংশ ভেঙে দেওয়া: অতঃপর?

সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১২, হাদিস নম্বর ২২২০: [57]

উম্মুল মুমেনীন, আয়েশা থেকে বর্ণিতঃ

সাহলের কন্যা হাবিবা ছিলেন সাবিত ইবনে কায়েস শিম্মাসের স্ত্রী। সে তাকে মারধর করে ও তার কিছু অংশ ভেঙে দেয়। তাই সে সকালের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত ইবনে কায়েসকে ডেকে বললেন: "তার সম্পত্তির একটি অংশ নিয়ে নাও ও তাকে তালাক দাও।" সে জিজ্ঞাসা করলো: আল্লাহর রাসূল, এটা কি ঠিক? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সে বললো: আমি তাকে আমার দুটি বাগান মোহরানা হিসাবে দিয়েছি ও সেগুলি ইতিমধ্যেই তার দখলে রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সেগুলো নিয়ে নাও ও তাকে তালাক দিয়ে দাও।' - অনুবাদ: লেখক

Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: Habibah daughter of Sahl was the wife of Thabit ibn Qays Shimmas He beat her and broke some of her part. So she came to the Prophet (ﷺ) after morning, and complained to him against her husband. The Prophet (ﷺ) called on Thabit ibn Qays and said (to him): Take a part of her property and separate yourself from her. He asked: Is that right, Messenger of Allah? He said: Yes. He said: I have given her two gardens of mine as a dower, and they are already in her possession. The Prophet (ﷺ) said: Take them and separate yourself from her.

এই হাদিসে যা স্পষ্ট তা হলো:

'হাবিবা নামের এই মহিলাটিকে তাঁর স্বামী সাবিত ইবনে কায়েস পিটিয়ে তাঁর শরীরের কিছু অংশ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। মহিলাটি যখন মুহাম্মদের কাছে এসে তার বিচার চায়, তখন মুহাম্মদ তাঁর স্বামী সাবিতকে ডেকে বলেন:

"মোহরানা বাবদ সে তাকে যে সম্পদ দিয়েছে তা যেনো সে নিয়ে নেয় ও মহিলাটিকে তালাক দিয়ে দেয়।"

প্রতীয়মান হয়, এই রায়টি শোনার পর সাবিত আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে সে তার বউকে পিটিয়ে তাঁর শরীরের কিছু অংশ ভেঙে দেওয়ার পরও মুহাম্মদ তার বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তার স্ত্রীকে শুধু তালাকই দিতে বলছে না, স্ত্রী-কে দেওয়া মোহরানার সম্পদটি পর্যন্ত নিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে! তাই সাবিত আশ্চর্য হয়ে মুহাম্মদ-কে জিজ্ঞাসা করে:

"এটা কি ঠিক হবে?"

মুহাম্মদ জবাবে তা "হ্যাঁ" বলে নিশ্চিত করে। বোধকরি সাবিত তখনও দ্বিধাগ্রস্ত, তাই সে মুহাম্মদ-কে বলে:

“তাঁর স্ত্রীকে মোহরানা বাবদ দেওয়া দুটি বাগান আছে, যা এখন তার স্ত্রীর দখলে।"

তখন মুহাম্মদ তাকে নির্দেশ দেয় যে সে যেনো সেগুলো মহিলাটির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে তালাক দেয়।

বিষয়টি যে কতটা অমানবিক ও নিষ্ঠুর তা সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে কোন মুক্তচিন্তার মানুষ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এই ঘটনায় আক্রমণকারী নিষ্ঠুর ব্যক্তিটি ছিল স্বামী, আর সাজা ভোগ করলো ভীষণ আক্রান্ত সেই স্ত্রীটি, যাকে মারতে মারতে তাঁর শরীরের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে!

মেরে গায়ের চামড়া কাপড়ের চেয়েও সবুজ করে ফেলা:

সহি বুখারি: ভলুম ৭, বই নম্বর ৭২, হাদিস নম্বর ৭১৫: [58]
(প্রাসঙ্গিক অংশ)

'ইকরিমা থেকে বর্ণিত: রিফা'আ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল ও অতঃপর 'আব্দুর রহমান বিন আজ-যুবায়ের আল-কুরাজি তাকে বিয়ে করেছিল। আয়েশা বলেছিল যে মহিলাটি (এসেছিল), তার পরিধানে ছিল একটি সবুজ বোরকা (আর সে তার (আয়েশা) কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল ও প্রহারের ফলে তার ত্বকে যে সবুজ দাগ পড়েছিল তা সে তাকে দেখিয়েছিল)। একে অপরকে সমর্থন করা ছিল মহিলাদের অভ্যাস, তাই যখন রসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হলেন, তখন আয়েশা বলেন, "আমি কোন মহিলাকেই মুমিন মহিলাদের মত কষ্ট পেতে দেখিনি। দেখো, তার গায়ের চামড়া তার কাপড়ের চেয়েও সবুজ।" ---- - অনুবাদ: লেখক

Narrated `Ikrima: Rifa`a divorced his wife whereupon `AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi married her. `Aisha said that the lady (came), wearing a green veil (and complained to her

(Aisha) of her husband and showed her a green spot on her skin caused by beating). It was the habit of ladies to support each other, so when Allah's Messenger (ﷺ) came, `Aisha said, "I have not seen any woman suffering as much as the believing women. Look! Her skin is greener than her clothes! -----"

নবী পত্নী আয়েশার সরল ও তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি:
"আমি কোন মহিলাকেই মুমিন মহিলাদের মত কষ্ট পেতে দেখিনি।"

মুখে আঘাত না করার নির্দেশ:

সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪২: [59]

মুয়াবিয়া আল-কুশায়েরি থেকে বর্ণিত:
মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন: আল্লাহর রসূল, একজন স্ত্রীর আমাদের উপর তার কি অধিকার আছে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: তুমি যখন খাবার খাবে তখন তাকে খাবার দেবে, যখন তুমি পোশাক পরবে তখন তাকে পরিধান করাবে, তার মুখে আঘাত করবে না, তাকে অভিশাপ (revile) দিবে না বা বাড়িতে ছাড়া তার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবে না। আবু দাউদ বলেছেন: "তাকে অভিশাপ দিও না" এর অর্থ হল, যেমন তোমরা বলো: "আল্লাহ যেনো তোমাকে অভিশাপ দেয়।" - অনুবাদ: লেখক

Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: Mu'awiyah asked: Messenger of Allah, what is the right of the wife of one of us over him? He replied: That you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on the face, do not revile her or separate yourself from her except in the house. Abu Dawud said: The meaning of "do not revile her" is, as you say: "May Allah revile you".

অর্থাৎ, "মুখে ছাড়া" নারীদের শরীরের অন্য কোন স্থানে প্রহারে পুরুষদের কোনই বাধা নেই।

স্ত্রীদেরকে দাসীদের ন্যায় প্রহার না করার নির্দেশ:

সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ১৪২: [60]
(বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ)

লাকিত ইবনে সাবিরাহ থেকে বর্ণিত:
আমি বনু আল-মুন্তাফিকের প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলাম বা (বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছিলেন) আমি বনু আল-মুন্তাফিকের প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলাম যেটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসেছিল। ----

আমি (বর্ণনাকারী লাকিত) তখন বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার একজন স্ত্রী আছে যার জিহ্বায় কিছু (ত্রুটি) আছে, অর্থাৎ সে অহংকারী। তিনি বললেন: তাহলে

তাকে তালাক দাও। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল, সে আমার সঙ্গলাভ করেছে ও তার থেকে আমার সন্তান রয়েছে। তিনি বললেন: তাহলে তাকে (তোমার আনুগত্য করতে) বলো। যদি তার মধ্যে ভাল কিছু থাকে তবে সে তা করবে (আনুগত্য করবে); আর তোমার স্ত্রীকে এরূপ প্রহার করো না যেমন তুমি তোমার দাসীদের প্রহার করো।"--- অনুবাদ: লেখক

'Narrated Laqit ibn Sabirah:

I was the leader of the delegation of Banu al-Muntafiq or (the narrator doubted) I was among the delegation of Banu al-Muntafiq that came to the Messenger of Allah (ﷺ). ----- I (the narrator Laqit) then said: Messenger of Allah, I have a wife who has something (wrong) in her tongue, i.e. she is insolent. He said: Then divorce her. I said: Messenger of Allah, she had company with me and I have children from her. He said: Then ask her (to obey you). If there is something good in her, she will do so (obey); and do not beat your wife as you beat your slave-girl.' -----

অর্থাৎ, স্ত্রীদের প্রহারের ব্যাপারে কোনই বাধা নেই; তবে খেয়াল রাখতে হবে, "তা যেনো দাসীদেরকে প্রহারের মত না হয়!"

>> আবু বকর তাঁর বিবাহিতা কন্যা আয়েশাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছিলেন।

সহি বুখারি: ভলুম ৮, বই নম্বর ৮২, হাদিস নম্বর ৮২৮: [61]

অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ১, বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ৩৩০; সহি বুখারি: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ১৩২। [62] [63]

'আয়েশা থেকে বর্ণিত: আবু বকর (রাঃ) আমার কাছে এলেন এবং তাঁর মুঠি দিয়ে আমাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, "তুমি তোমার গলার হারের কারণে লোকদের আটকে রেখেছ।" আর আমি এমনভাবে স্থির ছিলাম যেন আমি মারা গিয়েছি যাতে আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জাগ্রত না করি যদিও সেই আঘাতটি ছিল খুবই বেদনাদায়ক।' - অনুবাদ: লেখক

‘Narrated Aisha: Abu Bakr came to towards me and struck me violently with his fist and said, "You have detained the people because of your necklace." But I remained motionless as if I was dead lest I should awake Allah's Messenger (ﷺ) although that hit was very painful.’

>> উমর ইবনে খাত্তাব প্রহার করেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর বাসায় আসা মেহমানের উপস্থিতিতে! অতঃপর উমর ঐ মেহমানটি কে মুহাম্মদের শিক্ষা মতে জ্ঞান দান করেছিলেন, এই বলে, *"কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে সে কেন তার স্ত্রীকে প্রহার করে।"*

সুনান ইবনে মাজাহ: ভলুম ৩, বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ১৯৮৬: [64]

‘বর্ণিত আছে যে আশআত বিন কায়েস বলেছে:

"আমি এক রাতে উমরের (বাড়িতে) মেহমান ছিলাম, আর মধ্যরাতে তিনি গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে আঘাত করলেন ও আমি তাদের আলাদা করে দিলাম। তিনি বিছানায় গিয়ে আমাকে বললেন: "হে আশআত, আমার কাছ থেকে এমন কিছু শেখো যা আমি আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে শুনেছি" কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে সে কেন তার স্ত্রীকে প্রহার করে, আর বিতর না পড়া পর্যন্ত তুমি ঘুমাতে যাবে না।"' আর তৃতীয় বিষয়টি আমি ভুলে গিয়েছি।"' - অনুবাদ: লেখক

It was narrated that Ash'ath bin Qais said: "I was a guest (at the home) of 'Umar one night, and in the middle of the night he went and hit his wife, and I separated them. When he went to bed he said to me: 'O Ash'ath, learn from me something that I heard from the Messenger of Allah" A man should not be asked why he beats his wife, and do not go to sleep until you have prayed the Witr."' And I forgot the third thing."

>> আলী ইবনে আবু তালিব নির্মমভাবে প্রহার করেছিলেন এক দাসীকে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা, 'আয়েশার প্রতি অপবাদ: মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া' পর্বে (পর্ব: ১০৩) পর্বে করা হয়েছে। সংক্ষেপে,

‘আর আলী বলে, "অঢেল মহিলা আছে, আপনি সহজেই একজনের পরিবর্তে অন্য একজন কে গ্রহণ করতে পারেন। একজন ক্রীতদাসী কে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য বলবে।" তাই আল্লাহর নবী বুরায়েরা (Burayra) কে জিজ্ঞাসা করার

জন্য ডাকেন। আলী উঠে দাঁড়ায় ও তাকে প্রচণ্ড মারধর করে ও বলে, "আল্লাহর নবীকে যা সত্যি তা জানা।"'

>> এমন কী, মুহাম্মদ নিজেও আয়েশা-কে আঘাত করেছিলেন, যা ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাই তাঁদের হাদিস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সুনান নাসাই: ভলুম ৩, বই নম্বর ২১, হাদিস নম্বর ২০৩৯: [65]

'মুহাম্মদ বিন কায়েস বিন মাখরামা হইতে বর্ণিত:
আয়েশা বলেছেন: আমি কি তোমাদের-কে আমার নিজের ও আল্লাহর নবীর সম্পর্কে কিছু বলবো না? আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: 'যখন আমার রাত ছিল ও যখন তিনি আমার সাথে ছিলেন' - মানে নবী - 'তিনি ('এশার সালাত থেকে) ফিরে এসেছিলেন, তাঁর পায়ের কাছে তাঁর স্যান্ডেলগুলো রেখেছিলেন এবং তাঁর বিছানায় উপর তাঁর ইজারের প্রান্ত বিছিয়েছিলেন। যতক্ষণে না তিনি ভেবেছিলেন যে আমি ঘুমিয়ে গেছি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিছানায় থাকলেন। অতঃপর তিনি তার স্যান্ডেলগুলো ধীরে ধীরে পরলেন, তার চাদরটা ধীরে ধীরে তুলে নিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। আমি আমার মাথা ঢেকে দিলাম, আমার চাদর পরলাম ও আমার কোমরের চাদর শক্ত করলাম, তারপর আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম যতক্ষণ না তিনি 'আল-বাকী' তে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর হাতগুলো তিনবার তুললেন, ও সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন ও আমিও প্রস্থান করলাম। তিনি তাড়াহুড়ো করলেন ও আমিও তাড়াহুড়ো করলাম; তিনি দৌড়াতে লাগলেন ও আমিও দৌড়ালাম। তিনি (ঘরে) এলেন এবং আমিও এলাম, কিন্তু আমি প্রথমে সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম,

এবং আমি শুয়ে পড়তেই তিনি ভিতরে এলেন। তিনি বললেন: "আমাকে বলো, নয়তো সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ আমাকে তা বলে দেবে।" আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রসূল, হোক আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ,' অতঃপর আমি তাকে (পুরো ঘটনা) বললাম। তিনি বললেন: "তাহলে আমার সামনে যে কালো আকৃতিটা দেখেছিলাম, তুমি ছিলে সেই?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যা আমাকে ব্যথা দিয়েছিল; অতঃপর তিনি বললেন: "তুমি কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ ও তার রসূল তোমার সাথে অন্যায় করবে?" তিনি বললেন: "আমি যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন জিবরাইল আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তিনি আমার ভিতরে প্রবেশ করে নাই কারণ তুমি পোশাক সম্পূর্ণ পরিধান করে ছিলে না। সে আমাকে ডেকেছিল কিন্তু সে তা তোমার কাছ থেকে গোপন করেছে এবং আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, তবে আমিও তা তোমার কাছ থেকে গোপন করেছি। আমি ভেবেছিলাম যে তুমি ঘুমিয়ে গেছো ও আমি তোমাকে জাগাতে চাইনি, এবং আমি এই ভয় পেয়েছিলাম যে তুমি হয়তো আতংকিত হতে পারো। তিনি আমাকে 'আল-বাকী' তে যেতে বলেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর নবী, আমি কি বলবো?" তিনি বললেন: "বলো, এই স্থানের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যারা আমাদের আগে চলে গেছে ও যারা পরে আসবে তাদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন ও আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদের সাথে যোগ দেব।"'   - অনুবাদ: লেখক

Muhammad bin Qais bin Makhramah said:

"Aishah said: 'Shall I not tell you about me and about the Prophet?' We said: 'Yes.' She said: 'When it was my night when he

was with me' - meaning the Prophet -'He came back (from 'Isha' prayer), put his sandals by his feet and spread the edge of his Izar on his bed. He stayed until he thought that I had gone to sleep. Then he put his sandals on slowly, picked up his cloak slowly, then opened the door slowly and went out slowly. I covered my head, put on my vie and tightened my waist wrapper, then I followed his steps until he came to Al-Baqi'. He raised his hands three times, and stood there for a long time, then he left and I left. He hastened and I also hastened; he ran and I also ran. He came (to the house) and I also came, but I got there first and entered, and as I lay down he came in. He said: "Tell me, or the Subtle, the All-Aware will tell me.' I said: 'O Messenger of Allah, may my father and mother be ransomed for you,' and I told him (the whole story). He said: 'So you were the black shape that I saw in front of me?' I said, 'Yes.' He struck me on the chest which caused me pain, then he said: 'Did you think that Allah and His Messenger would deal unjustly with you?' I said: 'Whatever the people conceal, Allah knows it.' He said: Jibril came to me when I saw you, but he did not enter upon me because you where not fully dressed. He called me but he concealed that from you, and I answered him, but I concealed that from you too. I thought that you had gone to sleep and I did not want to wake you up, and I

was afraid that you would be frightened. He told me to go to Al-Baqi' and pray for forgiveness for them.' I said: 'What should I say, O Messenger of Allah?' He said: 'Say" Peace be upon the inhabitants of this place among the believers and Muslims. May Allah have mercy upon those who have gone on ahead of us and those who come later on, and we will join you, if Allah wills."'

অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৪, হাদিস নম্বর ২১২৭: [66]

(বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ)

'মুহাম্মদ বিন কায়েস (লোকদের উদ্দেশে) বর্ণনা করেছে: আমি কি তোমাদের কাছে আমার ও আমার মায়ের কাছ থেকে বর্ণিত (আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস) বর্ণনা করব না? আমরা ভেবেছিলাম যে সে তার জন্মদাতা মাকে বোঝাচ্ছে। অতঃপর সে (মুহাম্মদ বিন কায়েস) বর্ণনা করে যে সেটি ছিল আয়েশা যা তিনি বর্ণনা করেছিলেন: আমি কি তোমাদেরকে আমার নিজের সম্পর্কে ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্পর্কে বর্ণনা করব না? -----"তিনি আমার বুকে আঘাত করেছিলেন যা আমাকে ব্যথা দিয়েছিল; অতঃপর বলেন, তুমি কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার সাথে অন্যায় করবে?" ---' - অনুবাদ: লেখক

তবে ইমাম আবু দাউদের এক বর্ণনায় জানা যায়:

সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম রেফারেন্স, হাদিস নম্বর ৪৭৮৬): [67]

‘আয়েশা বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন দাস বা মহিলাকে আঘাত করেননি (A’isha said: the Messenger of Allah (saws) never struck a servant or a woman.)।’

কী কারণে নবী পত্নী আয়েশা দুটি বিপরীতধর্মী হাদিস বর্ণনা করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। নবী "কোন মহিলাকে আঘাত করেননি" বলতে কী তিনি, 'তিনি ছাড়া অন্য কোন মহিলা' বোঝাতে চেয়েছেনে? নাকি 'সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪১' (পর্ব: ২৬৩) বর্ণনা অনুযায়ী, *“স্বামীদের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগকারী নারীরা সর্বোত্তম নয়"* বিবেচনায় এমনটি বর্ণনা করেছেন? সর্বোত্তম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা মানুষের স্বভাবজাত। [68]

সংক্ষেপে,

আল্লাহর নির্দেশিত ঘোষণাটি হলো (সুরা নিসা: ৪:৩৪):

“পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।"

আল্লাহ তার কুরআনে বারংবার ঘোষণা দিয়েছে যে: “তার বানীগুলো সুস্পষ্ট ও সে তা পরিষ্কারভাবে লোকদের জন্যে ব্যক্ত করেছে যেনো তারা তা বুঝতে পারে।"

কুরআনের এই ৪:৩৪-বাণীটিতে আল্লাহ প্রহারের কোনো মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেয় নাই। তথাপি, আদি উৎসের সিরাত ও হাদিস লেখকগণ আল্লাহর এই সুস্পষ্ট প্রহারের বিধানটির সাথে যোগ করেছেন বিভিন্নরূপ মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য! এসকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা প্রকারান্তরে, 'স্বয়ং আল্লাকেই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে" এটাই প্রমাণ করে চলেছেন যে আল্লাহর বাণী অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ, যা আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক (পর্ব: ২৫৯)! সিরাত-হাদিসের এমন কোন দাবী গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআনের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে হাদিসগুলোর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি। বিস্তারিত বর্ণনা: তথ্যসূত্র লিংক দ্রষ্টব্য।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[57] সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১২, হাদিস নম্বর ২২২০:
https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-2220/

[58] সহি বুখারি: ভলুম ৭, বই নম্বর ৭২, হাদিস নম্বর ৭১৫:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-72/Hadith-715/

[59] সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪২:
https://quranx.com/hadith/AbuDawud/DarusSalam/Hadith-2142/

[60] সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ১৪২:

https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-142/

[61] সহি বুখারি: ভলুম ৮, বই নম্বর ৮২, হাদিস নম্বর ৮২৮:

https://quranx.com/Hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-8/Book-82/Hadith-828/

[62] সহি বুখারি: ভলুম ১, বই নম্বর ৭, হাদিস নম্বর ৩৩০:

https://quranx.com/Hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-1/Book-7/Hadith-330/

[63] সহি বুখারি: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ১৩২:

https://quranx.com/Hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-132/

[64] সুনান ইবনে মাজাহ: ভলুম ৩, বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ১৯৮৬:

https://quranx.com/Hadith/IbnMajah/DarusSalam/Volume-3/Book-9/Hadith-1986/

[65] সুনান নাসাই: ভলুম ৩, বই নম্বর ২১, হাদিস নম্বর ২০৩৯:

https://quranx.com/hadith/Nasai/DarusSalam/Volume-3/Book-21/Hadith-2039/

[66] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৪, হাদিস নম্বর ২১২৭:

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-4/Hadith-2127/

[67] সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম রেফারেন্স, হাদিস নম্‌বর ৪৭৮৬:

https://quranx.com/Hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-4768/

[68] সুনান আবু দাউদ: বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৪১:

https://quranx.com/Hadith/AbuDawud/USC-MSA/Book-11/Hadith-2141/

২৬১: নবীর পারিবারিক অশান্তি-১: পত্নীদের প্রহার ও তালাক হুমকি!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'আল্লাহ' নারীদের প্রহারের ব্যাপারে যে সুস্পষ্ট নির্দেশটি জারী করেছেন (কুরআনে- ৪:৩৪) তাতে কোন ধরণেরই 'মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের' উল্লেখ না থাকলেও নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাতে কী ধরণের অতিরিক্ত মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য' যোগ করেছেন; মুহাম্মদের এক অনুসারী তার স্ত্রীকে প্রহার করে তাঁর শরীরের কিছু অংশ ভেঙে দেওয়ার পর যখন মহিলাটি মুহাম্মদের কাছে এসে তার বিচার দাবী করেছিলেন তখন মুহাম্মদ কীভাবে তার বিচার করেছিলেন; মুহাম্মদের বিশিষ্ট অনুসারীরা নারীদের কীভাবে পেটাতেন; এমন কী মুহাম্মদ নিজেও কীভাবে তাঁর পত্নী আয়েশাকে আঘাত করেছিলেন; কী কারণে নবী পত্নী আয়েশা "আমি কোন মহিলাকেই মুমিন মহিলাদের মত কষ্ট পেতে দেখি নাই" মন্তব্যটি করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৬০) পর:

মুহাম্মদের বাসায় গিয়ে আবু বকর ও উমর ইবনে খাত্তাব প্রহার করেছিলেন তাঁদের বিবাহিতা কন্যাদের, মুহাম্মদ ও তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সম্মুখেই!

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৩৫০৬: [69]

‘জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত:

আবু বকর (রাঃ) এসে আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে লোকেরা তাঁর দরজায় বসে আছে ও তাদের কাউকেই অনুমতি দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আবু বকরকে এটি দেওয়া হয় ও তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। অতঃপর ওমর আসেন ও অনুমতি চান এবং তাকে তা দেওয়া হয়; অতঃপর তিনি দেখতে পান যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চারিপাশে স্ত্রীদের নিয়ে বিষণ্ন অবস্থায় নীরবে বসে আছেন। তিনি (হযরত ওমর) বলেন: আমি এমন কিছু বলতে পারি যা হয়তো নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসাতে পারে, অতঃপর তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল, আমি কল্পনা করি যে যদি আপনি আমার কাছে কিছু টাকা চাইতেন, আমি উঠে গিয়ে খাদিজার কন্যার ঘাড়ে চড় মারতাম ও আপনি তা (যে আচরণ করা হয়েছে) দেখে ফেলতেন। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসেন ও বলেন:

তারা আমার চারপাশেই আছে যেমনটি তুমি দেখছো, অতিরিক্ত অর্থকড়ি দাবী করছে।

আবু বকর (রাঃ) উঠে আয়েশার (রাঃ) কাছে যান ও তাঁর ঘাড়ে থাপ্পড় দেন এবং উমর হাফসার সামনে গিয়ে দাঁড়ান ও তাঁকে চড় মেরে বলেন: তোমরা আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে যা চেয়েছ তা তাঁর নেই। তারা বলে: *আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে এমন কিছু চাই না যা তাঁর নেই।*

তারপর তিনি এক মাস বা ঊনত্রিশ দিন যাবত তাদের সাথে মেলামেশা বন্ধ রাখেন। অতঃপর তাঁর কাছে এই আয়াতটি নাজিল হয়:

"হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, ---মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"' (৩৩:২৮)

'অতঃপর তিনি প্রথমে আয়েশার (রাঃ) কাছে যান ও বলেন: আয়েশা, আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, কিন্তু আমি চাই না যে তুমি তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করার আগে তাড়াহুড়ো করে এর জবাব দাও।

সে বলে: আল্লাহর রাসূল, সেটি কি?

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আয়াতটি পাঠ করে শোনান, তাই সে বলে: হে আল্লাহর রাসূল, এটি কি আপনার সম্পর্কে যা আমার পিতামাতার সাথে আমার পরামর্শ করা উচিত? না, আমি আল্লাহ, তার রসূল ও পরকালকে বেছে নিয়েছি; কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে আমি যা বলেছি তা যেনো আপনি আপনার স্ত্রীদের কাউকে না বলেন। তিনি জবাবে বলেন: তাদের কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যতক্ষণে না আমি তাকে এটি জানায়। আল্লাহ আমাকে কঠোর হতে, বা ক্ষতি করার জন্য পাঠাননি, বরং সে আমাকে শিক্ষা দান ও জিনিসগুলি সহজ করার জন্য পাঠিয়েছে।' [70] [71]

- অনুবাদ: লেখক

'Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with them) reported:

Abu Bakr (Allah be pleased with him) came and sought permission to see Allah's Messenger (ﷺ). He found people sitting at his door and none amongst them had been granted permission, but it was granted to Abu Bakr and he went in. Then came 'Umar and he sought permission and it was granted to him, and he found Allah's Apostle (ﷺ) sitting sad and silent with his wives around him. He (Hadrat 'Umar) said: I would say something which would make the Prophet (ﷺ) laugh, so he said: Messenger of Allah, I wish you had seen (the treatment meted out to) the daughter of Khadija when you asked me some money, and I got up and slapped her on her neck. Allah's Messenger (mav peace be upon him) laughed and said: They are around me as you see, asking for extra money. Abu Bakr (Allah be pleased with him) then got up went to 'A'isha (Allah be pleased with her) and slapped her on the neck, and 'Umar stood up before Hafsa and slapped her saying: You ask Allah's Messenger (ﷺ) which he does not possess. They said: By Allah, we do not ask Allah's Messenger (ﷺ) for anything he does not possess. Then he withdrew from them for a month or for twenty-nine days. Then this verse was revealed to him:" Prophet: Say to thy wives... for a mighty reward" (xxxiii. 28). He then went first to 'A'isha (Allah be pleased with her) and said: I want to

propound something to you, 'A'isha, but wish no hasty reply before you consult your parents. She said: Messenger of Allah, what is that? He (the Holy Prophet) recited to her the verse, whereupon she said: Is it about you that I should consult my parents, Messenger of Allah? Nay, I choose Allah, His Messenger, and the Last Abode; but I ask you not to tell any of your wives what I have said He replied: Not one of them will ask me without my informing her. God did not send me to be harsh, or cause harm, but He has sent me to teach and make things easy.'

>>> এই হাদিসটির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, সুরা আল-আহযাবের ২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো এই ঘটনাটি, আর সেই আয়াত দুটি হলো: [72]

৩৩:২৮-২৯ - *"হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"*

ইসলামের প্রোপাগান্ডা পদ্ধতি (পর্ব-১৪) এতই শক্তিশালী যে জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী ও বহু অবিশ্বাসী মানুষদের এক দৃঢ় বিশ্বাস, এই যে:

"নবী মুহাম্মদের পরিবার ছিল এক নিখুঁত, উৎকৃষ্ট, সর্ব-সুখ ও শান্তিময় পরিবার ও তিনি ছিলেন এক আদর্শ স্বামী ও পরিবার-কর্তা!"

কুরআনের এই ৩৩:২৮-২৯ আয়াত দুটি ও ওপরে বর্ণিত হাদিসটি এই বিশ্বাস ও দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী। এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, আবু বকর মুহাম্মদের বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে সেখানে "লোকেরা তাঁর দরজায় বসে আছে ও তাদের কাউকেই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।" অর্থাৎ, আবু বকর মুহাম্মদের বাড়িতে পৌঁছার আগেই মুহাম্মদের বাড়িতে লোকজন গিয়ে জটলা করছিল। অতঃপর, মুহাম্মদের বাড়ির ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেয়ে প্রথমে আবু বকর ও তারপর উমর গিয়ে দেখে যে:

“মুহাম্মদ তাঁর চারিপাশে স্ত্রীদের নিয়ে বিষণ্ণ অবস্থায় নীরবে বসে আছেন। অর্থাৎ, মুহাম্মদের পরিবারে ভীষণ অশান্তি!"

মুহাম্মদের বাড়ির দরজায় এসে আগে থেকেই বসে থাকা অন্যান্য লোকগুলোর পরিচয় যাইই হোক না কেনো, তাঁরা সকলেই ছিলেন মুহাম্মদের পরিবারে এই ভীষণ অশান্তির প্রত্যক্ষদর্শী। তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না পেলেও ভিতরের পরিবেশ যে "জটিল" তা বোধ করি অবস্থাদৃষ্টে নিশ্চিত জেনেছিলেন। এই ভাব-গম্ভীর পরিবেশ-কে হালকা করার জন্য খাদিজার কন্যাকে নিয়ে যে গল্পটি উমর করেছিলেন সেটিও ছিল খাদিজার কন্যাকে “প্রহার সংক্রান্ত!" অতঃপর মুহাম্মদ তাদের জানিয়েছিলেন যে খাদিজার কন্যারা তার কাছে নাই তবে তাঁর চারিপাশে তাঁর স্ত্রীরা আছে, যারা মুহাম্মদের কাছে "অতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবী করছে।" মুহাম্মদের (আল্লাহর) ভাষায়, "পার্থিব জীবন ও বিলাসিতা কামনা করছে।"

অতঃপর আবু বকর তার কন্যা আয়েশাকে ও উমর তার কন্যা হাফসা-কে চড়-থাপ্পড় মেরে মুহাম্মদের পারিবারিক অশান্তি দূরীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় মুহাম্মদ সুদীর্ঘ এক মাস বা ঊনত্রিশ দিন যাবত তাঁর সকল স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ রেখেছিলেন। তাতেও বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় মুহাম্মদ তাঁর "আল্লাহর নামে" এই ৩৩:২৮-২৯ বানী দুটি বর্ষণ করেছিলেন।

"মুহাম্মদের পরিবারের অশান্তি এমনই জটিল ছিল যে "আল্লাহ-কে ব্যবহার করে" তাঁকে তাঁর পারিবারিক অশান্তি দূর করতে হয়েছিল।"

মুহাম্মদ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে কীভাবে ওহি-প্রাপ্তির নামে "আল্লাহ-কে ব্যবহার" করতেন তার অসংখ্য উদাহরণের একটি হলো কুরআনের এই ৩৩:২৮-২৯ বানী দুটি। আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের চেরাগ গল্পে আলাদীন যেমন তার নিজ প্রয়োজনে তার চেরাগটি ঘষা দিয়ে এক "দৈত্যকে ব্যবহার করে" তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধন করতেন; মুহাম্মদও তেমনই ওহি-প্রাপ্তির নামে তাঁর আল্লাহকে ব্যবহার করে তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধন করতেন। আলাদীনের পদ্ধতি ও মুহাম্মদের পদ্ধতিটি ছিল ভিন্ন: আলাদীনের পদ্ধতিটি ছিল চেরাগে ঘষা দেওয়া, আর মুহাম্মদের পদ্ধতিটি ছিল ওহী নাজিল করা। সেই আদি কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি অসংখ্য নাম জানা-অজানা নবী-রসুল, ধর্মগুরু, কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের হরেক রকমের পদ্ধতি। তাদের পদ্ধতি ভিন্ন, লক্ষ্য অভিন্ন; আর সেই লক্ষ্যটি হলো: "উদ্দেশ্য সাধন!" এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'কুরান কার বানী?' পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ১৪)।

আলাদীন ও তার দৈত্যের সাথে মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর পার্থক্য এই যে:

আলাদীনের চেরাগ ও তার দৈত্য শুধুই গল্প; আর মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলাম হলো বাস্তব! আলাদীনের চেরাগ গল্পটিতে 'তার দৈত্য-কে' অন্য কোন মানুষ কখনোই দেখেছে কিনা তা জানা না গেলেও, আমরা নিশ্চিত জানি যে 'মুহাম্মদের আল্লাহ-কে' কেহই দেখে নাই। আলাদীন ও তার চেরাগের দৈত্য-কে অবিশ্বাস ও সমালোচনা করলে আলাদীন ও তাঁর সাগরেদরা এসে কোন মানব, গোত্র, সম্প্রদায়, অঞ্চল ও দেশের উপর 'তার ও তার দৈত্য' এর নামে কোনরূপ নৃশংসতা চালায় না; কিন্তু মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ-কে অবিশ্বাস ও সমালোচনা করলে মুহাম্মদ ও তাঁর সাগরেদরা সেই অবিশ্বাসী ও সমালোচনা-কারীদের কীরূপ ভয়াবহ পরিণতি করতেন, তার বিশদ আলোচনা "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" অধ্যায়ে ২২৮টি পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২৮-২৫৬)। এসকল নৃশংস কর্মকাণ্ডগুলো নবী মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা এবং তাঁদের মৃত্যুর পর "সহি-মুমিনরা" অতীতে করেছেন, বর্তমানে করছেন ও ভবিষ্যতেও করবেন; যতদিন 'ইসলাম' বেঁচে থাকবে, যেখানেই সুযোগ মিলবে!"

প্রশ্ন হলো,

"কী কারণে মুহাম্মদের সকল স্ত্রী তাঁর কাছে অতিরিক্ত ভরন-পোষণ দাবী করেছিলেন?"

এর উত্তর জানতে হলে আমাদের জানতে হবে সুরা আল-আহযাবের সময়কাল ও তখনকার প্রেক্ষাপট। সুরা আল-আহযাবের সময়কাল হলো খন্দক যুদ্ধ ও বনি কুরাইজা গণহত্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ৬২৭ সাল) ও তার পরের কিছু সময় (পর্ব: ১৮১)।

অতি সংক্ষেপে:

'৬২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুহাম্মদের মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনের (কেউ তাদের তাড়িয়ে দেয় নাই) পর তিনি ও তাঁর প্রেরণায় হিজরতকারী অনুসারীদের (মুহাজির) অতিবাহিত করতে হয়েছে মদিনার স্থায়ী অনুসারীদের (আনসার) মুখাপেক্ষী কঠিন জীবন। জীবিকার প্রয়োজনে হিজরতের মাস সাতেক পরেই মুহাম্মদের সন্ত্রাসী যাত্রা শুরু। রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য ফেরত নিরীহ কুরাইশ ফাফেলার উপর ডাকাতি, খুনাখুনি, ও জোরপূর্বক অপরের জান-মাল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাতের প্রচেষ্টা। পরপর সাতটি হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর (পর্ব-২৮), রাতের অন্ধকারে 'নাখলা অভিযানে' প্রথম সফলতা আসে কুরাইশদের সম্পদ লুণ্ঠন (গনিমত) ও ভাগাভাগির মাধ্যমে (পর্ব-২৯)। অতঃপর বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমত ও ধরে আনা বন্দিদের মুক্তিপণ বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ (পর্ব-৩৭)। অতঃপর, বনি কেইনুকা গোত্র উচ্ছেদ ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট (পর্ব-৫১)। তারপর বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ ও তাদের সমস্ত সম্পদ লুট, যার সম্পূর্ণই শুধুই মুহাম্মদের (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)। অতঃপর বনি কুরাইজা গণহত্যা ও তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুট ও তাঁদের নারী-শিশুদের দাস-দাসী-করণ ও তাঁদেরকে বিক্রয়-লব্ধ সম্পদের মালিকানা (পর্ব: ৯৩-৯৪)।

এসকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সফলতা ও স্বচ্ছলতা আসার পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার সদস্যরা যাপন করেছিলেন এক অস্বচ্ছল জীবন। আদি উৎসে ইমাম বুখারীর বর্ণনায় জানা যায়, বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ ও বনি কুরাইজা গণহত্যায় সম্পদ-প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদের পরিবারে ছিল এই অস্বচ্ছলতা (পর্ব: ৫২ ও ৯৩)।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অসচ্ছল পরিবারে সবচেয়ে ভুক্তভোগী পরিবার সদস্যটি হলো সেই পরিবারের স্ত্রীরা। বোধ করি মুহাম্মদের পরিবারও তার ব্যতিক্রম

ছিল ন। ইতিহাসের কোন ছোট্ট কোনে কোথাও 'মুহাম্মদের স্ত্রীদের দুঃসহ জীবন ও দুর্গতির কোন ইতিহাস' স্থান পেয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। প্রতীয়মান হয় যে, মদিনায় হিজরতের পর গত সাড়ে চার বৎসর (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল - এপ্রিল, ৬২৭ সাল) পরিবারের এই অসচ্ছল ও কঠিন জীবন অতিবাহিত করার পর মুহাম্মদের পরিবারের "এই সচ্ছল অবস্থায়" তাঁর পত্নীরা তাঁর কাছে কিছু অতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবী করছিলেন। তাঁদের জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত:

"আমরা আল্লাহর নবীর কাছে এমন কিছু চাই না যা তাঁর নেই।"

কিন্তু মুহাম্মদ তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্য তো দেইই নাই, তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের তালাকের হুমকি দিয়েছিলেন 'তাঁর আল্লাহর নাম ব্যবহার করে' এই ৩৩:২৮-২৯ আয়াত দু'টি অবতারণা করে।

উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, আয়াত দু'টি অবতারণা করার পর মুহাম্মদ সর্বপ্রথম আয়েশার নিকট গমন করেছিলেন ও তাঁকে এই আয়াত দু'টি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তখন আয়েশা ছিলেন ১৩-১৪ বছরের এক শিশু (পর্ব-৯১); আর মুহাম্মদের বয়স ছিল ৫৬-৫৭ বছর। ইতিপূর্বে মুহাম্মদের বাড়ির ভিতরে উপস্থিত কমপক্ষে মুহাম্মদের অন্যান্য সকল স্ত্রী ও উমর ইবনে খাত্তাবের চোখের সম্মুখে এবং তাঁদের গৃহের দরজায় অপেক্ষমাণ লোকজনদের উপস্থিতিতে পিতা আবু বকরের হাতে ঘাড়ে থাপ্পড় খাওয়ার অপমান সহ্য করা ও অতঃপর ঐশী বানীর মাধ্যমে তাঁর স্বামী মুহাম্মদের এই তালাকের হুমকিটি শোনার পর আয়েশার শিশুমনে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা যে কোন মুক্তচিন্তার মানুষ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। বর্ণিত হয়েছে, উক্ত পরিস্থিতিতে আয়েশার জবাব ছিল, *"আমি আল্লাহ, তার*

রসূল ও পরকাল কে বেছে নিয়েছি।" অতঃপর মুহাম্মদের অন্যান্য পত্নীরাও আয়েশার পথ অনুসরণ করেন। ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা নবী পত্নীদের এই আচরণকে আল্লাহ, মুহাম্মদ ও পরকালের প্রতি তাঁদের অগাধ বিশ্বাসের প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। প্রশ্ন হলো: "আসলেই কি ব্যাপারটি ছিল তাই?"

The Davil is in the deatails! (পর্ব ১১৩)

মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে কুরানের এই সুরায় ঘোষণা দিয়েছেন:

৩৩:৬ (সুরা আল আহযাব):
"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্নীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহফুযে লিখিত আছে।"

>> অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ "তাঁর স্ত্রীদের" তাঁদের নিজ সন্তান ছাড়াও জগতের সকল মুমিনদের মাতা (উম্মুল মুমিনীন) বলে ভূষিত করেছেন। বাস্তবিকই "মা" এর চেয়ে বেশী সম্মান আর কোন মানুষেরই প্রাপ্ত হতে পারে না। তেমনই আর একটি সম্পর্ক হলো "পিতা সম্পর্ক!" অর্থাৎ, পৃথিবীতে মাতা সম্বোধনের পরেই যে সম্বোধনটি সবচেয়ে বেশী সম্মানের, তা হলো, "পিতা সম্বোধন।" তা সত্বেও, মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে এই একই সুরায় "৩৩:৪০" বাক্যটিতে ঘোষণা দিয়েছেন যে, "মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন!"

মুহাম্মদের ভাষায়:

৩৩:৪০ (সুরা আল আহযাব) - "মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।"

যার সরল অর্থ হলো: "মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের জগতের সকল মুমিনদের 'মাতা সম্বোধনে' ভূষিত করে তাঁদেরকে অশেষ সম্মানে সম্মানিত করলেও তাঁদের স্বামী হিসাবে একান্ত সাধারন নিয়মেই তিনি জগতের সকল মুমিনদের 'পিতা সম্বোধনে' সম্মানিত হতে কোনভাবেই রাজী ছিলেন না!"

সুতরাং প্রশ্ন হলো:

"নিজের স্ত্রীদেরকে জগতের সকল মুমিনদের মাতা বলে 'সম্বোধন ও সম্মান' করার নির্দেশ ও নিজেকে তাঁদের 'পিতা সম্বোধন ও সম্মানে' ভূষিত হতে ভীষণ আপত্তির পিছনে মুহাম্মদের আসল উদ্দেশ্যটি কী ছিল?"

সুরা আল-আহযাবের এ সম্পর্কিত মুহাম্মদের (আল্লাহর) সকল আয়াতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এই প্রশ্নটির জবাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিজের স্ত্রীদের ঢালাও ভাবে অন্যান্য সকল পুরুষের "মাতা" বলে সম্বোধন ও তা পালনে বাধ্য করার এক বিশেষ সুবিধা এই যে:

এই কৌশলটির মাধ্যমে 'স্ত্রীদের প্রতি' অন্যান্য সকল পুরুষের যৌনতাপূর্ণ কু-দৃষ্টি (মুহাম্মদের ভাষায়: অশ্লীল কাজ!) ও 'অন্যান্য সকল পুরুষের প্রতি' স্ত্রীদের যৌনতাপূর্ণ কু-দৃষ্টি যথাসম্ভব ঠেকানো যায়, যদিও তা শতভাগ কার্যকরী নয়। বিশেষ করে যদি স্বামীটি হোন পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়সের বিগত যৌবন এক পুরুষ ও তাঁর ঘরে

থাকে অল্পবয়স্কা উন্নত যৌবনা তরুণী সহ বিভিন্ন বয়সের বহুসংখ্যক সন্তানহীনা স্ত্রী এবং তাঁকে প্রায়ই জীবিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনে থাকতে হয় পরিবার থেকে অনেক দূরে, তবে এই কৌশলটি উদ্দেশ্য সাধনে বেশ কার্যকর।

মুহাম্মদ ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন, যার সাক্ষী হলো আল্লাহ (মুহাম্মদ) নিজেই (কুরআন: ৩৩:৩০-৩৬)। নিজের স্ত্রীদেরকে মুমিনদের মাতা বলে 'সম্বোধন ও সম্মান' করার নির্দেশের পিছনে মুহাম্মদের আসল উদ্দেশ্যটি ছিল, এই যে:

"তাঁর স্ত্রীদের দিকে অপর কোন পুরুষ ও অপর কোন পুরুষের প্রতি তাঁর স্ত্রীরা যেনো কোন যৌনতাপূর্ণ কু-দৃষ্টি না দেয় ও তাঁর মৃত্যুর পরেও অন্য কোন পুরুষ তাঁর স্ত্রীদের কখনোই বিবাহ করতে না পারে এবং তাঁর যৌন সমস্যার বিষয়গুলো (পর্ব: ১০৮) অন্য কোন মানুষ না জানতে পারে।"

যেহেতু মুহাম্মদ এই নির্দেশটি প্রদান করেছিলেন 'আল্লাহর নামে (কুরআন)', তাই তাঁর এই নির্দেশটি জগতের সকল ইসলাম বিশ্বাসী পুরুষদের জন্য এক অবশ্য পালনীয় বিধান (ফরজ)। সে মতে, মুহাম্মদের সকল স্ত্রীরা ছিলেন সকল মুমিনদের মাতা! মুহাম্মদের তালাকের পর তাঁদেরকে বিবাহ করা অন্য পুরুষদের জন্য ছিল সম্পূর্ণরূপে হারাম। মুহাম্মদের সকল স্ত্রীরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন এই বিষয়টিতে নিজ কন্যাদের প্রতি পিতার আচরণ: 'মুহাম্মদের দুই বিশিষ্ট সাহাবী আবু বকর ও উমরের আচরণ: তাঁদের নিজ নিজ কন্যাদের উপর শারীরিক আঘাত, বহু মানুষের উপস্থিতিতেই'! তাঁরা ইতিমধ্যেই আরও প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের স্বামী মুহাম্মদের আচরণ: "তাঁর চোখের সম্মুখে তাঁর স্ত্রীদের শারীরিক আঘাত করছেন তাঁর দুই শ্বশুর, মুহাম্মদ তার কোন প্রতিবাদই তো করেনই নাই, সুদীর্ঘ এক মাস যাবত

সকল স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ রাখার পর তিনি ‘আল্লাহর নাম’ ব্যবহার করে তাঁদের সবাইকে দিয়েছিলেন তালাকের চরম হুমকি’!”

'আয়েশা ও হাফসার এরূপ চরম অপমান’ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর মুহাম্মদের স্ত্রীরা নিশ্চিতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার। পরাক্রমশালী মুহাম্মদের বিরাগভাজন হয়ে তাঁদেরকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা বা সাহস তাঁদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোন মুহাম্মদ অনুসারীরই ছিল না। সেক্ষেত্রে মুহাম্মদের তালাকের পর তাঁদের ভবিষ্যৎ হতো সুনিশ্চিতই সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার ও বিধ্বস্ত! এমতাবস্থায় মুহাম্মদের স্ত্রীরা ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়! এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে তাঁরা মুহাম্মদের আনুগত্য মেনে নিয়ে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন। নবী মুহাম্মদের (আল্লাহর) প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কারণে নয়।
মুহাম্মদের তাঁর স্ত্রীদের "উম্মুল মুমিনীন" নামে আখ্যায়িত করেছেন। একইসাথে তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রয়োজনে তাঁদের স্ত্রী ও নারীদেরকে "প্রহারের নির্দেশ" জারী করেছেন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল এই "উম্মুল মুমিনীনরাও।" মুহাম্মদের কাছে ‘নারীদের প্রহারের’ এই বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি তাঁর মৃত্যুর মাস তিনেক আগে বিদায় হজ্জের ভাষণে 'অন্যান্য অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের সাথে এই নির্দেশটিও উপস্থিত হাজারো অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায়

বাংলা অনুবাদের সাথে হাদিসগুলোর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি। বিস্তারিত বর্ণনা: তথ্যসূত্র লিংক দ্রষ্টব্য।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[69] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৩৫০৬:
https://quranx.com/Hadith/Muslim/USC-MSA/Book-9/Hadith-3506/

[70] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩০৮:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-308/

[71] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩০৯:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-309/

[72] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/
কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/

২৬২: নবীর পারিবারিক অশান্তি-২: পত্নীদেরকে হুমকি ও নিষেধাজ্ঞা!
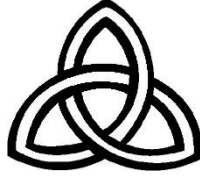
"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

‘তথাকথিত মোডারেট’ মুমিন মুসলমানদেরকে যখনই কুরআনের কোন 'গর্হিত আদেশ-নিষেধ-উপদেশ বা বৈপরীত্য' জাতীয় আয়াত উল্লেখ করা হয়, তখনই তাঁরা যে সমস্ত কলা-কৌশল ও চাতুরীর মাধ্যমে বিষয়টিকে আড়াল করার চেষ্টা করেন তার একটি হলো: "আগের আয়াত ও পরের আয়াত জানতে হবে!” তাঁদের এই দাবীর আদৌ কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, এই কারণে যে, কুরআনের আয়াতগুলো 'ঘটনার ধারাবাহিকতায় কিংবা নাজিলের ক্রমানুসারে' সংকলিত হয় নাই। সে কারণেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এমনটি হতে পারে যে আগের আয়াতটির সাথে ঠিক তার পরের আয়াতের কোন মিলই নেই। কিংবা হতে পারে আগের আয়াতটি যে বিষয় ও প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছিল ঠিক তার পরের আয়াতটি নাজিল হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয় ও প্রেক্ষাপটে। কিংবা হতে পারে আগের আয়াতটি নাজিল হয়েছিল মক্কায় যে সময় ও প্রেক্ষাপটে ঠিক তার পরের আয়াতটি নাজিল হয়েছে তার বহুবছর পর মদিনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয় ও প্রেক্ষাপট, ইত্যাদি। উদাহরণ:

গত পর্বের (পর্ব: ২৬১) আলোচনায় আমরা জেনেছি যে মুহাম্মদ তাঁর ৩৩:২৮-২৯ (সুরা আল আহযাব) ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীদের তালাক হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁর এই ঘোষণার ঠিক আগের দু'টি আয়াত হলো,

মুহাম্মদের ভাষায়: [73]

৩৩:২৬ (আল আহযাব) - "কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।"

৩৩:২৭ - "তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।"

>>> আল্লাহর নামে মুহাম্মদ এই ৩৩:২৬-২৭ আয়াত দুটি অবতারণা করেছিলেন বানু কুরাইজা গনহত্যার প্রাক্কালে (বিস্তারিত: পর্ব ৯৪)। মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁর এই দুই বাক্যে সাবলীল ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

" --তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি।"

অর্থাৎ কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে:

"মুহাম্মদ ছিলেন একজন আত্ম-স্বীকৃত খুনি ও সন্ত্রাসী।"

আগের আয়াতটির সাথে ঠিক তার পরের আয়াতের মিল থাকতেও পারে, কিংবা নাও থাকতে পারে। যদি থাকে তবে সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি বোঝা সহজ হয়। আর যদি তা না থাকে তবে উক্ত বিষয়ে মুহাম্মদ তাঁর 'আল্লাহর নামে' সেই একই সুরায় বা কুরআনের অন্য কোন স্থানে আর কী কী বানী বর্ষণ করেছেন, 'আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ' বিষয়টি (পর্ব: ২৫১) বিবেচনায় রেখে সেই বিষয়টি জানা ও বোঝার চেষ্টা অত্যাবশ্যক হয়ে পরে।

নবী মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের যে কী প্রচণ্ড রকম সন্দেহ করতেন তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় তাঁর নিজেরই জবানবন্দি কুরআনের এই "৩৩:২৮-২৯" নির্দেশটির পরের সাতটি ও ৩৩:৫৩ বাক্যে।

মুহাম্মদের ভাষায়:
৩৩:৩০ - "হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।"

>> অর্থাৎ, মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের শুধু তালাকের হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নাই, তিনি তাঁদের প্রত্যেককে প্রত্যক্ষ হুমকি দিচ্ছেন, এই বলে যে, "তাঁরা যদি প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ" করে তবে তাঁদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। আর আল্লাহর নামে মুহাম্মদই যে সেই শাস্তি কার্যকর করবেন, তা প্রায় নি:সন্দেহে বলা যায়।

৩৩:৩১ - "তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মান জনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি।"

>> দুনিয়াতে মুহাম্মদ তাঁদেরকে 'অতিরিক্ত ভরণ-পোষণ' দিতে পারবেন না, তবে "তাঁর আল্লাহ" তাঁদেরকে দুবার পুরস্কার দেবে যদি তাঁরা মুহাম্মদের আনুগত্য করে।

৩৩:৩২- "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।"

>> 'বিনা প্রমাণে' অন্যের প্রতি প্রায় প্রতিটি মানুষের চিন্তা ভাবনার প্রায় সমস্তই "তাঁর নিজেরই চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।" 'বিনা প্রমাণে' একজন সৎলোক অন্য লোকের ব্যাপারে ইতিবাচক ও সৎ-চিন্তায় করেন, আর অসৎ লোকেরা করেন নেতিবাচক ও অসৎ চিন্তা। নিজের স্ত্রী ও অন্য লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর (মুহাম্মদের) এই উক্তিটির কমপক্ষে চারটি ব্যাখ্যা হতে পারে। সেগুলো হলো:

(১) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন প্রচণ্ড নারী লিপ্সু ও অসৎ চরিত্রের এক ব্যক্তি; যে কারণে তিনি 'বিনা প্রমাণে' তাঁর স্ত্রী ও তাঁর অনুসারী এবং অন্যান্য পুরুষদের ব্যাপারে এমন জঘন্য চিন্তা করতেন। এই চিন্তাগুলো তাঁর নিজের চরিত্রেরই একান্ত বহিঃপ্রকাশ!

(২) অথবা, প্রমাণের ভিত্তিতে ও পূর্ব অভিজ্ঞতায় মুহাম্মদ নিশ্চিত জানতেন যে তাঁর অনুসারীরা ছিলেন প্রচণ্ড নারী লিপ্সু ও অসৎ চরিত্রের! তাই তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাবধান করে দিচ্ছেন, এই বলে: "পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে ---।"

(৩) অথবা, প্রমাণের ভিত্তিতে ও পূর্ব অভিজ্ঞতায়, মুহাম্মদ নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর স্ত্রীরা ছিলেন পরপুরুষদের প্রতি কাম-ভাবাপন্ন অসৎ চরিত্রের, যারা কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলে তাঁদেরকে প্রলুব্ধ করতেন। সে কারণেই তিনি তাঁদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

(৪) অথবা উপরের যে কোন এক বা একাধিক সংমিশ্রণ।

এই ঘটনাটির প্রাক্কালে মুহাম্মদের ঘরে জীবিত স্ত্রীর সংখ্যা ছিল চার জন। তাঁরা হলেন:

সওদা বিনতে যামাহ, যার আনুমানিক বয়স ছিল ৪৯ বছর;

আয়েশা বিনতে আবু বকর, যার আনুমানিক বয়স ১৩-১৪ বছর;

হাফসা বিনতে উমর, আনুমানিক বয়স ২৪ বছর; ও

উম্মে সালামা, বয়স আনুমানিক ৩২বছর। [74]

কুরআন ও আদি উৎসের সিরাত ও বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশার উপর মুহাম্মদেরই অনুসারীরা এমন অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা 'আয়েশার প্রতি অপবাদ' পর্বগুলোতে (পর্ব: ১০২-১০৭) করা হয়েছে।

অতঃপর মুহাম্মদের ঘোষণা:

৩৩:৩৩ - *"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"*

>> *"আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে"* - মানেটা কী? মুহাম্মদ কী নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর স্ত্রীরা অপবিত্র? তাই তিনি তাঁদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে তাঁদের উপর এসকল কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করছেন? না কী তা তাঁর নিজেরই অপবিত্র চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ?"

অতঃপর:

৩৩:৩৪ - "আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।"

৩৩:৩৫ - "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

>> আবারও উপদেশ! তাঁর স্ত্রীদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখার মানসে।

৩৩:৩৬ - *"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়।"*

>> নির্দেশ অমান্য-কারীদের বিরুদ্ধে আবারও মুহাম্মদের পরোক্ষ হুমকি!

আবারও সন্দেহ, তাঁর পত্নী ও অনুসারীদের প্রতি:

৩৩:৫৩ - "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।"

পরোক্ষ হুমকি ও সতর্কীকরণ:

৩৩:৫৪- তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

আবারও সন্দেহ ও অন্য সকল পুরুষদের সাথে দেখা না করার নির্দেশ, ব্যতিক্রম:

৩৩:৫৫- "নবী-পত্নীগণের জন্যে তাঁদের পিতা পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নি পুত্র, সহধর্মিনী নারী এবং অধিকার ভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ

নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।"

>> মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের ও অন্য সকল পুরুষদের যে কী পরিমাণ সন্দেহ করতেন তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে কুরআনের এই বানীগুলো!

অতঃপর নিজেই নিজের প্রশংসা ও উদ্ভট দাবী:

৩৩:৫৬- "আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"

>> এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ও তার স্রস্টা (যদি থাকে) সম্বন্ধে মুহাম্মদের যে সামান্যতম ধারণাও ছিল না, তার প্রমাণ হলো 'আল্লাহর নামে' মুহাম্মদের এই সকল উদ্ভট দাবী। মুহাম্মদের আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়টি কী, তার আলোচনা "কুরান কার বাণী" পর্বে (পর্ব ১৪) করা হয়েছে।

আবারও প্রত্যক্ষ হুমকি:

৩৩:৫৭ - "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।"

অতঃপর:

৩৩:৫৮ - "যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

>> মুহাম্মদ ঠিক ঐ কাজটিই করেছেন, যা তিনি নিজেই নিষেধ করছেন। "বিনা অপরাধে" তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি এই সকল কঠোরতা ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাঁদের সবাইকে কষ্ট দিয়েছিলেন।

অতঃপর নারীদেরকে 'চাদর-বন্দী করার' সেই বিখ্যাত নির্দেশটি:

৩৩:৫৯ - "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

>>> মুহাম্মদের এই নির্দেশটিতে যা সুস্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদের পুরুষ অনুসারীরাই" নারীদেরকে উত্যক্ত করতেন। সে কারণেই মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীসহ সকল নারী অনুসারীদের ('মুমিনাদের') নির্দেশ দিচ্ছেন যে, "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"

যদি বিষয় এমনটি ঘটতো যে "অবিশ্বাসী পুরুষরা" মুসলমান নারীদেরকে উত্যক্ত করতেন, তবে মুহাম্মদের এই নির্দেশের কারণে 'চাদরে আবৃত' মুমিনাদের চিহ্নিত করা অবিশ্বাসী পুরুষদের জন্য আরও সহজ হতো ও মুমিনারা তাঁদের দ্বারা আরও বেশী হেনস্তার শিকার হতেন। সে ক্ষেত্রে মুহাম্মদের এই, **"---ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না"** উক্তিটির কোন মানেই থাকে না। এই বিষয়ের সত্যতা আমরা জানতে পারি, ইমাম বুখারীর বর্ণনায়।

সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৮: [75]

আয়েশা থেকে বর্ণিত:

(সকল মুসলিম নারীদের জন্য) পর্দা পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার পর সওদা (নবীর স্ত্রী) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বেরিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক মোটা বিশালাকার ভদ্রমহিলা ও যারা তাকে আগে চিনতেন তারা সবাই তাকে চিনতে পারতেন। এমতাবস্থায় উমর ইবনে আল খাত্তাব তাকে দেখে ফেলে ও বলে, "হে সওদা! আল্লাহর কসম, তুমি আমাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না, সুতরাং এমন এক উপায় চিন্তা করো যাতে বাইরে যাওয়ার সময় তোমাকে চিনতে না পারা যায়।" সাওদা ফিরে আসে যখন আল্লাহর নবী আমার গৃহে নৈশভোজ করছিলেন ও তাঁর হাতে ছিল মাংস আবৃত একটি হাড়। তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়েছিলাম ও উমর আমাকে এই-সেই কথাগুলো বলেছে।" অতঃপর আল্লাহ তাঁকে (নবীকে) উদ্দীপ্ত করে ও যখন উদ্দীপ্ত অবস্থাটি শেষ হয় ও হাড়টি তার হাতেই থাকা অবস্থায় যেহেতু তা তিনি নিচে রাখেননি, তিনি (সওদাকে) বলেন, "তোমাদের (মহিলাদের) প্রয়োজনে তোমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" - অনুবাদ লেখক

'Narrated Aisha: Sauda (the wife of the Prophet) went out to answer the call of nature after it was made obligatory (for all the Muslims ladies) to observe the veil. She was a fat huge lady, and everybody who knew her before could recognize her. So 'Umar bin Al-Khattab saw her and said, "O Sauda! By Allah, you cannot hide yourself from us, so think of a way by which you should not be recognized on going out. Sauda returned while Allah's Apostle was in my house taking his supper and a bone

covered with meat was in his hand. She entered and said, "O Allah's Apostle! I went out to answer the call of nature and 'Umar said to me so-and-so." Then Allah inspired him (the Prophet) and when the state of inspiration was over and the bone was still in his hand as he had not put in down, he said (to Sauda), "You (women) have been allowed to go out for your needs."

>>> ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অনেকেই "কুরআনে বিজ্ঞান" আবিষ্কারের নামে অজ্ঞ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন, অবিরাম। কুরআনে যে কী পরিমাণ অপ:বিজ্ঞান ('বিগ্যান') আছে তার আলোচনা "কুরআনে বিগ্যান' পর্বগুলোতে (পর্ব: ১-৯ ও ১৩) করা হয়েছে। সত্য এই যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের জন্য একটি টয়লেট ও আবিষ্কার করতে পারেন নাই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করতে তাঁরা বাড়ির বাইরে গমন করতেন! মাঠে-ঘাটে, ঝোপ-ঝাড় বা টিলা-পাহাড়ের অন্তরালে! মহিলাদের জন্য বিষয়টি ছিল ভয়াবহ! দিনের বেলা পুরুষের চোখের আড়ালে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া ছিল অতীব কঠিন। প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা এই কার্যে বাইরে বের হতেন রাত্রিকালে (এ বিষয়ের আলোচনা 'আয়েশার প্রতি অপবাদ: মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া' পর্বে [পর্ব:১০৩] করা হয়েছে।) সেখানেও যে তাঁদের নিস্তার ছিল না তার প্রমাণ আমরা জানতে পারি ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায়। এমন কী নবী পত্নীরাও যে মুহাম্মদ অনুসারীদের "ইভ-টিজিং" থেকে রক্ষা পেতেন না, তার উদাহরণ হয়ে আছে এই বর্ণনাটি।

সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৩: [76]

'উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বলেছিলাম, "হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে ভালো-মন্দ উভয় লোকেরা আসে তাই আমার পরামর্শ এই যে আপনি উম্মুল-মুমিনীনদের (অর্থাৎ আপনার স্ত্রীদের) পর্দা করার নির্দেশ দিন।" অতঃপর আল্লাহ আল-হিজাবের আয়াতগুলো নাজিল করে।'

Narrated Umar: I said, "O Allah's Apostle! Good and bad persons enter upon you, so I suggest that you order the mothers of the Believers (i.e. your wives) to observe veils." Then Allah revealed the Verses of Al-Hijab.

>>> ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি নারীদের পর্দার আড়ালে বন্দি করার ফরমায়েশটি মুহাম্মদের পেয়েছিলেন উমর ইবনে খাত্তাবের কাছ থেকে। অতঃপর, মুহাম্মদ তা কার্যকর করেছিলেন "আল্লাহর নামে!"

সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৪৩৫: [77]

অনেক বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ:

'ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: ------অতঃপর উমর আরও বলেন, “আল্লাহর কসম, প্রাক-ইসলামী জাহেলিয়াতের যুগে আমরা নারীদের প্রতি মনোযোগ দিই নাই যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন তা নাজিল করে এবং তাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন তা নির্দিষ্ট করে।"----

‘Narrated Ibn Abbas: Then Umar added, "By Allah, in the Pre-lslamic Period of Ignorance we did not pay attention to women until Allah

revealed regarding them what He revealed regarding them and assigned for them what He has assigned.’------

>>> ইমাম বুখারীরই এই বর্ণনায় আমরা উমর ইবনে খাত্তাবেরই স্বীকারোক্তিতে জানতে পারি, **"প্রাক ইসলামী যুগে নারীরা ছিল অধিক স্বাধীন!"**

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[73] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

[74] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১২৯-১৩২

[75] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৮: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-318/

[76] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৩: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-313/

[77] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৪৩৫: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-435/

২৬৩: উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি-১: একান্ত মৌলিক মানবাধিকার হরণ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীদেরকে তাঁর সকল অনুসারীদের মাতারূপে (উম্মুল মুমেনিন) ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার যে নির্দেশটি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, তা কী কারণে অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; এই ঘোষণার পরেই তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদেরকে কীভাবে হুমকি-শাসানী ও ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন; অতঃপর কী কারণে তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদেরকে 'গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার' হুকুম জারী করেছিলেন; অতঃপর কী কারণে তিনি তাঁদেরকে 'তাঁদের পিতা পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি পুত্র, সহধর্মিণী নারী ও দাসদাসী' ছাড়া আর সবার সাথে দেখা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা (পর্ব: ২৬১-২৬২) হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ ৬৩২ সালের জুন মাসে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদের মৃত্যুকালে তাঁর নয়জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন (বিস্তারিত: "মুহাম্মদের যৌন জীবন ও সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা" পর্বে [পর্ব: ১০৮])। মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া তাঁর সেই স্ত্রীদের আনুমানিক বয়স ছিল: [78]

১) আয়েশা বিনতে আবু বকর - ১৮ বছর।

২) সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব - ২২ বছর।

৩) জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ - ২৭ বছর।

৪) হাফসা বিনতে উমর আল-খাত্তাব - ২৯ বছর।

৫) হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (উম্মে সালামা) - ৩৭ বছর।

৬) উম্মে হাবিবা (রামালা) বিনতে আবু-সুফিয়ান - ৪০ বছর।

৭) মায়মুনা বিনতে আল-হারিথ - ৪১ বছর।

৮) যয়নাব বিনতে জাহাশ (পালিত পুত্র যায়েদের প্রাক্তন স্ত্রী) - ৪৫ বছর।

৯) সওদা বিনতে যামাহ - ৫৪ বছর।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া এই স্ত্রীদের মধ্যে যদি আমরা সওদাকে তাঁর বয়সের কারণে বিবাহ যোগ্যা বলে বিবেচনা না ও করি, তথাপি বাঁকি আট জনই ছিলেন বিবাহ যোগ্যা মহিলা; ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের। তাঁরা সকলেই ছিলেন নিঃসন্তান ও প্রায় সকলেই ছিলেন সুন্দরী। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই মুহাম্মদের সাথে অল্প সময় সংসার করেছিলেন ও মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁদের প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল যাবত বেঁচেছিলেন। যেমন, [79]

সওদা বিনতে যামাহ:

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন ১২ বছর। অতঃপর ৫৪ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি আরও ১২ বছর বেঁচে ছিলেন (মৃত্যু ৬৪৪ সাল)। প্রথম স্ত্রী খাদিজার মৃত্যর পর নবুয়তের দশম বছর রমজান মাসে (৬২০ সাল) মুহাম্মদ তাঁকেই প্রথম বিবাহ করেছিলেন। তখন মুহাম্মদের বয়স ছিল ৫০ বছর, আর সওদার বয়স ছিল ৪০ বছর। পত্নী-বিয়োগ প্রাপ্ত ৫০ বছর বয়স্ক সাত-সন্তানের জনক

(তিন পুত্র: আল কাসেম, আল-তায়্যিব ও আল তাহির; ও চার কন্যা: যয়নাব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা) পাত্র মুহাম্মদ বিবাহ করেছিলেন স্বামী-বিয়োগ প্রাপ্ত ৪০ বছর বয়স্ক নিঃসন্তান সওদা-কে। নিশ্চিতই এটি কোনভাবেই কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়! তথাপি, ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা এই বিবাহটিকে সওদার প্রতি মুহাম্মদের উদারতার এক উদাহরণ হিসাবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেন, এই বলে যে, "সওদার বয়স বেশী হওয়া সত্বেও মুহাম্মদ তাঁকে বিবাহ করে অনুগ্রহ করেছেন।"

আল-তাবারীর বর্ণনা মতে, সওদার আগের স্বামীর নাম ছিল আল-সাকরান বিন আমর বিন আবদ শামস। আল-সাকরান ছিলেন আবিসিনিয়ায় (আল-হাবাশাহ) হিজরতকারী এক সাহাবী, যিনি খ্রিস্টান হয়ে যান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আর ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে: সওদাকে নিয়ে সাকরান মক্কায় ফিরে এসেছিলেন ও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এক সময়, মদিনা অবস্থানের পরের দিকে, আল্লাহর নবী তাকে তালাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এসে আল্লাহর নবীর কাছে অনুনয় করে ও তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হন। [80]

আয়েশা বিনতে আবু বকর:

তিনি মুহাম্মদের সাথে পূর্ণ স্বামী-স্ত্রীর মত সংসার করেছিলেন মাত্র নয় বছর। অতঃপর মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও সুদীর্ঘ ৪৬ বছর (মৃত্যু ৬৭৮ সাল)। নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে (৬২০ সাল) মুহাম্মদ তাঁর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে সওদার পরেই তাঁকে বিয়ে করেন। তখন আয়েশার বয়স ছিল ছয় বছর, আর মুহাম্মদের বয়স ছিল ৫০-৫১ বছর। এর তিন

বছর পর মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর সাথে বিবাহ বাসর শুরু করেন (৬২৩ সাল)।

হাফসা বিনতে উমর বিন আল-খাত্তাব:

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন মাত্র সাত বছর চার মাস। অতঃপর মাত্র ২৯ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ৩৩ বছর (মৃত্যু ৬৬৫ সাল)। এর আগে হাফসা, খুনায়েস বিন হুদাফাহ বিন কায়েস বিন আদি বিন সা'দ বিন সাহম নামের এক লোককে বিবাহ করেছিলেন, যিনি ছিলেন মুহাম্মদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী। বানু সাহম গোত্রের তিনিই একমাত্র লোক যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঔরসে হাফসার কোন সন্তান ছিল না। ওহুদ যুদ্ধের আগে, ৬২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (হিজরি ৩ সালের শাবান মাসে) মুহাম্মদ তাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মদের চতুর্থ স্ত্রী। ইবনে ইশাকের (কিতাব আল-মুবতাদা', পৃষ্ঠা ২৪০) মতে মুহাম্মদ তাকে একবার তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। [81]

হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (উম্মে সালামা):

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন মাত্র ছয় বছর চার মাস (বিবাহ: ফেব্রুয়ারি, ৬২৬ সাল)। অতঃপর মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর উম্মে সালামা বেঁচে ছিলেন আরও ৪৭ বছর (মৃত্যু ৬৭৯ সাল)। উম্মে সালামার নাম ছিল হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া বিন আল-মুগিরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযুম। ইতিপূর্বে, তিনি বিবাহ করেছিলেন আবু সালামাহ বিন আবদ আল-আসাদ বিন হিলাল বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযুম নামের এক মুহাম্মদ অনুসারীকে, যিনি মুহাম্মদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বংশের এক

অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন ও উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মদের ফুফাতো ভাই ও তাঁর মায়ের নাম ছিল বারাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব (পর্ব: ১২)। তাঁর ঔরসে উম্মে সালামাহর সন্তান গুলো হলো: উমর, সালামাহ, যয়নাব ও দুররাহ। তিনি ও তাঁর প্রাক্তন স্বামী ছিলেন মুহাম্মদের প্রারম্ভিক অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ও উভয়েই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। উম্মে সালামাহ-কে মুহাম্মদ বিবাহ করেছিলেন খন্দক যুদ্ধের আগে, হিজরি চার সালের শওয়াল মাসে (৬২৬ সাল)। [82]

যয়নাব বিনতে জাহাশ (পালিত পুত্র যায়েদের প্রাক্তন স্ত্রী):

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন সাড়ে পাঁচ বছর। অতঃপর ৪৫ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ৯ বছর (মৃত্যু ৬৪১ সাল)। যয়নব বিনতে জাহাশ ছিলেন নবীর ফুপাতো বোন, তিনি তাকে হিজরি ৫ সালের জিলকদ মাসে (জানুয়ারি, ৬২৭ সাল) বিবাহ করেন। বলা হয় মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে প্রথম ইন্তেকাল করেছিলেন। [83]

জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ:

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন মাত্র সাড়ে-চার বছর। অতঃপর মাত্র ২৭ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ৩৯ বছর (মৃত্যু ৬৭১ সাল)। মুহাম্মদ জুয়াইরিয়াকে বিবাহ করেছিলেন তাঁর বানু আল-মুসতালিক হামলার প্রাক্কালে, ৬২৮ সালের জানুয়ারি মাসে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'বন্দি ভাগাভাগি ও বন্দিনীর সাথে যৌন-সঙ্গম' পর্বে (পর্ব-১০১) করা হয়েছে।

উম্মে হাবিবা (রামালা) বিনতে আবু-সুফিয়ান:

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন মাত্র চার বছর। অতঃপর ৪০ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ৩২-৩৩ বছর (মৃত্যু ৬৬৪-৬৬৫ সাল)। মুহাম্মদ উম্মে হাবিবাকে বিবাহ করেছিলেন ৬২৮ সালের প্রথমার্ধে ও উম্মে হাবিবা আবিসিনিয়া থেকে মদিনায় এসে মুহাম্মদের সাথে যোগদান করেছিলেন মুহাম্মদের খায়বার হামলার প্রাক্কালে (জুলাই, ৬২৮ সাল)। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "উম্মে হাবিবার দুর্ব্যবহার ও নবীর আদর্শ" পর্বে (পর্ব: ১৭৩) করা হয়েছে।

সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব:

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন মাত্র চার বছর। অতঃপর মাত্র ২২ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ৩৮-৪০ বছর (মৃত্যু: আনুমানিক ৬৭০-৬৭২ সাল)। মুহাম্মদ সাফিয়াকে বিবাহ করেছিলেন তাঁর খায়বার হামলার প্রাক্কালে, ৬২৮ সালের জুলাই মাসে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা খায়বার হামলার "সাফিয়া বিষয়ক ঘটনা প্রবাহ ও সাফিয়ার স্বপ্নদর্শন বিবাহ ও দাসত্বমোচন" পর্বগুলোতে করা হয়েছে (পর্ব ১৪২-১৪৫)। [84]

মায়মুনা বিনতে আল-হারিথ:

তিনি মুহাম্মদের সাথে সংসার করেছিলেন মাত্র তিন বছর দুই মাস। অতঃপর ৪১ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ৪৮-৪৯ বছর (মৃত্যু ৬৮০-৬৮১ সাল)। মায়মুনা বিনতে আল-হারিথের পুরো নাম ছিল মায়মুনা বিনতে আল-হারিথ বিন হাযন বিন বুযায়ের বিন আল-হুযাম বিন রুয়ায়েবা বিন আবদুল্লাহ বিন হিলাল। ইতিপূর্বে, তিনি বিবাহ করেছিলেন থাকিফ গোত্রের বানু উকদাহ বিন ঘিয়ারা বিন আউফ বিন কাসি উপগোত্রের উমায়ের বিন আমর-কে। তার ঔরসে মায়মুনার কোন সন্তান ছিল না। মুহাম্মদ মায়মুনা বিনতে আল-হারিথকে বিবাহ করেছিলেন

হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির (পর্ব: ১১১-১২৯) পরের বছর, তাঁর মদিনা জীবনের প্রথম ও শেষ ওমরা পালনের প্রাক্কালে; ৬২৯ সালের এপ্রিল মাসে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "নবী মুহাম্মদের ওমরাহ ও কুরাইশদের সহিষ্ণুতা" পর্বে (পর্ব: ১৭৪) করা হয়েছে। এই বিবাহের পূর্বে তিনি সম্পর্কে ছিলেন মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাসের শালী। কথিত আছে যে তাঁর মৃত্যুই ছিল নবী মুহাম্মদের স্ত্রীদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যু। [85]

>>> পৃথিবীর যে কোন সভ্য সমাজের মানুষের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক মানবিক অধিকার এই যে: প্রাপ্ত বয়স্ক' হওয়ার পর তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ও সন্তান জন্মদান করতে পারবেন। অতঃপর, যদি তাঁদের স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হয় অথবা হয় তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ, তবে তাঁরা ইচ্ছে করলে আবারও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ও সন্তান জন্মদান করতে পারবেন। এটি প্রতিটি সভ্য সমাজের সকল মানুষেরই এক একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক মানবিক অধিকার।

“ইসলাম অনুসারী সকল নারী ও পুরুষরাও এই একই অধিকার ভোগ করেন, *‘ব্যতিক্রম শুধুই নবী মুহাম্মদের স্ত্রীরা (কুরআন: ৩৩:৫৩)’!"*

মুহাম্মদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত "উম্মুল মুমিনীন" উপাধির ভিকটিম হয়েছিল তাঁর মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া নয়জন স্ত্রীর সকলেই, যাদের অধিকাংশের বয়স ছিল ৪০-বছরের নীচে ও তাঁদের সকলেই ছিলেন সন্তানহীনা। এই ৩৩:৫৩ নির্দেশটির মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁদের এই একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক মানবিক অধিকার হরণ করেছিলেন (পর্ব: ২৬১)।

যদি তিনি তা না করতেন, তবে তাঁদের অনেকে ইচ্ছে করলেই সমাজের 'অন্যান্য সকল নারীদের মতো' নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন সার জীবন শুরু করতে পারতেন। মুহাম্মদের অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ইচ্ছে করেই তাঁদেরকে বিবাহ করে নতুন সংসার-জীবন উপহার দিতে পারতেন; যেমনটি মুহাম্মদ করেছিলেন তাঁর কিছু মৃত সাহাবীর পত্নীদেরকে। তাঁদের অনেকেই নিঃসন্দেহে সন্তান জন্মদান করে মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করতে পারতেন, যা মুহাম্মদের পক্ষে তাঁদেরকে দেওয়া সম্ভব ছিল না (পর্ব: ১০৮)। মুহাম্মদ তাঁদের প্রাপ্য এই একান্ত মৌলিক ও মানবিক ন্যায্য অধিকারগুলো গলা টিপে হত্যা করেছিলেন তাঁর 'উম্মুল মুমিনীন নির্দেশটির মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[78] মুহম্মদের মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া স্ত্রীদের আনুমানিক বয়স নির্ণয়ে সহায়ক আর্টিকেল: কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
https://wikiislam.net/wiki/Ages_of_Muhammads_Wives_at_Marriage#Sawdah.27s_Age

[79] আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১২৬-১৪১

[80] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১২৮ ও নোট নম্বর ৮৭৮।

[81] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২ ও নোট নম্বর ৮৮৪।

[82] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৩২ ও নোট নম্বর ৮৮৬ ও ৮৮৯।

[83] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৩৪ ও নোট নম্বর ৮৯৫।

[84] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৮৯৯।

[85] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৩৫ ও নোট নম্বর ৯০১।

২৬৪: উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি-২: পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

নিজের স্ত্রীদেরকে জগতের সকল মুমিনদের মাতা বলে 'সম্বোধন ও সম্মান' (কুরআন: ৩৩:৬) ও নিজেকে তাঁদের 'পিতা সম্বোধন ও সম্মানে' ভূষিত হতে ভীষণ আপত্তির (কুরআন: ৩৩:৪০) পিছনে মুহাম্মদের আসল উদ্দেশ্যটি কী ছিল, এই বিশয়ের আংশিক আলোচনা "পত্নীদের প্রহার ও তালাক হুমকি" পর্বটিতে (পর্ব: ২৬১) করা হয়েছে।

এই প্রশ্নের আরও সুস্পষ্ট জবাব আমরা জানতে পারি এই সুরায় বর্ণিত মুহাম্মদের অন্যান্য ঘোষণা ও নির্দেশগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সে গুলো হলো:

মুহাম্মদের ভাষায়: [86]

৩৩: ৪-৫ (সুরা আল আহযাব)- *"আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।"*

৩৩:৫: "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

>>> পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, আপদ-বিপদ, রোগ-শোক, ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, বিপর্যয়, দুর্যোগ; ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করে "মুহাম্মদ" হঠাৎ করে কী কারণে বহুকাল যাবত পৃথিবী ও তৎকালীন আরবে প্রচলিত "মানবীয় দত্তক প্রথাটির" বিরুদ্ধে এমন নির্দেশ জারী করেছিলেন তা আমরা জানতে পারি এই বাক্যটির ৩১টি বাক্য পরে, পত্নীদেরকে তালাক ও অন্যান্য হুমকির (৩৩:২৮-৩৬) বিষয়টি সম্পূর্ণ করার পর, তাঁর "৩৩:৩৭" বানীটিতে। মুহাম্মদের ভাষায়,

গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ:

৩৩:৩৭ (সুরা আল আহযাব):

"আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর

সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।"

>>> ফেরেশতা, নবী-রসুল, পৌত্তলিকদের দেবতা ও পুরাকালের ইতিকথা চরিত্রের নামগুলো ছাড়া মুহাম্মদের সমসাময়িক যে কয়জন ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ (Psycho-biography) কুরআনে উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন তাঁর চাচা আবু লাহাব (১১১:১), মক্কায় উপস্থিত কুরাইশ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে যাকে তিনি অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন (পর্ব-১২), তাঁর পালিত পুত্র এই যায়েদ বিন হারিথা ও তার স্ত্রী যয়নাব! প্রতীয়মান হয় যে, এই দুই ঘটনায় মুহাম্মদ (আল্লাহ) এতটায় উত্তেজিত ছিলেন যে তিনি তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করতে ভুলেন নাই। মুহাম্মদের এই **"৩৩:৩৭ স্বীকারোক্তিটির"** পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা যে সত্যের সন্ধান পাই, তা হলো:

মুহাম্মদ ঘোষণা দিচ্ছেন:

"আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন;" ---
>>অর্থাৎ, মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথা।

অতঃপর তাঁর ঘোষণা:
"তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।"

>> অর্থাৎ, এই ঘটনার প্রাক্কালে কোন এক সময়ে মুহাম্মদ তাঁর পালিত পুত্র যায়েদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যেনো তার স্ত্রী যয়নাবকে তার কাছেই থাকতে দেয়।

অতঃপর মুহাম্মদের ঘোষণা:

"আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন।"

>> অর্থাৎ, মুহাম্মদ যায়েদকে "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও" বলে যে পরামর্শটি দিয়েছিলেন তা ছিল মুহাম্মদের প্রতারণা ও মিথ্যাচার, এই কারণে যে, মুহাম্মদ মুখে যা যায়েদকে বলেছিলেন তা মুহাম্মদের অন্তরের কথা ছিল না। অন্তরের ছিল তাঁর অন্য চিন্তা, যা তিনি গোপন করেছিলেন। মুহাম্মদের অন্তরের সেই গোপন বিষয়টি হলো: "তাঁর পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী যয়নাবকে বিবাহ করার বাসনা!” যার সরল অর্থ হলো, মুহাম্মদ যায়েদের সাথে ভণ্ডামি করেছিলেন! যা পরবর্তীতে মুহাম্মদ 'তাঁর আল্লাহর নামে' নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেনে, এই ভাবে: ‘*যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন।*‘

প্রতীয়মান হয় যে মুহাম্মদের আশংকা ছিল এই যে, হয়তো যায়েদ মুহাম্মদের মনের এই গোপন বাসনা বা ভণ্ডামিটি বুঝতে না পেরে তার স্ত্রী যয়নাবকে তার কাছে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তা যেনো সে না করতে পারে, সে কারণেই আল্লাহর নামে মুহাম্মদ “যায়েদ সহ তাঁর সকল অনুসারীদের” তাঁর গোপন অভিসন্ধিটি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

অতঃপর মুহাম্মদের ঘোষণা:

"আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।"

>> তৎকালীন আরবে পালিত পুত্রের মৃত্যুর পর কিংবা তারা তাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার পর ঐ পুত্র-বধূকে তার পালক পিতার বিবাহ করা বিষয়টি ছিল একান্ত গর্হিত ও নিন্দনীয়। তৎকালীন আরবে প্রচলিত এই একান্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কর্মের বাসনাটি করেছিলেন মুহাম্মদ। অতঃপর, তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে "আল্লাহর নামে" মুহাম্মদের এই সকল বাণী-বর্ষণ ও চতুরতা!

অতঃপর মুহাম্মদের ঘোষণা:

"অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম"----।

>> মুহাম্মদ তাঁর গোপন অভিসন্ধিটি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার পর যায়েদের জন্য শুধু একটি মাত্র পথই খোলা ছিল, আর তা হলো, "তার স্ত্রী যয়নাবকে তালাক দেওয়া!" যায়েদ তাইই করেছিলেন।

অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে দাবী করছেন যে, মুহাম্মদের সুবিধার্থে তাঁর এই গর্হিত বাসনাটি আল্লাহ শুধু প্রকাশই করে দেয় নাই, আল্লাহ নিজেই ('আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম') উদ্যোগী হয়ে যয়নাবের সাথে তাঁর বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন! যার সরল অর্থ হলো:

"কোনরূপ আনুষ্ঠানিক বিবাহ-কার্য সম্পন্ন না করেই মুহাম্মদ যয়নাবের সাথে বিবাহ বাসর সম্পন্ন করেছিলেন।"

মুহাম্মদ তাঁর যৌন-লিপ্সা চরিতার্থ করার প্রয়োজনে এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় কী ভাবে তাঁর আল্লাহকে তাঁর বিবাহের কাজীর (যে বিবাহ-বিষয়াদি সম্পন্ন করেন) ভূমিকায় নামিয়ে এনেছিলেন, তার উদাহরণ হয়ে আছে মুহাম্মদের এই (কুরআন: ৩৩:৩৭) স্বরচিত জবানবন্দীটি!

অতঃপর মুহাম্মদ আরও দাবী করছেন:
"যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে।"

>> এই ঘটনার পূর্বে কোন মুমিন মুসলমান কখনোই মুহাম্মদের কাছে এসে তাঁদের পালিত পুত্রের স্ত্রীদের বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, এমন উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে কোথাও নেই। সুতরাং, "যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে" বাক্যটি একেবারেই ননসেন্স। কুরআনের মুহাম্মদের এইরূপ "অসংখ্য ননসেন্স" বানী বিদ্যমান, যার আলোচনা "নো সেন্স ও ননসেন্স" পর্বে (পর্ব: ২২) করা হয়েছে।

অতঃপর মুহাম্মদের দাবী:
৩৩:৩৮ - *"আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।"*

>>> যিনি আল্লাহ তিনিই মুহাম্মদ, যাকে অবিশ্বাসীরা মিথ্যাবাদী, উন্মাদ ও প্রতারক-রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব: ১৭-১৯)।

অতঃপর, কিছু খেজুরে আলাপ:

৩৩:৩৯- "সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ঠ।"

অতঃপর মুহাম্মদের (আল্লাহর) ঘোষণা:

৩৩:৪০ - *"মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।"*

>>> নিজেকে 'পিতা সম্বোধন ও সম্মানে' ভীষণ আপত্তির পিছনে মুহাম্মদের আসল উদ্দেশ্যটি ছিল, এই যে: তিনি যেনো তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার স্ত্রী যয়নাব-কে বিবাহ করতে পারেন। অর্থাৎ, মুহাম্মদ তাঁর নারী লিপ্সা চরিতার্থ করার প্রয়োজনে মানবীয় দত্তক প্রথা ও পিতৃবৎ সম্পর্কটি ধূলিসাৎ করেছিলেন ও ঘোষণা দিয়েছিলেন,

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন!"

একই সাথে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে,

"তাঁর স্ত্রীরা হলো সকল মুমিনদের মাতা!" (কুরআনঃ ৩৩:৬; পর্ব: ২৬৫)

ইসলাম বিশ্বাসীদের দুর্ভাগ্য এই যে ধর্মীয়ভাবে তাঁদের মাতা আছে, পিতা নাই। পিতা তাঁদের ত্যাজ্য করেছে তাঁর পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহের লালসায়!

অতঃপর, এই বিবাহের ভুড়িভোজের প্রাক্কালে মুহাম্মদের ঘোষণা:

৩৩:৫৩ -"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।"

>>> কী কারণে মুহাম্মদের এই সন্দেহ, তার বিস্তারিত আলোচনা 'পত্নীদেরকে হুমকি ও নিষেধাজ্ঞা' পর্বে (পর্ব: ২৬২) করা হয়েছে।

আল-তাবারীর বর্ণনা: [87]

'অতঃপর আল্লাহর নবী বিবাহ করেছিলেন যয়নব বিনতে জাহাশ বিন রিয়াব বিন ইয়ামুর বিন সাবিরাহ-কে। ইতিপূর্বে সে ছিল আল্লাহর নবীর মুক্তকৃত দাস যায়েদ বিন

হারিথা বিন শারাহিলের বিবাহিত স্ত্রী, কিন্তু সে তার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম দেয় নাই। (এটি ছিল) তার বিষয় যেখানে আল্লাহ নাজিল করে:

"তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।" (কুরআন: ৩৩:৩৭) [88]

আল্লাহ তাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন ও এ বিষয়ে জিবরাইলকে প্রেরণ করেছিলেন। সে নবীর অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে গর্ব করে বলতো, "আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এই কারণে যে যিনি আমাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি আমার মধ্যস্থতাকারী ছিলেন (অর্থাৎ, জিবরাইল) (আকরামুকুন্না ওয়ালিয়ান ওয়া আকরামুকুন্না সাফিরান)।'

'যয়নব বিনতে জাহাশ ছিলেন নবীর ফুপাতো বোন, তিনি তাকে হিজরি ৫ সালের জিলকদ মাসে (জানুয়ারি, ৬২৭ সাল) বিবাহ করেন। হিজরি ২০ সালে (৬৪১ খ্রিস্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও কথিত আছে যে, [মুহাম্মদের মৃত্যুর পর] তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সেইই প্রথম মারা গিয়েছিল।' [89]

সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৩০৫: [90]

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত:
আমরা যায়েদ বিন হারিথাকে আল্লাহর রসূলের আযাদকৃত দাস না বলে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকতাম, যতক্ষণ না কুরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়: "তাদেরকে (দত্তক নেওয়া ছেলেদের) তাদের পিতার নামে ডাক। যা আল্লাহর দৃষ্টিতে তার চেয়েও বেশি কিছু (৩৩:৫)।"'

'Narrated `Abdullah bin `Umar: We used not to call Zaid bin Haritha the freed slave of Allah's Messenger (ﷺ) except Zaid bin Muhammad till the Qu'anic Verse was revealed: "Call them (adopted sons) by (the names of) their fathers. That is more than just in the Sight of Allah." (33.5)'

>>> ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই ঘটনাটির পূর্বে আরবের লোকেরা যায়েদ বিন হারিথাকে 'মুহাম্মদের পুত্ররূপে' সম্বোধন করতেন।

সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৫: [91]
(অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৪; ৩১৬ ও ৩১৭): [92]

'আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত:
আল-আহযাবের এই আয়াতটি সম্পর্কে আমিই সকলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জানি। আল্লাহর নবী যখন যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেছিলেন তখন সে তাঁর সাথে বাড়িতে ছিলেন ও তিনি একটি খাবার তৈরি করেছিলেন এবং লোকদের (এতে)

দাওয়াত করেছিলেন। তারা (খাওয়া শেষ করে) বসে আড্ডা দিতে লেগেছিল। তাই আল্লাহর নবী কয়েকবার বাইরে গিয়েছিলেন ও ফিরে এসেছিলেন কিন্তু তারা তখনও বসেছিল ও কথা বলছিল। তাই আল্লাহ এই আয়াতটি নাজিল করেছিল, *"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, (আর অনেক আগে এসে) আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা বসে থেকো না ----পর্দার আড়াল থেকে চাইবে (৩৩:৫৩)।"* অতঃপর পর্দা বসিয়ে দেয়া হয় ও লোকগুলো চলে যায়।'

'Narrated Anas bin Malik: I of all the people know best this verse of Al-Hijab. When Allah's Apostle married Zainab bint Jahsh she was with him in the house and he prepared a meal and invited the people (to it). They sat down (after finishing their meal) and started chatting. So the Prophet went out and then returned several times while they were still sitting and talking. So Allah revealed the Verse: 'O you who believe! Enter not the Prophet's houses until leave is given to you for a meal, (and then) not (so early as) to wait for its preparation..... ask them from behind a screen.' (33.53) So the screen was set up and the people went away.'
- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> এই ঘটনার প্রাক্কালে মুহাম্মদের ঘরে ছিল চারজন স্ত্রী। তাঁদের সবাইকে তালাকের হুমকি, শাসানী ও ভীতি প্রদর্শনের পর যখন মুহাম্মদ তাঁর নিজ পালিত পুত্রের প্রাক্তন স্ত্রী যয়নাব-কে বিবাহ করেছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তা যে কোন মুক্ত-চিন্তার মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পরেন।

কাল যে মহিলাটি ছিল তাঁদের স্বামীর পালিত পুত্রের স্ত্রী, "কন্যা-স্বরূপ"; আজ সে মুহাম্মদের সাথে তাঁদের রাত্রি ভাগাভাগির অংশীদার, "যৌন-সঙ্গিনী!" তাঁরা ছিলেন অসহায়! কী কারণে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করার ক্ষমতাই তাঁদের ছিল না, তার বিস্তারিত আলোচনা "পত্নীদের প্রহার ও তালাক হুমকি, এবং পত্নীদের হুমকি ও নিষেধাজ্ঞা" পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২৬১-২৬২)।

অন্যদিকে, যে মহিলাটি এই অল্প কিছু দিন আগেই ছিল মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদের "স্ত্রী-যৌনসঙ্গী", সেই একই মহিলা আজ মুহাম্মদের ঘোষণায় (কুরআন: ৩৩:৬) পরিণত হলো যায়েদের "মাতা স্বরূপ"; যার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৬১)।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[86] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

[87] আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৩৪

[88] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১০: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-310/

‘Narrated Anas bin Malik: The Verse: 'But you did hide in your mind that which Allah was about to make manifest.' (33.37) was revealed concerning Zainab bint Jahsh and Zaid bin Haritha.’

[89] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৮৯৫।

[90] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩০৫:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-305/

[91] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১৫:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-315/

[92] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্‌বর ৩১৪; ৩১৬ ও ৩১৭):

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-314/

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-316/

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-317/

২৬৫: উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি-৩:

মুহাম্মদের নারী লিপ্সা ও তার সমাধান!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নারী লিপ্সা চরিতার্থ করার প্রয়োজনে "আল্লাহর নামে" যে বানীগুলো বর্ষণ করেছিলেন তার অন্যতম দু'টি হলো, সুরা আল-আহযাবের ৫০ ও ৫১ নম্বর আয়াতের ঘোষণা দুটি।

মুহাম্মদের ভাষায়: [93]

৩৩:৫০ (আল আহযাব) - "হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

>>> মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁর এই বাক্যে ঠিক কী বুঝাতে চেয়েছেন তা একটু মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করা যাক। আল্লাহর নাম ব্যবহার করে মুহাম্মদ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্য হালাল করেছে:

১) 'মোহরানা প্রদত্ত নারী, অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রীদের' - যা সকল মুমিনদের জন্যও হালাল;

২) 'করায়ত্ত (গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত) দাসীদের' - যা সকল মুমিনদের জন্যও হালাল;

৩) 'চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভগ্নিদের' - যা সকল মুমিনদের জন্যও হালাল;

৪) "কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল।"

>> লক্ষণীয় বিশয় এই যে, 'কোন মুমিন নারী' অর্থে আল্লাহ (মুহাম্মদ) আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ কোন নারীদের বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করেন নাই। তবে যা তিনি সুস্পষ্ট করেছেন, তা হলো: *"এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে।"*

"এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়:"

সাধারণভাবে, এ ধরণের কোন মুমিন নারী যদি কোন মুমিন পুরুষের কাছে এসে নিজেকে সমর্পণ করে তবে 'বিবাহ করতে চাইলে' সেই নারীও সকল মুমিনদের জন্য হালাল। "ব্যতিক্রম" যখন সেই নারীটি হয় ঐ মুমিন পুরুষটির:

"মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকণ্যা, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ি, সহবাস করা স্ত্রীদের কন্যা, ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী, দুই বোনকে একত্রে, মুমিনদের সধবা স্ত্রী (সুরা-নিসা: ৪:২৩-২৪);" জাতীয় সম্পর্কের।

এই ব্যতিক্রম না থাকলে, বিবাহ করতে চাইলে ৩৩:৫০ বাক্যে উল্লেখিত সকল নারীরা শুধু মুহাম্মদের জন্যই হালাল না হয়ে অন্য সকল মুমিনদের জন্যও হালাল হওয়ার কারণে, "এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়," বাক্যটির কোন মানেই থাকে না!

অন্যদিকে. 'কোন মুমিন নারী' অর্থে মুহাম্মদ (আল্লাহ) যদি সুরা-নিসায় (৪:২৩-২৪) উল্লেখিত "এই ব্যতিক্রমী নারীদের বোঝাতে চান" যারা অন্য সকল মুমিনদের জন্য হারাম,

শুধুমাত্র তখনই মুহাম্মদের (আল্লাহর) এই ৩৩:৫০ ঘোষণায় উল্লেখিত "এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়," বাক্যটির একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সেক্ষেত্রে, মুহাম্মদের এই ঘোষণার সরল অর্থ হলো:

'কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে মুহাম্মদের কাছে সমর্পণ করে ও মুহাম্মদ তাকে 'বিবাহ করতে চান' তবে সেই নারীটি মুহাম্মদের জন্য বৈধ, তা সে তাঁর নিজের, *"মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকণ্যা, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ি, সহবাস করা স্ত্রীদের কন্যা, ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী, দুই বোনকে একত্রে, মুমিনদের সধবা স্ত্রী"' - যে কোন সম্পর্কে সম্পর্কযুক্তই হউক না কেন!*

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুমিনা নারীদের স্বেচ্ছা-সমর্পণের এই বিষয়টিতে এই নারীদেরকে মোহরানা প্রদানের কোন বিষয় নেই, যা বিবাহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য; ও যা ৩৩:৫০-এ আলাদা ভাবে উল্লেখিত হয়েছে এই ভাবে:

"আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন।"

সুতরাং যদিও এখানে "বিবাহ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি শুধুই ঐ মুমিনা নারীটি ও মুহাম্মদের "পারস্পারিক সম্মতিতে যৌনকর্মের" ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়! মুহাম্মদ এই নারীদেরকে 'তথাকথিত বিবাহ' করতে পারবেন কোনরূপ আর্থিক দায়ভার বা মোহরানার বাধ্যবাধকতা ছাড়ায়। শুধুমাত্র সম্মতির ভিত্তিতে।

"আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে":

মুহাম্মদের (আল্লাহর) এই "৩৩:৫০" ঘোষণায় আর যা সুস্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদের এক বিশেষ অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ এই বাণীর অবতারণা করেছেন।" মুহাম্মদের এই অসুবিধাটি যে নারী লিপ্সা ছাড়া আর কিছুই নয় তা এই বাণীতে অত্যন্ত স্পষ্ট। বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে মুহাম্মদের (আল্লাহর) এই ঘোষণার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার মাধ্যমে।

আল্লাহর নামে মুহাম্মদ এই ঘোষণাটি জারী করেছিলেন তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার প্রাক্তন স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশ কে বিবাহের প্রাক্কালে। যয়নাব ছিলেন মুহাম্মদের ফুপাতো বোন। মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় যয়নাবের প্রতি মুহাম্মদের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল বলে জানা যায় না। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর পালিত পুত্র যায়েদের সাথে যয়নাবের বিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, যয়নাব এই বিয়েতে সুখী ছিলেন না। যার একটি কারণ ছিল এই যে, যায়েদ একদা ছিলেন মুহাম্মদ/খাদিজার দাস যাকে মুহাম্মদ মুক্ত করে পালিত পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে যয়নাবের সামাজিক মর্যাদা ছিল যায়েদের চেয়ে অনেক

বেশী। পরবর্তীতে মুহাম্মদ যয়নাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যয়নাবও তাতে সাড়া দেয়। যায়েদ তা বুঝতে পেরে যখন যয়নাব-কে তালাক দেয়, তখন মুহাম্মদ তাঁর এই পালিত পুত্রের প্রাক্তন স্ত্রীকে বিবাহ করেন। তৎকালীন আরবে পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা অতিশয় গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হতো।

"এই গর্হিত কর্মটি সম্পন্ন করার পর" যখন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠে, তখন মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহকে ব্যবহার করে ঘোষণা দেন যে, "মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন (কুরআন: ৩৩:৪০)" ও এরূপ বেশ কিছু বানী, যার বিস্তারিত আলোচনা গত-পর্বে (পর্ব: ২৬৪) করা হয়েছে। সেই একই কারণে মুহাম্মদের এই ৩৩:৫০ ঘোষণাটিও। এই গর্হিত কর্মের সমালোচনার জবাবে তিনি এই ঘোষণায় যা স্পষ্ট করেছেন, তা হলো:

"শুধু যয়নাবই নয়, যে কোন মুমিন নারী যদি তাঁর কাছে এসে নিজেকে সমর্পণ করে তবে তিনি ইচ্ছে করলেই তাকে বিবাহ করতে পারবেন। কোনরূপ পূর্ব-সম্পর্ক যা অন্য মুমিনদের জন্য হারাম, তা তাঁর জন্য বাধার কারণ হবে না। সে কারণেই আল্লাহর নামে তাঁর এই ঘোষণা, "এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে।"

৩৩:৫০-ঘোষণাটির পর মুহাম্মদের (আল্লাহর) পরবর্তী ঘোষণা:

৩৩:৫১ (আল আহযাব): "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল

থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"

>>> অর্থাৎ, ৩৩:৫১ ঘোষণাটির পূর্বে মুহাম্মদ যে স্ত্রীর সাথে তাঁর রাত্রিযাপনের কথা ছিল, তাকে ছাড়া যদি তিনি অন্য কোন স্ত্রীর কাছে যেতে চাইতেন তবে সেই স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি যে অনুমতি নিতেন, তা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ইমাম বুখারীর বর্ণনা:

সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১২: [94]

‘মুয়াধা হইতে বর্ণিত: আয়েশা বলেছেন, "যে স্ত্রীর সাথে আল্লাহর নবীর রাত্রিযাপনের কথা ছিল তাকে ছাড়া যদি তিনি অন্য কারো কাছে যেতে চাইতেন তবে তিনি সেই স্ত্রীর অনুমতি নিতেন, যতক্ষণে না এই আয়াতটি নাযিল হয়: "আপনি (হে মুহাম্মদ) তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা (দূরে) রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন, আপনি যাকে দূরে রেখেছেন (সাময়িকভাবে), তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই (৩৩:৫১)।" আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি (এ ক্ষেত্রে) কী বলতেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমি তাকে বলতাম, 'আমি যদি আপনাকে (আপনার অন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার) অনুমতি দান অস্বীকার করতে পারতাম, তবে আমি আপনার অনুগ্রহ অন্য কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করতে পারতাম না।"

‘Narrated Muadha: Aisha said, "Allah's Apostle used to take the permission of that wife with whom he was supposed to stay overnight if he wanted to go to one other than her, after this Verse was revealed:

"You (O Muhammad) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives) and you may receive any (of them) whom you will; and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside (temporarily). (33.51) I asked Aisha, "What did you use to say (in this case)?" She said, "I used to say to him, "If I could deny you the permission (to go to your other wives) I would not allow your favor to be bestowed on any other person."'

সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১১: [95]

'আয়েশা থেকে বর্ণিত:

আমি সেই সব নারীদের অবজ্ঞা করতাম যারা আল্লাহর রসূলের কাছে এসে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল এবং আমি বলতাম, "একজন মহিলা কি (একজন পুরুষের কাছে) নিজেকে সমর্পণ করতে পারে?" কিন্তু আল্লাহ যখন অবতীর্ণ করে: *"আপনি (হে মুহাম্মদ) তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা (দূরে) রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন, আপনি যাকে দূরে রেখেছেন (সাময়িকভাবে), তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই (৩৩:৫১);"* আমি (নবীকে) বলি যে, "আমি অনুভব করি যে, আপনার আল্লাহ আপনার ইচ্ছা ও মনোবাঞ্ছা পূরণে তাড়াহুড়া করে।"'

'Narrated Aisha: I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's Apostle and I used to say, "Can a lady give herself (to a man)?" But when Allah revealed: "You (O Muhammad) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive any of them whom you will; and there is no blame on you

if you invite one whose turn you have set aside (temporarily).' (33.51) I said (to the Prophet), "I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires." - (অনুবাদ: লেখক)

>>> প্রতীয়মান হয়, আয়েশা নিশ্চিত জানতেন যে মুহাম্মদের এই ওহী নাজিলের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তাই তাঁর এই উক্তি: "আমি অনুভব করি যে, 'আপনার আল্লাহ' আপনার ইচ্ছা ও মনোবাঞ্ছা পূরণে তাড়াহুড়া করে।" আল্লাহর নামে মুহাম্মদ এভাবেই তাঁর নারী-লিপ্সা চরিতার্থ করেছিলেন!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[93] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

[94] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১২: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-312/

[95] সহি বুখারী ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৩১১: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-311/

২৬৬: নবী পত্নীদের দুর্গতি-৪: আল্লাহর নির্দেশ অমান্য -বারংবার!
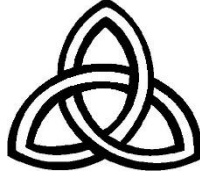
"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

সুরা আল-আহযাবের অবতীর্ণের সময়কাল হলো খন্দক যুদ্ধ ও বানু কুরাইজা গণহত্যার প্রাক্কালে (বিস্তারিত পর্ব: ৭৭-৯৫)। ৬২৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও তার পরের কিছু সময়ে। আদি উৎসে আলী-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) মুহাম্মদের বিবাহিত স্ত্রীদের যে খতিয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন, সে মতে, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে মুহাম্মদের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল প্রয়াত স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ সহ মোট সাত কিংবা আট জন (রায়হানা বিনতে যায়েদ সহ)। তাঁরা হলেন:

আল-তাবারীর বর্ণনা: [96]

১) খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ বিন আসাদ: (পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

'আল-হারিথ >-ইবনে সাদ> হিশাম বিন মুহাম্মদ [মৃত্যু ৮১৯ বা ৮২১ সাল]: 'আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহর নবী পনের জন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন ও তেরো জনের সাথে সংসার করেছিলেন। তিনি একই সঙ্গে এগারো জন স্ত্রী রেখেছিলেন ও নয় জনকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।'

‘প্রাক-ইসলামের যুগে যখন তিনি খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ বিন আসাদ বিন আবদ উজ্জাকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছরের কিছু বেশী।

(‘খাদিজার সাথে বিবাহের সময় মুহাম্মদের বয়স সাধারণত পঁচিশ বছর হিসাবে বলে হয়, তবে কিছু সূত্র মতে তাঁর বয়স ছিল একুশ অথবা ত্রিশ বছর। অন্যদিকে, খাদিজার বয়স সাধারণত চল্লিশ বছর বলা হয়; কিন্তু, কিছু রিপোর্ট অনুসারে তিনি ছিলেন আটাশ বছর বয়স্ক কিংবা মুহাম্মদের চেয়ে দুই বছরের বড়। তিনি নবুয়তের দশম বছরে (বা হিজরতের তিন বছর আগে) রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করেন।') [97]

তিনি ছিলেন প্রথম (মহিলা) যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বিবাহ করেছিলেন আতিক বিন আবিদ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযুম কে। তার মায়ের নাম ছিল ফাতিমা বিনতে যায়েদা বিন আল-আসাম বিন রাওয়াহা বিন মায়েস বিন হাজার বিন লুয়েভি। আতিকের ঔরসে তার এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয় (আল-তাবারী নোট নম্বর ৮৭৪: ‘যার নাম ছিল হিন্দ, তাই তাকে বলা হতো উম্মে হিন্দ’); অতঃপর আতিক মারা যায়। অতঃপর তার বিয়ে হয়েছিল আবু হালাহ বিন যুররাহ বিন নাবাশ বিন যুররাহ বিন হাবিব বিন সালামাহ বিন ঘুযায়ে বিন জুরাহ বিন উসায়িদ বিন আমর বিন তামিমের সাথে, যিনি ছিলেন বানু আবদ আল-দা'র বিন কুসে গোত্রের এক লোক। আবু হালাহর ঔরসে তিনি হিন্দ বিনতে আবি হালাহর জন্ম দেন; অতঃপর তিনি [আবি হালাহ] মারা যান। [98]

আল্লাহর নবী যখন (খাদিজাকে) বিবাহ করেছিলেন তখন তার সাথে ছিল হিন্দ বিনতে আবি হালাহ। আল্লাহর নবীর ঔরসে তার আট জন সন্তান জন্মলাভ করে।

তারা হলেন: আল-কাসেম, আল-তায়্যিব, আল-তাহির, আবদুল্লাহ, যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা।' [99]

- অনুবাদ: লেখক

>>> খাদিজার মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে সুরা আল-আহযাব নাজিল হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ যাদেরকে বিবাহ করেছিলেন, তারা হলেন:

২) সওদা বিনতে যামাহ;
৩) আয়েশা বিনতে আবু বকর;
৪) হাফসা বিনতে উমর বিন আল-খাত্তাব;
৫) হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (উম্মে সালামা);
৬) যয়নাব বিনতে খুযায়েমা (উম্মে আল-মাসাকিন): (পৃষ্ঠা: ১৩৮)

'তাকে বলা হয় উম্মুল মাসাকিন (গরীবের মা)। এর আগে তিনি আল-তোফায়েল বিন আল-হারিথ বিন আল-মুত্তালিবকে বিবাহ করেছিলেন। আল্লাহর নাবীর সাথে বিবাহের পর তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।' (ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, ' আল্লাহর নবী তাকে বিবাহ করেছিলেন হিজরি ৩ সালের (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) রমজান মাসে, এর আট মাস পর সে মৃত্যুবরণ করে।') [100]

৭) যয়নাব বিনতে জাহাশ - পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার প্রাক্তন স্ত্রী (পর্ব-২৬৪)।
৮) রায়হানা বিনতে যায়েদ - বানু কুরাইজা গোত্র আক্রমণ কালে যাকে তিনি গনিমত হিসাবে হস্তগত করেছিলেন। ('ইবনে সা'দ ও বালাধুরি বর্ণনা করেছেন যে, তার ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর নবী তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, অতঃপর তিনি

তাকে মহরম মাসে (জুন, ৬২৭ সাল) বিবাহ করেছিলেন। নবী তাঁর বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছু দিন পরেই সে মৃত্যুবরণ করেছিল।') [101]

[রায়হানা বিনতে যায়েদ-কে মুহাম্মদ বিবাহ করেছিলেন কিনা সে বিশয়ে আদি উৎসের বর্ণনায় অসঙ্গতি আছে। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা মতে রায়হানা মুহাম্মদকে বিবাহ করতে রাজী হোন নাই, যার বিস্তারিত আলোচনা "বানু কুরাইজার গণহত্যা: তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ভাগাভাগি ও বিক্রি" পর্বে (পর্ব: ৯৩) করা হয়েছে। সংক্ষেপে:

ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [102] [103]

"---- আল্লাহর নবী সা'দ বিন যায়েদ আল-আনসারি নামের বনি আবদুল আশাল গোত্রের এক ভাইকে, বনি কুরাইজার কিছু বন্দী নারীদেরকে সঙ্গে দিয়ে নাজাদ অঞ্চলে প্রেরণ করেন ও তাদেরকে তিনি ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্রের বিনিময়ে বিক্রি করেন। আল্লাহর নবী তাদের মহিলাদের একজনকে নিজের জন্য বাছাই করেন, যার নাম ছিল রায়হানা বিনতে আমর বিন খুনাফা ও যিনি ছিলেন বানু আমর বিন কুরাইজা গোত্রের এক মহিলা। তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর অধিকারে ছিলেন। আল্লাহর নবী তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ও তার উপর পর্দা (veil) আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "না, আমাকে (দাসী হিসাবে) আপনার অধিকারে রাখেন; কারণ সেটাই আমার জন্য ও আপনার জন্য সহজ হবে।" সুতরাং তিনি তাই করেন। তাকে যখন বন্দি করা হয় তখন তিনি ইসলামের প্রতি তার ঘেন্না প্রদর্শন করেন ও ইহুদি ধর্মেই অনুরক্ত থাকেন। তাই আল্লাহর নবী তাকে সেভাবেই রাখেন ও তার প্রতি কিছুটা বিরক্তি অনুভব করেন। তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে অবস্থানরত

অবস্থায় যখন তিনি তাঁর পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পান, তখন তিনি বলেন, "এটি হলো থালাবা বিন সা'য়া যে আমাকে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আসছে, সে সেখানে আসে ও ঘটনাটি ঘোষণা করে। এই সংবাদটি তাঁকে আনন্দিত করে।" ---]

>>> মুহাম্মদ তাঁর "আল্লাহর নামে" কুরআনের সুরা আল-আহযাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "তাঁর আল্লাহ" তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, এরপর তাঁর জন্য অন্য কোন নারী বিবাহ করা কিংবা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল নয়। এমন কী তাদের রূপলাবণ্য যদি তাঁকে মুগ্ধ করে তাহলেও নয়।

মুহাম্মদের ভাষায়: [104]
৩৩:৫২ (আল-আহযাব): *"এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।"*

>>> আল-তাবারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, "আল্লাহর" এই সুস্পষ্ট ঘোষণার পরেও মুহাম্মদ আল্লাহর এই নির্দেশটি বিশ বার অমান্য করেছিলেন; মোট চৌদ্দ কিংবা পনের জন নারীকে বিবাহ করা ও আরও পাঁচ-ছয় জন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মাধ্যমে (ঘাযিয়াহ বিনতে জাবির বা উম্মে শারিক সহ যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন কিংবা বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে সে রাজী হয় নাই, বিস্তারিত বর্ণনা নিচে)!

'আল্লাহর' এই সুপষ্ট নির্দেশটি অমান্য করে মুহাম্মদ যে চৌদ্দ কিংবা পনের জন নারীকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁরা হলেন:

৯) জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ:

মুহাম্মদ জুয়াইরিয়াকে বিবাহ করেছিলেন ৬২৮ সালের জানুয়ারি মাসে, তাঁর বানু আল-মুসতালিক হামলার প্রাক্কালে। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "বন্দি ভাগাভাগি ও বন্দিনীর সাথে যৌন-সঙ্গম" পর্বে (পর্ব-১০১) করা হয়েছে।

১০) উম্মে হাবিবা (রামালা) বিনতে আবু-সুফিয়ান:

মুহাম্মদ তাঁকে বিবাহ করেছিলেন ৬২৮ সালের প্রথমার্ধে। তখন উম্মে হাবিবা ছিলেন আবিসিনিয়ায়, আর মুহাম্মদ ছিলেন মদিনায়। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), "আল্লাহর নবী নিগাসের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে তিনি যেন আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন, অতঃপর তিনি যেন তার ওখানে যে মুসলমানরা আছে তাদের সঙ্গে তাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।" আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসী এই বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন ও কিছু মুসলমানদের সাথে তাঁকে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদের খায়বার হামলার প্রাক্কালে (জুলাই, ৬২৮ সাল) উম্মে হাবিবা মদিনায় এসে মুহাম্মদের সাথে যোগদান করেন। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "উম্মে হাবিবার দুর্ব্যবহার ও নবীর আদর্শ" পর্বে (পর্ব: ১৭৩) করা হয়েছে।

১১) সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব:

মুহাম্মদ সাফিয়াকে বিবাহ করেছিলেন, ৬২৮ সালের জুলাই মাসে, তাঁর খায়বার হামলার প্রাক্কালে। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা মুহাম্মদের খায়বার হামলা অধ্যয়ের

"মুহাম্মদের উদারতা ও সহানুভূতি; সাফিয়ার স্বপ্নদর্শন বিবাহ ও দাসত্বমোচন; মুহাম্মদ কে হত্যা-চেষ্টার আশঙ্কা ও তার কারণ; ও মুহাম্মদ কে হত্যা চেষ্টা" পর্বগুলোতে (পর্ব: ১৪২-১৪৫) করা হয়েছে।

১২) মায়মুনা বিনতে আল-হারিথ:

মুহাম্মদ তাঁকে বিবাহ করেছিলেন ৬২৯ সালের এপ্রিল মাসে; হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির (পর্ব: ১১১-১২৯) পরের বছর তাঁর ওমরা পালনের প্রাক্কালে। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "নবী মুহাম্মদের 'ওমরাহ' ও কুরাইশদের সহিষ্ণুতা" পর্বে (পর্ব: ১৭৪) করা হয়েছে।

এই স্ত্রীদের বিশয়ে আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৬১-২৬২)।

আল-তাবারীর বর্ণনার পুনরারম্ভ: [96]

১৩) আল-নাশাত বিনতে রিফাত/সানা: (পৃষ্ঠা: ১৩৫-১৩৬)

'---মুহাম্মদ তার সাথে বিবাহ বাসর সম্পন্ন করার আগেই সে মারা যায়।' [105]

১৪) শারিফ বিনতে খালিফা: (পৃষ্ঠা: ১৩৮)

'বলা হয়, আল্লাহর নবীর জীবদ্দশায় খাদিজা, শারিফ বিনতে খালিফা (দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবির ভগ্নী) ও আলিয়া বিনতে যাবিয়ান ছাড়া তাঁর আর কোন স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন নাই।' [106]

১৫) আল-আলিয়া বিনতে যাবিয়ান: (পৃষ্ঠা: ১৩৮)

'ইবনে আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-হাকাম <শুয়ায়েব বিন আল লেইথ (মৃত্যু ৮১৪-৮১৫ সাল) < উকায়ে (বিন খালিদ বিন আকিল আল উমায়ি, মৃত্যু ৭৫৮-৭৫৯ সাল) < ইবনে শিহাব (আল যুহরি) হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী আল-আলিয়া-কে বিবাহ করেছিলেন, যে ছিল বানু আবি বকর বিন কিলাব গোত্রের এক মহিলা। তিনি তাকে (তালাক বাবদ) উপঢৌকন প্রদান করেন ও তাকে ত্যাগ করেন।' [107]

('আল বালাধুরি বর্ণনা করেছেন, বানু কিলাব গোত্রের আল-আলিয়া বিনতে যাবিয়ান বিন আমর কে তালাক দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে সে তার দরজার ফাঁক দিয়ে মসজিদের লোকদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতো।') [108]

১৬) **কুতায়েলা বিনতে কায়েস:** (পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯)

'মুহাম্মদ তাকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তা পরিপূর্ণ করার আগেই মুহাম্মদের মৃত্যু হয়। অতঃপর সে তার ভাইয়ের সাথে ইসলাম-ধর্ম ত্যাগ করে।'

১৭) **ফাতিমা বিনতে শুরাইয়া (ইবনে কাথির: ফাতিমা বিনতে সা'রা):** পৃষ্ঠা: ১৩৯

১৮) **খাওলা বিনতে আল-হুদায়েল:**

('ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, সে মদিনায় যাওয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করেছিল।') [109]

১৯) **লাইলা বিনতে আল-খাতিম:** (পৃষ্ঠা: ১৩৯)

'-- আল-কালবি <আবু সালিহ < ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত:

নবী যখন তাঁর পিঠটি সূর্যের দিকে করে ছিলেন তখন লাইলা বিনতে আল-খাতিম বিন আ'দি বিন আমর বিন সোয়াদ বিন জাফর বিন আল-হারিথ বিন আল-খায়রাজ

নবীর কাছে আসে ও তাঁর কাঁধে চাপড় দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে সে কে। সে জবাবে বলে, "আমি এমন একজন লোকের কন্যা যে বাতাসের সাথে প্রতিযোগিতা করে। আমি লায়লা বিনতে আল-খাতিম। আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ (বিবাহের জন্য) করতে এসেছি, সুতরাং আমাকে বিবাহ করুন।" তিনি জবাবে বলেন, "আমি রাজী।" সে তার লোকদের কাছে ফিরে যায় ও বলে যে আল্লাহর নবী তাকে বিবাহ করেছেন। তারা বলে, "কী খারাপ কাজটিই না তুমি করেছ! তুমি একজন আত্মমর্যাদাশীল নারী, কিন্তু নবী একজন নারী-লিপ্সু (womanizer)। তুমি তার কাছ থেকে অব্যাহতি চাও।" সে নবীর কাছে ফিরে যায় ও তাকে বিয়েটি প্রত্যাহার করতে বলে। তিনি তা (তার অনুরোধ) মেনে নেন।'

২০) **আল-শানবা বিনতে আমর আল-গিফারিয়া:** (পৃষ্ঠা: ১৩৬)

'আল্লাহর নবী বানু কুরাইজা গোত্রের মিত্র আল-শানবা বিনতে আমর আল-গিফারিয়া-কে বিবাহ করেছিলেন। -----সে যখন আল্লাহর নবীর (গৃহে) প্রবেশ করে, তখন সে ঋতুবতী অবস্থায় ছিল ও সে তার আনুষ্ঠানিক ঋতুস্রাবশুদ্ধি গোসল সম্পন্ন করার আগেই (আল্লাহর নবীর পুত্র) ইবরাহিমের মৃত্যু হয়েছিল। সে বলেছিল, "তিনি যদি একজন নবী হতেন, তবে যে ব্যক্তি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় তার মৃত্যু হতো না।" তাই আল্লাহর নবী তাকে (তালাকের মাধ্যমে) বিদায় করেছিলেন।'

>>> বিবাহের পর "কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত" হওয়ার কারণে মুহাম্মদ যে নারীদের তালাক দিয়েছিলেন, তারা হলেন:

২১) **আসমা বিনতে আল-নুমান:** (পৃষ্ঠা: ১৩৭)

'আল্লাহর নবী আসমা বিনতে আল-নুমান বিন আল আসওয়াদ বিন শারাবিল বিন আল-জাউন বিন হুজর বিন মুয়াবিয়া আল কিন্দি-কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি তার

কাছে যান ও দেখতে পান যে সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। তাই তিনি তাকে (তালাকের জন্য) কিছু ক্ষতিপূরণ দেন ও কিছু (জিনিসপত্র) প্রদান করেন এবং তাকে তার লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেন। এটিও বলা হয় যে (তার পিতা) আল-নুমানই তাকে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠিয়েছিল ও সে তাঁকে অপমান করেছিল। তাঁর কাছে যাওয়ার পর সে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। তাই তিনি তাকে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

২২) **আমরাহ বিনতে ইয়াযিদ:** (পৃষ্ঠা: ১৩৯-১৪০)

'বানু রুয়াস বিন কিলাব গোত্রের এক মহিলা'। ("নবী তাকে বিবাহ করেন, কিন্তু যখন তিনি আবিষ্কার করেন যে তার কুষ্ঠরোগ রয়েছে তখন তিনি তাকে তালাক দেন।") [110]

>>> বিবাহের পর "বৃদ্ধ মহিলা" হওয়ার কারণে মুহাম্মদ যে নারীকে তালাক দিয়েছিলেন, তিনি হলেন:

২৩) **ঘাযিয়াহ বিনতে জাবির (উম্মে শারিক):** (পৃষ্ঠা: ১৩৯)

"---আল্লাহর নবী যখন তার কাছে যান ও দেখতে পান যে সে একজন বৃদ্ধ মহিলা, তিনি তাকে তালাক দেন।" [111]

আল-তাবারীর অন্য এক বর্ণনায় জানা যায়, ঘাযিয়াহ বিনতে জাবির-কে মুহাম্মদ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাকে বিবাহ করেন নাই এই কারণে যে, সে মুহাম্মদের কাছে এসে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। আল-তাবারীর বর্ণনা (পৃষ্ঠা: ১৩৬-১৩৭):

'আল্লাহর নবী বানু আবি বকর বিন কিলাব কিলাব গোত্রের ঘাযিয়াহ বিনতে জাবির-কে বিবাহ করেছিলেন। তার সৌন্দর্য ও দক্ষতার (খবর) যখন আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে, তিনি আবু উসায়েদ আল-আনসারী আল-সাঈদী মারফত তাকে বিবাহের পয়গাম পাঠান। কাফের থাকা অবস্থায় সে নবীর কাছে এসে বলে, "আমার সাথে (এই বিবাহ সম্পর্কে) পরামর্শ করা হয়নি, আর আমি আল্লাহর নামে আপনার কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি।" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চায়, তাকে লঙ্ঘন করা যায় না।" অতঃপর তিনি তাকে তার লোকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।'"

>>> এ ছাড়াও মুহাম্মদ যে পাঁচ জন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাদেরকে বিবাহ বিবাহ করতে পারেন নাই, এই কারণে যে, তারা তাঁর প্রস্তাবে রাজী ছিলেন না। তারা হলেন: (পৃষ্ঠা: ১৪০)

২৪) 'উম্মে হানি বিনতে আবু-তালিব (মুহাম্মদের চাচাতো বোন);

২৫) দুবাহ বিনতে আমির;

২৬) সাফিয়া বিনতে বাশসামাহ;

২৭) উম্মে হাবিব বিনতে আল-আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব;

২৮) জামরাহ বিনতে আল-হারিথ বিন আবি হারিথা।'

- অনুবাদ, টাইটেল, >>>, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হালো, মুহাম্মদ তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর (৬১৯ সাল) পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি (জুন, ৬৩২ সাল), এই ১৩ বছর সময়ে যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা

ছিল একুশ কিংবা বাইশ জন। এ ছাড়াও তিনি আরও পাঁচ জন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৩ বছরে ছাব্বিশ-সাতাশ জন নারী! অর্থাৎ, গড়ে প্রতি ছয় মাসেরও কম সময়ে একজন নতুন নারীকে বিবাহ করার বাসনা! এ ছাড়াও ছিল তাঁর চার জন স্থায়ী যৌন-দাসী, যার আলোচনা "মুহাম্মদের যৌন জীবন ও সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা" পর্বে (পর্ব: ১০৮) করা হয়েছে।

জগতের এমন একজন লোককে "নারী-লিপ্সু" ছাড়া অন্য কোনভাবেই আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই। মুহাম্মদের নারী-লিপ্সা এতটাই তীব্র ছিল যে তিনি তাঁর "আল্লাহর" 'সুস্পষ্ট নিষেধ (কুরআন: ৩৩:৫৩) নিজেই ঘোষণা করে তা একের পর এক নিজেই ভঙ্গ করেছিলেন। একবার কিংবা দুইবার, বা তিনবার নয়। একের পর এক বাইশ বার! এমন একজন ব্যক্তিকে সর্বকালের সকল যুগের জন্য "এক আদর্শ স্বামী" রূপে ভুল করার কোন অবকাশ নেই।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[96] আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১২৬-১৪১:

[97] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৮৭২

[98] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৮৭৫: 'ইবনে হিশাম যোগ করেছেন: আবু হালাহর ঔরসে তিনি হিন্দ বিনতে আবি হালাহ 'ও যয়নাব বিনতে আবি হালাহর' জন্ম দেন। ইবনে ইশাক: আবু হালাহর ঔরসে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন।'

[99] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৮৭৬: 'ইবনে হিশাম: তিন পুত্র: আল-কাসেম, আল-তায়্যিব, আল-তাহির'

[100] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯১৩

[101] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৯০৯

[102] “সিরাত রসুল আল্লাহ”: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক; পৃষ্ঠা ৪৬৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[103] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯

[104] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

[105] Ibid আল-তাবারী ভলুউম ৯; নোট নম্বর ৯০৩: 'বিভিন্ন উৎসে তার নামের ভিন্নতা আছে, যেমন: ফাতিমা বিনতে দাহহাক, আমরা বিনতে ইয়াযিদ, আল-আলিয়া বিনতে যাবিয়ান ও সা'বা বিনতে সুফিয়ান।'

[106] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯১৪: ‘ইবনে সাদের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ যে নারীদের-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু বিবাহ করেন নাই, সে ছিল তাদেরই একজন। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগেই সে মারা গিয়েছিল।'

[107] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯১৫: ‘ইবনে সা'দ তার বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। ইবনে আল-কাথির বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ তাকে বিবাহ করেছিলেন ও অতঃপর তাকে তালাক দিয়েছিলেন।'

[108] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯১৯

[109] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯২৩

[110] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯২৮

[111] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৯২২: ‘ইবনে সাদের বর্ণনা মতে, 'মুহাম্মদ যে নারীদের-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু বিবাহ করেন নাই, সে ছিল তাদেরই একজন। তিনি ছিলেন সেই নারী যিনি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করেছিলেন ও কুরআনের ৩৩:৫০ আয়াতটি তাকে নির্দেশ করে।'

২৬৭: উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি-৫: সবাইকে তালাক হুমকি - আবারও!
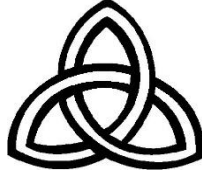
"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর ইসলামকে জানার মাধ্যম হলো 'কুরআন', সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী) ও হাদিস গ্রন্থগুলো। কুরআন হলো, আল্লাহর রেফারেন্সে "মুহাম্মদের বানী" (পর্ব: ১৪ ও ১৭), যা সংকলিত হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ে! আর সিরাত ও হাদিস হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের রেফারেন্সে মুহাম্মদ পরবর্তী ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ "মুমিনদের বক্তব্য", যা সংকলিত হয়েছে কুরআন সংকলিত হওয়ার বহু বছর পরে। সঙ্গত কারণেই, এই তিন উৎসের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যটি হলো "কুরআন।" সিরাত ও হাদিসের এমন কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে কুরআনে বহুবার ঘোষণা করেছেন যে "কুরআনের বানী সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণিত!" এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'নারী প্রহারের নির্দেশ' পর্বটিতে (পর্ব: ২৫৯) করা হয়েছে।

'আল্লাহর নাম' ব্যবহার করে নবী মুহাম্মদ কী ভাবে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা, যৌন সমস্যা ও পারিবারিক সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলেন, তাঁর সাক্ষ্য ধারণ করে

আছে তাঁরই রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ কুরআনের সুরা আল-আহযাব, সুরা আন-নূর ও সূরা আত-তাহরীমে।

নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে সুরা আল-আহযাবের (চ্যাপ্টার ৩৩) ক্রমিক নম্বর হলো ৯০, সময়কাল খন্দক যুদ্ধ ও বানু কুরাইজা গণহত্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৭ সাল) ও তার পরের কিছু সময়। এই 'সুরা রচনা করে মুহাম্মদ কীভাবে তাঁর যৌন ও পারিবারিক সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন, তার আলোচনা "নবীর পারিবারিক অশান্তি ও উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি" শিরোনামে গত ছয়টি পর্বে (পর্ব: ২৬১-২৬৬) করা হয়েছে। আর, নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে সুরা আন-নুরের (চ্যাপ্টার ২৪) ক্রমিক নম্বর হলো ১০২, সময়কাল বানু আল-মুসতালিক হামলা (জানুয়ারি, ৬২৮ সাল; পর্ব: ৯৭-১০১) ও তার পরের কিছু সময়। এই সুরা রচনা করে মুহাম্মদ কী ভাবে তাঁর স্ত্রী আয়েশার প্রতি তাঁরই অনুসারীদের প্রদত্ত অপবাদের বিষয়টি সমাধা করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা "মুহাম্মদের জবানবন্দি, শরিয়া রাজ্যে ধর্ষণ ও তার অভিযোগ, ও ব্যভিচার ও ধর্ষণের প্রমাণ চার জন পুরুষ সাক্ষী" পর্বগুলোতে (পর্ব: ১০৪-১০৬) করা হয়েছে। [112]

অন্যদিকে, নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে সুরা আত-তাহরীমের (চ্যাপ্টার ৬৬) ক্রমিক নম্বর হলো ১০৭। সময়কাল হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৮ সাল; পর্ব: ১১১-১২৯) পর কোন এক সময়ে, মুহাম্মদের চিঠি-হুমকির (পর্ব: ১৬১) পরিপ্রেক্ষিতে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিসের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত যৌন-দাসী 'মারিরা আল-কিবতিয়া (মারিয়া বিনতে শামুন)' মুহাম্মদের হস্তগত হওয়ার পর। যদিও বিভিন্ন শাসনকর্তার কাছে মুহাম্মদ ঠিক কখন চিঠি লিখা শুরু করেছিলেন

ও ঠিক কখন মারিরা আল-কিবতিয়া মুহাম্মদের হস্তগত হয়েছিল সে বিশয়ে আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অসঙ্গতি আছে (বিস্তারিত: "চিঠি হুমকি: হুদাইবিয়ার আগে বনাম পরে" [পর্ব: ১৭০]), সুরা আত-তাহরীমের রচনার সময়কাল হিজরি সাত কিংবা আট সালের কোন এক সময়ে।

আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদ সুরা আত-তাহরীমে **১২**টি বাক্যের অবতারণা করেছেন। এর প্রথম পাঁচটি বাক্যই হলো মূল বক্তব্য। বাঁকিগুলো মূলত: হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা সুরা আত-তাহরীম রচনার দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী প্রেক্ষাপট (শানে নজুল) রচনা করেছেন। সেই ঘটনা দু'টি হলো:

(১) **মুহাম্মদের যৌন-কেলেঙ্কারি:**

স্ত্রী হাফসার অনুপস্থিতিতে 'তারই গৃহ ও তারই বিছানায়' দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার সাথে মুহাম্মদের অন্তরঙ্গ বা যৌন-কর্মরত অবস্থায় সেখানে হঠাৎ হাফসার আগমন ও তা প্রত্যক্ষকরণ। অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়া মুহাম্মদের যৌন-কেলেঙ্কারি!

(২) **মুহাম্মদের মধুপান:**

স্ত্রী যয়নাব বা হাফসার গৃহে মুহাম্মদের মধুপান ও অতিরিক্ত সময় অবস্থান!

এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে এই সুরায় আল্লাহর রেফারেন্সে "মুহাম্মদের জবানবন্দি" বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক।

মুহাম্মদের (আল্লাহর) ভাষায়: [113]

মুহাম্মদ হালালকে হারাম করে নিয়েছিলেন:

৬৬:১ (সুরা আত-তাহরীম): *"হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"*

>>> মুহাম্মদের (আল্লাহর) সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো, আল্লাহ যা হালাল করেছে তা অমান্য করে মুহাম্মদ তা তাঁর নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। কী এমন ঘটনা ঘটেছিলো যে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে হালালকে হারাম করে নিয়েছিলেন, তা তাঁর এই বাক্যে অনুপস্থিত। কিন্তু যা সুস্পষ্ট, তা হলো, এই কাজটি তিনি কোন বৃহৎতর স্বার্থে করেন নাই। তিনি তা করেছিলেন তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য!

সুতরাং প্রশ্ন হলো, যে মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের কিছু অতিরিক্ত অর্থকড়ি দাবী করার কারণে তাঁর সকল স্ত্রীদের সাথে এক মাস যাবত মেলামেশা বন্ধ রাখেন। অতঃপর আল্লাহর নামে 'বানী অবতারণা' করে তাঁদের সবাইকে দেন তালাক সহ ও আরও বহুরূপ হুমকি ও আরোপ করেন নিষেধাজ্ঞা (পর্ব: ২৬১-২৬২), হরণ করেন তাঁদের একান্ত মৌলিক মানবাধিকার (পর্ব: ২৬৩), পালিত পুত্রের স্ত্রীকে করেন বিবাহ (পর্ব: ২৬৪), অতঃপর তাঁর স্ত্রীদের খুশীর কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ বারংবার অমান্য করে করেন একের পর এক আরও বিবাহ (পর্ব: ২৬৬); সেই একই মুহাম্মদ কী কারণ ও পরিস্থিতির কবলে পড়ে তাঁর আল্লাহর নির্দেশ আবারও অমান্য করে, তাঁর স্ত্রীদেরকে খুশী করার চেষ্টা করেছিলেন? ধারণা করা কঠিন নয়, নিশ্চিতই তা কোন সাধারণ বা গুরুত্বহীন ঘটনা হতে পারে না!

মুহাম্মদ তা করেছিলেন কসম কেটে:

৬৬:২ (সুরা আত-তাহরীম): "আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

>>> মুহাম্মদের (আল্লাহ) এই ঘোষণায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে কসম কেটে সেই কাজটি তিনি আর কখনোই করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অতঃপর, তিনি তাঁর আল্লাহকে ব্যবহার করে এই বাক্যটি ঘোষণার মাধ্যমে স্ত্রীদের কাছে করা তাঁর সেই কসম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন!

ঘটনাটির সাক্ষী ছিল মুহাম্মদের একজন স্ত্রী:

৬৬:৩ (সুরা আত-তাহরীম): "যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।"

>>> মুহাম্মদের কোন্ সে স্ত্রী যে এই ঘটনার সাক্ষী, তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু, যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ এই ঘটনাটি গোপন করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর ঐ স্ত্রীকে ঘটনাটি প্রকাশ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে। কিন্তু, তাঁর ঐ স্ত্রী মুহাম্মদের নিষেধ অমান্য করে অন্যদের কাছে ঘটনাটি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, যা মুহাম্মদ কোন না কোনভাবে জানতে পেরেছিলেন। মুহাম্মদের দাবী: "তাঁর আল্লাহ" তাকে তা জানিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর স্ত্রীদের প্রতি মুহাম্মদের পরোক্ষ হুমকি ও শাসানী:

৬৬:৪ (সুরা আত-তাহরীম): "তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তুত ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।"

>>> মুহাম্মদের (আল্লাহ) এই জবানবন্দিতে যা সুস্পষ্ট, তা হলো: ঘটনাটি জানার পর মুহাম্মদের অন্য একজন স্ত্রী এই বিষয়টিতে একে অপরকে সাহায্য করেছিলেন। সে কারণেই মুহাম্মদ তাঁদের উভয়কে হুমকি ও শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন এই বলে, "তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়--।" কিন্তু তাঁর কোন্ সে দুজন স্ত্রী, তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) স্পষ্ট করেন নাই।

অতঃপর সকল স্ত্রীদের প্রতি মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ তালাক হুমকি:

৬৬:৫ (সুরা আত-তাহরীম): "যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।"

>>> প্রতীয়মান হয় যে এই ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর মুহাম্মদের কোন স্ত্রীই এই ঘটনাটিকে মেনে নিতে পারেন নাই। তা না হলে মুহাম্মদ কেন তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাকের হুমকি দেবেন? লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই বাক্যটি কোন ভাবেই কোন "সর্বজ্ঞ" ঈশ্বর বা সত্বার হতে পারে না। কারণ সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ হলো, "যে সব

কিছু জানে।" কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বা সত্বার কাছে "সম্ভবত:, আশা করা যায়, হতে পারে" জাতীয় শব্দগুলোর কোনই অর্থ নেই!

সংক্ষেপে:

আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের এই জবানবন্দিতে, "কী ঘটনা ঘটেছিল, তাঁর কোন্ সে স্ত্রী যে এই ঘটনার সাক্ষী ছিল যাকে তিনি বিষয়টি গোপন করতে বলেছিলেন, তাঁর কোন্ সে স্ত্রী যে প্রথম জনকে সাহায্য করেছিলেন", ইত্যাদি বিষয়গুলো একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর এই জবানবন্দিতে যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো:

“নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদ ঘটনাটি গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন ও কসম কেটে সেই কাজটি তিনি আর কখনোই করবেন না বলে তাঁর স্ত্রীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"

সাধারণ, গুরুত্বহীন ও গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় মানুষ গোপন করার চেষ্টা করে না। আর কোন কারণে যদিও বা তা কেউ করে, তবে তা প্রকাশ পাওয়ার পর প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে কোন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষই হুমকি-শাসানী ও ভীতিপ্রদর্শন করা শুরু করে না। কিন্তু মুহাম্মদ তা করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে নিশ্চিতরূপেই সেটি কোন "সাধারণ, গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বহীন" ঘটনা ছিল না। বিষয়টি মুহাম্মদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "আল্লাহর নামে" বানী রচনা করে তাঁর সকল স্ত্রীদের তালাক হুমকি, শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং, নিশ্চিতরূপেই ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অগ্রহণযোগ্য ও গর্হিত একটি বিষয়,

১) মুহাম্মদের যৌন-কেলেঙ্কারি:

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকরা সুরা আত-তাহরীম রচনার যে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী প্রেক্ষাপট রচনা করছেন, তার একটি হলো: মুহাম্মদের যৌন-কেলেঙ্কারি! মুহাম্মদের চতুর্থ স্ত্রী হাফসা বিনতে উমর বিন খাত্তাব তাঁর পিতার গৃহে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎই সে ফিরে আসে ও দেখতে পায় যে তারই গৃহে ও তারই বিছানায় মুহাম্মদ তাঁর যৌন-দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার সাথে অন্তরঙ্গ বা যৌনকর্মে লিপ্ত। এই দৃশ্যে হাফসা যখন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তখন মুহাম্মদ কসম কেটে বলে যে তিনি আর কখনোই মারিয়া আল-কিবতিয়ার নিকটবর্তী হবেন না বা তার সাথে যৌনকর্ম করবেন না। তিনি হাফসাকে বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু, হাফসা তা সর্বপ্রথম আয়েশাকে বলে দেয় ও অতঃপর মুহাম্মদের সকল স্ত্রীরা তা জানতে পারে। তারা সকলেই মুহাম্মদের এই গর্হিত কাজের নিন্দা করে ও এ বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করে। মুহাম্মদ তা জানতে পেরে "আল্লাহর নামে" সুরা তাহরীম রচনা করে তাঁর সকল স্ত্রীদেরকে তালাক হুমকি প্রদান করেন।

আল-তাবারীর বর্ণনা: [114]

"আল্লাহর নবী হাফসা বিনতে উমর বিন আল খাত্তাব বিন নুফায়েল বিন আবদ আল-উজ্জা বিন রিয়াহ বিন আবদুল্লাহ বিন কুরত বিন কা'ব কে বিবাহ করেছিলেন।"

'আল্লাহর নবী তাকে বিবাহ করেছিলেন ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে, হিজরি ৩ সালের শাবান মাসে (ফেব্রুয়ারি, ৬২৫ সাল)। সে ছিল তাঁর চতুর্থ স্ত্রী। একদিন যখন সে তার

পিতার বাড়ি থেকে ফিরে আসে ও তার বাড়িতে মারিয়ার সাথে আল্লাহর নবীকে দেখতে পায়, তখন সে রাগে মৃগী রুগীর মতো আচরণে ফেটে পড়ে। আয়েশার মুখরা কথার কারণে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে (কিতাব আল মুবতাদা, পৃষ্ঠা ২৪০) আল্লাহর নবী তাকে একবার তালাক দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।' [115]

সুনান আল-নাসাই: ভলুম ৪, বই নম্বর ৩৬, হাদিস নম্বর ৩৪১১: [116]

‘আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন দাসী ছিল যার সাথে তিনি সহবাস করেছিলেন, কিন্তু আয়েশা ও হাফসা তাঁকে একা ছেড়ে দেয় নাই যতক্ষণ না তিনি বলেন যে, সে তাঁর জন্য হারাম। অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ নাযিল করলেন: "হে নবী! আল্লাহ (আপনার জন্য) যা হালাল করেছে আপনি তা কেন হারাম করছেন?" আয়াতের [৬৬:১] শেষ পর্যন্ত।'

সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৩, হাদিস নম্বর ৬৪৮: [117]
(অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৭, বই ৬২, হাদিস নম্বর ১১৯) [118]

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত:
আমি উমরকে নবীর (সাঃ) স্ত্রীদের মধ্য থেকে দুইজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী ছিলাম যাদের সম্পর্কে আল্লাহ (কুরআনে) বলেছেন: 'তোমাদের অন্তর নিশ্চিতই ঝুঁকে পড়েছে (নবী যা পছন্দ করেন তার বিরোধিতা করায়) বলে যদি তোমরা দুইজন (নবীর স্ত্রী যথা আয়েশা ও হাফসা) আল্লাহর কাছে তওবা কর (৬৬.৪)।" উমরের সাথে হজ্জ করার প্রাক্কালে (এবং হজ্জ থেকে আমাদের ফেরার

পথে) তিনি (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) একপাশে চলে গেলেন এবং আমিও তার সাথে একপাশে পানির এক পাত্র নিয়ে চলে গেলাম। তিনি যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর ফিরে এলেন, আমি পাত্রটি থেকে তার হাতে পানি ঢাললাম ও তিনি উযূ করলেন। আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমেনীন! কারা ছিলেন নবীর স্ত্রীদের মধ্য থেকে ঐ দুই মহিলা যাদেরকে আল্লাহ বলেছেন: ''যদি তোমরা দু'জন তওবা কর (৬৬.৪)?" তিনি বললেন, "হে ইবনে আব্বাস, তোমার প্রশ্নে আমি আশ্চর্য হয়েছি। তারা ছিল আয়েশা ও হাফসা।"

অতঃপর উমর ঘটনাটি বর্ণনা করতে লাগলেন ও বললেন।

"আমি ও বনী উমাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী যে আওয়ালী আল-মদিনায় বসবাস করতো, পালাক্রমে নবীর সাথে সাক্ষাত করতে যেতাম। সে যেতো একদিন, ও আমি অন্য দিন। আমি যখন যেতাম তখন নির্দেশ ও আদেশের ব্যাপারে সেদিন যা ঘটেছিল তার খবর তাকে দিয়ে আসতাম ও সে গেলে, সেও আমার জন্য তাই করতো।

আমরা, কুরাইশ লোকেরা, মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম, কিন্তু যখন আমরা আনসারদের সাথে বসবাস করতে আসি, তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে আনসারী মহিলারা তাদের পুরুষদের উপর কর্তৃত্ব করে, তাই আমাদের মহিলারা আনসারী মহিলাদের অভ্যাস অর্জন করতে শুরু করে।

একবার আমি আমার স্ত্রীর সাথে চিৎকার করেছিলাম ও সে আমার মত করে তার জবাব দিয়েছিল ও আমি অপছন্দ করি যে সে আমাকে পাল্টা জবাব দেবে। সে বলেছিল, 'আমি তোমাকে পাল্টা জবাব দিচ্ছি বলে কেন তুমি মন খারাপ করছো?

আল্লাহর কসম, নবীর স্ত্রীগণ তাঁকে পাল্টা জবাব দেয় ও তাদের কেউ কেউ সারা দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলে না।' সে যা বলেছিল তা আমাকে ভীত করে ও আমি তাকে বলি, 'তাদের মধ্যে যে এমনটি করে, সে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

অতঃপর আমি আমার পোশাক পরিধান করে হাফসার কাছে যাই ও তাকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ আল্লাহর নবীকে রাত্রি পর্যন্ত সারাদিন রাগান্বিত রাখে?' সে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়। আমি বলি, 'সে ধ্বংসপ্রাপ্ত (ও কখনও সফলকাম হবে না)! সে কি এই ভয় পায় না যে, আল্লাহর রাসুলের ক্রোধের কারণে আল্লাহ রাগান্বিত হবে ও এভাবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে? আল্লাহর রসূলকে বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করবে না ও কোনো অবস্থাতেই তাঁকে পাল্টা জবাব দেবে না, এবং তাঁকে ত্যাগ করবে না। তোমার যা খুশি তা আমার কাছে চাইবে ও উত্তেজিত হয়ে নবীর প্রতি তোমার প্রতিবেশীর (অর্থাৎ আয়েশা) আচরণের অনুকরণ করবে না, কারণ সে (অর্থাৎ আয়েশা) তোমার চেয়েও সুন্দরী ও নবীর কাছে অধিক প্রিয়।'

সেই সময় গুজব ছড়িয়েছিল যে ঘাসানরা (শামে বসবাসকারী একটি উপজাতি) তাদের ঘোড়াগুলো আমাদেরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করছে। আমার সাথী তাঁর পালার দিন আল্লাহর নবীর কাছে গিয়েছিল ও রাতে আমাদের কাছে ফিরে এসে আমার দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি ঘুমচ্ছি কিনা। আমি ভয় পেয়ে (কড়া-জোরে ধাক্কার কারণে) তার কাছে বেরিয়ে আসি। সে বলে যে এক দুর্দান্ত ঘটনা ঘটেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি: এটি কি? ঘাসানরা কি এসেছে? সে জবাবে বলে যে এটি তার চেয়েও খারাপ ও আরও বেশী গুরুতর, এবং আরও যোগ

করে যে আল্লাহর নবী তাঁর সকল স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি বলি, 'হাফসার সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমি ধারণা করেছিলাম যে একদিন এমনটি ঘটবে।'

তাই আমি নিজেকে সাজায় ও নবীজীর সাথে ফজরের সালাত আদায় করি। অতঃপর নবী উপরের একটি ঘরে প্রবেশ করেন ও সেখানে একা একাই অবস্থান করেন। আমি হাফসার কাছে যাই ও দেখি যে সে কাঁদছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি কাঁদছো কেন? আমি কি তোমাকে সতর্ক করিনি? আল্লাহর নবী কি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়েছেন?' সে উত্তরে বলে, 'আমি জানি না। তিনি উপরের ঘরে আছেন।'

আমি তখন বের হয়ে আসি ও মিম্বরের কাছে এসে দেখি যে চারপাশে একদল লোক রয়েছে ও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছে। অতঃপর আমি কিছুক্ষণ তাদের সাথে বসে থাকি, কিন্তু পরিস্থিতি সহ্য করতে পারি না। তাই আমি উপরের কক্ষে যাই যেখানে ছিলেন আল্লাহর নবী, এবং তাঁর এক কালো দাসকে অনুরোধ করি: "তুমি কি উমরের (ভিতরে প্রবেশের) জন্য (আল্লাহর নবীর) অনুমতি নিয়ে আসবে?" দাসটি ভিতরে যায়, এ ব্যাপারে নবীর সাথে কথা বলে ও অতঃপর বের হয়ে এসে বলে, "আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছিলাম কিন্তু তিনি কোন জবাব দেন নাই।"

তাই, আমি গিয়ে মিম্বরের পাশে বসা লোকদের সাথে বসি, কিন্তু আমি পরিস্থিতি সহ্য করতে পারি না, তাই আমি আবার দাসটির কাছে যাই ও বলি: "তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি নিয়ে আসবে?" সে ভিতরে যায় ও আগের মতই জবাব নিয়ে ফিরে আসে। আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম, দেখি যে, দাসটি আমাকে ডেকে বলছে, "আল্লাহর নবী আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।" অতঃপর, আমি নবীর কাছে যাই ও দেখতে পাই

যে তিনি একটি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন যার উপর কোন আবরণ নেই, এবং নবীর শরীরে মাদুরটি তার চিহ্ন রেখে গেছে ও তিনি এক চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি তাকে সালাম দিই ও দাঁড়ানো থাকা অবস্থায়ই, আমি বলি: "আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন?" তিনি আমার দিকে চোখ তুলে না-সূচক জবাব দেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই আমি খোশগল্প করে বলি:

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যা বলি আপনি কি তা শুনবেন! আমরা, কুরাইশ লোকেরা, আমাদের মহিলাদের (স্ত্রীদের) উপর কর্তৃত্ব করতাম, অতঃপর যখন আমরা এমন লোকদের কাছে আসি যাদের উপর নারীরা কর্তৃত্ব করে ------।" উমর (তার স্ত্রীর) পুরো ঘটনাটি বলে। এতে আল্লাহর নবী মৃদু হাস্য করেন। উমর আরও বলে, "আমি তখন বলি, 'আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম ও তাকে বলেছিলাম: উত্তেজিত হয়ে নবীর প্রতি তোমার প্রতিবেশীর (অর্থাৎ আয়েশা) আচরণের অনুকরণ করবে না, কারণ সে (অর্থাৎ আয়েশা) তোমার চেয়েও সুন্দরী ও নবীর কাছে অধিক প্রিয়।' আল্লাহর নবী আবারও মৃদু হাস্য করেন।

তাকে হাসতে দেখে আমি বসে পড়ি ও কক্ষটির দিকে তাকাই, আল্লাহর কসম, আমি তিনটি আড়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। আমি (আল্লাহর নবীকে) বলি, "আপনার অনুসারীদের সমৃদ্ধি ও পার্থিব বিলাসিতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, কারণ পারস্য ও বাইজেন্টাইনদেরকে সমৃদ্ধি ও পার্থিব বিলাসিতা প্রদান করা হয়েছে যদিও তারা আল্লাহর ইবাদত করে না?' নবী তখন হেলান দিয়ে ছিলেন (ও আমার কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন) ও বললেন, 'হে ইবনুল খাত্তাব! তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে (যে আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম)? এই

লোকগুলোকে তাদের ভালো কাজের পুরস্কার এই দুনিয়াতেই দেয়া হয়েছে।' আমি নবীকে বলি, 'অনুগ্রহ করে আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

আল্লাহর নবী তাঁর স্ত্রীদের কাছে যাননি এই কারণে যে গোপন বিষয়টি হাফসা, আয়েশার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল। আল্লাহ যখন তাঁকে তিরস্কার করছিল (তাঁর এই শপথের জন্য যে তিনি মারিয়ার নিকটবর্তী হবেন না), তিনি তখন বলেছিলেন যে এক মাস তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে যাবেন না এই কারণে যে তিনি তাদের প্রতি ছিলেন রাগান্বিত।' -----

(---The Prophet (ﷺ) did not go to his wives because of the secret which Hafsa had disclosed to `Aisha, and he said that he would not go to his wives for one month as he was angry with them when Allah admonished him (for his oath that he would not approach Maria).

>>> মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি যে কী পরিমাণ ভীষণ ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত ছিলেন তা ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই ঘটনায় মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি এতটায় রাগান্বিত ছিলেন যে, তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট সাহাবী, প্রিয় পাত্র ও নিকট-আত্মীয় (শ্বশুর) উমরকেও তাঁর কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত প্রথমে দেন নাই! ইমাম বুখারীর তাঁর এই সুদীর্ঘ বর্ণনায় "কী কারণে" মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি এতটা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তার কোন ইতিবৃত্ত উল্লেখ করেন নাই। মাত্র দু'টি বাক্যে যা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হলো,

"হাফসা, আয়েশার কাছে গোপন বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছিল। যখন আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করছিল (তাঁর এই শপথের জন্য যে তিনি মারিয়ার নিকটবর্তী হবেন না)।"

লক্ষ্যনীয় বিষয়, ঐ গোপন বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু ব্রাকেটে। আর এই বর্ণনায় আর যা সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের আগমনের পূর্বে মদিনার নারীরা ছিলেন কুরাইশ নারীদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীন, যা মুহাম্মদ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

তাফসীর জালালাইন: [119]

সুরা আত-তাহরীমের প্রথম পাঁচটি বাক্যের (৬৬:১-৫) 'তাফসীর জালালাইনের' বর্ণনা:

(৬৬:১) – 'হে নবী! দাসী মারিয়া আল কিবতিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছে তা কেন হারাম করছেন এই বলে, 'সে আমার জন্য হারাম!'- যখন তিনি তার সাথে হাফসার বাড়িতে শুয়েছিলেন যখন সে [হাফসা]' দূরে ছিল কিন্তু ফিরে এসে তা দেখতে ও জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছিল এই কারণে যে তা ঘটেছিল তার নিজের ঘরে এবং তার নিজের বিছানায়! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তাকে হারাম করতে চাচ্ছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়, সে আপনার এই নিষেধাজ্ঞা ক্ষমা করে দিয়েছে।'

(৬৬:২) - 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছে ও প্রয়োজনে আপনার শপথগুলোকে কাফফারা দিয়ে মাফ করে দেওয়ার বিধান রেখেছে যা সূরা আল-মায়েদার ৮৯ নম্বর আয়াতে (কুরআন: ৫:৮৯) উল্লেখ করা হয়েছে; অতঃপর দাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ গণ্য করার শপথ থেকে অব্যাহতির জন্য কি নবী কাফফারা দিয়েছিলেন? মুকাতিল বিন সুলায়মান বলেছেন, 'তিনি মারিয়াকে হারাম

করার কাফফারা হিসেবে একজন দাসকে মুক্ত করেছেন; অন্যদিকে আল-হাসান আল-বসরি বলেছেন, 'তিনি কখনো কাফফারা দেননি কারণ নবীর সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে'। আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।'

[*মুমিন মুসলমানদের সাথে যে কোন "চুক্তিপত্র" স্বাক্ষরের সময় কুরআনের "এই ৫:৮৯" বিধানটি অমুসলিমদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন এই কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের “শপথ ভঙ্গের" ব্যবস্থা রেখেছেন। কুরআন: ৫:৮৯ - "আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেনীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফফরা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"]

(৬৬:৩) - ‘আর উল্লেখ করা হয়েছে যে নবী যখন তাঁর স্ত্রীদের একজনকে, যার নাম ছিল হাফসা, মারিয়ার বিষয়টি গোপন করতে বলেছিলেন এই বলে 'এটি প্রকাশ করো না!' কিন্তু যখন সে আয়েশার কাছে এটি প্রকাশ করলো, তখন সে যা তাকে বলেছে তা আল্লাহ তাঁকে অবহিত করালেন ও তিনি তার কিছু অংশ হাফসাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যখন তাকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন সে তাঁকে

বলেছিল, “কে তোমাকে এ কথা বলেছে?” তিনি বলেছিলেন, ‘সবজান্তা সচেতন সত্তা আমাকে বলেছে', যার নাম হলো আল্লাহ।’

(৬৬:৪) - 'যদি তোমরা দুজনে যথা হাফসা ও আয়েশা আল্লাহর কাছে তওবা কর... কেননা তোমাদের অন্তর অবশ্যই মারিয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার দিকে ঝুঁকেছিল এটি জানা সত্ত্বেও যে তা ছিল নবীর অপছন্দ, যা স্বয়ং একটি পাপ কাজ; অর্থাৎ যা তোমাদের গোপন রাখতে বলা হয়েছিল। ---- তাঁর সমর্থক হবে আল্লাহ ও তার ফেরেশতারাও এবং যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারাও তোমাদের উভয়ের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য হবে তাঁর সমর্থক ও সাহায্যকারী।''

(৬৬:৫) - 'হতে পারে যে তিনি যদি তোমাদের তালাক দেন, অর্থাৎ নবী যদি তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেন তাহলে তাঁর আল্লাহ তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন।’ -------

তাফসীর আযবাবুন নুযুল: [120]

(হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন...) [৬৬:১]।

মুহাম্মদ ইবনে মনসুর আল-তুসি আমাদেরকে অবহিত করেছেন> 'আলি ইবনে 'উমর ইবনে মাহদী> আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল-মাহামিলি> 'আব্দুল্লাহ ইবনে শাবিব> ইশাক ইবনে মুহাম্মদ> 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর> আবুল-নাদর, 'উমর ইবনে 'আব্দুল্লাহর মক্কেল> 'আলি ইবনে 'আব্বাস> ইবনে 'আব্বাস> 'উমর, যিনি বলেছেন:

"আল্লাহর নবী, তার ওপর বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক, তাঁর পুত্রের মাতা মারিয়ার সাথে হাফসার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। যখন হাফসা তাঁকে তার সাথে (এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে) দেখতে পেয়েছিল, সে বলেছিল: 'আপনি কেন ওকে আমার ঘরে এনেছেন? আপনি আপনার সমস্ত স্ত্রীকে বাদ দিয়ে আমার সাথে এমন করেছেন, শুধুমাত্র এই কারণে যে আমি আপনার কাছে খুবই নগণ্য।' তিনি তাকে বলেছিলেন, 'এটি আয়েশার কাছে উল্লেখ করবে না; আমি যদি আর কখনো তাকে (অর্থাৎ মারিয়া) স্পর্শ করি তা হবে আমার জন্য হারাম।' হাফসা তাঁকে বলেছিল, 'সে কিভাবে আপনার জন্য হারাম হতে পারে যখন সে হলো আপনার দাসী?' তিনি তার কাছে শপথ করেছিলেন যে তিনি তাকে স্পর্শ করবেন না ও অতঃপর বলেছিলেন: 'এই ঘটনাটি কাউকে বলবে না।' কিন্তু সে আগ বাড়িয়ে আয়েশাকে তা বলেছিল। আল্লাহর নবী, তার ওপর বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক, এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে ঊনত্রিশ দিন দূরে ছিলেন যখন মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ নাজিল করে ("হে নবী! আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছে আপনি তা হারাম করছেন কেন?")।' -----

(O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee...) [66:1]. Muhammad ibn Mansur al-Tusi informed us> 'Ali ibn 'Umar ibn Mahdi> al-Husayn ibn Isma'il al-Mahamili> 'Abd Allah ibn Shabib> Ishaq ibn Muhammad> 'Abd Allah ibn 'Umar> Abu'l-Nadr, the client of 'Umar ibn 'Abd Allah> 'Ali ibn 'Abbas> Ibn 'Abbas> 'Umar who said: “The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, entered the house of Hafsah along with the mother of his son, Mariyah. When Hafsah

found him with her [in an intimate moment], she said: 'Why did you bring her in my house? You did this to me, to the exception of all your wives, only because I am too insignificant to you'. He said to her: 'Do not mention this to 'A'ishah; she is forbidden for me [i.e. Mariyah] if I ever touch her'. Hafsah said: 'How could she be forbidden for you when she is your slave girl?' He swore to her that he will not touch her and then said: 'Do not mention this incident to anyone'. But she went ahead and informed 'A'ishah. The Prophet, Allah bless him and give him peace, decided not to go to his wives for a month. He stayed away from them twenty nine days when Allah, glorious and exalted is He, revealed (O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee, seeking to please thy wives?)". ------

(২) মুহাম্মদের মধুপান:

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকরা সুরা আত-তাহরীম রচনার অন্য যে প্রেক্ষাপটটি রচনা করছেন, তা হলো: মুহাম্মদের মধুপান!

স্ত্রী যয়নাবের গৃহে মধুপান:

সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৪৩৪: [121]

(অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নম্বর ৭৮, হাদিস নম্বর ৬৮২; সহি বুখারী: ভলুম ৭, বই নম্বর ৬৩, হাদিস নম্বর ১৯২; আবু দাউদ, বই নম্বর ২০, হাদিস

নম্বর ৩৭০৫; সহি মুসলিম: বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৩৪৯৬) [122] [123] [124] [125]

'আয়েশা থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী (সাঃ) জাহশের কন্যা যয়নাবের ঘরে মধু পান করতেন ও সেখানে তার সাথে থাকতেন। তাই হাফসা ও আমি গোপনে একমত হয়েছিলাম যে, তিনি যদি আমাদের যে কারো কাছে আসেন তবে সে তাঁকে বলবে, "মনে হচ্ছে আপনি মাগাফির (এক ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত রজন [resin]) খেয়েছেন, কারণ আমি আপনার মধ্যে মাগাফিরের (Maghafir) গন্ধ পাচ্ছি।" (আমরা তাই করেছিলাম) ও তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "না, তবে আমি জাহশের কন্যা যয়নাবের বাড়িতে মধু পান করেছিলাম ও আমি আর কখনও তা করবো না। আমি এ জন্য কসম করছি ও এ সম্পর্কে তুমি কাউকে বলবে না।"'

স্ত্রী হাফসার গৃহে মধুপান:

সহি বুখারী: ভলুম ৯, বই নম্বর ৮৬, হাদিস নম্বর ১০২: [126]

(অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী ভলুম ৭, বই নম্বর ৬৩, হাদিস নম্বর ১৯৩) [127]

'আয়েশা থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী (সাঃ) মিষ্টি পছন্দ করতেন এবং মধুও পছন্দ করতেন ও যখনই তিনি আসরের নামায শেষ করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন ও তাদের সাথে থাকতেন। একবার তিনি হাফসাকে দেখতে গেলেন ও তিনি যে সময় পর্যন্ত তার সাথে থাকতেন তার চেয়ে বেশি সময় থাকলেন, তাই আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে বলা হলো, "তার গোত্রের এক মহিলা তাকে উপহার

হিসেবে একটি চামড়ার পাত্র দিয়েছিল যাতে মধু ছিল ও সে তা থেকে কিছু আল্লাহর নবীকে পান করতে দিয়েছিল।" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমরা তাঁর সাথে চালাকি করবো।" তাই আমি ঘটনাটি সাওদার (নবীর স্ত্রী) কাছে উল্লেখ করলাম ও তাকে বললাম, "তিনি যখন তোমার কাছে যাবেন ও তোমার কাছে আসবেন, তখন তুমি তাঁকে বলবে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন?' তিনি বলবেন, 'না।' তখন তুমি তাঁকে বলো, 'এটা কিসের দুর্গন্ধ?' -----।'

- অনুবাদ, টাইটেল, >>> ও [**] যোগ - লেখক।

>>> প্রশ্ন হলো, মুহাম্মদের এই যৌন কেলেংকারী ও মধুপান উপাখ্যান দুটির মধ্য কোনটি সত্য? এই বিষয়টি নির্ধারণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিটি হলো:

"সিরাত-হাদিস ও তাফসীরকারদের এমন কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।"

স্ত্রী হাফসার অনুপস্থিতিতে তারই গৃহে ও তারই বিছানায় দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার সাথে মুহাম্মদের অন্তরঙ্গ বা যৌনকর্মরত অবস্থায় সেখানে হঠাৎ হাফসার আগমন, এবং তা প্রত্যক্ষ করে হাফসার রাগান্বিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ হাতেনাতে ধরা পরা স্বামী মুহাম্মদের আচরণের যে বর্ণনা (ওপরে বর্ণিত) আদি উৎসে আল-তাবারী, ইমাম বুখারী ও তাফসীরে জালালাইন উদ্ধৃত করেছেন, তা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য পূর্ণ। নিঃসন্দেহে, এটি কোন সাধারণ, গুরুত্বহীন ও গ্রহণযোগ্য ঘটনা নয়! এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অগ্রহণযোগ্য ও গর্হিত একটি বিষয়। এমনতর পরিস্থিতিতে স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়া স্বামী মুহাম্মদের ঘটনাটি গোপন করার চেষ্টায় হাফাসাকে তা প্রকাশ না করার অনুরোধ এবং তিনি

আর কখনো মারিয়ার নিকটবর্তী হবেন না বলে মুহাম্মদের কসম কাটা বাস্তব সম্মত। অতঃপর হাফসা তা প্রকাশ করার পর মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সকল স্ত্রীদের মনোভাব প্রত্যক্ষ করার পর তাঁদের সবার প্রতি মুহাম্মদের ভীষণ রাগান্বিত হওয়া ও "আল্লাহর নামে" ওহী নাজিল করে তাঁদের সবাইকে তালাক হুমকি, শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, 'মুহাম্মদের মধুপান' উপাখ্যানটি গোঁজামিলে পরিপূর্ণ! যেমন, "মুহাম্মদের কোন স্ত্রীর গৃহে ঘটনাটি ঘটেছিল? যয়নাবের নাকি হাফসার?" দু'টি ঘটনায় আয়েশা হইতে বর্ণিত, বলে উল্লেখিত। শুধু তাইই নয়, কোন স্বামীর তাঁর বহু স্ত্রীর কোন একজনের গৃহে গিয়ে মধুপান করা, যা তিনি পছন্দ করেন, নিঃসন্দেহে এটি কোন গুরুতর অপরাধ নয়। এটি একটি অতি সাধারণ, গুরুত্বহীন ও গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়। উল্লেখিত হয়েছে, মুহাম্মদের জবাব 'মধুপান' শোনার পর তাঁর স্ত্রীরা যখন অভিযোগ করেছিলেন যে মুহাম্মদের শরীরে দুর্গন্ধ, তাতে মুহাম্মদ বিচলিত হবেন কেন? তিনি তো নিশ্চিত জানতেন যে তিনি মধুপান করেছেন, দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পানীয় বা খাবার নয়। কেন তিনি ঘটনাটি গোপন করার চেষ্টা করবেন? এটি এমন কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা তিনি কসম কেটে আর কখনও করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেবেন? এটি এমন কী গুরুতর ঘটনা যা প্রকাশ পাওয়ার পর "আল্লাহর নামে" ওহী নাজিল করে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন? আর বহু স্ত্রীর কোন একজনের গৃহে মুহাম্মদের বেশী সময় যাবত অবস্থানের বিষয়টি মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ওহি নাজিল করে বৈধ করে নিয়েছিলেন এই ঘটনার বছর দুয়েক আগেই *(কুরআন: ৩৩:৫১: 'আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন')*, যার বিস্তারিত আলোচনা "মুহাম্মদের নারী লিপ্সা ও তার সমাধান"

পর্বটিতে ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৬৫)। সুতরাং মুহাম্মদের মধুপান উপাখ্যানটি কুরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক! তথাপি আলোচনার খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই যে ঘটনাটি শতভাগ সত্য, তা হলে যা প্রমাণিত হয় তা হলো:

"মুহাম্মদ তাঁর কোন এক স্ত্রীর গৃহে মধুপানের মত তুচ্ছ ঘটনাও অন্য স্ত্রীদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করতেন, কসম কাটতেন ও অতঃপর তা প্রকাশ হওয়ার পর তিনি তাঁর স্ত্রীদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে এমনতর তুচ্ছ বিষয়েও 'আল্লাহর নামে" ওহী নাজিল করে তাঁদের সবাইকে তালাক হুমকি, শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন করতেন।"

ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা হলো "মুহাম্মদের ব্যাপারে" যে কোন ধরণের সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ! যে কারণে ইসলামে নিবেদিত-প্রাণ মুমিন মুসলমানরা মুহাম্মদের নেতিবাচক বিষয়গুলো যথাসম্ভব গোপন করার চেষ্টা করেন। বোধ করি সে কারণেই অধিকাংশ সিরাত ও হাদিস লেখকগণ 'মারিয়া আল কিবতিয়ার' ঘটনার কোন উল্লেখই করেন নাই। তাঁদের অধিকাংশই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়েছেন ও অতি অল্প সংখ্যক তা উল্লেখ করেছেন একান্ত দায়সারা ভাবে। ইসলামের যাবতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট! এখান থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত দূরহ: ও গবেষণা-ধর্মী বিষয়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[112] নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে কুরানের সুরা সমূহ:
https://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an

[113] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

[114] আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২:

[115] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৮৮৪

[116] সুনান আল-নাসাই: ভলুম ৪, বই নম্বর ৩৬, হাদিস নম্বর ৩৪১১:

https://quranx.com/hadith/Nasai/DarusSalam/Volume-4/Book-36/Hadith-3411/

[117] সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৩, হাদিস নম্বর ৬৪৮:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-43/Hadith-648/

[118] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৭, বই নম্বর ৬২, হাদিস নম্বর ১১৯: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-62/Hadith-119/

[119] তাফসীর জালালাইন:

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=66&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[120] তাফসীর আযবাবুন নুযুল: https://www.altafsir.com/AsbabAlnuzol.asp?SoraName=66&Ayah=0&search=yes&img=A&LanguageID=2

[121] সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৪৩৪:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-434/

[122] অনুরূপ বর্ণনা- সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নম্বর ৭৮, হাদিস নম্বর ৬৮২:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-8/Book-78/Hadith-682/

[123] অনুরূপ বর্ণনা- সহি বুখারী: ভলুম ৭, বই নম্বর ৬৩, হাদিস নম্বর ১৯২:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-63/Hadith-192/

[124] অনুরূপ বর্ণনা- আবু দাউদ, বই নম্বর ২০, হাদিস নম্বর ৩৭০৫:

https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-3705/

[125] অনুরূপ বর্ণনা- সহি মুসলিম: বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৩৪৯৬:

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-9/Hadith-3496/

[126] সহি বুখারী: ভলুম ৯, বই নম্বর ৮৬, হাদিস নম্বর ১০২:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-9/Book-86/Hadith-102/

[127] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী: ভলুম ৭, বই নম্বর ৬৩, হাদিস নম্বর ১৯৩:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-63/Hadith-193/

২৬৮: যুল খালাসা হামলা ও হত্যাকাণ্ড!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে, জারির বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি নামের এক অনুসারীকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সে যেনো "যুল খালাসা" আক্রমণ ও ধ্বংস করে। জারির বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে মুহাম্মদ এক শত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল সেখানে প্রেরণ করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে তারা "যুল খালাসা" আক্রমণ ও ধ্বংস করে ও সেখানে উপস্থিত সবাইকে হত্যা করে। অতঃপর, ফিরে এসে তারা যখন মুহাম্মদকে এই খবরটি জানায় তখন মুহাম্মদ এই হত্যাকারীদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

আল-তাবারীর বর্ণনা: [128]

"আল-ওয়াকিদি বর্ণনা করেছে: [হিজরি ১০ সাল] এই বছর (রমজান মাসে) জারির বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি আল্লাহর নবীর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তিনি তাকে যুল-খালাসা (একটি প্রতিমা) অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন ও সে তা ধ্বংস করেছিল।"

'যুল খালাসা হলো একটি পবিত্র পাথর, যার উপাসনা করতো দাউস, খাতাম, বাজিলা ও সারাত পার্বত্য অঞ্চলের আযদ গোত্রের লোকজন এবং তাবালাহ অঞ্চলের আরবরা। এই তীর্থস্থানটি ছিল মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী তাবালাহ অঞ্চলের আল-'আবলা' নামক স্থানে। মক্কার তীর্থস্থানটিকে বলা হতো আল-কাবা আল-শামিয়া, যার বিপরীতে অনেকগুলো গোত্রের সমাবেশ স্থল হিসাবে এই তীর্থস্থানটিকে বলা হতো আল-কাবা আল-ইয়ামেনিয়া।' [129]

সহি বুখারী ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৪১: [130]

(অনুরূপ বর্ণনা- সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৪২-৬৪৩) [131] [132]

'জারীর হইতে বর্ণিত:

প্রাক-ইসলামী যুগে যুল-খালাসা বা আল-কাবা আল-ইয়ামেনিয়া বা আল-কাবা আশ-শামিয়া নামে একটি ঘর ছিল। আল্লাহর নবী (সাঃ) আমাকে বলেছিলেন, "তুমি কি আমাকে যুল-খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না?" তাই আমি একশত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী নিয়ে রওনা হয়েছিলাম, এবং আমরা তা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম ও যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরকে হত্যা করেছিলাম। অতঃপর আমি আল্লাহর নবীর কাছে এসে তাঁকে তা অবহিত করেছিলাম ও তিনি আমাদের ও আল-আহমাস (গোত্রের) লোকদের কল্যাণের জন্য দোয়া করেছিলেন।'

(Narrated Jarir: In the Pre-lslamic Period of Ignorance there was a house called Dhu-l-Khalasa or Al-Ka`ba Al- Yamaniya or Al-Ka`ba Ash-Shamiya. The Prophet (ﷺ) said to me, "Won't you relieve me from Dhu-l-Khalasa?" So I set out with one-hundred-and-fifty riders, and we

dismantled it and killed whoever was present there. Then I came to the Prophet (ﷺ) and informed him, and he invoked good upon us and Al-Ahmas (tribe).) - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, 'যুল-খালাসা' উপাসনাকারী কোন জনগুষ্টি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর আক্রমণ করতে আসেন নাই, কিংবা এই ঘটনার পূর্বে তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শত্রুতা করেছিলেন এমন ইতিহাস কোথাও বর্ণিত হয় নাই। পূর্বের প্রায় সকল হামলাগুলোর মতই এটিও ছিল অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড। যার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, "তাঁরা ছিলেন অবিশ্বাসী!" তাঁরা মুহাম্মদকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই! মুহাম্মদের মানসিকতায় এটাই ছিল তাঁদের অপরাধ!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[128] আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১২৩:

[129] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৮৫০

[130] সহি বুখারী ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৪১:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-641/

[131] অনুরূপ বর্ণনা- সহি বুখারী ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৪২:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-642/

[132] অনুরূপ বর্ণনা- সহি বুখারী ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৪৩:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-643/

২৬৯: শেষ অসুস্থতা: মৃত্যুশয্যায় হামলা নির্দেশ- ওসামার মুতা হামলা!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জ (জিলকদ-জিলহজ্জ, হিজরি ১০ সাল) শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা মতে তিনি তাঁর যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন হিজরি ১১ সালের মহরম মাসটিতে; আর আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনা মতে তিনি তাঁর যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন সফর মাস শেষ হওয়ার দুই দিন আগে। কী অসহ্য যন্ত্রণায় মুহাম্মদ তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার আংশিক আলোচনা "মুহাম্মদ কে হত্যা চেষ্টা! কারণ?" পর্বটিতে (পর্ব ১৪৫) করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যু শয্যায় অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে সর্বশেষ অভিযানের নির্দেশ দান করেছিলেন, তা ছিল তাঁর প্রয়াত পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার পুত্র, "ওসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে মুতা হামলা।" এ বিশয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি।

আল-তাবারী সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [133]

(ইবনে হিশাম সূত্রে ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [134] [135]

'আবু জাফর [আল-তাবারী]: আমি ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আব্দুল রহমান বিন আল-হারিথ বিন আয়াশ বিন আবি রাবিয়াহ [মৃত্যু ৭৬০-৭৬১ সাল] সূত্রে একটি বিবরণ পেয়েছি।

আল্লাহর নবী লোকদের-কে সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন হিজরি ১১ সালের (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের) মহরম মাসে (আল-ওয়াকিদি: '২৫শে সফর')। তিনি তাঁর মুক্ত কৃত ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র ওসামা-কে তাদের নেতৃত্বে নিয়োগ করেছিলেন ও তাকে ফিলিস্তিনের ভূমিতে আল-বালকা' ও আল-দারুম অঞ্চলে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল ও বিশিষ্ট হিজরতকারীরা [মুহাজির] একসাথে বেরিয়ে পড়েছিল। লোকেরা যখন অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন আল্লাহর নবী সেই অসুস্থতায় ভুগতে শুরু করেছিলেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সম্মান ও মমতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। (এটি সংঘটিত হয়েছিল) সফর মাসের শেষ দিকে কিংবা রবিউল আওয়াল মাসের শুরুতে। [136] [137] [138] [139]

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ আল-যুহরি <তার চাচা ইয়াকুব <ইব্রাহিম <সাইফ বিন উমর <আব্দুল্লাহ বিন সাইদ বিন থাবিত বিন আল-জিদ্দ আল আনসারি < উবায়েদ বিন হুনায়েন < আল্লাহর নবীর মুক্তিকৃত দাস - আবু মুয়াবিয়া <আল্লাহর নবীর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস [হইতে বর্ণিত]: [140]

বিদায় হজ্জ (হাজ্জাত আল-তামাম) সমাপ্ত করার পর আল্লাহর নবী মদিনায় ফিরে আসেন, (যা লোকদের) একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের অনুমতি দিয়েছিল। তিনি তাদেরকে এক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওসামা বিন যায়েদকে এর নেতৃত্ব নিয়োগ করেছিলেন ও তাকে মাশারিফ আল-শামের নিকটে অবস্থিত আবিল আল-যায়াত নামের এক আরব এলাকা থেকে জর্ডান (আল-উর্দুন) অঞ্চলে যাওয়ার নির্দেশ দান করেছিলেন। [141]

মুনাফিকরা (ওসামার নেতৃত্বের) সমালোচনা করেছিল, তাই নবী তাদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন (এই বলে) যে সে আসলেই (এই নেতৃত্বে দানের) যোগ্য ও যদি তারা (ওসামার নেতৃত্ব দানের) সমালোচনা করে, তবে তারা বস্তুতই এর আগে তার পিতার সমালোচনা করেছিল, যদিও যায়েদ ছিল নেতৃত্ব দানের যোগ্য।'---

‘ইবনে সাইদ (আল-যুহরি) <তার চাচা ইয়াকুব <সাইফ (বিন উমর) <হিশাম বিন উরওয়া <তার পিতা [হইতে বর্ণিত]: আল্লাহর নবী তাঁর যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন মহরম মাসটিতে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল।

আল-ওয়াকিদি বলেছে: আল্লাহর নবী তাঁর যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন সফর মাস শেষ হওয়ার দুই দিন আগে [হিজরি ১১সাল]।' ---

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [134]

উসামা বিন যায়েদের প্যালেস্টাইন অভিযান:

‘আল্লাহর নবী উসামা কে সিরিয়ায় পাঠান ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেনো তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে প্যালেস্টাইন এলাকার বালকা ও আল-দারুম সীমানায় গমন করে। তাই লোকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও সকল আদি মুহাজিররা (আল ওয়াকিদি: 'যাদের মধ্যে ছিল উমর বিন আল-খাত্তাব, আবু উবায়েদা আল জাররাহ, সা'দ বিন আবি ওয়াকাস, আবু আল-আওয়ার, সাইদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল') উসামার সাথে যাত্রা করে।’ [142]

মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের আমাকে, উরওয়া বিন আল-যুবায়ের ও অন্যান্য পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে বলেছেন যে আল্লাহর নবী উসামার অভিযানে যোগ দিতে লোকদের বিলম্ব করতে দেখেছিলেন ও বলেছিলেন, ''তিনি একজন যুবককে সর্বোত্তম হিজরতকারী [মুহাজির] ও সাহায্যকারীদের [আনসার] উপর নেতৃত্ব দানের নিয়োগ দিয়েছেন।" আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার পর তিনি বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, উসামার বাহিনীকে দ্রুত প্রেরণ করো, কারণ যদিও তোমরা তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছো যেমনটি এর আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলে, সে তার পিতার মতোই নেতৃত্ব দানের যোগ্য।" অতঃপর তিনি নেমে আসেন ও লোকেরা তাদের প্রস্তুতি তরান্বিত করে। আল্লাহর নবীর ব্যথাটি গুরুতর হয়ে উঠে, আর ওসামা ও তার বাহিনী মদিনা থেকে রওনা হয়ে প্রায় এক পর্যায়ের দূরত্বে অবস্থিত আল-জুরফ নামক স্থানটিতে এসে শিবির স্থাপন করে; লোকেরা তার কাছে এসে জড়ো হয়। আল্লাহর নবীর অসুস্থতা যখন গুরুতর আকার ধারণ করে, আল্লাহ তার নবীর জন্য কী ফায়সালা করে তা দেখার জন্য ওসামা ও তার লোকেরা সেখানেই অবস্থান করে।' ---

'সাঈদ বিন উবায়েদ বিন আল-সাব্বাক হইতে <মুহাম্মদ বিন উসামা হইতে < তার পিতা হইতে প্রাপ্ত সূত্রে আমাকে বলেছে যে:

যখন আল্লাহর নবীর অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন সে ও তার লোকেরা মদিনায় ফিরে আসে। সে আল্লাহর নবীর কাছে যায়, যখন তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি আকাশের দিকে তাঁর হাত উত্তোলন করেন ও অতঃপর তা তার উপর নামিয়ে আনেন, যা থেকে সে জানতে পারে যে তিনি তাকে আশীর্বাদ করছেন।'

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: [135]

উসামা বিন যায়েদের মুতা হামলা:

'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী যয়েদ বিন হারিথা, জাফর ও তার সঙ্গীদের মৃত্যুর কথা ক্রমাগত [মুতার যুদ্ধ: পর্ব: ১৮৪-১৮৬] উল্লেখ করছিলেন ও তিনি তাদের ব্যাপারটিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। হিজরি ১১ সালের সফর মাস শেষ হওয়ার চার দিন আগে, সোমবার দিন, আল্লাহর নবী তাঁর লোকদের বাইজেন্টাইন আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন ও তিনি তাদেরকে দ্রুত অভিযান সম্পন্ন করার নির্দেশ জারী করেন।

মুসলমানরা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে চলে যায় ও তারা তাদের প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়। পর দিন সকালে যখন আল্লাহর নবী ঘুম থেকে উঠেন, সেটি ছিল সফর মাস শেষ হওয়ার তিন দিন আগের মঙ্গলবার, তিনি উসামা বিন যায়েদ কে ডেকে পাঠান ও বলেন, "হে উসামা, আল্লাহর নাম ও তার রহমত নিয়ে রওনা হও যতক্ষণে না

তুমি সেখানে গিয়ে পৌঁছাও যেখানে তোমার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল, অতঃপর তোমার অশ্বারোহী দিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করবে, কেননা আমি তোমাকে এই সৈন্যদলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করেছি। প্রত্যুষে উবনার লোকদের ওপর আক্রমণ করবে ও আগ্রাসী হবে। আর দ্রুত অগ্রসর হবে যাতে খবরটি পৌঁছার আগেই তুমি সেখানে পৌঁছতে পারো। যদি আল্লাহ তোমাকে সফলতা দান করে, তবে তাদের সাথে তোমার থাকাটা সংক্ষিপ্ত করবে। একজন পথপ্রদর্শক কে তোমার সঙ্গে নাও। গুপ্তচর ও পদাতিক সৈন্যদের পাঠিয়ে দাও যেন তারা তোমার আগেই পৌঁছতে পারে।”

যখন চতুর্থ দিনটি আসে, সফর মাস শেষ হওয়ার দুই রাত আগে, তখন আল্লাহর নবীর মাথা ব্যথা ও জ্বর শুরু হয়। বৃহস্পতিবার দিন যখন ভোর হয়, সফর মাস শেষ হওয়ার এক রাত আগে, তখন আল্লাহর নবী উসামার হাতে একটি পতাকা দিয়ে বলেন, “হে উসামা, আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাহে আক্রমণ করবে ও যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আক্রমণ করবে, তবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। নবজাতক বা নারীদের হত্যা করবে না ও শত্রুর সাথে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করবে না, কারণ সত্যিই তুমি জানো না যে তুমি তাদের দ্বারা ধ্বংস হবে কি না, বরং বলবে, 'হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে রক্ষা করো ও তাদের শক্তিকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখো!' অবশ্যই, তারা তোমাকে দেখতে পাবে ও আর্তনাদ করে তোমার মোকাবিলা করবে, আল্লাহ যেন তোমাকে স্থির থাকতে উদ্বুদ্ধ করে ও তোমাকে শান্ত রাখে। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে না বা ভীরুতা প্রদর্শন করবে না, কারণ তোমার শক্তি লোপ পাবে, বরং বলবে, 'হে আল্লাহ, আমরা তোমার দাস ও তারা তোমার দাস। আমাদের ভাগ্য ও

তাদের ভাগ্য তোমার হাতে। নিশ্চয়ই তুমি তাদের উপর জয়ী হবে।' জেনে রাখো, জান্নাত আলোর ঝলকানির নিচেই।”

তিনি বলেছেন: ইয়াহিয়া বিন হিশাম বিন ‘আসিম আল-আসলামী আমাকে, আল-মুনধির বিন জাহম হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বলেছে, যে বলেছিল: আল্লাহর নবী বলেছিলেন, "হে উসামা উবনার লোকদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের নিযুক্ত কর!"

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন ‘আবদ-আল রহমান বিন. আযহার বিন আউফ আমাকে, আল-যুহরী হইতে <‘উরওয়া হইতে উসামা বিন যায়েদ হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বলেছে যে আল্লাহর নবী তাকে প্রত্যুষে উবনা আক্রমণ করার ও আক্রমণাত্মক হওয়ার নির্দেশ দান করেছিলেন। তারা বলেছে: অতঃপর আল্লাহর নবী উসামাকে বলেছিলেন, "আল্লাহর নামে রওনা হও!" সে তার পতাকাটি বেঁধে রওনা হয় ও তা বুরাইদা বিন আল-হুসায়েব আল আসলামির হাতে তুলে দেয়, এবং বুরাইদা তার সাথে উসামার বাড়িতে গমন করে। আল্লাহর নবী উসামাকে 'আল-জুরফ' এ শিবির স্থাপন করার নির্দেশ দেন ও ঐ দিন তার সৈন্যদের সিকায়া সুলায়মানে রাখতে বলেন। লোকেরা সৈন্যদের সাথে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে: যে তার প্রস্তুতি শেষ করেছিল সে তার শিবিরে চলে যায়। যে তার প্রস্তুতি শেষ করে নাই সে সেগুলো পূরণ করতে থেকে।

আদি মুহাজিরুনদের মধ্যে এমন একজনও অবশিষ্ট ছিল না যে সেই অভিযানে উপস্থিত ছিল না, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল উমর বিন আল-খাত্তাব, আবু ‘উবায়দা বিন আল-জাররাহ, সা'দ বিন আবি ওয়াককাস, আবুল-আওয়ার, সাইদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল। মুহাজিরূনদের সাথে ছিল বেশ কিছু আনসার: কাতাদা বিন

আল-নুমান, সালামা বিন আসলাম বিন হারিশ। মুহাজিরুনদের মধ্যে লোকেরা, যাদের মধ্যে সবচেয়ে রূঢ় ছিল আয়াশ বিন আবি রাবিয়া, যে বলেছিল, "এই তরুণকে কি আদি মুহাজিরূনদের ঊর্ধ্বতন হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে?" এ নিয়ে অনেক বলাবলি হয়। উমর বিন আল-খাত্তাব তার কিছু কথাবার্তা শুনে ফেলে। যারা তার সাথে কথা বলে সে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে ও আল্লাহর নবীর কাছে এসে তাঁকে সেই দলটির কথা জানিয়ে দেয়, যারা এটি বলেছিল।

আল্লাহর নবী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোন। তিনি তাঁর মাথায় একটি ফিতা ও মখমলের এক আবরণ বেঁধে রওনা হোন। তিনি মিম্বারে আরোহণ করেন ও আল্লাহর প্রশংসা ও তার গুণকীর্তন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, “সেনাপতি হিসেবে উসামাকে আমার নিযুক্তির বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু লোকের কাছ থেকে কী শুনতে পাচ্ছি? আল্লাহর কসম, তোমরা যদি উসামাকে আমার নিযুক্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো তবে অবশ্যই এর আগে তাঁর পিতাকে নিযুক্তির ব্যাপারেও তোমরা সন্দেহ করেছিলে। আল্লাহর কসম, সে নিশ্চয়ই নেতৃত্ব দানের যোগ্য ছিল, ঠিক যেমন তার পরে তার পুত্রও নেতৃত্ব দানের যোগ্য। বস্তুতই, সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় লোকদের একজন, আর এ হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। নিশ্চিতই তারা উভয়ই সকলে গুণে গুণান্বিত। তার যত্ন নিও, কারণ সে তোমাদের সেরা লোকদের একজন।" অতঃপর তিনি নিচে নেমে আসেন ও তাঁর ঘরে চলে যান। সেই দিনটি ছিল সাববাত [শনিবার], রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখ।

যে মুসলমানরা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উসামার সাথে বের হয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিল উমর ইবনে আল-খাত্তাব, তারা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বিদায়

নিতে আসে ও আল্লাহর নবী বলেন, "উসামার মিশন সম্পন্ন করো।" সেই সময় উম্মে আয়মান [পর্ব: ১৫৫] সেখানে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি যদি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত উসামাকে তার শিবিরে থাকতে দেন তাহলে কেমন হয়। বাস্তবিকই, উসামা যদি তার এই অবস্থায় বের হয়ে পড়ে তবে সে তার নিজের কোন উপকার করতে পারবে না।" আল্লাহর নবী বলেন, "উসামার মিশন সম্পন্ন করো।"

রবিবারের আগের দিন সন্ধ্যায় লোকজন ক্যাম্পে যায় ও রাতটি কাটায়। রবিবার দিন উসামা যাত্রা করে, তখন আল্লাহর নবী ছিলেন অবশ ও আচ্ছন্ন অবস্থায়, এই কারণে যে, ঐ দিন তাঁকে ঔষধ দেওয়া হয়েছিল। উসামা আল্লাহর নবীর সম্মুখে আসে, আল্লাহর নবীর চোখে ছিল বিস্ময়। তাঁর সাথে ছিল আল-আব্বাস ও তাঁর চারপাশে ছিল তাঁর স্ত্রীরা। উসামা মাথা নত করে ও তাঁকে চুম্বন করে। আল্লাহর নবী কোন কথা বলেননি। তিনি আকাশের দিকে হাত তুলেন ও অতঃপর তা উসামার উপর রাখেন। উসামা বলে: আমি জানতাম যে তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন।

উসামা বলেছে: আমি আমার ক্যাম্পে ফিরে আসি।
পরদিন সকালে উসামা তার শিবির থেকে আল্লাহর নবীর সাথে দেখা করতে আসে। আল্লাহর নবী সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলেন ও আগের চেয়ে ভালো বোধ করছিলেন। উসামা নবীর কাছে আসে, নবী বলেন, "আল্লাহর আশীর্বাদে ভোরবেলা যাত্রা করো," অতঃপর উসামা তাঁকে বিদায় জানায়। আল্লাহর নবীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তাঁর স্ত্রীরা খুশিতে তাঁর চুল আঁচড়ানো শুরু করে ও তাঁকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখে। আবু বকর তাঁকে দেখতে যায় ও বলে, "হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। আজ ইবনাত খারিজার দিন, অতএব আমাকে যাওয়ার

অনুমতি দিন!" নবী তাকে অনুমতি দেন ও আবু বকর আল সুনহ (al-Sunḥ) নামক স্থানে চলে যায়।

উসামা তার শিবিরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়। সে লোকজন ও তার সঙ্গীদেরকে চিৎকার করে সৈন্যদের অনুসরণ করতে বলে। সে তার ক্যাম্পে গিয়ে থামে। সে লোকদের প্রস্থান করার আদেশ দেয়, দিনটি গড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যেই উসামার এই ইচ্ছা ছিল যে সে আল-জুরফ থেকে রওনা হবে। সেই সময় উম্মে আয়মানের - সে ছিল তার [উসামার] মা - এক দূত এসে তাকে জানিয়ে দেয় যে আল্লাহর নবী মারা যাচ্ছেন। উসামা মদিনা অভিমুখে রওনা হয়, তার সাথে ছিল উমর ও আবু উবায়দা বিন আল-জাররাহ। তারা আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে পৌঁছায় যখন তিনি মারা যাচ্ছিলেন।

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার, মধ্যাহ্নের সূর্য ঢলে পড়ার সময় আল্লাহর নবী মৃত্যুবরণ করেন। আল-জুরফে শিবির স্থাপনকারী মুসলমানরা মদিনায় প্রবেশ করে। যে পতাকাটি উসামা বেঁধে রেখেছিল তা নিয়ে বুরাইদা বিন আল-হুসায়েব আল্লাহর নবীর দরজায় এসে হাজির হয় ও সেখানে তা পুঁতে রাখে।

আবু বকর যখন খলিফা নিযুক্ত হয় তখন সে বুরাইদাকে পতাকাটি নিয়ে উসামার বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ও বলে যে, সে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে অভিযান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত উসামাকে কখনই অব্যাহতি দেবে না। বুরাইদা বলেছে: "আমি পতাকাটি নিয়ে রওয়ানা হই যতক্ষণ না আমি তা উসামার গৃহে নিয়ে আসি। অতঃপর আমি তা বেঁধে আল-শামের [সিরিয়া] দিকে রওনা হই। ফিরে এসে আমি সেটি

উসামার গৃহে দিয়ে আসি। অতঃপর উসামার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পতাকাটি উসামার বাড়িতেই রয়ে যায়।"' ----

[পৃষ্ঠা: ৫৫০] 'তিনি বলেছেন: মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বিন উসামা বিন যায়েদ হইতে < তার পরিবার হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন উসামার বয়স ছিল উনিশ বছর।' ---- - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

(মুহাম্মদের মৃত্যুর পর, আবু বকরের নির্দেশে ওসামা কী ভাবে এই হামলাটি সম্পন্ন করেছিলেন, তার আলোচনা "আবু বকর ও খালিদের নৃশংসতা" পর্বটিতে পরবর্তীতে করা হবে।)

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, পূর্ববর্তী সকল হামলাগুলোর মতই মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুশয্যায় যে হামলাটির নির্দেশ জারী করেছিলেন সেটিও ছিল শতভাগ "আক্রমনাত্বক ও অতর্কিত!" ইতিপূর্বে মুহাম্মদের নির্দেশে ওসামার পিতা যায়েদ বিন হারিথা যে 'মুতা হামলাটি' পরিচালনা করেছিলেন, সেটিও ছিল শতভাগ আক্রমনাত্বক; যার বিস্তারিত আলোচনা "মুতার যুদ্ধ" পর্বগুলোতে (পর্ব: ১৮৪-১৮৬) করা হয়েছে। সিরিয়া বা বাইজেন্টাইন অঞ্চলের কোন অবিশ্বাসীই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর কখনোই কোন হামলা করতে আসেন নাই। তাঁরা তাঁদের উপর মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন মাত্র।

>>> "বানু ফাযারাহ" গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধেও মুহাম্মদ অনুরূপ কাজটিই করেছিলেন, যখন বানু ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা তাঁদের উপর মুহাম্মদের পূর্ববর্তী আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। মুহাম্মদ তাঁদের উপর আবারও আগ্রাসী

আক্রমণ চালিয়েছিলেন, যেখানে উসামার পিতা যায়েদ বিন হারিথা (কিংবা আবু বকর) উম্মে কিরফা নামের এক অতিবৃদ্ধ মহিলাকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন।

"তার নির্দেশে কায়েস নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী, উম্মে কিরফার পা-দুটি আলাদা আলাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ও সেই দড়িগুলো দু'টি উটের সাথে বেঁধে দিয়ে উটগুলোকে বিপরীত দিকে চালিত করে তাঁর শরীর দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়!"

অতঃপর মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুট ও নারীদের বন্দি করে যৌনদাসীরূপে মদিনায় ধরে নিয়ে আসে, যার বিস্তারিত আলোচনা "উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড" পর্বটিতে (পর্ব: ১১০) করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi: [135]

'They said: The Messenger of God continued to mention the death of Zayd b. Ḥārith, Jaʿfar, and his companions and he was extremely agitated over them. When it was Monday, four days from the month of Ṣafar in the year eleven

AH, the Messenger of God commanded the people to prepare to raid the Byzantines, and he ordered them to hasten in raiding them.

The Muslims departed from the place of the Messenger of God and they were diligent in their effort. When the Messenger of God rose the next morning, it was Tuesday three days from Ṣafar, He called Usāma b. Zayd and said, "O Usāma, go in the name of God, and with His blessings until you reach the place where your father was killed, and attack them with the horses, for I have appointed you over this army. Attack the people of Ubnā in the morning and be aggressive. And hasten the march so that you arrive ahead of the information. If God grants you success, shorten your stay with them. Take a guide with you. Send the spies and the foot soldiers to arrive ahead of you."

When it was the fourth day, two nights before Ṣafar, the Messenger of God began a headache and a fever. When it dawned on the Thursday, a night from Ṣafar, the Messenger of God handed a banner to Usāma and said, "O Usāma, attack in the name of God and in the path of God, and fight those who do not believe in God. Attack, but do not act treacherously. Do not kill a new born or a woman, and do not desire to meet the enemy, for indeed you do not know whether you would be destroyed by them, but say, O God, protect us from them, and keep their strength from us!' Indeed, they will find you and confront you with screams, and may God inspired tranquility and quiet come upon you. Do not fight each other nor be cowardly, for your power will leave, but say, 'O God, we are your slaves, and they [Page 1118]

are your slaves. Our fate and their fate are in your hands. Surely you will conquer them.' Know that Paradise is under the flashing gleam."

He said: Yaḥyā b. Hishām b. ʿĀṣim al-Aslamī related to me from al-Mundhir b. Jahm, who said: The Messenger of God said, "O Usāma engage the troops against the people of Ubnā!"

He said: ʿAbdullah b. Jaʿfar b. ʿAbd al-Raḥmān b. Azhar b. ʿAwf related to me from al-Zuhrī from ʿUrwa from Usāma b. Zayd that the Messenger of God commanded him to attack Ubnā in the morning and to be aggressive. They said: Then the Messenger of God said to Usāma, "Go in the name of God!" He set out with his banner tied and handed it to Burayda b. al-Ḥuṣayb al-Aslamī, and Burayda went with him to Usāma's house. The Messenger of God commanded Usāma to camp in al-Jurf, and put up his troops in Siqāya Sulaymān that day. The people began to prepare to join the troops: He who had completed his needs went out to his camp. He who had not fulfilled his needs was completing them.

One of the first Muhājirūn did not remain but he was present at that raid, including, ʿUmar b. al-Khaṭṭab, Abū ʿUbayda b. al-Jarrāḥ, Saʿd b. Abī Waqqāṣ, Abū l-Aʿwar, Saʿīd b. Zayd b. ʿAmr b. Nufayl. With the men from the Muhājirūn were a number of Anṣār: QʿAṭā'da b. al-Nuʿman, Salama b. Aslam b. Ḥarīsh. Men from the Muhājirūn, and the harshest of them in that saying was ʿAyyash b. Abī Rabīʿa, who said, "Is this youth appointed over the first Muhājirūn?" Many words were said about that. ʿUmar b. al-Khaṭṭab

heard some of those words. He rejected those who spoke to him and came to the Messenger of God and informed him of the group, who said it. The Messenger of God was deeply angered. He set out with a band on his head and a cover of velvet. He ascended the pulpit and he praised God and commended him. Then he said, "What of these words that I hear from some of you regarding my appointment of Usāma b. Zayd as commander? By God, if you doubt my appointment of Usāma surely you doubted my appointment of his father before him. By God, surely he was one worthy of the authority just as his son, after him, is worthy of the authority. Indeed, he was one of the most beloved of the people to me, and this is one of the most loved of the people to me. Indeed they are both worthy of every goodness. Take care of him, for indeed he is one of your best." Then he got down and went to his house. That day was the Sabbath, ten nights from Rabīʿ al-Awwal.

The Muslims who set out with Usāma came and bade farewell to the Messenger of God, and ʿUmar b. al-Khaṭṭāb was with them, and the Messenger of God says, "Carry out the mission of Usāma!" Umm Ayman entered at that time and said, "O Messenger of God, what if you let Usāma stay in his camp until you get better. Indeed, if Usāma sets out from this situation of his he will not benefit himself." The Messenger of God said, "Carry out the mission of Usāma." The people went to the camp on the eve of Sunday and spent the night. Usāma alighted on Sunday and the Messenger of God was slow and overwhelmed as he had been medicated that day. Usāma entered before the Messenger of God and the Messenger of God's eyes were wondering. With him were al-ʿAbbās and his wives around him. Usāma bowed his head and kissed him. The Messenger of God did not

speak. He began to raise his hand to the heavens, and then placed it on Usāma. Usāma said: I knew that he was praying for me.

Usāma said: I returned to my camp. When it dawned the next morning Usāma returned from his camp to visit the Messenger of God. The Messenger of God rose in the morning feeling better. Usāma came to the Prophet and the Prophet said, "Leave in the early morning with the blessings of God," and Usāma bade him farewell. The Messenger of God's strength improved. His wives began to comb his hair happily and make him comfortable. Abū Bakr visited him and said, "O Messenger of God, you have risen recovering, may God be praised. Today is the day of Ibnat Khārija so grant me leave!" The Prophet permitted him, and Abū Bakr went to al-Sunḥ.

Usāma rode to his camp. He shouted among the people and his companions to follow the troops. When he reached his camp he alighted. He commanded the people to depart, and the day had advanced. Meanwhile Usāma desired to ride from al-Jurf when the messenger of Umm Ayman - she was his mother - informed him that the Messenger of God was dying. Usāma approached Medina, and with him were ʿUmar and Abū ʿUbayda b. al-Jarrāḥ. They reached the Messenger of God who was dying.

The Messenger of God died when the sun declined from the meridian, on Monday the twelfth of Rabīʿ al-Awwal. The Muslims who had camped in al-Jurf entered Medina. Burayda b. al-Ḥuṣayb entered with the banner that

Usāma had tied, until he came with it to the door of the Messenger of God and planted it there.

When Abū Bakr was appointed caliph he commanded Burayda to go with the banner to the house of Usāma, and say that he would never discharge Usāma until he raided the Byzantines. Burayda said: I set out with the banner until I brought it to the house of Usāma. Then I set out with it tied, to al-Shām. Then I returned with it to the house of Usāma. And the flag has stayed in the house of Usāma until Usāma's death.'---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[133] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৫

[134] অনুরূপ বর্ণনা: ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৭৮-৬৮০ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[135] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১১১৭-১১২১; ইংরেজি অনুবাদ: ISBN: 978-0-415-86485-5; পৃষ্ঠা ৫৪৬-৫৪৮

[136] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১২৯: আব্দুল রহমান বিন আল-হারিথ বিন আয়াশ বিন আবি রাবিয়াহ, মৃত্যু হিজরি ১৪৩ সাল (৭৬০-৭৬১ খ্রিস্টাব্দ)।

[137] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১৩১: 'আল-বালকা - সমগ্র ট্রান্সজর্ডানীয় অঞ্চল অথবা এর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত এলাকা; এই নামটি আরব লেখকদের প্রদত্ত। ভৌগলিক অর্থে এই এলাকাটি ওয়াদি আল-জারকা' ও ওয়াদি আল-মুজিবের মধ্যবর্তী চুনাপাথরের মালভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

[138] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১৩২: 'আল-দারুম - ফিলিস্তিনের এক উপকূলীয় সমভূমির নাম।'

[139] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১৩৩: 'বিশিষ্ট হিজরতকারী: 'যেমন আবু বকর, উমর ও আবু উবায়দাহ বিন আল জাররাহ কে আল্লাহর নবী এই অভিযানে যোগ দিতে বলেছিলেন।'

[140] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১৩৪-১১৩৮:

'আল-যুহরি - মৃত্যু হিজরি ২৬০ সাল, (৮৭৩-৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ); তার চাচা ইয়াকুব - মৃত্যু হিজরি ২০৮ সাল (৮২৩-৮২৪ খ্রিস্টাব্দ)।

ইব্রাহিম বিন সা'দ বিন ইবরাহিম বিন আবদ আল-রহমান বিন আউফ আল-যুহরি - মৃত্যু আনুমানিক হিজরি ১৮৩ সাল (৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ)।

সাইফ বিন উমর - যিনি ইরাকের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ও হিজরি ১৮০সালে (৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।

উবায়েদ বিন হুনায়েন - বানু যুরায়েক গোত্রের আশ্রিত এক ব্যক্তি, মৃত্যু হিজরি ১০৫ সাল (৭২৩-৭২৪ খ্রিস্টাব্দ)।

[141] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১৪০: 'মাশারিফ আল-শাম - সিরিয়ার উচ্চভূমি।'

[142] Ibid ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’, পৃষ্ঠা ৭৯২; ইবনে হিশাম নোট নম্বর ৯১৭: "এটি ছিল আল্লাহর নবীর শেষ অভিযান, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন।"

২৭০: শেষ অসুস্থতা: বিদ্রোহের সূচনা – ভণ্ড নবী আখ্যা ও হত্যা নির্দেশ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার খবর শোনার পর থেকেই আরব জনপদের লোকেরা একে একে 'ইসলাম ত্যাগ' শুরু করে ও তিন ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র বিদ্রোহের' সূচনা হয়। এই তিন ব্যক্তিরা হলেন:

(১) ইয়েমেনের আল-আসওয়াদ আল-আনসি;
(২) আল-ইয়ামামায় বানু হানিফা গোত্রের মুসাইলিমা বিন হাবিব; ও
(৩) বানু আসাদ গোত্রের তুলায়হা ইবনে খুয়ালিদ।

তাঁরা নিজেদেরকে নবী দাবী করেন, মুহাম্মদ তাঁদের সবাইকে "ভণ্ড নবী" হিসাবে আখ্যায়িত করেন ও মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁদের সবাইকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন।

প্রশ্ন হলো:

"আসলেই কী তাঁরা ভণ্ড ছিলেন? কেন তাঁরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন?"

"মহাকালের পরিক্রমায় এক নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরা ও কর্ম-কাণ্ডের সমষ্টি। এই ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরায় পূর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিণাম পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঘটনা পরম্পরার এই ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কোন বিশেষ সময়ের ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়; বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ (পর্ব: ১১১)।" তাঁদের এই বিদ্রোহের কারণ জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁদের এলাকায় লোকদের উপর মুহাম্মদের আগ্রাসী নৃশংস আক্রমণ, লুণ্ঠন, খুন, জখম ও তাঁদের নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসী রূপে রূপান্তরিত করার বিভীষিকাময় ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে "তাঁদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা" ঘটনা প্রবাহগুলোর দিকে।

ইসলামের প্রথম ধর্মত্যাগ (রিদ্দা) সংঘটিত হয়েছিল ইয়েমেনে, মাধিজ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আল-আসওয়াদ আল আনসির (যার অন্য নাম, ধু আল-খিমার আবহালাহ বিন কা'ব) নেতৃত্বে। এই সেই ইয়েমেন যেখানে পারস্যের রাজা কিসরার (খসরু) নিযুক্ত বাধান নামের এক গভর্নর, মুহাম্মদের প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শনে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁর ক্ষমতা বজায় রেখেছিলেন। বাধানের কাছে মুহাম্মদের চিঠিটি ছিল এই:

"যদি তুমি নিজে বশ্যতা স্বীকার করো (অথবা, 'যদি তুমি মুসলমান হও'), তবে তোমার যা কিছু আছে তা তোমারই থাকবে ও আমি তোমাকে তোমার লোকদের, 'আবনা'' জনগণের, রাজা রূপে নিযুক্ত করবো"

এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা, 'চিঠি হুমকি -খসরু পারভেজের প্রতিক্রিয়া ও নির্দেশ" পর্বটিতে (পর্ব-১৬৩) করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদের, আমর বিন হাযম নামের এক অনুসারীকে ইয়েমেনে প্রেরণ ও ভীতি-প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে অমুসলিমদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত-সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ও মুসলমানদের স্থাবর সম্পত্তি থেকে খয়রাতি (Alms) গ্রহণের নির্দেশ, যার বিস্তারিত আলোচনা "বানু হারিথ বিন কা'ব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ - কারণ?" পর্বটিতে (পর্ব: ২৫৪) করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদের নির্দেশে সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযদি নামের তাঁর এক অনুসারীর নেতৃত্বে "জুরাশে ইয়েমেনি উপজাতিদের উপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড (পর্ব: ২৫৫) ও আলী ইবনে আবু-তালিবের নেতৃত্বে "ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড (পর্ব: ২৫৬)। এই আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড শেষে আলী মক্কায় মুহাম্মদের সাথে এসে মিলিত হোন মুহাম্মদের 'বিদায় হজ্জ' এর প্রাক্কালে (পর্ব: ২৫৭)। অতঃপর, বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর মুহাম্মদের অসুস্থতা ও এই খবরটি জানার পর আল-আসওয়াদ আল-আনসির নেতৃত্বে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; অতঃপর আল-ইয়ামামায় বানু হানিফা গোত্রের মুসাইলিমা বিন হাবিবের নেতৃত্বে ও বানু আসাদ গোত্রের তুলায়হা ইবনে খুয়ালিদের নেতৃত্বে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

মুহাম্মদ তাঁর ধর্মের নামে **"তাঁদের এলাকাগুলো"** জোরপূর্বক দখল করে তাঁদের এলাকায় তাঁর নিযুক্ত তাবেদার অনুসারীদের মাধ্যমে যে কর্তৃত্ব ও শোষণ কার্য শুরু

করেছিলেন, মুহাম্মদের অসুস্থতার খবর জানার পর তাঁরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের কবল থেকে তাঁদের এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [143]

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ <আল-যুহরি <তার চাচা ইয়াকুব <ইব্রাহিম <সাইফ বিন উমর <আব্দুল্লাহ বিন সাইদ বিন থাবিত বিন আল-জিদ্দ আল আনসারি <উবায়েদ বিন হুনায়েন < আল্লাহর নবীর মুক্তিকৃত দাস - আবু মুয়াবিয়া <আল্লাহর নবীর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস [হইতে বর্ণিত]: ----

স্থানান্তরে ভ্রমণ অনুমোদিত হওয়ার পর আল্লাহর নবীর রোগাক্রান্ত হওয়ার খবরটি দেশ ময় ছড়িয়ে পড়ে। আল আসওয়াদ ও মুসাইলিমা উভয়ই যথাক্রমে ইয়েমেন ও আল-ইয়ামামায় (নিজেদেরকে নবী) দাবি করে ও তাদের খবরটি নবীর কাছে এসে পৌঁছে। তিনি (তাঁর অসুস্থতা থেকে) সুস্থ হওয়ার পর আসাদ অঞ্চল থেকে তুলায়হা (নিজেকে নবী) দাবি করে। [হিজরি ১১সালের] মহরম মাসে আল্লাহর নবী যে যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল।' ------

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ (আল-যুহরি) <তার চাচা (ইয়াকুব) <সাইফ বিন উমর <আল-মুসতানির বিন ইয়াযিদ আল-নাখায়ি <উরওয়া বিন ঘাযিয়া আল-ধাতিনি < আল-দাহহাক বিন ফিরোজ আল-দেয়লামি <তার পিতা হইতে বর্ণিত:

ইসলামের প্রথম ধর্মত্যাগ (রিদ্দা) সংঘটিত হয় ইয়েমেনে, আল্লাহর নবীর জীবিত অবস্থায় বিদায় সম্ভাষণ (হজ্জ) সম্পন্ন হওয়ার পর মাধিজ [এক বৃহৎ কাহতানি আরব

উপজাতি কনফেডারেশন] সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে, ধু আল-খিমার আবহালাহ বিন কা'ব (অর্থাৎ, আল-আসওয়াদ) এর হাতে ধরে। আল-আসওয়াদ ছিল এক গণক ও বাজিকর। যারা তার বক্তৃতা শুনতো তাদেরকে সে এমন আশ্চর্য জিনিসগুলো দেখাতো যা তাদের হৃদয় মোহিত করতো। খুব্বান গুহা থেকে বের হয়ে আসার (পর) সে সর্বপ্রথম (নবুয়তের) দাবী করে। এটি ছিল তার বাসস্থান, (কারণ) সে সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিল ও বেড়ে ওঠেছিল। মাধিজরা তার সাথে যোগাযোগ করে ও তাকে নাজরান অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি দেয়।

তারা (নাজরান) আক্রমণ করে ও আমর বিন হাযম ও খালিদ বিন সায়িদ বিন আল-আস কে (আল্লাহর নবীর এজেন্ট) বিতাড়িত করে এই দুই জনের দখলে থাকা অবস্থানগুলো আল-আসওয়াদ কে প্রদান করে। কায়েস বিন আবদ ইয়াগুত, মুরাদ অবস্থানে নিযুক্ত ফারওয়াহ বিন মুসায়েক-কে (নবীর এজেন্ট) আক্রমণ ও বহিষ্কার করে ও তার জায়গায় আল-আসওয়াদ কে নিযুক্ত করে। আবহালাহ (আল-আসওয়াদ) কেবল নাজরানে (দখলে) থেমে থাকে নাই, পরন্তু সে সানা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয় ও তা দখল করে নেয়।

তার উত্থান ও সানা দখলের খবরটি আল্লাহর নবীকে পৌঁছে দেওয়া হয়। এটিই ছিল তার সম্পর্কে প্রথম সংবাদ যা আল্লাহর নবী ফারওয়াহ বিন মুসায়েক মারফত পেয়েছিলেন। মাধিজের যে লোকেরা ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল তারা ফারওয়াহর সাথে যোগদান করে ও আল-আহসিয়াহ নামক স্থানে এসে (সমবেত হয়)। আল-আসওয়াদ, ফারওয়াহর সাথে যোগাযোগ করে নাই বা তার কাছে (কোনও বার্তাবাহক) পাঠায় নাই এই কারণে যে পরের লোকটির সাথে এমন কেউ ছিল না যে

তার জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ইয়েমেনের উপর তার দখল (এ ভাবেই) সম্পূর্ণ হয়।

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ (আল-যুহরি) <তার চাচা (ইয়াকুব) <সাইফ (বিন উমর) <তালহা বিন আল-আলম < ইকরিমা <ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী উসামাকে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তার অসুস্থতার কারণে এবং মুসাইলিমা ও আল-আসওয়াদ উভয়েই (তাঁর কর্তৃত্ব) পরিত্যাগ করার কারণে তা ভাল যায় নাই। মুনাফিকরা উসামার নেতৃত্বের অনেক (সমালোচনা) করে। যখন (সমালোচনাটি) নবীর কাছে এসে পৌঁছে তখন তিনি তাঁর মাথার চারিপাশ কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় লোকদের কাছে যান, কারণ আয়েশার ঘরে (থাকা অবস্থায়) তিনি এক স্বপ্ন দেখার কারণে তাঁর ব্যথাটি বৃদ্ধি পেয়েছিল, বলেছিলেন: "গত রাত্রিতে আমি দেখেছি, যা একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখে থাকে, আমার দুই বাহুর উপরিভাগে দুটি সোনার বাজু। আমি সেগুলো অপছন্দ করি ও তাই আমি তাদের উপর ফুঁ দিই ও তারা (বাতাসে) উড়ে যায়। আমার ব্যাখ্যা এই যে, এই বাজুগুলোর মানে হলো এই দুই চরম মিথ্যাবাদী, আল-ইয়ামামার স্বত্বাধিকারী ও ইয়েমেনের স্বত্বাধিকারী। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব বিশয়ে (মন্দ) কথা বলছে। আমার জানের কসম, তারা যদি তার নেতৃত্বের সমালোচনা করে তবে এর আগেও তারা তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিল। -------"

তুলায়হা (বিদ্রোহী) হয়ে উঠেছিল, তাই লোকেরা মন্থরগতি ও ভেবেচিন্তে কাজ করছিল। আল্লাহর নবীর (অসুস্থতা) ভীষণ আকার ধারণ করে, তাই অভিযানটি

সম্পন্ন করা হয় নাই। লোকেরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিল যতক্ষণ না আল্লাহ তার নবীর আত্মাটি কবজ করে।

আল-সারি বিন ইয়াহিয়া আমাকে (অর্থাৎ, আল-তাবারী) লিখেছে যে, সে শুয়ায়েব বিন ইবরাহিম আল-তামিমি <সাইফ বিন উমর <সাঈদ বিন উবায়েদ, আবু ইয়াকুব < আবু মাজিদ আল-আসাদি <আল-হাদরামি বিন আমির আল-আসাদি হইতে একটি বর্ণনা পেয়েছে:

আবু মাজিদ (যখন) তুলায়হা বিন খুয়ালিদ সম্পর্কে হাদরামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন পরের জন জবাবে বলেছিল:

আমরা নবীর অসুস্থতার খবর পাই ও (অতঃপর) আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছে যে মুসাইলিমা ও আল-আসওয়াদ যথাক্রমে আল-ইয়ামামা ও ইয়েমেনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছে। এর পরপরই, তুলায়েহা নবুওয়তের দাবি করে যখন (উসামার) সৈন্যদল (তখনও) সামিরায় অবস্থান করছিল। (আসাদ গোত্রের) জনসাধারণ তুলায়হার অনুসরণ করে ও তার দখল সুসংহত হয়। সে তার ভাইয়ের ছেলে হিবাল কে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠায় ও তাঁকে তার সাথে সন্ধি করার আমন্ত্রণ জানিয়ে তার সংবাদটি তাঁকে অবহিত করায়। হিবাল বলে যে, যে সত্বাটি তুলায়হার সাথে সাক্ষাত করে তার নাম হলো 'ধু-আন-নুন' এবং সে (সেই আত্মাটির) নাম দিয়েছে ফেরেশতা। অতঃপর হিবাল (তার নিজের পরিচয় দিয়ে) বলে যে সে খুওয়ালিদের পুত্র। আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "আল্লাহ যেন তোমাকে হত্যা করে ও শাহাদা থেকে বঞ্চিত করে!"

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ (আল-যুহরি) <তার চাচা ইয়াকুব <সাইফ (বিন উমর) < সাঈদ বিন উবায়েদ <হুরায়েথ বিন আল-মুয়াল্লাহ হইতে বর্ণিত:

তুলায়হার সংবাদ সম্পর্কে নবীর কাছে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটি লিখেছিল, সে ছিল সিনান বিন আবি সিনান। সে ছিল বানু মালিক গোত্রের উপর ন্যস্ত (নবীর এজেন্ট), যখন কুদাই বিন আমর ছিল বানু আল-হারিথের গোত্রের উপর ন্যস্ত (নবীর এজেন্ট)।

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ (আল-যুহরি) <তার চাচা (ইয়াকুব) <সাইফ (বিন উমর) < হিশাম বিন উরওয়া <তার পিতা হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী বার্তাবাহক পাঠিয়ে ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ইয়েমেনে পারস্য সৈন্যদের কিছু বংশধরের কাছে ('আল-আবনা') একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলেন এই নির্দেশ সহকারে যে, তারা যেনো কৌশলী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল-আসওয়াদের (কাছ থেকে পরিত্রাণের) ব্যবস্থা করে। তিনি তাদেরকে (আরও) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন বানু তামিম ও কায়েস গোত্রের কিছু লোকের কাছ থেকে সাহায্য চায়, এবং পরের দলের লোকদের কাছে এই মর্মে বার্তা (অলিখিত) পাঠিয়েছিলেন যে তারা যেনো আগের দলকে সাহায্য করে। তারা (নির্দেশ অনুযায়ী) তাই করে। যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তাদের (পালানোর) উপায় বন্ধ করে দেওয়া হয় ও তাদের উপর আক্রমণ করা হয় ঐ সময়, (যখন তারা) ছিল অবসন্ন অবস্থায়। যেহেতু তারা ছিল বিচ্ছিন্ন, তারা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আল-আসওয়াদকে হত্যা করা হয়েছিল নবীর জীবিত থাকা অবস্থায়, তাঁর মৃত্যুর এক দিন বা এক রাত্রি পূর্বে। তুলায়হা, মুসাইলিমা ও তাদের মত যারা ছিল তাদেরকে বার্তাবাহকদের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।' -----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের অসুস্থতার খবর শোনার পর থেকেই বিভিন্ন আরব গোত্রের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা শুরু করে ও ইয়েমেনে অঞ্চল থেকে আল আসওয়াদ আল-আনসি (ধু আল-খিমার আবহালাহ বিন কা'ব), আল-ইয়ামামা অঞ্চল থেকে মুসাইলিমা বিন হাবিব এবং বানু আসাদ ও তার আশে-পাশের গোত্রগুলোর পক্ষে তুলায়হা বিন খুয়ালিদ নামের তিন ব্যক্তি নিজেদের কে নবী দাবী করেছিলেন। মুহাম্মদ তাঁদের সবাইকে 'ভণ্ড নবী' আখ্যায়িত করে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুহাম্মদের বিবেচনায় এই ভণ্ড নবীরা কখনোই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর আক্রমণ করতে আসেন নাই। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের নিজ নিজ এলাকার আদি বাসিন্দা, যেখানে তাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ও বেড়ে উঠেছিলেন। নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই সব লোকদের এলাকাগুলো হস্তগত করেছিলেন ও তাঁদের এলাকার বিভিন্ন গোত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করে 'সাদাকা' নামে তাঁদের অঞ্চলগুলো থেকে অর্থ আদায়' শুরু করেছিলেন। সে কারণেই তাঁরা তাঁর ও তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কবল থেকে তাঁদের সেই এলাকা গুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ।

মুহাম্মদের দাবীকৃত 'ভণ্ড নবী' মুসাইলিমার সাথে নিজেকে 'সত্য নবী' দাবীদার মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর কী ধরণের মিল ও অমিল তার বিশদ আলোচনা "ভণ্ড নবী মুসাইলিমা ও নবী মুহাম্মদ - মিল ও অমিল" পর্বটিতে পরবর্তীতে করা হবে।

মুহাম্মদের নির্দেশে ফিরোজ আল-দেইলামি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী ও তার সঙ্গীরা "প্রতারণার আশ্রয়ে" কী অমানুষিক নৃশংসতায় ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ধর্মত্যাগী গুষ্টির নেতা আল-আসওয়াদ বিন আনসি কে হত্যা করেছিল, তার প্রাণবন্ত ও বিশদ বর্ণনা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [143]

‘The news that the Prophet was suffering from sickness spread in the land as travel became permissible. Both al Aswad and Musaylimah seized upon [the opportunity to claim the prophethood for themselves] in the Yemen and al-Yamamah, respectively, and their news had reached the Prophet. After he had recovered [from his illness], Tulayhah seized upon [the opportunity to claim the prophethood for himself] in the country of Asad. In Muharram the Prophet complained of the pain by which God took him.’----

'Ubaydallah b. Said [al-Zuhri]-his uncle [Ya'qubJ-Sayf b. `Umar-al-Mustanir b. Yazid al-Nakhai-'Urwah b. Ghaziyyah al-Dathini-al-Dahhak b. Fayruz b. al-Daylami- his father: The first apostasy (riddah) in Islam took place in the Yemen, while the Messenger of God was alive, at the hands of Dhu al-Khimir 'Abhalah b. Ka'b (that is, al-Aswad) among the commonalty of Madhhij after the Farewell (Pilgrimage]. Al-Aswad was a soothsayer and a juggler. He used to show them wondrous things captivating the hearts of those who listened to his speech. The first time he [claimed the prophethood] was [after] his coming out of the Khubban cave. It was his residence [because] he was born and brought up there. Madhhij corresponded with him, promising him Najran. They attacked [Najran] and expelled `Amr b. Hazm and Khalid b. Said b. al-'As [the Prophet's agents), giving al-Aswad the position occupied by the latter two. Qays b. 'Abd Yaghuth attacked Farwah b. Musayk, [the Prophet's agent] over Murad, and expelled him placing al-Aswad in his stead. 'Abhalah [al-Aswad] did not stop at [the subjugation of] Najran but marched to Sana' and occupied it. The news of his rising and occupation of Sana was conveyed to the Prophet. It was the first news about him that the Prophet received from Farwah b. Musayk. Those people of Madhhij who remained faithful to Islam joined Farwah, and they [gathered] at al-Ahsiyah.

Al-Aswad neither corresponded with Farwah nor sent [any messenger] to him, because there was no one with the latter who would have caused trouble for him. His hold over the Yemen was [thus] complete.

Ubaydallah [al-Zuhri] -his uncle Yaqub-Sayf [b. Umar]-Talhah b. al-A'lam -`Ikrimah -Ibn `Abbas: The Prophet had ordered the expedition of Usamah, but it did not go well because of his illness and because both Musaylimah and al-Aswad had renounced [his authority]. The hypocrites did much [to criticize] Usamah's leadership. When [the criticism] reached the Prophet, he went out to the people while his head was wrapped around because of the pain, which had increased due to the dream he had seen [while he was] in 'A'ishah's house, saying, "Last night I saw what a sleeping person sees, that in my two upper arms there were two golden armbands. I disliked them so I blew on them, and they flew away [in the air]. I interpreted the armbands to mean these two arch liars, the possessor of al-Yamamah and the possessor of the Yemen. It has reached me that some people speak [ill of] Usamah's leadership. By my life, if they criticize his leadership, then they have criticized the leadership of his father before. ----'

'Tulayhah rose [in rebellion], so the people acted slowly and deliberately. The Messenger of God's [disease] became violent, so

the expedition was not accomplished. The people were looking at each other until God took His Prophet's soul.

Al-Sari b. Yahya wrote to me [i.e., al-Tabari] stating that he has received an account on the authority of Shu'ayb b. Ibrahim al-Tamimi -Sayf b. 'Umar -Said b. 'Ubayd, Abu Ya'qub -Abu Majid al-Asadi-al-Hadrami b. 'Amir al-Asadi: [When] Abu Majid asked Hadrami concerning Tulayhah b. Khuwaylid's affair, the latter replied: [After] we received the news of the Prophet's illness, it reached us that Musaylimah and al-Aswad had gained ascendency over al-Yamamah and the Yemen, respectively. Soon thereafter, Tulayhah claimed the prophethood while [Usamah's] army was [still] at Samira'. The commonalty [of Asad] followed Tulayhah and his hold became consolidated. He sent his brother's son Hibal to the Prophet, inviting him to make peace with him and informing him about his news.

Hibal said that the one who visits Tulayhah is Dhu al-Nun, and he named [that spirit] an angel.' Then Hibal, [introducing himself], said that he was the son of Khuwaylid. The Prophet replied, "May God kill you and deprive you of the shahddah!"

'Ubaydallah b. Said [al-Zuhri]-his uncle Ya'qub-Sayf [b. UmarJ-Sa'id b. 'Ubayd-Hurayth b. al-Mu'alla: The first person who wrote to the Prophet about the news of Tulayhah was Sinan b. Abi Sinan. He

was [the Prophet's agent] over the Banu Malik while Qudai b. 'Amr was [the Prophet's agent] over the Band al-Harith.

'Ubaydallah b. Said [al-Zuhri] -his uncle [Ya'qub] -Sayf [b. 'Umar] -Hisham b. Urwah -his father: The Messenger of God waged war against the false prophets by sending messengers. He sent a messenger to some of the descendants of the Persian soldiers in the Yemen (al-abna') instructing them [to get rid of] al-Aswad by artful contrivance. He [further] instructed them to seek help of some people whom he named from the Banu Tamim and Qays, sending [word] to the latter to help the former. They did [as instructed]. The means of [escape] for those who apostatized were cut off, and they were attacked [while they were] in a state of waning. Since they were isolated, they were occupied with themselves. Al-Aswad was killed while the Messenger of God was [still] alive, a day or a night before the latter's death. Tulayhah, Musaylimah and the likeness of them were driven away by the messengers.' ---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[143] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৭

২৭১: শেষ অসুস্থতা: আল আসওয়াদ হত্যাকাণ্ড -প্রতারণার আশ্রয়ে!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ধর্মত্যাগী গুষ্টির (রিদ্দা) নেতা ছিলেন ইয়েমেনের আল-আসওয়াদ বিন আনসি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে ভণ্ড নবী হিসাবে আখ্যায়িত করে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, যার আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন আগে ফিরোজ আল-দেইলামি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী ও তার সঙ্গীরা প্রতারণার আশ্রয়ে, আল-আসওয়াদ বিন আনসির এক বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীর সহায়তায় তাঁকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করে। আদি উৎসে বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে এ বিশয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-তাবারী।

আল-তাবারীর বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ (অতি সংক্ষেপে): [144]

[পৃষ্ঠা: ১৮-১৯] 'আমরা যা জেনেছি তা হলো যখন বাধাম (বাধান) ও ইয়েমেনের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল [কী কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার আলোচনা "চিঠি হুমকি-খসরু পারভেজের প্রতিক্রিয়া ও নির্দেশ" পর্বটিতে (পর্ব-১৬৩) করা হয়েছে], তখন আল্লাহর নবী বাধামের হাতে সমস্ত ইয়েমেনের গভর্নরশিপ ন্যস্ত

করেছিলেন ও তাকে সবগুলো জেলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন; আর সে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহর নবীর গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত ছিল। নবী তাকে এ থেকে বা এর কোন অংশ থেকে বরখাস্ত করেন নাই, কিংবা সে মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে অন্য কাউকে এর কোন অংশীদার নিযুক্ত করেন নাই। সে মারা যাওয়ার পর, নবী তাঁর এক দল অনুসারীর মধ্যে ইয়েমেনের গভর্নরশিপ বণ্টন করে দিয়েছিলেন।' [145]

'উবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ আল-যুহরি <তার চাচা <ইব্রাহিম <সাইফ হইতে বর্ণিত; এবং আল সারি বিন ইয়াহিয়া <শুয়ায়েব বিন ইবরাহিম <সাইফ <সাহল বিন ইউসুফ <তার পিতা <উবায়েদ বিন সাখর বিন লাউধান আল-আনসারি আল-সালমি (ইয়েমেনের গভর্নরদের সাথে নবীজি যাদেরকে পাঠিয়েছিলেন সে ছিলে তাদের একজন) হইতে বর্ণিত:

[হিজরি] দশ সালে, "বিদায় হজ্জ" সম্পন্ন করা এবং বাধানের মৃত্যুর পর আল্লাহর নবী তদনুসারে তার গভর্নরশিপ নিম্নলিখিত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেন:

[১] শহর বিন বাধান, [বাধানের পুত্র]
[২] আমির বিন শহর আল-হামদানি, [146]
[৩] আবদুল্লাহ বিন কায়েস আবু মুসা আল-আশারি, [147]
[৪] খালিদ বিন সাইদ বিন আল-আস, [148]
[৫] আল-তাহির বিন আবি হালাহ, [149]
[৬] ইয়ালা বিন উমাইয়া, [150] ও

[৭] আমর বিন হাযম; [151]

[৮] যিয়াদ বিন লাবিদ আল-বেইয়াদি - হাদরামওয়াত অঞ্চলের দায়িত্বে; এবং [152]

[৯] উক্কাশাহ বিন থাওয়ার বিন আসগর আল-ঘাওয়াথি - সাকাসিক, সাকুন ও মুয়াবিয়া বিন কিনদা গোত্রগুলোর কর্তৃত্বে। আর [153]

[১০] মুয়াধ বিন জাবাল, যাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেন ও হাদরামাওয়াত অঞ্চলের লোকদের শিক্ষক হিসেবে।' ------[154]

[পৃষ্ঠা:২১-২৪] 'আল-সারী <শুয়াইয়েব বিন ইবরাহিম <সাইফ <তালহা বিন আল-আলম <ইকরিমা <ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত:

সর্বপ্রথম যারা আল-আনসিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল তারা হল আমির বিন শাহর আল-হামদানি তার জেলা থেকে এবং ফিরোজ ও দাধাওয়া তাদের জেলা থেকে। অতঃপর তারা, যাদের তাদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। [155]

'উবায়দুল্লাহ বিন সা'দ <তার চাচা <সাইফ হইতে বর্ণিত; এবং আল-সারী <শুয়েব <সাইফ <সাহল বিন ইউসুফ <তার পিতা <উবায়েদ বিন সাখর হইতে বর্ণিত:

আমরা আল-জানাদে অবস্থানকালে যখন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় (শর্তাবলী) নির্ধারণ ও আমাদের মধ্যে চুক্তিপত্র তৈরি করছিলাম, আল-আসওয়াদের কাছ থেকে একটি চিঠি আসে।

(যাতে বলা হয়েছে):

"ওহে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছো: তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের ভূমি থেকে যা কিছু আয়ত্ত করে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছো, যতক্ষণ তোমরা (এই অবস্থানে) আছো, ততক্ষণ আমরাই এর বেশি হকদার।"

তাই আমরা বার্তাবাহককে জিজ্ঞাসা করি যে সে কোথা থেকে এসেছে। সে জবাবে বলে: "খুব্বান গুহা থেকে।" [156]

অতঃপর সে নিজেকে নাজরানের দিকে ধাবিত করে ও (বিদ্রোহ করে) বের হয়ে আসার দশ দিন পর তা হস্তগত করে, আর মাধিজের বেশিরভাগ লোক তার বশ্যতা স্বীকার করে। এইভাবে, আমরা যখন আমাদের কর্মে নিযুক্তি ছিলাম ও আমাদের শক্তি সংগ্রহ করছিলাম, কেউ একজন আমাদের কাছে এসে বলে, "আল-আসওয়াদ 'শাউব' এ অবস্থান করছে।" [157] [158]

(তার বিদ্রোহ শুরুর) বিশ দিন পর শাহর বিন বাধাম তার বিরুদ্ধে বের হয় ও আমরা যখন কে পরাজিত হয় সেই খবরের অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা জানতে পারি যে (আল-আসওয়াদ) শাহর কে হত্যা করেছে এবং 'আবনাদের' ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে ও তার বিদ্রোহ শুরুর পঁচিশ দিনের মধ্যে সা'না দখল করে নিয়েছে।

মুয়াধ (বিন জাবাল) পালিয়ে যায় ও মারিবে অবস্থানকারী আবু মুসার কাছে গিয়ে পৌঁছে, অতঃপর তারা দুজনে হাদরামাওয়াত (Hadramawt) অঞ্চলের দিকে দ্রুত প্রস্থান করে। মুয়াধ সাকুনদের মধ্যে বসতি স্থাপন করে ও আবু মুসা আল-মুফাউর সংলগ্ন সাকাসিকদের মধ্যে, তাদের ও মারিবের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল মরুভূমি। অন্যান্য কমান্ডাররা আল-তাহির (বিন আবি হালা) এর কাছে গমন করে, ব্যতিক্রম ছিল আমর

ও খালিদ যারা মদিনায় ফিরে আসে। তখন আল-তাহির ছিল আক্ক (Akk) ভূখণ্ডের মাঝখানে, সা'নার দিকে মুখ করে।

আল-আসওয়াদ, সেহাদ-হাদরামাওয়াতের মরুভূমি- থেকে আল-তায়েফ প্রদেশ (উত্তরে), ও এডেন (Aden) অভিমুখে আল-বাহরাইনের মধ্যবর্তী (অঞ্চল) বশীভূত করে। যখন তিহামায় আক্করা তাকে প্রতিরোধ করছিল, ইয়েমেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং (তার আন্দোলন) দাবানলের মতো অগ্রসর হওয়া শুরু করে। যেদিন সে (যুদ্ধে) শাহরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তার সাথে উটের আরোহীরা ছাড়াও ছিল সাতশত ঘোড়সওয়ার; তার সেনাপতিরা ছিল: [159]

কায়েস বিন আবদ ইয়াকুত আল-মুরাদি,
মুয়াবিয়া বিন কায়েস আল-জানবী,
ইয়াযিদ বিন ম-হ-র-ম (M.h.r.m),
ইয়াযিদ বিন হুসায়েন আল-হারিথি, ও
ইয়াযিদ বিন আল-আফকাল আল-আযদি।

তার শাসন স্থিতিশীল হয়ে ওঠে; তার আদেশ কঠোর বলে বিবেচিত হয়। উপকূলীয় কিছু জেলা তার বশ্যতা স্বীকার করে: জাযান (ও) আথর, আল-শারজাহ, আল-হিরদাহ, ঘালাফিকাহ ও এডেন; এবং আল-জানাদ, অতঃপর সা’না থেকে আল-তায়েফের প্রদেশ (এবং) আল-আহসিয়া ও উলায়েব পর্যন্ত। মুসলিমরা তার সাথে ভীত হওয়া আচরণ (‘তাকিয়া [Taqiyya]’) করে; মুরতাদরা তার সাথে অবিশ্বাসীদের মত আচরণ করে ও ইসলাম ত্যাগ করে। [160]

মাধিজদের মধ্যে তার লেফটেন্যান্ট ছিল আমর বিন মাদিকারিব। সে তার নির্দেশের ভিত্তি যোদ্ধাদের একটি দলের উপর ন্যস্ত করেছিল। সে তার সেনাবাহিনীর কমান্ডের দায়িত্ব দিয়েছিল কায়েস বিন আবদ ইয়াকুতের হাতে, ও আবনাদের মধ্যে সে কমান্ডের দায়িত্ব দিয়েছিল ফিরোজ ও দাধাওয়া-কে।

অতঃপর, এলাকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর সে কায়েস ও ফিরোজ ও দাধাওয়ার খুশির ব্যবস্থা করে ও শাহরের স্ত্রীকে বিবাহ করে, যে ছিল ফিরোজের ভাতিজি।' [161] ------

[পৃষ্ঠা ২৫] ''যখন আমরা হাদরামাওয়াতে এই অবস্থায় ছিলাম এবং আল-আসওয়াদ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাতে পারে অথবা আল-আসওয়াদের দাবির মত দাবিতে হাদরামাওয়াতে কিছু বিদ্রোহীর উদ্ভব হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত ছিলাম না, দেখতে পাই যে নবীর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে চিঠিগুলো এসে পৌঁছেছে।

সেগুলির মধ্যে তিনি আমাদেরকে লোক পাঠিয়ে, প্রতারণার আশ্রয়ে অথবা (প্রকাশ্য) আক্রমণের মাধ্যমে (আল-আসওয়াদ-কে) খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন; ও নবীর পক্ষ থেকে এই খবরটি সবার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন যারা তাঁর কাছে থেকে যে কোনো কিছু পেতে চায়। সেই অনুযায়ী মুয়াধ তাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছিল তা গ্রহণ করে, যাতে আমরা শক্তিশালী হই ও বিজয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি।

আল-সারি <শুয়ায়েব <সাইফ হইতে বর্ণিত; এবং উবায়দুল্লাহ <তার চাচা <সাইফ <আল-মুসতানির বিন ইয়াযিদ <উরওয়াহ বিন গাযিয়াহ আল-দাথিনি <আল-দাহহাক বিন ফিরোজ হইতে বর্ণিত; এবং আল-সারি <জুশায়েশ বিন আল-দেইলামি হইতে বর্ণিত; এবং উবায়দুল্লাহ বিন জুশায়েশ বিন দেইলামি হইতে বর্ণিত:

ওয়াবর বিন ইউহানিস আমাদের কাছে নবীর চিঠি নিয়ে আসে, যেখানে তিনি আমাদেরকে ধর্মে দৃঢ় থাকার ও যুদ্ধে জেগে ওঠার জন্য এবং আল-আসওয়াদের বিরুদ্ধে গোপন পরিকল্পনা (stealth) অথবা নৃশংস শক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (এবং তিনি আদেশ দিয়েছিলেন) যে আমরা তার পক্ষ থেকে যাকে সাহায্যকারী ও আনুগত্যকারী বলে মনে করি, তাকেই যেন তা অবহিত করি; সে অনুযায়ী আমরা তাই করি ও দেখতে পাই যে বিষয়টি কঠিন। [162]

আর আমরা দেখতে পাই যে (আল-আসওয়াদ) ছিল কায়েস বিন আবদ ইয়াকুতের প্রতি বিরক্ত, যে ছিল তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে। তাই আমরা (নিজেদের) বলি যে (কায়েস) হয়তো তার জীবনের ভয়ে ভীত, তাই হয়তো সে (আমাদের সাথে এই কাজে যোগ দেওয়ার জন্য) আমন্ত্রিত হতে প্রস্তুত; সুতরাং আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানায়, বিষয়টি তাকে বলি ও নবীর পক্ষ থেকে তাকে তা অবহিত করায়। সেটি তার কাছে ছিল এমন এক বিশয় যেন আমরা তার কাছে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি যখন পরিস্থিতির কারণে তার অবস্থা ছিল হতাশা ও দুঃখজনক, তাই সে আমরা যা চাই তাতে (ইতিবাচক) সাড়া দেয়।'-------

[পৃষ্ঠা ২৭-২৮] 'আমরা এক পরিকল্পনা করি ও সেই অনুযায়ী আমি (আল-আসওয়াদের) স্ত্রী আজাদ এর সাথে দেখা করতে যাই, তাকে বলি: [163]

"হে আমার ভাতিজি, তুমি জানো যে এই লোকটি তোমার লোকদের দুর্ভাগ্যের প্রতিনিধি; সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তোমার লোকদের উপর অত্যধিক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের অপমান করেছে ও নারীদের অসম্মান করেছে। সুতরাং তুমি কি তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারো?"

এতে সে জবাব দেয়, "কি উদ্দেশ্যে?"

আমি বলি, "তাকে বহিষ্কার করতে।"

সে যোগ করে, "নাকি তাকে হত্যা করতে?"

আমি জবাবে বলি, "কিংবা তাকে হত্যা করতে।"

সে বলে, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমার কাছে তার চেয়ে বেশী ঘৃণ্য আর কাউকে সৃষ্টি করে নাই। সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (এমনকি) যা সঠিক তার প্রতিও কোন মনোযোগ দেয় না, কিংবা তার [আল্লাহর] ওয়াস্তে কোন নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে না। সুতরাং যখন তোমরা (কিছু করার) সিদ্ধান্ত নাও আমাকে জানিও, যাতে আমি তোমাদের জানাতে পারি যে কিভাবে এটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।"' --

[পৃষ্ঠা ৩০] 'এই পরিস্থিতিতে আমরা কায়েসের কাছে খবর পাঠায়, (তাকে বলি) যে সে যেন আমাদের কাছে আসে। তারা সকলেই সম্মত হয় যে আমাকে মহিলাটির কাছে ফিরে যাওয়া উচিত ও তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানানো উচিত, যাতে

সে আমাদের (করণীয় কী তার) নির্দেশ দিতে পারে। তাই আমি মহিলাটির কাছে যাই ও বলি, "তুমি কি মনে করো?"

সে জবাবে বলে, "সে সতর্ক ও (দৃঢ়ভাবে) সুরক্ষিত। এই কক্ষটি ছাড়া প্রাসাদের প্রতিটি অংশ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত; এর পিছন দিকটা রাস্তার অমুক অমুক জায়গায়, সুতরাং সন্ধ্যা হলে এদিক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ কর; তোমরা তখন প্রহরীদের নজরের বাইরে থাকবে ও তাকে হত্যার পথে তোমাদের কোন বাধায় থাকবে না।" অতঃপর সে বলে, "(কক্ষটির) ভিতরে তোমরা একটি বাতি ও অস্ত্রের সন্ধান পাবে।"' ------

[পৃষ্ঠা ৩১-৩৩] 'যখন সন্ধ্যা হয় আমরা আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর করি, আমাদের পক্ষের লোকেরা আমাদের সাথে (আগেই) একমত। আমরা হামদানীদের সাথে ও হিমায়ারদের সাথে যোগাযোগ করার আগেই এগিয়ে যাই ও বাহির থেকে কক্ষটির ভিতর প্রবেশ করি। ভিতরে প্রবেশের পর দেখি যে এটির ভিতরে একটি বড় পাত্র ও তার নিচে একটি প্রদীপ। আমরা ফিরোজকে (প্রথমে প্রবেশের সুযোগ) দিয়ে নিজেদের রক্ষা করি, যে ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী, ও বলি, "যা দেখতে পারো, দেখো।" তাই সে বেরিয়ে পড়ে, যেখানে আমরা অবস্থান করি (আল-আসওয়াদ) ও প্রাঙ্গণে থাকা তার রক্ষীদের মাঝখানে। [164]

যখন (ফিরোজ) ঘরের দরজাটির কাছে যায়, সে উচ্চস্বরে নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায় ও দেখে যে সেখানে মহিলাটি বসে আছে। অতঃপর (ফিরোজ) যখন দরজাটির পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তাকে (আল-আসওয়াদ) উঠে বসায় ও তার জবান

দিয়ে তাকে সম্বোধন করায়। সে উঠে বসে ও নাক ডাকে এবং এও বলে, "হে ফিরোজ, তোমার সাথে আমার কোনই কারবার নেই!"

এতে (ফিরোজ) ভীত হয় এই ভেবে যে, যদি সে ফিরে যায় তবে তাকে ও মহিলাটিকে হত্যা করা হবে। তাই সে দ্রুত কাজ করে ও উটের মতো (পিছন থেকে আরোহণ) তার উপর চেপে বসে। সে তার মাথাটি ধরে ও তার ঘাড়টি ভেঙ্গে দিয়ে হত্যা করে ও তার পিঠে হাঁটু রেখে তা ভেঙ্গে ফেলে। অতঃপর সে বাইরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। এই সময় তাকে হত্যা করা হয় নাই ভেবে মহিলাটি তার জামাটি ধরে বলে, "কেনো তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো?" (ফিরোজ) জবাবে বলে, "তার মৃত্যুর খবরটি আমার সঙ্গীদের জানাতে।"

অতঃপর (ফিরোজ) আমাদের কাছে আসে ও আমরা (আল-আসওয়াদের) মাথাটি কেটে ফেলার আকাঙ্ক্ষায় তার সাথে গমন করি; কিন্তু শয়তান তাকে এমনভাবে নড়াচড়া ও এপাশ ওপাশ করায় যে (ফিরোজ) তাকে আটকাতে পারে না। তখন আমি বলি, "(তোমরা সবাই) তার বুকের উপর চেপে বসো।" তাই (আমাদের দুজন) তার বুকে চেপে বসি, আর মহিলাটি তার চুল ধরে রাখে। আমরা একটা বিড়বিড় আওয়াজ শুনতে পাই, তাই আমি তাকে একটা ন্যাকড়া দিয়ে ঘোড়ার লাগাম লাগানোর মত করে ধরে রাখি ও (ফিরোজ) ছুরিটা তার গলার উপর চালিয়ে দেয়। এতে সে আমার শোনা সবচেয়ে জোরে চিৎকার করা ষাঁড়ের মতো আওয়াজ করে, যে কারণে প্রহরীরা দ্রুত দরজার দিকে চলে আসে - তারা কম্পাউন্ডের চারপাশেই ছিল - ও বলে, "এটা কি? এটা কি?" তখন মহিলাটি জবাব দেয়, "এটি (কেবল) নবী, ওহী প্রাপ্ত হচ্ছেন।" অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে।

আমরা সারা রাত জেগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি যে কিভাবে আমাদের সমর্থকদের এটি জানানো যায়, আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ (উপস্থিত) নেই - ফিরোজ, দাধাওয়া ও কায়েস। ফলস্বরূপ আমরা সম্মত হই যে, আমরা আমাদের সমর্থকদের সাথে যে রণ-হুঙ্কার দেয় তাই দেবো ও অতঃপর নামাজের জন্য আযান দেবো। যখন ভোরের আবির্ভাব হয়, তখন দাধাওয়া মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের (উভয়কে) আতঙ্কিত করে রণ-হুঙ্কার দেয়। (আল-আসওয়াদের) রক্ষীরা আমাদের চারপাশে এসে জড়ো হয়; তখন আমি নামাজের জন্য আজান দেই। তাদের ঘোড়সওয়াররা তাদের রক্ষীদের কাছে এসে জড়ো হয়, তাই আমি চিৎকার করে বলি "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল ও আবহালাহ একজন মিথ্যাবাদী,"

অতঃপর আমরা তার কল্লাটি তাদের দিকে ছুঁড়ে মারি।'-------

[পৃষ্ঠা ৩৮] 'উবায়দুল্লাহ <তার চাচা <সাইফ হইতে বর্ণিত; এবং আল-সারী <শুয়ায়েব <সাইফ <সাহল বিন ইউসুফ <তার পিতা <উবায়েদ বিন সাখর হইতে বর্ণিত: প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (আল-আসওয়াদের) শাসনকাল ছিল তিন মাস।

আল-সারি <-শুয়ায়েব <সাইফ হইতে বর্ণিত; এবং উবায়দুল্লাহ <তার চাচা <সাইফ <জাবির বিন ইয়াযিদ <উরওয়াহ বিন গাযিয়াহ <আল-দাহহাক বিন ফিরোজ হইতে বর্ণিত: খুব্বানের গুহা থেকে তার আবির্ভাব ও তাকে হত্যা পর্যন্ত সময় ছিল প্রায় চার মাস; এর আগে সে তার ব্যাপারটি গোপন করে আসছিল, পরে তা প্রকাশ্যে আসে।'-- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কী নৃশংস বর্ণনা! আদি উৎসে আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই সব লোকদের এলাকাগুলো হস্তগত করে তাঁদের বিভিন্ন গোত্রের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আল-আসওয়াদ আল আনসির চিঠি:

"ওহে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছো: তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের ভূমি থেকে যা কিছু আয়ত্ত করে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছো, যতক্ষণ তোমরা (এই অবস্থানে) আছো, ততক্ষণ আমরাই এর বেশি হকদার।"

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যা সুস্পষ্ট, তা হলো:

যে কায়েস বিন আবদ ইয়াকুত, ফিরোজ ও দাধাওয়া নামের যে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তাদেরকেই তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর কমান্ডের দায়িত্ব নিযুক্ত করেছিলেন। যা প্রমাণ করে যে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিও তিনি ছিলেন সহনশীল। পরবর্তীতে তারাই তাঁকে প্রতারণার আশ্রয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল! এটি মুহাম্মদের শিক্ষা। মুহাম্মদের বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয়ের মূল কারণ হলো, তাঁরা কখনোই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মত প্রতারক ও নৃশংস হতে পারেন নাই।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায়

বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [144]

[Page 18-19] 'According to what we have learned, when Badham'and the Yemen embraced Islam, the Apostle of God placed in Badham's hands the governorship of all the Yemen, putting him in charge of all its districts; and he continued to be the Apostle's governor all the days of his life. The Apostle did not dismiss him from it or from any part of it, nor did he place in it any associate with him, until Badham died. After he died, the Apostle divided governorship of the Yemen among a group of his companions.

According to `Ubaydallah b. Sa`id al-Zuhri-his uncle Sayf; and according to al-Sari b. Yahya-Shu`ayb b. Ibrahim - Sayf-Sahl b. Yusuf-his father-`Ubayd b. Sakhr b. Lawdhan al-Ansari al-Salmi (who was one of those whom the Prophet sent with the governors of Yemen): In the year 10, after he had performed the "completion pilgrimage." l and after] Badham had died, the Prophet accordingly divided up his governorship among the following : Shahr b. Badham, 'Amir b. Shahr al-Hamdani Abdallah b. Qays Abu Musa al-Ash'ari, Khalid b. Said b. al-'As, al-Tahir b. Abi Halah, Ya`la b. Umayyah, and 'Amr b. Hazm; to and over the Hadramawt country Ziyad b. Labid al-Bayadi; and `Ukkashah b. Thawr b. Asghar al

Ghawthii over the Sakasik, Sakun, and Mu`awiyah b. Kindah. And he sent Mu`adh b. Jabal"' as teacher to the people of the countries of Yemen and Hadramawt.'-------

[Page 21-24] 'According to al-Sari-Shu'ayb b. Ibrahim-Sayf-Talhah b. al-A`lam-'Ikrimah-Ibn Abbas: The first ones who resisted al-`Ansi and tried to match his numbers were Amir b. Shahr al-Hamdani, in his district, and Fayruz and Dadhawayh in their districts. Then there followed those who had been assigned commands.

According to `Ubaydallah b. Sa`d - his uncle-Sayf; and according to al-Sari-Shu'ayb-Sayf-Sahl b. Yusuf-his father - 'Ubayd b. Sakhr: While we were in al-Janad, having laid out for them what [conditions] were necessary and having drawn up agreements between us, a letter arrived from al-Aswad. [It said:] "Oh you who are marching against us: Grasp firmly against us that which you have taken of our land, and hold back that which you have gathered, for we are more entitled to it, as long as you are [in the situation] you are."

So we asked the messenger from where he had come. He replied: "From the cave of Khubban." Then he directed himself toward Najran until he took it ten [days] after coming out [in rebellion], and the bulk of Madhhij submitted to him. So, while we were taking care of our business and gathering our force, someone came to us and said, "This al-Aswad is in Sha`ub."

Shahr b. Badham had gone out against him twenty days after the beginning [of his revolt], and while we were awaiting the news of who would be defeated, we learned that (al-Aswad) had killed Shahr and routed the Abna'138 and taken possession of San a', twenty-five days from his uprising. Mu`adh [b. Jabal] fled until he passed by Abu Musa while he was in Ma'rib, and the two then rushed to Hadramawt.139 Mu'adh settled among the Sakun, and Abu Musa among the Sakasik that are adjacent to al-Mufawwur,140 with the desert between them and Ma'rib. The other commanders withdrew to al-Tahir [b. Abi Halah], except for Amr and Khalid,141 who returned to Medina. Al-Tahir at that time was in the midst of the 'Akk country, facing San`a'. ‘Al-Aswad subdued [the territory] between Sayhad-the desert of Hadramawt - to the province of al-W'a'if [to the north], to al-Bahrayn in the direction of Aden. The Yemen submitted to him, while the `Akk in the Tihamah were resisting him, and [his movement] began to advance like wildfire.

The day he met Shahr [in battle] he had with him seven hundred horsemen, in addition to the camel riders; his commanders were Qays b. 'Abd Yaghuth al-Muradi, Mu`awiyah b. Qays al-Janbi, Yazid b. M.h.r.m., Yazid b. Husayn al-Harithi, and Yazid b. al-Afkal al-Azdi. His rule became stable; his order was considered harsh. Some of the—coastal districts submitted to him-Jazan (and] 'Athr and al-Sharjah and al-Hirdah and Ghalafigah and Aden;` and al-janad–and then San`a' to the province of al-Ta'if [and] to al-Ahsiyah and `Ulayb.

‘The Muslims dealt with him out of fear;' the apostates dealt with him out of disbelief and turning back from Islam. His lieutenant among Madhhij was 'Amr b. Madikarib. He based his command on a group of warriors; as for the command of his army, it was in the hands of Qays b. 'Abd Yaghuth, and he put command of the Abna' in charge of Fayruz and Dadhawayh. Then, after he had made much slaughter in the land, he made light of Qays and Fayruz and Dadhawayh and married the wife of Shahr, who was Fayruz's niece.’ ----

[Page 25-26] ‘While we were in this state in Hadramawt and not free from fear that al-Aswad might march against us or send an army against us, or that some rebel might arise in Hadramawt demanding what al-Aswad demanded, lo and behold, letters reached us from the Prophet. In them he commanded us to send men to seek out (al-Aswad) by deceit, or to assault him [openly], and to tell about that, on the Prophet's behalf, everyone who desired anything from him. Mu`adh accordingly undertook what he was ordered to do, so that we grew powerful and became confident of victory.’

According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf; and according to `Ubaydallah-his uncle-Sayf-al-Mustanir b. Yazid-'Urwah b. Ghaziyyah al-Dathini- al-Dahhak b. Fayruz; and according to al-Sari-Jushaysh' b. al-Daylami; and according to `Ubaydallah b. Jushaysh b. al-Daylami: Wabr b. Yuhannis came to us with the Prophet's letter, in which he ordered us to stand

firm in our religion and to rise up in war and to take action against al-Aswad either by stealth or by brute force. [And he ordered] that we inform on his behalf anyone whom we thought to be of help and obedient; so we did accordingly, and we saw that the matter was difficult.

And we saw that (al-Aswad) was resentful toward Qays b. 'Abd Yaghuth, who was in command of his army. So we said [to ourselves] that (Qays) would be in fear for his life, so he would be ready to be invited [to join our cause], so we invited him, telling him of the matter and informing him on the Prophet's behalf. It was as if we had descended upon him from heaven while he was in perplexity and sadness over his situation, so he responded [affirmatively] to what we wished in that. Wabr b. Yuhannis came to us, and we wrote to the people calling them [to Islam].' -----

[Page 27-28] 'We hatched a plan, and accordingly I went to visit Azad, (al-Aswad's) wife, saying to her, "Oh my cousin, you know the misfortune this man represents for your people; he has killed your husband, made excessive slaughter among your people, humiliated those who remained of them, and disgraced the women. So might you have some conspiracy against him?" At this she replied, "To what end?" I said, "To expel him." She added, "Or to kill him?" I replied, "Or to kill him." She said, "Yes, by God. God has created no one more hateful to me than he is. He does not attend to what is right [even] for the sake of God, nor

does he refrain from what is forbidden171 for His sake. So when you have resolved [what to do], let me know so that I may inform you of how this may be accomplished."'-----

[Page 30] 'At this we sent to Qays, [telling him] that he should come to us. Together they agreed that I should return to the woman to inform her of our decision, so she might tell us what she would order [us to do]. So I went to the woman and said, "What do you think ?" She replied, "He is cautious and [closely] guarded. Every part of the palace is surrounded by the guard, except this room; the rear of it is at such-and-such a place on the street, so, when evening has come, break into it; you will then be inside the guard, and nothing will stand in the way of killing him." Then she said, "In [the room] you will find a lamp and weapons."' -------

[Page 31-33] 'When it was evening, we put our plan into effect, our partisans having agreed with us [beforehand]. We went ahead before making contact with the Hamdanis and Himyaris and broke into the room from the outside. Then we entered and in it was a lamp under a large bowl. We protected ourselves [by letting] Fayruz, who was the bravest and strongest of us, [go first] and said: "Look [and see] what you can see." So he went out, while we were between (al-Aswad) and the guards that were with him in the compound. When (Fayruz) got near the door of the room, he heard a loud snoring, and, lo, there was the woman, sitting up. Then, when (Fayruz) stood by the door, Satan made

(al-Aswad) sit up and address him with his tongue. He was snoring as he sat and also saying, "I have nothing to do with you, oh Fayruz!"

At this (Fayruz) feared that if he went back he and the woman would be killed. So he acted first and came on him [from behind as if to mount him] like a camel. He took his head and killed him by breaking his neck and placing his knee on his back and breaking it. Then he got up to go out. At this the woman, thinking that he had not killed him, took hold of his robe saying, "Why are you leaving me?" (Fayruz) replied, "To inform my companions of his death." Then (Fayruz) came to us, and we went off with him wishing to cut off (al-Aswad's) head; but Satan made him move, tossing about so that (Fayruz) could not restrain him. Whereupon I said, "[All of you] sit on his chest." So two [of us] sat on his chest, and the woman took hold of his hair. We heard a muttering noise, so I bridled him with a rag, and (Fayruz) passed the knife over his gullet. At this he bellowed, like the loudest bellowing of a bull that I have ever heard, so that the guards hurried to the door-they were around the compound- and said, "What's this? What's this?" Whereupon the woman replied, "It is [only] the prophet, receiving revelations." Then he passed away.

We stayed up all night discussing among ourselves how to notify our supporters, there being none other [present] than the three of us - Fayruz, Dadhawayh, and Qays. Consequently we agreed to give our war

cry that we had with our supporters, and then to make the call to prayer. When the dawn appeared, therefore, Dadhawayh called out the war cry, terrifying [both] the Muslims and the unbelievers. The guards [of al-Aswad] gathered, surrounding us; then I gave the call to prayer. Their horsemen gathered to the guards, so I called out, "I bear witness that Muhammad is the Apostle of God and that Abhalah is a liar," and we threw his head to them.'----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[144] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ১৮-৩৮

[145] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৩১: "বাধাম ছিলেন এক 'আবনা' ('পুত্র'), আনুমানিক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে সাসানিয়ান (পারস্য) সম্রাট খসরু আনুশিরওয়ান কর্তৃক ইয়েমেনে পাঠানো পারস্যবাসীদের বংশধর।"

[146] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১০৫: আমির বিন শহর আল-হামদানি - "তিনি ছিলেন এক ইয়েমেনি উপজাতি ও ইয়েমেনের নবীর গভর্নরদের একজন, যিনি পরে আল-কুফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।"

[147] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১০৬: আবদুল্লাহ বিন কায়েস আবু মুসা আল-আশারি "ইয়েমেনি উপজাতি যিনি ৬২৮ সালের জুলাই মাসে নবীর কাছে এসেছিলেন; পরবর্তীতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।"

[148] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১০৭: খালিদ বিন সাইদ বিন আল-আস - "উমাইয়া বংশোদ্ভূত একজন কুরাইশ, যিনি ছিলেন প্রথম দিকের মুসলমানদের একজন। নবী তাকে ট্যাক্স আদায়কারী হিসাবে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন ইসলামে ধর্মান্তরিত ফারওয়াহ বিন

মুসায়েক নামের এক ইয়েমেনি লোকের সাথে। পরবর্তীতে তার সামরিক ও রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ছিল বিতর্কিত।"

[149] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১০৮: আল-তাহির বিন আবি হালাহ - "তিনি ছিলেন নবীর প্রথম স্ত্রী খাদিজার পুত্র, যাকে তামিম গোত্রের এক সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যারা ছিল কুরাইশের আবদ আল-দার গোত্রের মিত্র।"

[150] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১০৯: ইয়ালা বিন উমাইয়া - "তিনি ছিলেন একজন তামিমি, কুরাইশদের বানু নওফাল গোত্রের মিত্র, যিনি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"

[151] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১১০: আমর বিন হাযম - "মনে হয় তিনি ছিলেন মদিনার এক খাযরাজি, বানু আল-নাজ্জার গোত্রের।"

[152] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১১১: যিয়াদ বিন লাবিদ আল-বেইয়াদি - "তিনি ছিলেন মদিনার এক খাজরাজি, যিনি মদিনায় নবীর হিজরতের আগে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"

[153] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১১৩: সাকাসিক, সাকুন ও মুয়াবিয়া বিন কিনদা - "হাদরামওয়াত অঞ্চলের তিন উপজাতি, যারা বংশগতভাবে ছিল কিনদা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই সময়ে ছিল রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন।"

[154] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১১৪: মুয়াধ বিন জাবাল - "তিনি ছিলেন এক মদিনা-বাসী, যিনি ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন ও যিনি তার ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য ছিলেন বিখ্যাত।"

[155] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৩২: "ফিরোজ ও দাধাওয়া উভয়েই ছিল 'আবনা' ও তারা আল্লাহর নবীর অধীনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

[156] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৩৫: খুব্বান - "স্পষ্টতই এই প্রতিবেদন ও এর মতো অন্য একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, একে নাজরানের নিকটবর্তী একই নামের এক উপত্যকার একটি গ্রাম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"

[157] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৩৬: “মাধিজ ছিল ইয়েমেনের এক বৃহৎ গোত্র বা উপজাতীয় কনফেডারেশন, যারা পরবর্তীতে মিশর ও সিরিয়ায় ইসলামিক বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।"

[158] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৩৭: 'শাউব' - "সানা'র নিকটবর্তী এক উঁচু দুর্গ।"

[159] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৪৩: সেহাদ- “মারিব ও হাদরামাওয়াতের মধ্যবর্তী মরুভূমি।"

[160] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৫১: “Reading taqiyya, with Emendanda, for baqiyya in the text and Nuwayri.”

[161] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৫৩: "আল-আসওয়াদ শাহর এর পিতা বাধানের স্ত্রীকে বিবাহ করে।"

[162] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৫৮:“ওয়াবর বিন ইউহানিস ছিল আবনাদের একজন, যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

[163] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৭০: "আজাদ বা আজাধ ছিলেন শাহর বিন বাধানের স্ত্রী ও তিনি ছিলেন ফিরোজের ভাতিজি।"

[164] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৯৪: হিমায়ার – “হিমায়ার বিন আমির ছিলেন দক্ষিণ আরবের এক বৃহৎ জাতি বা উপজাতি যারা ছিল ইয়েমেনি রাজবংশের শেষ শাসকদের যোগানদাতা।"

২৭২: শেষ অসুস্থতা: আয়েশার গৃহে সূচনা!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর 'বিদায় হজ্জ' সম্পন্ন করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার সময় তিনি কী কারণে তাঁর প্রয়াত পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার পুত্র ওসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে 'মুতা হামলার' নির্দেশ জারী করেছিলেন; তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কী কারণে ইয়েমেনে আল আসওয়াদ বিন আনসির নেতৃত্বে, বিদ্রোহ, ইয়ামামায় মুসাইলিমা বিন হাবিবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ও বানু আসাদ গোত্রের তুলায়হা বিন খুয়ালিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন ও লোকেরা দলে দলে 'ইসলাম ত্যাগ' শুরু করেছিল; মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন আগে 'প্রতারণার আশ্রয়ে' রাত্রিকালে কী অমানুষিক নৃশংসতায় তাঁর অনুসারীরা আল আসওয়াদ বিন আনসিকে হত্যা করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত তিনটি পর্বে (পর্ব: ২৬৯-২৭১) করা হয়েছে। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদের এই শেষ অসুস্থতার শুরু হয়েছিল তখন, যখন তিনি আয়েশার গৃহে অবস্থান করছিলেন।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [165] [166]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৭১) পর:

আল্লাহর নবীর অসুস্থতার সূচনা:

'যখন বিষয়গুলি এইভাবে চলছিল তখন আল্লাহর নবী ঐ অসুস্থতায় ভুগতে শুরু করেছিলেন যার দ্বারা আল্লাহ তাঁকে সম্মান এবং সমবেদনায় নিয়ে গিয়েছিল। সে তাঁর জন্য তা মনস্থ করেছিল সফর মাস শেষ হওয়ার কিছু আগে কিংবা রবিউল আউয়ালের মাসের শুরুতে। আমাকে যা বলা হয়েছে তা হলো, এটি শুরু হয়েছিল তখন যখন তিনি মাঝরাতে বাকিউল-ঘারকাদে [কবরস্থান] গিয়েছিলেন ও মৃতদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে এসেছিলেন ও সকালে তাঁর দুর্ভোগ শুরু হয়েছিল।' [167] ----

ইয়াকুব বিন উতবা হইতে <মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল-যুহরি হইতে < উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ হইতে < নবীর স্ত্রী **আয়েশা হইতে বর্ণিত:**

আল্লাহর নবী কবরস্থান থেকে ফিরে আসেন ও আমাকে প্রচণ্ড মাথাব্যথায় ভুগতে দেখেন। আমি বলছিলাম, 'হায়রে আমার মাথা!' তিনি বলেন, 'না, আয়েশা, হায়রে আমার মাথা!' অতঃপর তিনি বলেন, 'যদি তুমি আমার আগে মারা যাও যাতে আমি তোমাকে কাফনে জড়িয়ে তোমার জন্য দোয়া করতে পারি ও তোমাকে কবর দিতে পারি, তবে কি তোমার কষ্ট হবে?' আমি বলি, ' আমার মনে হয়, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি যে যদি আপনি তা করতেন তবে এরপর আপনি আমার বাড়িতে ফিরে এসে এর ভিতরেই আপনি আপনার স্ত্রীদের একজনের সাথে দাম্পত্য-রাত যাপন করতেন।' [168]

আল্লাহর নবী মুচকি হাসেন, অতঃপর যখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে একের পর এক যেতে থাকেন তখন তাঁর ব্যথাটি তাঁকে কাবু করে ফেলে ও মায়মুনার গৃহে যাওয়ার

পর তা তাঁকে কাহিল করে দেয়। তিনি তাঁর স্ত্রীদের ডেকে আমার গৃহে তাঁর পরিচর্যার অনুমতি চান; তারা তাতে রাজী হয়।' [169]

আল্লাহর নবী তাঁর পরিবারের দুজন লোকের মাঝে হাঁটতে থাকেন যাদের একজন ছিলেন আল-ফাদল বিন আল-আব্বাস। তাঁর মাথা কাপড়ে বাঁধা ছিল ও আমার বাড়িতে আসার সময় তিনি তাঁর পা হেঁচড়ায়ে নিয়ে আসছিলেন। উবায়দুল্লাহ এই রেওয়াতটি আবদুল্লাহ বিন আল-আব্বাসকে বর্ণনা করেছিল, যে তাকে জানিয়েছিল যে অন্য লোকটি ছিল আলী। (আল-তাবারীর বর্ণনা: '---উবায়দুল্লাহ (বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা) বলেছেন: আমি (যখন) আয়েশার বর্ণিত এই ঘটনাটি আবদুল্লাহ বিন আল-আব্বাস কে বর্ণনা করি, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি জানো যে (অন্য) লোকটি কে ছিল?" আমি বলি, "না।" তিনি জবাবে বলেন, "(সে ছিল) আলী বিন আবু তালিব, কিন্তু আয়েশা নিজে তার সম্পর্কে ভাল কথা বলতে পারে নাই যদিও সে তা করতে পারতো।")।

অতঃপর আল্লাহর নবীর অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পায় ও তিনি ব্যথায় অনেক কষ্ট পান। তিনি বলেন, "বিভিন্ন কূপের পানি থেকে সাতটি চামড়ার মশকে [পানি বহনের জন্য নির্মিত চামড়ার থলি] পানি এনে আমার ওপর ঢেলে দাও, যাতে আমি লোকদের কাছে যেতে পারি ও তাদের নির্দেশ দিতে পারি।" আমরা তাঁকে হাফাসা বিনতে উমরের গোসলের ঘরে বসিয়ে দিই ও তাঁর উপর পানি ঢালতে থাকি যতক্ষণ না তিনি চিৎকার করে বলেন, "যথেষ্ট, যথেষ্ট!"’ ----

সহি বুখারী ভলুম ৭, বই নম্বর ৭১, হাদিস নম্বর ৬১২: [170]

‘আয়েশা (নবীর স্ত্রী) থেকে বর্ণিত: যখন আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে ও তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের কাছে আমার বাড়িতে তাঁর চিকিৎসার অনুমতি চান ও তারা তাঁকে অনুমতি দেয়। তিনি দু'জন লোকের সাহায্যে বেরিয়ে আসেন ও তিনি আব্বাস ও অন্য একজন লোকের মাঝখানে তাঁর পাগুলো মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। (উপ-বর্ণনাকারী যখন ইবনে আব্বাসকে এই কথাটি বলে, সে বলেছিল: “তুমি কি জানো যে অন্য ব্যক্তিটি কে ছিল যার কথা আয়েশা উল্লেখ করে নাই?” উপ-বর্ণনাকারী বলে: “না।” ইবনে আব্বাস বলে: “তিনি ছিলেন আলী।”)

আয়েশা আরও বলেছে: যখন আল্লাহর নবী আমার ঘরে প্রবেশ করেন ও তাঁর রোগ বৃদ্ধি পায়, তখন তিনি বলেন, "আমার উপর সাতটি পানি-পূর্ণ (যার ফিতার বাঁধন খোলা হয়নি) চামড়ার মশকের পানি ঢেলে দাও, যাতে আমি লোকদের কিছু উপদেশ দিতে পারি।" তাই আমরা তাঁকে তাঁর স্ত্রী হাফসার একটি টবে বসায় ও সেই চামড়ার মশকগুলো থেকে তাঁর উপর পানি ঢালতে থাকি যতক্ষণ না তিনি আমাদের ইশারা করে তা থামাতে বলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে লোকদের কাছে যান ও তাদের নামাজের নেতৃত্ব দেন ও তাদের সামনে ভাষণ দেন।'

‘Narrated `Aisha: (the wife of the Prophet) When the health of Allah's Messenger (ﷺ) deteriorated and his condition became serious, he asked the permission of all his wives to allow him to be treated In my house, and they allowed him. He came out, supported by two men and his legs were dragging on the ground between `Abbas and another man. (The sub-narrator told Ibn

`Abbas who said: Do you know who was the other man whom `Aisha did not mention? The sub-narrator said: No. Ibn `Abbas said: It was `Ali.) `Aisha added: When the Prophet entered my house and his disease became aggravated, he said, "Pour on me seven water skins full of water (the tying ribbons of which had not been untied) so that I may give some advice to the people." So we made him sit in a tub belonging to Hafsa, the wife of the Prophet (ﷺ) and started pouring water on him from those water skins till he waved us to stop. Then he went out to the people and led them in prayer and delivered a speech before them.'

সহি বুখারী ভলুম ৭, বই নম্বর ৭১, হাদিস নম্বর ৬৩১: [171]

'আয়েশা থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবীর মারাত্মক অসুস্থতার সময় তিনি মুয়াবিদাত (সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক) পাঠ করতেন ও অতঃপর তিনি তাঁর শ্বাস নিজের শরীরে ফুঁকে দিতেন। যখন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি ঐ দুটি সূরা পাঠ করে আমার শ্বাস তাঁর উপর ফুঁকে দিতাম ও তাঁর আশীর্বাদের জন্য তাঁর নিজের হাত তাঁর শরীর ঘষতাম।" (আল-যুহরি কে মামর জিজ্ঞাসা করেছিল: নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিভাবে ফুঁ দিতেন? আল-যুহরি বলেছিল: তিনি তাঁর হাতগুলোর উপর ফুঁ দিতেন ও অতঃপর তা তাঁর মুখের উপর সঞ্চালন করতেন।)'

‘Narrated `Aisha: During the Prophet's fatal illness, he used to recite the Mu'auwidhat (Surat An-Nas and Surat Al- Falaq) and

then blow his breath over his body. When his illness was aggravated, I used to recite those two Suras and blow my breath over him and make him rub his body with his own hand for its blessings." (Ma`mar asked Az-Zuhri: How did the Prophet (ﷺ) use to blow? Az-Zuhri said: He used to blow on his hands and then passed them over his face.'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের উপরে বর্ণিত ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের অসুস্থতার সূত্রপাত হয়েছিল তখন যখন তিনি রাত্রিকালে কবর জিয়ারত শেষে আয়েশার ঘরে ফিরে এসেছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি দেখতে পান যে "আয়েশা ভীষণ মাথা ব্যথায় কাতরাচ্ছে!" মুহাম্মদ তাকে বলেন যে "তাঁরও ভীষণ মাথা ব্যথা!" অতঃপর মুহাম্মদের অসুস্থতা এমনই প্রকট হয়ে উঠে যে তিনি তাঁর পা-দুটিও ঠিক মতো টানতে পারছিলেন না, তিনি হেঁচড়ায়ে হেঁচড়ায়ে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। অতঃপর, তিনি তাঁর যন্ত্রণা উপশমের লক্ষ্যে তাঁর অনুসারীদের এই আদেশ করেছিলেন যে তারা যেনো ভিন্ন ভিন্ন কুপ থেকে সাতটি চামড়ার মশকে করে পানি এনে তাঁর শরীরের উপর ঢেলে দেয়। তাঁর অনুসারীরা তাই করে ও তাঁর শরীরে পানি ঢালতে থাকে যতক্ষণে না তিনি তিনি চিৎকার করে বলেন যে, "যথেষ্ট, যথেষ্ট!"

যে সমস্ত মুমিন বান্দারা দাবী করেন যে কুরআনের বিশেষ কোন বাণীর মাধ্যমে শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা সম্ভব, তাঁদের জানা উচিত যে কুরআনের কোন বিশেষ বানী "স্বয়ং নবী মুহাম্মদেরই কোন উপকারে আসে নাই!" আর যে সমস্ত মুমিন

বান্দারা কুরআনে বিজ্ঞান আবিষ্কারে ব্যস্ত, তাঁদের জানা উচিত যে নবী মুহাম্মদ তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়ে তাঁর নিজের জন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো, "বিভিন্ন কূপ থেকে সাতটি চামড়ার মশকে করে পানি এনে মাথায় ঢালা!"

উপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, এই অসুস্থতার সময় মুহাম্মদ তাঁর যে দুই একান্ত পরিবার সদস্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন তাঁদের একজন ছিল মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাসের পুত্র আল-ফাদল বিন আল-আব্বাস ও অন্যজন ছিলেন আলী ইবনে আবু-তালিব। নবী পত্নী আয়েশা, আলীকে এতই অপছন্দ করতেন যে তিনি তাঁর এই ঘটনার বর্ণনায় আলীর নামটি পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেন নাই। এ বিশয়ে ইবনে হিশাম সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনার চেয়ে আল-তাবারী সূত্রের বর্ণনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

'আলীর বিরুদ্ধে আয়েশার ক্ষোভের কারণটি ছিল এই যে, তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদের ঘটনাটির সময় (কুরআন: ২৪: ১০-২০) আলী ইবনে আবু তালিব আল্লাহর নবীকে তাকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।' এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "আয়েশার প্রতি অপবাদ: মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া' পর্বটিতে (পর্ব: ১০৩) করা হয়েছে। [172]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[165] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৭৮-৬৭৯

[166] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭০

[167] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১১৬৪:

'সেই রাতে আল্লাহর নবী আয়েশার সাথে ছিলেন'।'

[168] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি, ভলুম ৭, বই ৭০, হাদিস নম্বর ৫৭০:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-70/Hadith-570/

‘Narrated Al-Qasim bin Muhammad: `Aisha, (complaining of headache) said, "Oh, my head"! Allah's Messenger (ﷺ) said, "I wish that had happened while I was still living, for then I would ask Allah's Forgiveness for you and invoke Allah for you." Aisha said, "Wa thuklayah! By Allah, I think you want me to die; and If this should happen, you would spend the last part of the day sleeping with one of your wives!" The Prophet (ﷺ) said, "Nay, I should say, 'Oh my head!' I felt like sending for Abu Bakr and his son, and appoint him as my successor lest some people claimed something or some others wished something, but then I said (to myself), 'Allah would not allow it to be otherwise, and the Muslims would prevent it to be otherwise".

[169] নবী মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালে (জুন, ৬৩২ সাল) মোট নয় জন স্ত্রী জীবিত রেখে যান (পর্ব: ১০৮ ও ২৬৩)।

[170] সহি বুখারী ভলুম ৭, বই নম্বর ৭১, হাদিস নম্বর ৬১২:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-71/Hadith-612/

[171] সহি বুখারী ভলুম ৭, বই নম্বর ৭১, হাদিস নম্বর ৬৩১:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-7/Book-71/Hadith-631/

[172] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর- ১১৭১

২৭৩: শেষ অসুস্থতা: মসজিদ গমন ও ভাষণ - গুরুতর রোগবৃদ্ধি!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [173] [174]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৭২) পর:

'আল-যুহরি বলেছে, আইয়ুব বিন বশির তাকে বলেছে যে আল্লাহর নবী তাঁর মাথাটি কাপড়ে পেঁচিয়ে বেরিয়ে যান ও মসজিদের মিম্বরে গিয়ে বসেন। তিনি প্রথম যে কথাটি উচ্চারণ করেন তা হলো উহুদের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাদের জন্য দীর্ঘ সময় দোয়া করা; অতঃপর তিনি বলেন, "আল্লাহ তার একজন বান্দাকে এই দুনিয়া ও যা আল্লাহর কাছে রয়েছে তার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে এবং সে বেছে নিয়েছে পরেরটি।"

আবু বকর বুঝতে পারে যে তিনি এর মাধ্যমে নিজেকেই বোঝাতে চেয়েছেন ও সে কেঁদে কেঁদে বলে, "না, আমরা ও আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত।" তিনি জবাবে বলেন, "আবু বকর, আস্তে," আরও যোগ করেন, "মসজিদের দিকে খোলা এই দরজাগুলোর দিকে তাকাও ও আবু বকরের ঘরেরটি ছাড়া বাঁকি সবগুলো বন্ধ করে দাও; কারণ আমি তার চেয়ে ভালো বন্ধু আর কাউকে জানি না।"

আবদুল-রহমান বিন আবদুল্লাহ আমাকে সাইদ বিন মুয়াল্লাহর এক পরিবার সদস্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে যে, ঐদিন আল্লাহর নবী বলেছিলেন, "যদি আমি পৃথিবীতে একজন বন্ধু বেছে নিতে পারতাম তবে আমি আবু বকরকে বেছে নিতাম, তবে বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ আল্লাহর উপস্থিতি আমাদেরকে একত্রিত করে।' ----

যুহরি বলেছে যে আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক তাকে বলেছে, আল্লাহর নবী সেদিন বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহর কাছে উহুদের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, [বলেছিলেন] "হে মুহাজিরগণ, আনসারদের সাথে সদয় আচরণ করো, কারণ অন্যান্য লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রকৃতিগত-ভাবে তাদের সংখ্যা বিপুল সংখ্যক বৃদ্ধি পেতে পারে না। আমার প্রতি তদের ছিল নিত্য সান্ত্বনা ও সমর্থন। অতএব তাদের ভাল লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করো ও তাদের মধ্যে যারা বেপরোয়া তাদের ক্ষমা করো।"

অতঃপর তিনি নিচে নেমে আসেন ও তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন ও তাঁর ব্যথা বৃদ্ধি পায় যাতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন।' ----

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: [175]

'হুমায়েদ বিন আল-রাবী' বিন আল-খাররায < মান বিন ইসা < আল-হারিথ বিন আল-মালিক বিন আবদুল্লাহ বিন আইয়াস আল-লায়থি আল-আশজায়ি <আল-কাসিম বিন ইয়াযিদ <আবদুল্লাহ বিন কুসায়েত < তার পিতা <আতা <ইবনে আব্বাস < তার ভাই আল-ফদল বিন আব্বাস [হইতে বর্ণিত]:

আল্লাহর নবী আমাকে ডেকে পাঠান, তাই আমি গমন করি ও তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পাই, তাঁর মাথার চারপাশ ছিল আবৃত। তিনি আমাকে তাঁর হাত ধরতে বলেন ও আমি তাই করি যতক্ষণে না তিনি (হেঁটে মসজিদের) মিম্বারে গিয়ে বসেন। অতঃপর তিনি আমাকে লোকদের ডাকতে বলেন, (আমি তাই করি) ও তারা তাঁর চারপাশে গিয়ে জড়ো হয়। তিনি বলেন,

"হে লোকসকল, আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, সেইই তোমাদের একমাত্র ঈশ্বর। তারপর, তোমাদের ন্যায় সঙ্গত দাবীগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমি যার পিঠে চাবুক মেরেছি, এ হলো আমার পিঠ - তাকে প্রতিশোধ নিতে দাও; আর আমি যাকে গালাগাল করেছি, এই হলো আমার সম্ভ্রম - তাকে তার সমুচিত জবাব দিতে দাও। বিদ্বেষ না আমার স্বভাব, না আমার বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সেই যে আমার কাছ থেকে তার অধিকার দাবি করে (যদি সে সংক্ষুব্ধ পক্ষ হয়), অথবা সে যেন আমাকে (তার জন্য) ক্ষমা করে যাতে আমি সন্তুষ্ট অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করতে পারি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সামনে কয়েকবার না দাঁড়াচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত এটি যথেষ্ট নয়।"

অতঃপর তিনি (মিম্বার থেকে) নেমে আসেন ও যোহরের (দুপুরের) নামাজ আদায় করেন; ফিরে এসে মিম্বারে গিয়ে বসেন ও আগে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে তিন দিরহাম ঋণী।" তিনি বলেন, "হে ফাদল, তাকে (তিন দিরহাম) দিয়ে দাও", ও আমি তাই করি।

অতঃপর তিনি বসে পড়েন ও বলেন, “হে লোকসকল, যার প্রতিশ্রুতি আছে সে যেন তা পূরণ করে ও দুনিয়ায় হেনস্থার স্বীকার না হয়, কারণ বর্তমান জগতের অপমান আগামী জগতের অপমান (সহ্য করা) অপেক্ষা সহজতর।"

এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ায় ও বলে,"হে আল্লাহর রসূল, আমি (আপনার কাছে) তিন দিরহাম ঋণী যা আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করে আল্লাহর রাস্তায় নিয়েছিলাম।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এটা কেন করেছো?" লোকটি উত্তরে বলে, "আমার এটার প্রয়োজন ছিল।" তিনি বলেন, "হে ফাদল, তার কাছ থেকে (তিন দিরহাম) নিয়ে নাও।"

অতঃপর তিনি বলেন, “হে লোকসকল, যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে নিজের জন্য শঙ্কিত সে যেনো দাঁড়িয়ে যায়, আমি তার জন্য দোয়া করবো। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ায় ও বলে, "হে আল্লাহর রসূল, আমি একজন মিথ্যাবাদী, ঘুম থেকে দেরিতে উঠি ও নির্লজ্জ (কাজ করি)।" আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল্লাহ, তাকে আশীর্বাদ করো যেনো সে সত্যবাদী ও ইমানদার হয় এবং তার অলসতা দূর করো, যদি সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়!"

অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বলে, "আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল, আমি একজন মিথ্যাবাদী, মুনাফিক ও আমি এমন কোন কাজ নেই যা আমি করি নাই।" উমর ইবনে আল-খাত্তাব উঠে দাঁড়ায় ও বলে যে লোকটি নিজেকে অপমানিত করেছে। নবী বলেন, "হে আল-খাত্তাবের পুত্র, দুনিয়ার এই অপমান আসন্ন জগতের অপমান (সহ্য করা) অপেক্ষা সহজতর। হে আল্লাহ, আশীর্বাদ করো যেন ঐ ব্যক্তিটি সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হতে পারে ও তার বিষয়গুলো ভাল করে দাও।"

অতঃপর উমর আল্লাহর নবীকে ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলেন। আল্লাহর নবী মুচকি হেসে বলেন, "উমর আমার সাথে আছে ও আমি তার সাথে আছি।" আল্লাহর নবী ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমার পরে উমরকে অনুসরণ কর, সে যেখানেই থাকুক না কেনো।"' ----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের উপরে বর্ণিত ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: মুহাম্মদ তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় কখনো বা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আবু-বকরের, কখনো বা উমরের, আর কখনো বা আনসারদের। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষমতার উত্তরাধিকারী কে হবেন, সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ঘোষণা তিনি তাঁর এই ভাষণের কোথাও নেই!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[173] ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৭৯-৬৮০

[174] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭১-১৭২

[175] Ibid আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১

২৭৪: শেষ অসুস্থতা: জোরপূর্বক ঔষধ সেবন - নাকি বিষ প্রয়োগ?

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে রাত্রি যাপনের সময় শুরু হয়েছিল, তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সম্মতিক্রমে তাঁর কোন স্ত্রীর গৃহে অবস্থান করছিলেন ও অতঃপর তিনি মসজিদে গমন করে তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে কী ভাষণটি দিয়েছিলেন, মসজিদ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরই তাঁর অসুস্থতা কীভাবে প্রকট আকার ধারণ করেছিল ও তিনি কীভাবে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত দু'টি পর্বে করে হয়েছে।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [176] [177]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৭৩) পর, ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ:

'অতঃপর তিনি [মসজিদের মিম্বার থেকে] নেমে আসেন ও তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন ও তাঁর ব্যথা বৃদ্ধি পায় যাতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন।

অতঃপর তাঁর কয়েকজন স্ত্রী তাঁর কাছে এসে জড়ো হয়, উম্মে সালামা ও মায়মুনা এবং মুসলিমদের কয়েকজন স্ত্রী, যাদের মধ্যে ছিল আসমা বিনতে উমাইয়া, সেসময় তাঁর সাথে ছিল তাঁর চাচা আল-আব্বাস; ও তারা তাকে ওষুধ খেতে বাধ্য করতে

রাজি হয়। আব্বাস বলে, "আমাকে তাকে জোর করতে দাও," কিন্তু তারা সেটি করে। যখন তিনি আরোগ্য লাভ করেন, তিনি জিজ্ঞেস করেন যে কে তাঁর সাথে এমন আচরণ করেছে। তারা যখন তাঁকে বলে যে সে ছিল তাঁর চাচা, তিনি বলেন, "এটি একটি ওষুধ যা মহিলারা ঐ দেশ থেকে নিয়ে এসেছে," ও তিনি আবিসিনিয়ার দিকে তাঁর আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তারা এমনটি করেছে তখন তাঁর চাচা বলে, "আমরা এই ভয় পেয়েছিলাম যে তুমি হয়তো ফুসফুসের-ঝিল্লি রোগে (pleurisy) আক্রান্ত"; তিনি জবাবে বলেন, "এ এমন এক রোগ যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে আক্রান্ত করবে না। আমার চাচা ছাড়া আর কেউই যেন এই ওষুধ খেতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত এই ঘর থেকে না যায়।" তারা তাঁর সাথে যা করেছিল তার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর নবীর শপথ মোতাবেক মায়মুনাকে [ও] তা সেবনে বাধ্য করা হয় যদিও সে রোজা রেখেছিল।'-----

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: [177]

'আমর বিন আলী <ইয়াহিয়া বিন সাইদ আল-কাততান <সুফিয়ান < মুসা বিন আবি আয়েশা < উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি উতবা < **আয়েশা [হইতে বর্ণিত]**: [178]

আল্লাহর নবীর অসুস্থতার সময় আমরা তাঁকে ওষুধ খেতে বাধ্য করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে তাঁকে যেনো জোর না করা হয়, কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে অসুস্থ মানুষ ওষুধ পছন্দ করে না। সুস্থ হওয়ার পর, তিনি (আমাদের, মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বলেন, "(তোমাদের প্রত্যেককে) এই ওষুধ খেতে বাধ্য না করা পর্যন্ত

কাউকেই যেনো এই বাড়িতে থাকতে না দেওয়া হয়, ব্যতিক্রম শুধু আল আব্বাস; কারণ সে তোমাদের সাথে একমত ছিল না যা তোমরা করেছ।"---- [পৃষ্ঠা ১৭৭]।

ইবনে হুমায়েদ <সালামা < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের <উরওয়া **< আয়েশা [থেকে বর্ণিত**]:

যখন তারা তাঁকে বলে যে তারা ভয় পেয়েছিল এই ভেবে যে তাঁর হয়তো ফুসফুসের-ঝিল্লি রোগ (pleurisy) হয়েছে, তখন তিনি বলেন, "এটি শয়তানের কাছ থেকে, আল্লাহ এটি আমার উপর চাপিয়ে দেবে না।"----[পৃষ্ঠা ১৭৮]।

সহি মুসলিম: বই নম্বর ২৬, হাদিস নম্বর ৫৪৮৬: [179]

'আয়েশা হইতে বর্ণিত: আমরা আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থতায় সময় তাঁর মুখে ওষুধ (ঢালতে চেয়েছিলাম), কিন্তু তিনি (হাতের ইশারায়) ইঙ্গিত করেন যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটি যেন তাঁর মুখে ঢালা না হয়। আমরা বললাম: (এটি সম্ভবত স্বাভাবিক কারণেই) ওষুধের প্রতি রোগীর অনীহা। যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, তিনি বললেন: একমাত্র ইবনে আব্বাস ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকের মুখে অবশ্যই ওষুধ ঢালা হবে, কারণ সে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল না।'

‘A'isha reported: we (intended to pour) medicine in the mouth of Allah's Messenger (ﷺ) in his illness, but he pointed out (with the gesture of his hand) that it should not be poured into the mouth against his will. We said: (It was perhaps due to the natural)

aversion of the patient against medicine. When he recovered, he said: Medicine should be poured into the mouth of every one of you except Ibn 'Abbas, for he was not present amongst you.'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের উপরে বর্ণিত ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: মুহাম্মদ তাঁর অসুস্থতার সময় তাঁর স্ত্রীদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কেউ যেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে জোরপূর্বক কোনরূপ ঔষধ সেবন না করায়। তা সত্বেও যখন তিনি তাঁর অসুস্থতার প্রকোপে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে জোরপূর্বক ঔষধ সেবন করিয়েছিলেন।

ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে, ঔষধটি সেবনের সময় মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও তিনি মুহাম্মদের স্ত্রীদের সাথে "একমত ছিলেন।" অন্যদিকে, আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা মতে, ঔষধটি সেবনের সময় আল-আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি মুহাম্মদের স্ত্রীদের সাথে "একমত ছিলেন না।" আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে ঔষধটি সেবনের সময় আল-আব্বাস মুহাম্মদের স্ত্রীদের সাথে "উপস্থিতই ছিলেন না।"

অতঃপর যখন তাঁর পরিস্থিতির উন্নতি হয় ও তিনি জানতে পারেন যে তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে জোরপূর্বক ওষুধ সেবন করিয়েছে, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে যে হুকুমটি জারি করেছিলেন, তা হলো: একমাত্র তাঁর চাচা আল-আব্বাস ছাড়া, সেখানে উপস্থিত কাউকেই যেনো ওষুধটি সেবন না করিয়ে বাহিরে যেতে না দেওয়া হয়!

"এই বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, এই ঘটনার সময় মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, নিস্তেজ, কিংবা অজ্ঞান অবস্থায়। তা না হলে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে তাঁকে কোনরূপ ওষুধ খাওয়ানো সম্ভব ছিল না। সুস্থ হওয়ার পর তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাঁকে ওষুধটি খাওয়ানো হয়েছে।"

সুতরাং প্রশ্ন হলো,

"কী কারণে মুহাম্মদ তাঁর চাচা ছাড়া সেখানে উপস্থিত আর সকলকেই জোরপূর্বক ওষুধটি খেতে বাধ্য করেছিলেন?"

দু'টি সম্ভাব্য কারণ:

১) **শাস্তি স্বরূপ:**

মুহাম্মদের নিষেধ সত্বেও তাঁকে জোরপূর্বক ঔষধ সেবনে বাধ্য করায় রাগান্বিত হয়ে মুহাম্মদ তাঁদেরকে 'শাস্তি স্বরূপ' এই কাজটি করেছিলেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই প্রক্রিয়ায় কাউকেই যথাযথ কোন শাস্তিই দেওয়া যায় না। ঘর ভর্তি সকল লোককে জোরপূর্বক ওষুধ সেবনে বাধ্য করে শাস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা বালখিল্য। বিশেষ করে মৃত্যুপথযাত্রী কোন ব্যক্তির অন্তিম অসুস্থতার সময়ে এমনতর সিদ্ধান্ত। তথাপি, মুহাম্মদ তাঁর এই সিদ্ধান্তে এতটায় দৃঢ় ছিলেন যে তিনি এই ঘটনায় তাঁর একজন রোজাদার পত্নী, মায়মুনা বিনতে আল-হারিথকে ও জোরপূর্বক ওষুধটি খেতে বাধ্য করেছিলেন! কেন?

২) **মুহাম্মদ সন্দেহ করেছিলেন যে "তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে!"**

মুহাম্মদ "সন্দেহ করেছিলেন" যে তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে ওষুধের নামে বিষ প্রয়োগ করেছে। তাই তিনি এই কাজে জড়িত সবাইকে জোরপূর্বক ওষুধটি সেবনে বাধ্য করে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে তাতে আসলেই কোন বিষ মিশ্রিত আছে, নাকি নাই! কী কারণে মুহাম্মদ সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করতে পারে, তার ধারণা পাওয়া যায় “মুহাম্মদের পারিবারিক অশান্তি ও উম্মুল-মুমিনীনদের দুর্গতি" ঘটনা প্রবাহগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে (পর্ব: ২৬১-২৬৭)।

সুন্নি মুসলমানদের মতে এই ঘটনায় মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগ করা হয় নাই। সেখানে উপস্থিত সবাইকে জোরপূর্বক ওষুধটি খাওয়ানোর পর সেই কারণে কেউ "হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন", এমন সুস্পষ্ট তথ্য আদি উৎসে কোথাও উল্লেখিত হয় নাই। অন্যদিকে, শিয়া মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই ঘটনায় মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল! তাঁরা মুহাম্মদের দুই স্ত্রী, আবু-বকর কন্যা আয়েশা ও উমর কন্যা হাফসাকে এই কাজে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। তাঁরা দাবী করেন যে এই ঘটনায় মুহাম্মদের স্ত্রী আয়েশা ও হাফসা মুহাম্মদকে ওষুধের নামে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। এই ধারণার সত্যতা স্বরূপ তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ হাজির করেন, তার সারাংশ হলো:

১) এ বিষয়ে আদি উৎসের প্রায় সমস্ত বর্ণনায় "আয়েশা থেকে বর্ণিত", যা সন্দেহজনক।

২) আয়েশার প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস:

এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেন, "আয়েশার প্রতি অপবাদের" বিষয়টি। যে ঘটনায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বানু আল-মুসতালিক গোত্রের উপর তাদের

আগ্রাসী হামলাটি (পর্ব: ৯৭-১০১) সম্পন্ন করার পর মদিনায় ফিরে আসার প্রাক্কালে আয়েশা একটি রাতের কিয়দংশ থেকে পর দিন দুপুর পর্যন্ত তাদের কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর, সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল বিন আল-সুলামি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারীর উটের পিঠের উপর সওয়ার হয়ে তাদের সাথে যোগদান করেছিলেন। এই ঘটনায় মুহাম্মদ অনুসারীদের অনেকেই "আয়েশার চরিত্র" নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ও এক পর্যায়ে বিষয়টি মুহাম্মদের দুইদল অনুসারীর মধ্যে বাক-বিতণ্ডা ও প্রায় খুনাখুনি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল! এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "আয়েশার প্রতি অপবাদ" পর্বগুলোতে করা হয়েছে (পর্ব: ১০২-১০৭)। এমন কী মুহাম্মদ নিজেও যে আয়েশার চরিত্রে সন্দিহান ছিলেন, যার প্রমাণ হলো: “এই ঘটনার পর আয়েশার প্রতি মুহাম্মদের অনীহা ও অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ও সুদীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবত তিনি এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেছিলেন ও বিভিন্ন উৎস থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন (পর্ব: ১০৩-১০৪)!"

৩) মুহাম্মদের এই দুইজন স্ত্রীর সাথে মুহাম্মদের ভীষণ পারিবারিক কোন্দল:

এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেন নবীর পারিবারিক অশান্তির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহগুলো! যেমন: নবী পত্নী আয়েশা যে মুহাম্মদ-কে বিশ্বাস করতেন না, তার প্রমাণ হলো রাত্রিকালে আয়েশা-কে বিছানায় ফেলে রেখে মুহাম্মদ কোথায় যায় তা জানার জন্য মুহাম্মদের পিছু পিছু চুপিসারে তাঁকে আয়েশার অনুসরণ! অতঃপর মুহাম্মদের কাছে ধরা পড়লে তাঁকে মুহাম্মদের প্রহার (বুকে আঘাত)! মুহাম্মদ ও আয়েশার পারিবারিক অশান্তিতে আয়েশাকে তাঁর পিতা আবু-বকরের উপর্যুপরি প্রহার ও হাফসাকে তাঁর পিতা উমরের প্রহার! এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা "নারী প্রহারের

নির্দেশ অনুশীলন ও পত্নীদের প্রহার ও তালাক হুমকি" পর্ব দু'টিতে (পর্ব: ২৬০-২৬১) করা হয়েছে।

৪) আয়েশা ও হাফসার বিরুদ্ধে "স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্য":

৬৬:৪ (সুরা আত-তাহরীম):
"তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তুত ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।"

এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা "সবাইকে আবারও তালাক হুমকি" পর্বটিতে (পর্ব: ২৬৭) করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুহাম্মদ তাঁর **"এই দুইজন স্ত্রীর বিরুদ্ধে"** শুধু তাঁর আল্লাহর সাহায্য যথেষ্ট মনে করেন নাই। তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ছাড়াও আর যাদের সাহায্য কামনা করেছেন, তারা হলো: জিবরাঈল, সৎকর্মপরায়ণ মুমিন ও ফেরেশতাগণ!

>>> এই ঘটনায় মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা তার "সুস্পষ্ট উল্লেখ" আদি উৎসে সুন্নি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অনুপস্থিত। আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু-দাউদ; ইত্যাদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে যা উল্লেখ করেছেন তা হলো:

"৬২৮ সালের জুন-জুলাই মাসে মুহাম্মদের খায়বার হামলার প্রাক্কালে যয়নাব বিনতে আল-হারিথ নামের এক ইহুদি মহিলার বিষ-মিশ্রিত ভেড়ার মাংস খাওয়ার কারণেই মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, "যা মৃত্যুকালে মুহাম্মদের নিজেরই স্বীকারোক্তি!"

এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা "মুহাম্মদ কে হত্যা চেষ্টা" পর্বটিতে (পর্ব-১৪৫) করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; *বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]*

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq: [176]

'---Then some of his wives gathered to him, Umm Salama and Maymuna and some of the wives of the Muslims, among them Asma' d.`Umays while his uncle `Abbas was with him, and they agreed to force him to take medicine. `Abbas said, `Let me force him,' but they did it. When he recovered he asked who had treated him thus. When they told him it was his uncle he said, `This is a medicine which women have brought from that country,' and he pointed in the direction of Abyssinia. When he asked why they had done that his uncle said, `We were afraid that you would get pleurisy;' he replied, `That is a disease which God would not afflict me with. Let no one stop in

the house until they have been forced to take this medicine, except my uncle.' Maymuna was forced to take it although she was fasting because of the apostle's oath, as a punishment for what they had done to him.' ---

Al-Tabari added: [177]

'Amr b. 'Ali -Yahya b. Said al-Qattan -Sufyan - Musa b. Abi 'A'ishah - 'Ubaydallah b. 'Abdallah b. 'Utbah - 'A'ishah: We forced the Messenger of God to take medicine during his illness. He said not to force him, but we said that the sick man does not like medicine. After he recovered, he said [addressing us, the women], "Let no one remain in the house until [every one of you] has been forced to take this medicine except al-'Abbas, for he did not agree with you what you did."'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[176] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৮০

[177] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮ [178] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১২২৮; ১২২৯; ও ১২৩০: 'আমর বিন আলী - মৃত্যু ৮৬৩ সাল; ইয়াহিয়া বিন সাইদ আল-কাততান - মৃত্যু ৮১৩-৮১৪ সাল; ও সুফিয়ান বিন সাইদ আল-থাওরি - মৃত্যু ৭৭৭-৭৭৮ সাল।'

[179] সহি মুসলিম: বই নম্বর ২৬, হাদিস নম্বর ৫৪৮৬

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-26/Hadith-5486/

২৭৫: শেষ অসুস্থতা: শেষ নির্দেশ লিখার বাসনা -অনুসারীদের বাধাদান!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [180]

‘আহমদ বিন হাম্মাদ আল-দুলাবি <সুফিয়ান <সুলাইমান বিন আবি মুসলিম <সাইদ বিন যুবায়ের <ইবনে আব্বাস [হইতে বর্ণিত]: [181]

'বৃহস্পতিবার, কি যে বৃহস্পতিবার! সে বলেছে: আল্লাহর নবীর যন্ত্রণা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে (কলম ও কাগজ) দাও, যাতে আমি তোমাদের জন্য এমন একটি দলিল লিখে যেতে পারি যাতে আমার পর তোমারা আর কখনই বিপথগামী হবে না।"

তাঁর অনুসারীরা এটি নিয়ে ঝগড়া শুরু করে, আর এটি শোভনীয় ছিল না যে তারা নবীর সম্মুখে ঝগড়া করে। কিছু লোক বলে, "কি ব্যাপার? সে কি আবোল-তাবোল বলছে? তাঁকে এটি ব্যাখ্যা করতে বলো।" তারা (যখন) ফিরে যায়, তাঁর কাছে (ঐ মন্তব্যগুলোর) পুনরাবৃত্তি করে, তিনি উত্তরে বলেন, "আমাকে (একা) থাকতে দাও;

আমি যে অবস্থায় আছি তা তোমারা আমাকে যে ভাবে সম্বোধন করছো তার চেয়ে ভালো।"'

>>> 'আল্লাহর নবী ওমরের প্রতি খুশি ছিলেন না, কারণ তিনি কলম ও কাগজ চাওয়ার পর সে তাকে সহযোগিতা করে নাই। শিয়ারা দাবী করে যে, নবীজী এক লিখিত উইল করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি আলীকে নব্য-ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে উত্তরসূরি নিযুক্ত করবেন, কিন্তু উমর তাঁর পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছিল।' [182]

'The Prophet was not happy with `Omar because he did not cooperate with him when he asked for pen and paper. --The Shiis claim that the Prophet wanted to make a written testament favoring 'Ali's succession as head of the nascent Islamic state but that 'Umar foiled his plan.' [182]

সহি বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫২, হাদিস নম্বর ২৮৮: [183] [184]

(প্রাসঙ্গিক অংশ)

'সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস বলেছে, "বৃহস্পতিবার! বৃহস্পতিবারে কি যে (অসামান্য ঘটনা) ঘটেছে!" অতঃপর সে কাঁদতে থাকে যতক্ষণ না তার অশ্রু জলে মাটি ভিজে যায়। অতঃপর সে বলে, 'আল্লাহর নবীর অসুস্থতা বৃহস্পতিবার দিনটি তে বেড়ে যায় ও তিনি বলেন, "আমাকে লেখার উপকরণগুলো এনে দাও যাতে আমি তোমাদেরকে এমন কিছু লিখে যেতে পারি যার পর তোমরা

আর কখনও বিপথগামী হবে না।" (সেখানে উপস্থিত) লোকেরা এ ব্যাপারে মতভেদ করা শুরু করে ও নবীর সম্মুখে লোকদের মতভেদ করা উচিত নয়। তারা বলে, "আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুরুতর অসুস্থ। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমাকে একা থাকতে দাও, কারণ আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তা তোমরা আমাকে যে অবস্থায় দাবি করছো তার চেয়ে উত্তম।"'------

‘Narrated Sa`id bin Jubair: Ibn `Abbas said, "Thursday! What (great thing) took place on Thursday!" Then he started weeping till his tears wetted the gravels of the ground. Then he said, "On Thursday the illness of Allah's Messenger (ﷺ) was aggravated and he said, "Fetch me writing materials so that I may have something written to you after which you will never go astray." The people (present there) differed in this matter and people should not differ before a prophet. They said, "Allah's Messenger (ﷺ) is seriously sick.' The Prophet (ﷺ) said, "Let me alone, as the state in which I am now, is better than what you are calling me for."’----
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে “একটি দলিল লিখে দিতে চেয়েছিলেন", কিন্তু তাঁর অনুসারীদের বাধাদানের কারণে তা তিনি করতে

পারেন নাই। আর বাধাদানকারী দলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমর ইবনে আল-খাত্তাব।

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কাছে "লেখার উপকরণগুলো (কলম ও কাগজ) আনতে বলেছিলেন যাতে তিনি তাঁর অনুসারীদের এমন কিছু লিখে যেতে পারেন যাতে তারা আর কখনও বিপথগামী হবে না।" আদি উৎসের এই বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও মুহাম্মদ কিছুটা হলেও লিখতে ও পড়তে জানতেন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[180] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫

[181] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২০২: 'সাইদ বিন যুবায়ের - মৃত্যু ৭১৩-৭১৪ সাল।'

[182] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২০৭

[183] সহি বুখারী: ভলিউম-৪, বই-৫২, হাদিস নং-২৮৮: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-288/

[184] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলিউম-৫, বই-৫৯, হাদিস নং-৭১৬: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-716/

২৭৬: শেষ অসুস্থতা: ক্ষমতার উত্তরাধিকার - নির্ধারণে ব্যর্থতার কারণ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [185]

‘আবু কুরায়েব <ইউনুস বিন বুকায়ের <ইউনুস বিন আমর < তার পিতা (আবু ইশাক আমর আল-সাবি) < আল-আরকাম বিন শুরাহবিল [হইতে বর্ণিত]: [186]

'আমি ইবনে আব্বাস কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আল্লাহর নবী কি কোন অসিয়ত (উইল) করেছিলেন?"

তিনি জবাবে বলেন, "না।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "সেটা কেমন?

তিনি উত্তর দেন: আল্লাহর নবী আলীকে চেয়েছিলেন, কিন্তু আয়েশা বলেছিল, "(আমার ধারণা) আপনি আবু বকরকে চেয়েছিলেন!" হাফসা বলেছিল, "(আমার ধারণা) আপনি উমরকে চেয়েছিলেন!"

অতঃপর তারা সকলে আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে জড়ো হয়েছিল। তিনি তাদেরকে চলে যেতে বলছিলেন, কারণ প্রয়োজন হলে তিনি তাদের ডাকবেন; তারা চলে গিয়েছিল।'

Abu Kurayb -Yunus b. Bukayr-Yunus b. 'Amr-his father [Abu Ishaq 'Amr al-Sabii] -al-Arqam b. Shurahbil: I asked Ibn 'Abbas, "Did the Messenger of God make a will?"

"No," he replied. I asked, "How was that?" He replied: The Messenger of God asked for 'Ali, but 'A'ishah said, "[I wish] you had asked for Abu Bakr!" Hafsah said, "[I wish] you had asked for 'Umar!" So all of them gathered before the Messenger of God. He asked them to disperse, for he would call them if there should be any need, and they went away.'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের উপরে বর্ণিত আল-তাবারীর বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে মুহাম্মদ, আলী ইবনে আবু-তালিব কে তাঁর ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়েশা চেয়েছিলেন যে তিনি যেন তা তার পিতা আবু বকর কে দিয়ে যান ও হাফসা চেয়েছিলেন যে তিনি যেন তা তার পিতা উমরকে দিয়ে যান। অতঃপর তাঁরা সবাই মুহাম্মদের কাছে এসে জড়ো হয়েছিলেন। মুহাম্মদ তাঁদেরকে তাঁর কাছে থেকে চলে যেতে বলেছিলেন ও বলেছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি তাদেরকে ডাকবেন। অর্থাৎ, আয়েশা ও আবু বকর এবং হাফসা ও উমরের কারণে মুহাম্মদ তাঁর ক্ষমতার

উত্তরাধিকার আলীকে দিয়ে যেতে পারেন নাই। এটি ছিল এক অত্যন্ত অসুস্থ-মানুষের মৃত্যুকালীন অসহায়ত্ব!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[185] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭৯

[186] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১২৩৯ ও ১২৪০:

'ইউনুস বিন বুকায়ের - মৃত্যু ৮১৪-৮১৫ সাল; ইউনুস বিন আমর - মৃত্যু ৭৭৪-৭৭৫।'

২৭৭: শেষ অসুস্থতা: শেষ নির্দেশ
- 'অমুসলিমদের বিতাড়িত করো!'

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময়ে তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে সর্বশেষ নির্দেশটি জারী করেছিলেন, তা হলো: "আরব উপদ্বীপে যেন দুটি ধর্মের উপস্থিতি না থাকে।"

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [187]

'সালিহ বিন কেইসান আমাকে বলেছে যে আল-যুহরি তাকে বলেছে, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা তাকে বলেছে যে আয়েশা তাকে বলেছিল: আল্লাহর নবী যখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তখন তিনি একটি কালো পোশাক পরিধান করে ছিলেন। কখনো কখনো তিনি তা তাঁর মুখের ওপরে লাগাতেন, আবার কখনো কখনো তা খুলে ফেলতেন, বলতেন, "আল্লাহ যেন এমন লোকদের হত্যা করে যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ হিসেবে বেছে নেয়", তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এ ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এই একই উৎসের ভিত্তিতে আমাকে বলা হয়েছে যে আল্লাহর নবী তাঁর ভাষায় যে সর্বশেষ আদেশটি দিয়েছিলেন, তা হলো: 'আরব উপদ্বীপে যেন দুটি ধর্মের উপস্থিতি না থাকে।"-

'Salih b. Kaysan told me from al-Zuhri from Ubaydullah b. Abdullah b. Utba that Aisha told him: The apostle wore a black cloak when he suffered severe pain. Sometimes he would put it over his face, at others he would take it off, saying the while, `God slay a people who choose the graves of their prophets as mosques,' warning his community against such a pratice. On the same authority I was told that the last injunction the apostle gave was in his words 'Let not two religions be left in the Arabian Peninsula."----

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [188]

'আহমদ বিন হাম্মাদ আল-দুলাবি <সুফিয়ান <সুলাইমান বিন আবি মুসলিম <সাইদ বিন যুবায়ের <ইবনে আব্বাস [হইতে বর্ণিত]: -----

'তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন:

(১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বিতাড়িত করো;

(২) প্রতিনিধি দলকে উপহার দেবে যেমনটি আমি করতাম।

(৩) (সাইদ বিন যুবায়ের বলেছে যে ইবনে আব্বাস) ইচ্ছাকৃত-ভাবে তৃতীয় (নির্দেশটি) সম্পর্কে চুপ থেকেছিল, কিংবা সে বলেছিল যে সে এটি ভুলে গিয়েছে।'

সহি বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫২, হাদিস নম্বর ২৮৮: (প্রাসঙ্গিক অংশ) [189] [190]

‘সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস বলেছে: -----"আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুশয্যায় তিনটি নির্দেশ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আরব উপদ্বীপ থেকে পৌত্তলিকদের বিতাড়িত করো, বিদেশী প্রতিনিধিদের সম্মান করো ও উপহার দিও যে আচরণটি তোমরা আমাকে তাদের সাথে করতে দেখেছো।" আমি তৃতীয়টি (আদেশ) ভুলে গিয়েছি।" (ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বলেছে, "আমি আল-মুগিরা বিন আবদুর-রহমানকে আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও সে বলেছিল, 'এটি মক্কা, মদিনা, আল-ইয়ামামা ও ইয়েমেন নিয়ে গঠিত।' ইয়াকুব যোগ করেছে, "ও আল-আরজ, যেটি তিহামার শুরু।")’

‘Narrated Sa`id bin Jubair: Ibn `Abbas said, ----The Prophet (ﷺ) on his death-bed, gave three orders saying, "Expel the pagans from the Arabian Peninsula, respect and give gifts to the foreign delegates as you have seen me dealing with them." I forgot the third (order)" (Ya'qub bin Muhammad said, "I asked Al-Mughira bin `Abdur-Rahman about the Arabian Peninsula and he said, 'It comprises Mecca, Medina, Al-Yama-ma and Yemen." Ya'qub added, "And Al-Arj, the beginning of Tihama.")’.

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৯, হাদিস নম্বর ৫৩১: [191] [192]

'ইবনে উমর হইতে বর্ণিত: উমর ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের হিজায থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। আল্লাহর নবী যখন খায়বার বিজয় করেছিলেন, তিনি সেখান থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, কারণ সেখানের ভূমিগুলো পরিণত হয়েছিল আল্লাহর, আল্লাহর নবীর ও মুসলমানদের সম্পত্তিতে। আল্লাহর নবীর অভিপ্রায় ছিল এই যে তিনি ইহুদিদের বিতাড়িত করবেন, কিন্তু তারা তাঁর কাছে আবেদন করে যে তাদের কে যেন সেখানে থাকতে দেয়া হয় এই শর্তে যে তারা শ্রমিকের কাজ করবে ও উৎপন্ন ফলের অর্ধেক পাবে। আল্লাহর নবী তাদের কে বলেন, "আমরা এমত শর্তে তোমাদের থাকতে দিব, যতদিন আমাদের ইচ্ছা।" তাই, তারা (অর্থাৎ, ইহুদিরা) সেখানে থাকা শুরু করে যতক্ষণে না উমর তাদের কে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাইমা ও আরিহার দিকে পাঠিয়ে দেয়।'

'Narrated Ibn `Umar: `Umar expelled the Jews and the Christians from Hijaz. When Allah's Messenger (ﷺ) had conquered Khaibar, he wanted to expel the Jews from it as its land became the property of Allah, His Apostle, and the Muslims. Allah's Messenger (ﷺ) intended to expel the Jews but they requested him to let them stay there on the condition that they would do the labor and get half of the fruits. Allah's Messenger (ﷺ) told them, "We will let you stay on thus condition, as long as we wish." So, they (i.e. Jews) kept on living there until `Umar forced them to go towards Taima' and Ariha'.'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী, ইমাম বুখারী, ইত্যাদি প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, অতর্কিত আক্রমণ ও অমানুষিক নৃশংসতায় উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে 'খায়বারের ইহুদিদের" নির্বিচারে খুন, জখম ও তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের যৌন-দাসী রূপে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি এবং তাঁদের সমস্ত অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার পর (পর্ব: ১৩০-১৫২) যখন খায়বারের অসহায় ইহুদিরা মুহাম্মদের কাছে এসে এই আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁদেরকে প্রাণে না মেরে বিতাড়িত হবার সুযোগ দান করেন। তাঁরা মুহাম্মদের কাছে ঐ জমিগুলোতে কাজ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, যেন তারা তা থেকে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ধেক পেতে পারে। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, "তারা এ সম্বন্ধে মুসলমানদের চেয়ে বেশী জ্ঞানসম্পন্ন ও আরও ভালো কৃষক।" তখন মুহাম্মদ তাঁদের প্রস্তাবে এই শর্তে রাজী হয়েছিলেন যে, "যদি আমরা তোমাদের বিতাড়িত করতে চাই, তোমাদের বিতাড়িত করবো।"

অল্প সময় আগে খায়বারের ইহুদি বাসিন্দারা যে জমিগুলোর মালিক ছিলেন, উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে তাঁদের সমস্ত অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এই মানুষগুলোকে "তাঁদেরই জমিতে শ্রমিক রূপে কাজ করে অর্ধেক ফসল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রদান করার শর্ত সাপেক্ষে" তাঁদের পৈত্রিক ভিটে মাটিতে থাকার অনুমতি দান করেছিলেন!

এত কিছুর পরেও তাঁদের শেষ রক্ষা হয় নাই। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও উমর তার শাসন আমলের শুরুতে এই ব্যবস্থা জারি রেখেছিলেন।

অতঃপর, মুহাম্মদের এই সর্বশেষ নির্দেশ, "আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্মের একত্র উপস্থিতি যেন অবশ্যই না থাকে", এর পরিপ্রেক্ষিতে উমর তাঁদেরকে ও অন্যান্য সমস্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। মুহাম্মদের আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত তাঁর প্রিয় অনুসারীরা তাঁদেরকে বিতাড়িত করেই ছেড়েছিলেন! এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "খায়বারের ইহুদীদের পরিণতি" পর্বটিতে (পর্ব: ১৫০) করা হয়েছে।

>>> আদি উৎসে সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত মুহাম্মদের এই সর্বশেষ নির্দেশ, "'আরব উপদ্বীপ থেকে পৌত্তলিকদের বিতাড়িত করো', কিংবা 'আরব উপদ্বীপে যেন দুটি ধর্মের উপস্থিতি না থাকে"; কুরআনের সর্বশেষ নির্দেশ 'সুরা আত-তাওবাহর পাঁচ ও উনত্রিশ নম্বর আয়াতের (৯:৫ ও ৯:২৯) সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক'; যা মুহাম্মদ এই ঘটনার পনের মাস আগে মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে 'আল্লাহর নামে' নাজিল করেছিলেন। যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু, যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও--(৯:৫)"; এবং "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে (৯:২৯)।"ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত মুশরিকদের "প্রাণে না মেরে" বিতাড়িত করা, কিংবা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের (আহলে-কিতাব) "অবনত মস্তকে করজোড়ে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য না

করে" বিতাড়িত করা; কুরআনের এই নির্দেশ দু'টির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৪৮-২৫১)।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[187] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৮৯

[188] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭৫

[189] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলিউম-৪, বই-৫২, হাদিস নং-২৮৮: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-288/

[190] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলিউম-৫, বই-৫৯, হাদিস নং-৭১৬: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-716/

[191] সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৯, হাদিস নম্বর ৫৩১: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-39/Hadith-531/

[192] অনুরূপ বর্ণনা: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৫০ https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-550/

'Narrated `Abdullah: The Prophet (ﷺ) gave (the land of) Khaibar to the Jews (of Khaibar) on condition that they would work on it and cultivate it and they would have half of its yield.'

২৭৮: শেষ অসুস্থতা: শেষ নামাজ
-আবু বকরকে ইমামতির অনুমতি দান

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর বিনা কোনরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছাড়াই চাতুরীর আশ্রয়ে আবু বকর ইবনে কুহাফার খলিফা নির্বাচনের বৈধতা প্রদানের সপক্ষে "সুন্নি মুসলমানরা" যে ইতিহাস বর্ণনা করেন, তা হলো, "মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালীন শেষ অসুস্থতার সময় মুসলমানদের নামাজ পরিচালনার দায়িত্বে আবু বকরকে ইমামতি করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।" এই বর্ণনার মাধ্যমে তাঁরা দাবী করেন যে এই ঘটনায় মৃত্যুকালে মুহাম্মদ পরোক্ষভাবে সমগ্র মুসলিমদের এই বার্তায় দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষমতার উত্তরাধিকার হবেন আবু বকর।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [193] [194]

‘আল-যুহরি বলেছে, হামজা বিন আবদুল্লাহ বিন উমর আমাকে **আয়েশা থেকে প্রাপ্ত** তথ্যে বলেছে:

আল্লাহর নবী যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি লোকদের এই নির্দেশ দেন যে তারা যেন আবু বকরকে নামাযের ইমামতি করতে বলে। আয়েশা তাঁকে বলে যে আবু বকর দুর্বল কণ্ঠের এক কোমল মানুষ যে কুরআন পাঠের সময় খুব কান্না করে। তথাপি তিনি তাঁর আদেশের পুনরাবৃত্তি করেন ও আমি আমার আপত্তির পুনরাবৃত্তি করি। তিনি বলেন, "তুমি ইউসুফের সঙ্গীদের মত; তাকে নামাজের ইমামতি করতে বলো।" আমি যা বলেছি তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আমি চেয়েছিলাম যে আবু বকরকে এই কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হোক, কারণ আমি জানতাম যে লোকেরা কখনই এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করবে না যে আল্লাহর নবীর স্থান দখল করবে, ও যে সমস্ত দুর্ভাগ্য ঘটেছিল তার জন্য তাকে দায়ী করবে, ও আমি এ থেকে আবু বকরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।'

'ইবনে শিহাব, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন আব্দুর রহমান বিন আল হারিথ বিন হিশাম আমাকে তার পিতার কাছ থেকে <**আবদুল্লাহ বিন যামা বিন আল-আসওয়াদ** বিন আল-মুত্তালিব বিন আসাদ থেকে [প্রাপ্ত তথ্যে] বলেছে যে:

'আল্লাহর নবী যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং আমি বেশ কিছু মুসলমানের সাথে তাঁর সাথে ছিলাম ও বিলাল তাঁকে নামাযের জন্য ডেকেছিলেন ও তিনি আমাদের মধ্যে কাউকে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন। তাই আমি বের হয়ে যাই, ও সেখানে লোকদের সাথে ছিল উমর কিন্তু আবু বকর সেখানে ছিল না। আমি উমর-কে নামাজের ইমামতি করতে বলি, তাই সে তা করে; এবং সে যখন আল্লাহ আকবর বলে ধ্বনি দেয় তখন আল্লাহর নবী তার কণ্ঠস্বর শুনতে পান কারণ তার কণ্ঠস্বর ছিল শক্তিশালী, ও তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আবু

বকর কোথায়, কথাটি তিনি দুইবার বলেন, "আল্লাহ ও মুসলমানরা এটি নিষেধ করে।" অতঃপর আমাকে আবু বকরের কাছে পাঠানো হয় ও উমরের নামাজ ও ইমামতি শেষ হওয়ার পর তিনি আসেন। উমর আমাকে বলে যে আমি দুনিয়ায় এ কী করেছি, বলে, "তুমি যখন আমাকে নামাজ পড়তে বলেছিলে তখন আমি ভেবেছিলাম যে আল্লাহর নবী তোমাকে সেই নির্দেশটি দিয়েছে; তা না হলে আমি তা করতাম না।" আমি জবাবে বলি যে তিনি আমাকে তা করার নির্দেশ দেননি, কিন্তু যখন আমি আবু বকরকে দেখতে পাই নাই তখন আমি ভেবেছিলাম যে সেই হলো উপস্থিতদের মধ্যে নামাজের ইমামতি করার জন্য সবচেয়ে যোগ্য।'

‘আল-যুহরি বলেছে যে আনাস বিন মালিক তাকে বলেছে:
যে সোমবার দিনটিতে (তাবারী: 'যেদিনটি তে') আল্লাহ তার নবীকে নিয়ে গিয়েছিল, তিনি লোকদের কাছে গিয়েছিলেন যখন তারা সকালের নামাজ আদায় করছিল। পর্দাটি উঠানো হয় ও দরজাটি খুলে আল্লাহর নবী বেরিয়ে আসেন ও আয়েশার দরজায় এসে দাঁড়ান। মুসলমানরা তাঁকে দেখে আনন্দিত হয় ও বিমোহিত হয় ও তিনি তাদেরকে (তাবারী: 'তাঁর হাত দিয়ে') ইঙ্গিত করে বলেন যে তারা যেন তাদের নামাজ চালিয়ে যায়। আল্লাহর নবী যখন নামাজে তাদের মুখভঙ্গি দেখেন তখন তিনি আনন্দে মুচকি হাসেন, ও আমি তাঁর সেদিনের চেয়ে উত্তম অভিব্যক্তি আর কখনোই দেখি নাই। অতঃপর তিনি ফিরে যান ও লোকেরা এই ভেবে প্রস্থান করে যে নবিজী তাঁর অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আবু বকর আল-সুনহ (al-Sunh) তে তার স্ত্রী কাছে ফিরে আসে।' ----

‘আবু বকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবু মুলায়েকা আমাকে বলেছে যে, যখন সোমবার দিনটি আসে তখন আল্লাহর নবী তাঁর মাথাটি কাপড়ে পেঁচিয়ে সকালের নামাজের

জন্য বের হয়ে আসেন যখন নামাজের ইমামতি করছিল আবু বকর। আল্লাহর নবী যখন বাইরে আসেন তখন লোকদের দৃষ্টি দ্বিধান্বিত হয়ে যায় ও আবু বকর জানতো যে, নবিজীর আগমন না হলে লোকেরা এমন আচরণ করতো না, তাই সে তার স্থান থেকে সরে যায়; কিন্তু নবীজী তাকে পিছনে থেকে ধাক্কা দিয়ে বলেন, "লোকদের নামাজের ইমামতি করো" ও নবীজী তার পাশে বসে পড়েন ও আবু বকরের ডান পাশে বসে নামাজ আদায় করেন। নামাজটি শেষ করার পর তিনি লোকদের দিকে ফিরেন ও মসজিদের বাইরে শোনা যায় এমন উচ্চস্বরে তাদের সাথে কথা বলেন: "হে লোকসকল, আগুন জ্বলছে ও রাতের অন্ধকারের মতো বিদ্রোহগুলো আসছে। আল্লাহর কসম, তোমরা কোন কিছুরই দায়িত্ব আমার উপর আরোপ করতে পারো না। আমি শুধুমাত্র কুরআন যা অনুমতি দেয় তা অনুমোদন করি ও কুরআন যা নিষেধ করে তা কেবলমাত্র হারাম করি।" তাঁর এই কথাগুলো শেষ হওয়ার পর আবু বকর তাঁকে বলে: 'হে আল্লাহর নবী, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আজ সকালে আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মঙ্গল ভোগ করছেন যেমনটি আমরা চাই; আজকের দিনটি হলো বিনতে খারিজার। আমি কি তার কাছে যেতে পারি?" আল্লাহর নবী রাজি হোন ও বাড়ির ভিতরে গমন করেন ও আবু বকর আল-সুনহায় তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়।'--

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: [194]

আবু কুরায়েব <ইউনুস বিন বুকায়ের <ইউনুস বিন আমর < তার পিতা (আবু ইশাক আমর আল-সাবি) < **আল-আরকাম বিন শুরাহবিল** [হইতে বর্ণিত]:

('আমি ইবনে আব্বাস কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আল্লাহর নবী কি কোন অসিয়ত (উইল) করেছিলেন?" তিনি জবাবে বলেন, "না।" আমি জিজ্ঞাসা করি, " সেটা

কেমন?" তিনি উত্তর দেন: আল্লাহর নবী আলীকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আয়েশা বলেছিল, "(আমার ধারণা) আপনি আবু বকরকে দিতে চেয়েছিলেন!" হাফসা বলেছিল, "(আমার ধারণা) আপনি উমরকে দিতে চেয়েছিলেন!" অতঃপর তারা সকলে আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে জড়ো হয়েছিল। তিনি তাদেরকে এই কারণ দেখিয়ে চলে যেতে বলছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি তাদের ডাকবেন; তারা চলে গিয়েছিল [পর্ব: ২৭৬]।)

(অন্য এক সময়ে) আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করেছিলেন যে নামাজের সময় ঘনিয়ে এসেছে কি না। তারা বলছিল, হ্যাঁ। তিনি যখন লোকদের নামাজের জন্য আবূ বকরকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন আয়েশা বলেছিল, "সে একজন দুর্বল মানুষ, সুতরাং উমরকে আদেশ করুন।" তিনি তাই করেছিলেন, কিন্তু উমর জবাবে বলেছিল, "আবু বকর উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমি ইমামতি করবো না।" তাই আবু বকর (লোকদের নামাজের) ইমামতি করেছিল।

আল্লাহর নবী (ব্যথা থেকে) কিছুটা উপশম পেয়েছিলেন, তাই তিনি (মসজিদে) বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আবু বকর যখন তাঁর নড়াচড়া শুনতে পেয়েছিল, সে পিছিয়ে গিয়েছিল, তাই নবীজী তার পোশাক টেনে তাকে তার জায়গায় দাঁড়াতে বলেছিলেন। তিনি (আবু বকরের নিকট) বসেছিলেন) ও আবু বকর যেখানে ছেড়েছিল সেখান থেকে তেলাওয়াত শুরু করেছিলেন।'-----

আল-ওয়াকিদি: 'আমি ইবনে আবি সাবরাহ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম "আবু বকর কতবার নামাজের ইমামতি করেছিল?" সে জবাবে বলেছিল "সতের বার।" আমি জিজ্ঞেস করি, "তোমাকে এই খবরটি কে দিয়েছে?" সে জবাব দিয়েছিল, "আইয়ুব

বিন আবদ আল-রহমান বিন আবি সা'সাহ, আল্লাহর নবীর সাহাবীদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে (ইবনে সা'দ: 'আববাদ বিন তামিম') প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।" [195][196]

আল-ওয়াকিদি< আমি ইবনে আবি সাবরাহ <আবদ আল-মজিদ বিন সুহায়েল <ইকরিমা হইতে বর্ণিত: "আবু বকর তিন দিন নামাজের ইমামতি করেছিল।"'
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে আদি উৎসে ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর এই বর্ণনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, এই বর্ণনাগুলো অত্যন্ত অসঙ্গতি-পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। যেমন:

১) আয়েশা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের এক বর্ণনা:
"------ তিনি লোকদের এই নির্দেশ দেন যে তারা যেন আবু বকরকে নামাযের ইমামতি করতে বলে। আয়েশা তাঁকে বলে যে আবু বকর দুর্বল কণ্ঠের এক কোমল মানুষ যে কুরআন পাঠের সময় খুব কান্না করে। তথাপি তিনি তাঁর আদেশের পুনরাবৃত্তি করেন।" ---

২) আবদুল্লাহ বিন যামা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অন্য এক বর্ণনা:
"আমি বেশ কিছু মুসলমানের সাথে তাঁর সাথে ছিলাম ও বিলাল তাঁকে নামাযের জন্য ডেকেছিল ও তিনি আমাদের মধ্যে কাউকে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমি বের হয়ে গিয়েছিলাম ও সেখানে লোকদের সাথে ছিল উমর,

কিন্তু আবু বকর সেখানে ছিল না। আমি উমরকে নামাজের ইমামতি করতে বলি, তাই তা সে করে ----।"

৩) আল-আরকাম বিন শুরাহবিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আরেকটি বর্ণনা:

“-----তিনি যখন লোকদের নামাজের জন্য আবূ বকরকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন আয়েশা বলেছিল, "সে একজন দুর্বল মানুষ, সুতরাং উমরকে আদেশ করুন।" তিনি তাই করেছিলেন, কিন্তু উমর জবাবে বলেছিল, "আবু বকর উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমি ইমামতি করবো না।" তাই আবু বকর ইমামতি করেছিল।'-----

৪) বালাধুরী হইতে বর্ণিত অন্য এক উৎসে আরেকটি বর্ণনা: [197]

"আবু বকর নিজেই উমরকে নামাজের ইমামতি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।"

সুতরাং, "মুহাম্মদ তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় আবু বকরকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে যে বিবরণগুলো পাওয়া যায় তার সবগুলোই উদ্দেশ্যমূলক ও অসঙ্গতিপূর্ণ। এইগুলো সুন্নিরা আবু বকরের পক্ষে উত্তরাধিকারের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে।" [198]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইবনে হিশাম সংকলিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Ibn Ishaq: [193]

'Al-Zuhri said, Hamza b.`Abdullah b.`Umar told me that `A'isha said: `When the prophet became seriously ill he ordered the people to tell Abu Bakr to superintend the prayers. `A'isha told him that Abu Bakr was a delicate man with a week voice who wept much when he read the Quran. He repeated his order nevertheless, and I repeated my objection. He said, "You are like Joseph's companions; tell him to preside at prayers." My only reason for saying what I did was that I wanted Abu Bakr to be spared this task, because I knew that people would never like a man who occupied the apostle's place, and would blame him for every misfortune that occured, and I wanted Abu Bakr to be spared this.'

Ibn Shihab said, `Abdullah b. Abu Bakr b.`Abdu'l-Rahman b.al-Harith b. Hisham told me from his father from `Abdullah b. Zamaa b. al-aswad b. al-Muttalib b. Asad that when the apostle was seriously ill and I with a number of Muslims was with him Bilal called him to prayer, and he told us to order someone to preside at prayers. So I went out and there was `Umar with the people, but Abu Bakr was not there. I told `Umar to get up and lead the prayers, so he did so, and when he shouted Allah Akbar the apostle heard his voice, for he had a powerful voice, and he asked where Abu Bakr was, saying twice over, `God and the Muslims forbid that.' So I was sent to Abu Bakr and he came after `Umar had finished that prayer and presided.`Umar asked me what on earth I had done,

saying, `When you told me to take the prayers I thought that the apostle had given you orders to that effect; but for that I would not have done so.' I replied that he had not ordered me to do so, but when I could not see Abu Bakr I thought that he was most worthy of those present to preside at prayers.

‘Al-Zuhri said that Anas b. Malik told him that on the Monday (T. the day) on which God took His apostle he went out to the people as they were praying the Morning Prayer. The curtain was lifted and the door opened and out came the apostle and stood at `A'isha's door. The Muslims were almost seduced from their prayers for joy at seeing him, and he motioned to them (T. with his hand) that they should continue their prayers. The apostle smiled with joy when he marked their mien in prayer, and I never saw him with a nobler expression than he had that day. Then he went back and the people went away thinking that the apostle had recovered from his illness. Abu Bakr returned to his wife in al-Sunh.’-----

‘Abu Bakr b.`Abdullah b. Abu Mulayka told me that when the Monday came the apostle went out to morning prayer with his head wrapped up while Abu Bakr was leading the prayers. When the apostle went out the people's attention wavered, and Abu Bakr knew that the people would not behave thus unless the apostle had come, so he withdrew from his place; but the apostle pushed him in the back, saying, `Lead the men in

prayer,' and the apostle sat at his side praying in a sitting posture on the right of Abu Bakr. When he had ended prayer he turned to the men and spoke to them with a loud voice which could be heard outside the mosque: `O men, the fire is kindled, and rebellions come like the darkness of the night. By God, you can lay nothing to my charge. I allow only what the Quran allows and forbid only what the Quran forbids.'

When he had ended these words Abu Bakr said to him: `O prophet of God, I see that this morning you enjoy the favour and goodness of God as we desire; today is the day of Bint Kharija. May I go to her?' The apostle agreed and went indoors and Abu Bakr went to his wife in al-Sunh.'----

The addition of Al-Tabari: [194]

'Abu Kurayb -Yunus b. Bukayr1-Yunus b. 'Amr -his father [Abu Ishaq 'Amr al-Sabii)-al-Arqam b. Shurahbil: -------[At another time] the Messenger of God asked whether the time for prayer had drawn close. They said, Yes. When he ordered that Abu Bakr should lead the people in prayer 'A'ishah said, "He is a delicate man, so order 'Umar." He did that, but 'Umar replied, "I will not lead while Abu Bakr is present." So Abu Bakr led [them in prayer]. The Messenger of God got some relief [from the pain], so he went out [to the mosque]. When Abu Bakr heard his movement, he stepped backward, so the Messenger of God pulled at

his clothes asking him to stand in his place. He sat down [near Abu Bakr] and recited from where Abu Bakr had left off.’

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[193] ইবনে হিশাম সংকলিত ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’- পৃষ্ঠা ৬৮০-৬৮২

[194] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮২

[195] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৪৯: ‘আবু বকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সাবরাহ: তিনি ৭৭৮-৭৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।‘

[196] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৫০: 'আববাদ বিন তামিম' হইতে প্রাপ্ত তথ্যে।'

[197] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৪৬

[198] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৪৮

২৭৯: শেষ অসুস্থতা: ক্ষমতার উত্তরাধিকার

- আলীকে আব্বাসের পরামর্শ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [199] [200]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৭৮) পর, ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ:

‘আল-যুহরি বলেছে, ও আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক আমাকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বলেছে:

ঐ দিন আলী আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বেরিয়ে আসে ও লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে যে নবীজী কেমন আছেন ও সে উত্তর দেয় যে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আব্বাস তাকে তার হাত ধরে নিয়ে যায় ও বলে, “আলী, আজ থেকে তিন রাত পর তুমি দাসে পরিণত হবে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি আল্লাহর নবীর মুখে মৃত্যু চিনতে পেরেছি যেমনটি আমি তা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মুখে চিনতে পারতাম।সুতরাং, চলো আমরা আল্লাহর নবীর কাছে যাই;

যদি আমাদের কাছে ক্ষমতার অধিকারটি থাকে, তবে আমরা তা জানতে পারবো, আর যদি এটি অন্যের কাছে যায় তবে আমরা তাঁকে এই অনুরোধ করব যে তিনি যেন জনগণকে আমাদের সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দেন।" আলী জবাবে বলে: "আল্লাহর কসম, আমি যাব না। যদি তা আমাদেরকে দিতে অস্বীকার করা হয় তবে তাঁর মৃত্যুর পর কেউই আমাদেরকে তা দেবে না।' সেদিন দুপুরের গরমের সময় আল্লাহর নবী মৃত্যুবরণ করেন।'

'Al-Zuhri said, and `Abdullah b. Ka`b b. Malik from `Abdullah b.`Abbas told me: That day `Ali went out from the apostle and the men asked him how the apostle was and he replied that thanks be to God he had recovered. Abbas took him by the hand and said, "Ali, three nights hence you will be a slave. I swear by God that I recognized death in the apostle's face as I used to recognize it in the faces of the sons of `Abdu'l-Muttalib. So let us go to the apostle; if authority is to be with us, we shall know it, and if it is to be with others we will request him to enjoin the people to treat us well.' `Ali answered: `By God, I will not. If it is withheld from us none after him will give it to us.' The apostle died with the heat of noon that day.'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের উপরে বর্ণিত ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমতার উত্তরাধিকার কারও উপরই ন্যস্ত করে যান নাই। এই বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের চাচা

আল-আব্বাস এই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে করেছিলেন যে যদি মুহাম্মদ তাঁদেরকে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করে না যান তবে, প্রতিপক্ষদের কাছে আলী হবে দাস সমতুল্য ও তারা নবী পরিবারের লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে না! তাই তাঁর উক্তি:

"আলী, আজ থেকে তিন রাত পর তুমি দাসে পরিণত হবে। ---আর যদি এটি অন্যের কাছে যায় তবে আমরা তাঁকে এই অনুরোধ করব যে তিনি যেন জনগণকে আমাদের সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দেন।"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[199] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৮২

[200] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬

২৮০: মুহাম্মদের মৃত্যু: অসহ্য যন্ত্রণায় করুণ মৃত্যু – কারণ?

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, স্বঘোষিত আখরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু ছিল অত্যন্ত করুণ ও অতীব যন্ত্রণাদায়ক! তিনি তাঁর যন্ত্রণাকে "তাঁর মহা-ধমনী (Aorta) বিচ্ছিন্ন বা কেটে ফেলার সাথে তুলনা করেছিলেন (কুরআন: ৬৯:৪৬)!"

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [201]

'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম < শু'য়েব বিন আল লেইথি <আল লেইথি < ইয়াজিদ বিন আল-হা'দ < মুসা বিন সারজিস < আল-কাসিম < আয়েশা হইতে বর্ণিত: [202]

'আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের পূর্বে আমি তাঁর কাছে এক বাটি পানি দেখেছিলাম। তিনি সেই বাটিতে তাঁর হাত রাখতেন ও অতঃপর তা দিয়ে তাঁর মুখ মুছতেন ও বলতেন,

"হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণার তীব্রতা (সাকরাত আল-মাওত) কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করো।" --

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [203] [204] [205]

'আবু আল-কেইন আল-মুযাননির কন্যা হইতে > আবু হারমালার বোন উম্মে আবদুল্লাহ হইতে > আবু হারমালা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন:

'--- তারা যা বলেছেন তা হলো: যখন মুহাম্মদ খায়বার বিজয় করেছিলেন ও ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, **যয়নাব বিনতে আল-হারিথ** ('সাললাম বিন মিশকাম এর স্ত্রী') জিজ্ঞাসা করা শুরু করে, "ভেড়ার কোন অংশের মাংসটি মুহাম্মদের সবচেয়ে বেশী পছন্দ?" তারা জানায়, "সামনের পায়ের উপরি ভাগ ও গর্দানের।" সে তার এক ভেড়াকে ধরে নিয়ে আসে ও তা জবেহ করে। অতঃপর সে ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু বিষ নেয়, সে অন্যান্য ইহুদিদের সাথে এই বিষ সম্বন্ধে পরামর্শ করেছিলো ও তারা এই বিষের ব্যাপারে বিশেষভাবে রাজী হয়েছিলো। সে ভেড়ার মাংসে বিষ মিশ্রিত করে, সামনের পা ও গর্দানের অংশে বেশী করে। যখন সূর্য অস্তমিত যায়, আল্লাহর নবী মাগরিবের নামাজ আদায় করে তাঁর আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দেখতে পান যে যয়নাব তাঁর বসার আসনটিতে বসে আছে। তিনি এ ব্যাপারে যখন খোঁজ-খবর নেন তখন সে বলে, "আবুল কাসেম, এটি একটি উপহার যা আমি আপনার জন্য এনেছি।"

আল্লাহর নবী উপহার সামগ্রীর খাবার খেতেন, কিন্তু তিনি খয়রাতের খাবার খেতেন না। তিনি আদেশ করেন যে তার কাছ থেকে যেন উপহার-টি নেয়া হয় ও সেটি তাঁর

সম্মুখে রাখা হয়। আল্লাহর নবীর অনুসারীদের, অথবা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরকে বলেন, "কাছে এগিয়ে এসো ও খাও।" তাই তারা কাছে এগিয়ে আসে ও খাওয়া শুরু করে। আল্লাহর নবী সামনের পায়ের উপরি ভাগটি নেন, যেখানে **বিশর বিন আল-বারা** নেয় পায়ের নলি। আল্লাহর নবী তার এক গ্রাস খাবার খায়, বিশর খায় তার খাবারের এক গ্রাস; যখন আল্লাহর নবী তার খাদ্য গলাধঃকরণ করেন, বিশর ও তার খাদ্য গলাধঃকরণ করে।

আল্লাহর নবী বলেন, "থামো! নিশ্চিতই এই পায়ের উপরি ভাগ ('হাড্ডি গুলো'- [ইবনে ইশাক/তাবারী]) আমাকে বলছে যে তাতে বিষ মিশানো হয়েছে।" বিশর বিন আল-বারা যা বলেছে তা হলো, "আল্লাহর কসম, যে টুকরাটি আমি খেয়েছি তা থেকে আমি তা জানতে পেরেছি, এবং যে বিষয়টি তা আমাকে থুথু করে ফেলে দেয়া থেকে বিরত রেখেছিল তা হলো এই যে খাবারের সময় আপনার খাওয়ার তৃপ্তি নষ্ট করা আমি ভীষণ অপছন্দ করি; কারণ আপনার হাতে যা ছিল তা যখন আপনি খেয়ে ফেললেন, আমি আপনার ওপর আমার হস্তক্ষেপ ভদ্রতাপূর্ণ মনে করি নাই। আমি একমাত্র যা আশা করেছিলাম তা হলো এই যে তাতে যা খারাপ ছিল তা যেন আপনি না খান।" বিশর তার জায়গা থেকে নড়ে নাই যতক্ষণে না তার গায়ের রং মাথার শালের মত হয়ে যায়। তার কষ্ট বছর কাল স্থায়ী হয় না। যে পরিবর্তনটি হয়েছিলো, তা ছাড়া তার আর কোন পরিবর্তন হয় নাই, অতঃপর তার মৃত্যু হয়। বলা হয়, সে তার স্থান পরিত্যাগ করে নাই যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়। আল্লাহর নবী আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন। আল্লাহর নবী যয়নাব কে তলব করেন, ও বলেন, "তুমি কী গর্দানে বিষ মিশিয়েছ?" সে বলে, "কে তোমাকে তা বলেছে?" তিনি জবাবে বলেন, "গর্দান টি।" সে বলে, "হ্যাঁ।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কী সেই কারণ যা তোমাকে

এটি করতে অনুপ্রাণিত করেছে?" সে বলে, "তুমি আমার পিতা, আন্কেল ও স্বামী কে খুন করেছো। তুমি আমাদের লোকদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছো। আমি নিজেকে বলেছি: যদি সে একজন নবী হয় তবে সে অবহিত হবে। যা আমি করেছি তা ভেড়াটি তাকে জানাবে। আর যদি সে রাজা হয়, তবে তার কাছ থেকে আমাদের পরিত্রাণ মিলবে।"-------

তারা যা বলেছেন: বিশর বিন আল-বারার মাতা যা বলতো তা হলো: আমি আল্লাহর নবীর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। তাঁর গায়ে ছিলো জ্বর ও আমি তা অনুভব করেছিলাম ও বলেছিলাম, "আমি এমন কিছু খুঁজে পাইনি যা কিনা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে।" আল্লাহর নবী বলেন, "যেমন করে আমাদের পুরষ্কার প্রদান করা হয়, তেমনই করে আমাদের পরীক্ষা প্রদান ও করা হয়। জনগণ জোর দিয়ে বলছে যে আল্লাহর নবীর ফুসফুস আবরণের অসুখ (Pleurisy) হয়েছে। আল্লাহ আমার ওপর তা করবে না। বরং, এটা হলো শয়তানের ছোঁয়া যার কারণ হলো খাবার খাওয়া, যা আমি ও তোমার ছেলে খায়বারে খেয়েছিলাম। আমি এই ব্যথার কষ্ট অনুভব করতেই থাকবো যতক্ষণে না মৃত্যু এসে আমাকে গ্রাস করে।"-----

আবদুল্লাহ যা বলেছেন: আল-হারিথের কন্যা যয়নাবের এই উক্তি, "তুমি আমার পিতা-কে হত্যা করেছো" বিষয়ে আমি ইবরাহিম বিন জাফর কে জিজ্ঞাসা করি। সে বলেছে: তার পিতা আল-হারিথ [পর্ব-১৩৩] ও চাচা ইয়াসার কে [পর্ব-১৩৪] খায়বার অভিযানে হত্যা করা হয়েছিলো। সে ছিলো ঐ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। এই সেই ব্যক্তি যাকে আল-শিইক দুর্গ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল। আল-হারিথ ছিলো

ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাহসী ব্যক্তি। সেই সময় তার ভাই যাবির-কে হত্যা করা হয়েছিলো। তার স্বামী ছিল তাদের মাস্টার, অবশ্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে দু:সাহসী ব্যক্তিটি ছিল সাললাম বিন মিশকাম [স্বামী] । যখন সে আল-নাটার [পর্ব-১৩৮] দুর্গ মধ্যে অবস্থান করছিলো তখন সে ছিলো অসুস্থ, তাকে বলা হয়েছিলো, "তোমার যুদ্ধ করার শক্তি নাই, সুতরাং তুমি আল-কাতিবায় [পর্ব-১৪০] অবস্থান করো।" সে জবাবে বলেছিলো, "আমি কখনোই তা করবো না।" তাকে অসুস্থ অবস্থাতেই হত্যা করা হয়েছিলো।---'

সুন্নাহ আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল) বর্ণনা:

সুন্নাহ আবু দাউদ: হাদিস নম্বর ৪৪৯৭: [206] [207]

'আবু সালামাহ হইতে বর্ণিত: আবু সালামাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আমর বলেছেন, এবং তিনি আবু হুরাইরার উল্লেখ করেন নাই: আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতেন, কিন্তু খয়রাত সামগ্রী (sadaqah) নয়। ----তাই খায়বারে এক ইহুদি মহিলা একটি ভেড়ার মাংস রোস্ট করে তাঁর কাছে নিয়ে আসে, যাতে সে বিষ মিশ্রিত করেছিলো। আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তা খেয়ে ফেলেন ও তাঁর শিষ্যরাও তা খায়। অতঃপর তিনি বলেন: তোমাদের হাতগুলো সরিয়ে ফেলো (এই খাবার থেকে), কারণ এটি আমাকে বলেছে যে তাতে বিষ মেশানো হয়েছে। বিশর বিন আল-বারা ইবনে মারুর আল-আনসারি মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর তিনি (নবী) সেই মহিলাটি কে ধরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন (ও তাকে বলেন): "কী সেই কারণ যা তোমাকে এই কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করেছে, যা তুমি করেছো?" সে বলে: যদি তুমি নবী হতে, এটি তোমার

কোন ক্ষতি করতো না; কিন্তু যদি তুমি রাজা হতে, আমি আমার লোকদের তোমার হাত থেকে নিশ্চিতই রক্ষা করতাম।" অতঃপর আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তার ব্যাপারে আদেশ করেন ও তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর যে ব্যথার প্রকোপে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন তা তিনি বলেছিলেন: যে খাদ্যের টুকরা টি আমি খায়বারে খেয়েছিলাম, তার অব্যাহত ব্যথা আমি অনুভব করছি। এটি এমন একটি সময় যখন তা আমার মহাধমনী বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।'

'Narated By Abu Salamah: Muhammad ibn Amr said on the authority of Abu Salamah, and he did not mention the name of Abu Hurayrah: The Apostle of Allah (pbuh) used to accept presents but not alms (sadaqah). This version adds: So a Jewess presented him at Khaybar with a roasted sheep which she had poisoned. The Apostle of Allah (pbuh) ate of it and the people also ate. He then said: Take away your hands (from the food), for it has informed me that it is poisoned. Bishr ibn al-Bara' ibn Ma'rur al-Ansari died. So he (the Prophet) sent for the Jewess (and said to her): What motivated you to do the work you have done? She said: If you were a prophet, it would not harm you; but if you were a king, I should rid the people of you. The Apostle of Allah (pbuh) then ordered regarding her and she was killed. He then said about the pain of which he died: I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta.'

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [208]

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নং ৫৯, হাদিস নং ৭১৩:

'আয়েশা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় যা বলতেন তা হালো, "হে আয়েশা! খায়বারে যে খাবারটি আমি খেয়েছিলাম তার সৃষ্ট ব্যথা আমি এখনও অনুভব করি, এবং এই মুহূর্তে আমি যা অনুভব করছি তা হলো এমন যে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া যেন আমার মহাধমনী-টি কেটে ফেলেছে।"'

Narrated 'Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison.")
- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে খায়বারে অবস্থানরত অবস্থায় মুহাম্মদ-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিলো! আর যে ব্যক্তিটি তাঁকে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন তিনি ছিলেন যয়নাব বিনতে আল-হারিথা নামের এক মহিলা! আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, এই হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে দু'টি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে: ১) যয়নাব প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদ-কে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন; ২) যয়নাব এই হত্যা চেষ্টার মাধ্যমে মুহাম্মদকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন!

পরীক্ষা টি হলো, মুহাম্মদ কী আসলেই **"সত্য নবী?"** না কী তিনি **"ভণ্ড নবী?"** যদি তিনি "সত্য নবী" হোন তবে তিনি বিষ প্রয়োগের বিষয়টি আগে থেকেই অবহিত হবেন ও খাবারটি তিনি খাবেন না; বিষের যাতনা ও তার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু বরণ করা

থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন! কে তাঁকে এই খবরটি অবহিত করাবে? মৃত ভেড়াটি অলৌকিক উপায়ে তাঁকে তা অবহিত করাবে! ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদ সেই বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছিলেন!" আর তা খাবার পর তিনি দাবী করেছিলেন যে ঐ ভেড়ার মাংস বা হাড্ডি তাঁকে জানিয়েছে যে সেখানে বিষ মিশানো হয়েছে। যার সরল অর্থ হলো, 'ঐ খাবারটি খাবার আগে' মুহাম্মদ জানতে পারেন নাই যে সেখানে বিষ মিশ্রিত আছে। আদি উৎসের আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, বিশর বিন আল-বারা তাঁর খাবারের টুকরাটি খেয়েই জানতে পেরেছিলেন যে সেখানে বিষ মিশ্রিত আছে, কিন্তু তিনি তা থুতু করে ফেলে দেন নাই এই কারণে যে তাতে তাঁর নবীর খাওয়ার তৃপ্তি নষ্ট হবে; কিন্তু তিনি মনে-প্রাণে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে নবী তা খাবেন না। খাবারের স্বাদেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সেখানে 'বিষ মেশানো' আছে। এখানে কোন 'অলৌকিকত্ব' নেই!

প্রশ্ন হলো, "কী কারণে এই ভেড়ার মাংস বা হাড্ডি গুলো কিংবা মুহাম্মদের আল্লাহ মুহাম্মদ-কে আগে ভাগেই সজাগ করে দিলেন না যে খাবারে বিষ মেশানো আছে?" তারা যদি একটু আগে মুহাম্মদকে এই অতি গুরুত্বপুর্ণ খবরটি জানিয়ে দিতেন, তবে মুহাম্মদ-কে আর এতো কষ্ট পেয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যু বরণ করতে হতো না! তাহলে কী আল্লাহর অভিপ্রায় ছিলো এই যে, "মুহাম্মদ ঐ বিষ যুক্ত খাবার ভক্ষণ করুক ও অতঃপর সেই বিষের প্রতিক্রিয়ায় ধুকে ধুকে মৃত্যু বরণ করুক?"

মুহাম্মদ যে খায়বারের এই বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা আদি উৎসের ওপরে বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। যার সরল অর্থ হলো, যয়নাবের

পরীক্ষায় মুহাম্মদ ফেল করেছিলেন! অর্থাৎ, যয়নাবের এই পরীক্ষা মতে “মুহাম্মদ যে এক ভণ্ড নবী” তা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারি! এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "মুহাম্মদ কে হত্যা চেষ্টা" পর্বটিতে (পর্ব: ১৪৫) করা হয়েছে।

সর্বোপরি আল্লাহর সাক্ষ্য:

"কুরআনের বানীগুলোর রচয়িতা মুহাম্মদ, আল্লাহর নয়", অবিশ্বাসীদের এই দাবী, যুক্তি ও চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের ঘোষণা: [209]

৬৯:৪০ (সূরা আল হাক্কাহ): *"নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত। (That this is verily the word of an honoured apostle.) "*

>> লক্ষনীয় বিষয় এই যে, ইংরেজী অনুবাদে "আনীত" শব্দটির কোন উল্লেখ নেয়। বাংলা অনুবাদকারী এই শব্দটি যোগ করেছেন!

৬৯:৪১-৪২ (সূরা আল হাক্কাহ) - *"এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর।'*

৬৯:৪৩-৪৭ (সূরা আল হাক্কাহ):

"এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা (Aorta)। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।"

(This is) a Message sent down from the Lord of the Worlds. And if the apostle were to invent any sayings in Our name, We should certainly seize him by his right hand, And We should certainly then cut off the artery of his heart: Nor could any of you withhold him (from Our wrath).

>> আল্লাহর নামে মুহাম্মদ দাবী করেছিলেন যে, তাঁর প্রচারিত কুরআনের এই কিচ্ছা-কাহিনী, হুমকি-শাসানী, ভীতি-প্রদর্শন সম্বলিত বানীগুলো তার নিজের বানী নয়, "এগুলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বানী!" আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছে যে, যদি আল্লাহর নামে তিনি এই বানীগুলো রচনা করতেন, তবে আল্লাহ তাঁর গ্রীবা (Aorta) কেটে দিতো! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের উপরে বর্ণিত প্রাণবন্ত বর্ণনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, মৃত্যুকালে মুহাম্মদ যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলে তাকে তিনি "তার গ্রীবা (Aorta) কেটে দেয়ার সাথে তুলনা করেছিলেন।" মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংস কর্মকাণ্ডের পরিণতি ও তার ভাগ্যের এ ছিল এক অতি নির্মম পরিহাস! যা তিনি 'সৃষ্টিকর্তার' নামে কামনা করেছিলেন, মৃত্যুকালে তার অনুরূপ শাস্তিই ভোগ করেছিলেন! আল্লাহর এই সাক্ষ্যও প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ ছিলেন এক ভণ্ড নবী।

আদি উৎসে এই বর্ণনাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা সত্বেও, শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে অসংখ্য "তথাকথিত মোডারেট মুসলমানরা" যখন দাবী করেন যে, চার বছর আগে খাওয়া বিষের প্রতিক্রিয়ার মুহাম্মদের মৃত্যু কখনোই সম্ভব নয়, তখন তাঁরা সেই দাবীর মাধ্যমে "তাঁদের নবী মুহাম্মদকেই মিথ্যাবাদী ও মহামূর্খ" প্রতিপন্ন করেন!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[201] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৮১

[202] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর -১২৫৩-১২৫৬ ও ১২৫৮:

"মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম, মৃত্যু ৮৮১-৮৮২ খ্রিস্টাব্দ; শু'য়েব বিন আল লেইথি, মৃত্যু ৮১৪-৮১৫ খ্রিস্টাব্দ; আল লেইথি বিন সা'দ বিন আবদ আল-রহমান আল-ফাহমি, মৃত্যু ৭৯১- ৭৯২ খ্রিস্টাব্দ; ইয়াজিদ বিন আল-হা'দ, মৃত্যু ৭৫৬-৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ; আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর, মৃত্যু ৭১৯-৭২০ খ্রিস্টাব্দ।"

[203] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৭৯; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৩৪

[204] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক; সম্পাদনা: ইবনে হিশাম; পৃষ্ঠা ৫১৬

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[205] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪

[206] সুন্নাহ আবু দাউদ: হাদিস নম্বর ৪৪৯৭:

https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-4497/

[207] অনুরূপ বর্ণনা: সুন্নাহ আবু দাউদ: হাদিস নম্বর ৪৪৯৯:

https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-4499/

[208] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নং ৫৯, হাদিস নং ৭১৩:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-713/

[209] কুরআনেরই উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

২৮১: মুহাম্মদের মৃত্যু: আয়েশার কোলে শেষ নিশ্বাস!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [210] [211]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৭৯) পর, ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ:

‘ইয়াকুব বিন উতবা <আল যুহরী <উরওয়া <আয়েশা হইতে বর্ণিত: সেদিন আল্লাহর নবী মসজিদে গিয়েছিলেন ও তারপর ফিরে এসে এসে আমার কোলে শুয়ে পড়েছিলেন। আবু বকরের পরিবারের এক লোক আমার কাছে এসেছিল ও তার হাতে ছিল দাঁত-পরিষ্কারের কাঠি ['মিসওয়াক']। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি এটি চান কিনা যে আমি এটি তাঁকে দিই, তিনি বলেন হ্যাঁ; তাই আমি এটি নিই ও তাঁর জন্য তা চিবিয়ে নরম করি ও তা তাঁকে দিই। তিনি এটি দিয়ে তাঁর দাঁত এমন প্রবলভাবে ঘষতে থাকেন যা আমি আগে কখনও তাঁকে ঘষতে দেখি নাই; অতঃপর তিনি তা রেখে দেন। আমি তাঁকে আমার বুকে ভারী অবস্থায় দেখতে পাই ও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে তাঁর চোখ স্থির হয়ে গেছে ও তিনি বলছেন, "না, জান্নাতের সর্বোত্তম সঙ্গীটি।" আমি বলি, "আপনাকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেওয়া

হয়েছে ও আপনি বেছে নিয়েছেন তার মাধ্যমে যে আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছে!" এভাবেই আল্লাহর নবীকে উঠিয়ে নেয়া হয়। [212]

'ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আল যুবায়ের তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে যে, সে আয়েশাকে বলতে শুনেছে:

আমার পালা চলাকালীন সময়ে আল্লাহর নবী আমার বুকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন: আমি তাঁর ব্যাপারে কারো প্রতি কোন অন্যায় করি নাই। আমার অজ্ঞতা ও প্রবল যৌবনের কারণে আল্লাহর নবী আমার কোলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অতঃপর আমি তাঁর মাথা একটি বালিশে শায়িত করি ও দাঁড়িয়ে অন্যান্য মহিলাদের সাথে আমার বুক ও মুখ চাপড়ানো শুরু করি।'

'Ya`qub b.`Utba from al-Zuhri from `Urwa from `A'isha said: The apostle came back to me from the mosque that day and lay in my bosom. A man of Abu Bakr's family came in to me with a toothpick in his hand and the aposlte looked at it in such a way that I knew he wanted it, and when I asked him if he wanted me to give it to him he said Yes; so I took it and chewed it for him to soften it and gave it to him. He rubbed his teeth with it more energetically than I had ever seen him rub before; then he laid it down. I found him heavy in my bosom and as I looked into his face, lo his eyes were fixed and he was saying, `Nay, the most Exalted Companion is of paradise.' I said, `You were given the choice and you

have chosen, by Him Who sent you with the truth!' And so the apostle was taken.

Yahya b.`Abbad b.`Abdullah b. al-Zubayr from his father told me that he heard `A'isha say: The apostle died in my bosom during my turn: I had wronged none in regard to him. It was due to my ignorance and extreme youth that the apostle died in my arms. Then I laid his head on a pillow and got up beating my breast and slapping my face along with the other women.'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা মোতাবেক নবী মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পত্নী আয়েশা বিনতে আবু-বকরের কোলে, যখন আয়েশা ছিলেন প্রবল যৌবনের অধিকারী মাত্র ১৮ বছর বয়সের এক রমণী। 'কিছু রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছিলেন আলীর কোলে।' [213]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[210] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৮২

[211] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩

[212] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৭০: 'আবু বকরের পরিবারের এক লোক: অন্য এক সূত্রে, ইবনে সা'দ উল্লেখ করছেন যে, সে ছিল আয়েশার ভাই আবদুর রহমান।'

[213] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৭৬

২৮২: মুহাম্মদের মৃত্যু: উমরের অস্বাভাবিক আচরণ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর প্রাক্কালে আবু বকর উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মদিনার বাইরে। তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা (ওয়াক্ত) পর মুহাম্মদের লাশের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। সে সময় মুহাম্মদের লাশ ছাইবর্ণ আকার ধারণ করেছিল। ইতিমধ্যে উমর ইবনে আল-খাত্তাব মুহাম্মদের মৃত্যুর খবর শোনার পর এমন অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেছিলেন যে তাকে "পাগলামো বা মতিভ্রম কিংবা অভিনয়" ছাড়া আর কোনভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই!

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [214]

আল-তাবারীর বর্ণনা (পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫), ইবনে হিশামের বর্ণনারই অনুরূপ [215]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮১) পর:

'আল-যুহরী বলেছে, ও আবু হুরায়রা থেকে [প্রাপ্ত তথ্যে] সাঈদ বিন আল-মুসায়িব আমাকে বলেছে, আল্লাহর নবী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন উমর দাঁড়িয়ে বলেছিল:

"কিছু আনুগত্য-হীন লোক দাবী করছে যে আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি মারা যাননি: তিনি আল্লাহর কাছে গিয়েছেন যেমন করে মুসা বিন ইমরান তার প্রভুর কাছে গিয়েছিলেন ও তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মগোপনে থেকে তাকে মৃত রটনা করার চল্লিশ দিন পর তাদের কাছে আবার ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহর কসম, মুসা ফিরে আসার মতো আল্লাহর নবী ফিরে আসবেন ও আমি সেইসব লোকদের হাত-পা কেটে ফেলবো যারা আল্লাহর নবীকে মৃত দাবী করছে।"

যখন আবু বকর শুনতে পান যে ঘটনাটি কী ঘটছে, তখন তিনি মসজিদের দরজায় আসেন যখন উমর লোকদের সাথে কথা বলছিল। তিনি তাতে কোন মনোযোগ না দিয়ে বরং আয়েশার গৃহে আল্লাহর নবীর কাছে যান, যিনি ইয়ামেনী কাপড়ের আবরণে ঢাকা অবস্থায় শায়িত ছিলেন। তিনি গিয়ে তাঁর মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলেন ও তাঁর মুখে চুম্বন করেন, বলেন, "আপনি আমার পিতা-মাতার চেয়েও প্রিয়। আপনি সেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন যা ছিল আল্লাহর আদেশ, দ্বিতীয় কোন মৃত্যু আপনাকে আর কখনই গ্রাস করবে না।" অতঃপর তিনি আল্লাহর নবীর মুখের উপরের আবরণটি যথাস্থানে রাখেন ও বেড়িয়ে যান।

উমর তখনও কথা বলছিল, তিনি বলেন, "আস্তে উমর, চুপ করো।" কিন্তু উমর তা উপেক্ষা করে ও কথা বলতেই থাকে; আবু বকর যখন দেখেন যে সে চুপ থাকবে না

তখন তিনি লোকদের কাছে এগিয়ে যান, যারা তাঁর কথা শুনে উমরকে ছেড়ে তাঁর কাছে চলে আসে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তার প্রশংসা আদায় করার পর তিনি বলেন: "হে লোকসকল, যদি কেউ মুহাম্মদের ইবাদত করে, মুহাম্মদ মৃত: যদি কেউ আল্লাহর উপাসনা করে, আল্লাহ জীবিত, অবিনশ্বর।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত: কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।" [কুরআন ৩:১৪৪]।

আল্লাহর কসম, লোকেরা জানত না যে এই আয়াতটি (আল-তাবারী: 'নবীর উপর') নাযিল হয়েছিলে যতক্ষণ না আবু বকর ঐদিন এটি পাঠ করেছিলেন। লোকেরা এটি তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করে ও তারা এটি (অনবরত) উচ্চারণ করতে থাকে।

উমর বলেছে, 'আল্লাহর কসম, যখন আমি আবু বকরকে এই বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনি তখন আমি হতবাক হয়ে যাই, যাতে আমার পাগুলো নিস্তেজ হয়ে যায় ও আমি মাটিতে পড়ে যাই এই জেনে যে আল্লাহর নবী সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।"'---

আল-তাবারীর বিস্তারিত বর্ণনা: [215]

[পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৬] ইবনে হুমায়েদ <জারির (বিন আবদ আল-হামিদ আল-দাববি) < মুগীরাহ (বিন মিখসাম আল দাববি) <আবু মাশরা যিয়াদ বিন কুলায়েব <আবু আইয়ুব <ইব্রাহিম [হইতে বর্ণিত]: [216]

আল্লাহর নবী যখন ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আবু বকর উপস্থিত ছিলেন না ও তিনি তিন (ঘণ্টা পর) এসেছিলেন। [217]

কেউই আল্লাহর নবীর মুখমণ্ডল উন্মোচন করার সাহস করেনি যতক্ষণ না তাঁর বহিরাবরণ ছাইবর্ণ আকার ধারণ করে। আবু বকর (যখন আসেন), তিনি (নবীর) মুখমণ্ডল উন্মোচন করেন, তাঁর দু'চোখের মাঝখানে (তাঁর কপালে) চুম্বন করেন ও বলেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ! আপনি বেঁচে থাকতে কতই না ভাল ছিলেন, ও মৃত্যুর পরেও আপনি কতই না ভাল আছেন!" অতঃপর তিনি বেরিয়ে যান, আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেন ও বলেন "যে আল্লাহর উপাসনা করে, আল্লাহ জীবিত ও অমর; যে মুহাম্মদের উপাসনা করে, মুহাম্মদ মৃত।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন:

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত: কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।" [কুরআন ৩:১৪৪]।

উমর (লোকদেরকে) বলছিলেন যে নবী মারা যাননি ও তিনি হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন (তাদেরকে যারা দাবী করছে যে নবী মারা গেছেন)।'------

[পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮] 'যাকারিয়া বিন ইয়াহিয়া আল-দারির <আবু আওয়ানাহ <দাউদ বিন 'আবদ আল্লাহ আল-আউদি <হুমায়েদ বিন আবদ আল-রহমান আল-হিমায়েরি [হইতে বর্ণিত]: [218]

আল্লাহর নবী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আবু বকর মদিনার এক বিচ্ছিন্ন অংশে অবস্থান করছিলেন। তিনি আসেন, (নবীর) মুখমণ্ডল উন্মোচন করেন ও তাঁকে চুম্বন করেন ও বলেন, "আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ! আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কতই না ভাল! কাবার প্রভুর নামে (আমি শপথ করে বলছি) যে মুহাম্মদ মৃত।" অতঃপর তিনি মসজিদের মিম্বারের দিকে যান ও দেখতে পান যে উমর বিন আল-খাত্তাব (সেখানে) দাঁড়িয়ে আছে, লোকদের হুমকি দিচ্ছে ও বলছে:

"আল্লাহর নবী জীবিত, মৃত নন। তিনি (প্রত্যাবর্তন করবেন), যারা তার সম্পর্কে মিথ্যাচার ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যাও, তাদের হাতগুলো কেটে ফেলো ও তাদের ঘাড়ে আঘাত করো ও তাদের ক্রুশবিদ্ধ করো।"

আবু বকর তাকে চুপ থাকতে বলেন, কিন্তু সে শুনতে অস্বীকার করে, তাই আবু বকর বলেন যে আল্লাহ তাঁর নবীর উপর নাজিল করেছে:

"নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে।" [কুরআন: ৩৯:৩০-৩১]।

অতঃপর তিনি বলেন:

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত: কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন [কুরআন ৩:১৪৪]।

যে (ইতিপূর্বে) মুহাম্মদের উপাসনা করত, (সেক্ষেত্রে) সে যাকে পূজা করত তিনি মৃত। যে (ইতিপূর্বে) আল্লাহর উপাসনা করত, যার কোনো শরীক নেই, (সেক্ষেত্রে) আল্লাহ জীবিত (ও) অমর।"

মুহাম্মদের সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক, যাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি, তারা নিশ্চিত করেছে যে তারা জানত না যে এই দুটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে পর্যন্ত না না আবু বকর সেদিন সেগুলি পাঠ করেছিলেন।

অতঃপর, এক ব্যক্তি হঠাৎ ছুটে এসে বলে, "আমার কথা শোন, আনসাররা তাদের একজন লোকের কাছে আনুগত্যের শপথ দেওয়ার জন্য সমবেত হয়েছে, বানু সাঈদার এক ছাদবিশিষ্ট দালানে (যুল্লাহ)। তারা বলছে: "আমাদের মধ্য থেকে

একজন শাসক থাকুক ও তাদের কুরাইশদের মধ্যে আরেকজন শাসক থাকুক।" [219]

আবু বকর ও উমর তাদের কাছে অতি দ্রুত ছুটে যায় (যেন তারা একে অপরকে পরিচালনা করছে) যতক্ষণে না তারা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে।'------

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রাক্কালে আবু বকর "মুহাম্মদের নামে" কুরআনের যে আয়াতগুলো (কুরআন ৩:১৪৪ ও ৩৯:৩০-৩১) পাঠ করেছিলেন, তা মুহাম্মদের কোন অনুসারীই আগে কখনো শুনে নাই! তাঁরা আবু বকরের মুখেই প্রথম শুনেছিলেন যে এই আয়াতগুলো মুহাম্মদ নাজিল করেছিলেন! মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাসে যেমন "তাঁর আল্লাহর" কোন অস্তিত্ব নেই ও কুরআনের যাবতীয় বাণীর স্রষ্টা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা (পর্ব: ১৭)। সেই একই ভাবে "আবু বকরের প্রতি অবিশ্বাসে", শুধু আবু বকরের জানা এই আয়াতগুলো আসলেই মুহাম্মদ নাজিল করেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করার কোনই সুযোগ নেই।

"মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর 'মুহাম্মদের নামে যে দাবীগুলো করেছিলেন', তার সবগুলোই সত্য এমন চিন্তা মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী আবু বকরের কর্ম-কাণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক।"

লক্ষণীয় বিশয় এই যে, আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যখন আবু-বকর ও উমরের কাছে খবর এসে পৌঁছে যে, "আনসাররা তাদের একজন লোকের কাছে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য বানু সাঈদার এক ছাদবিশিষ্ট দালানে সমবেত হয়েছে

ও তারা বলছে: আমাদের মধ্য থেকে একজন শাসক থাকুক ও তাদের কুরাইশদের মধ্যে আরেকজন শাসক থাকুক", তখন আবু বকর ও উমর তাদের কাছে এমন দ্রুতবেগে ছুটে গিয়েছিলেন যে, যেন তারা একে অপরকে পরিচালনা করছেন! এই সামান্য কিছু সময় আগে যে উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদের মৃত্যু সংবাদে এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি 'উন্মাদের' মত আচরণ শুরু করেছিলেন, সেই একই উমর আনসারদের এই আনুগত্য-প্রদান ও সমবেত হওয়ার খবর শোনার পর "ক্ষমতার লোভে" তাঁদের কাছে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়েছিলেন! উমর ইবনে খাত্তাবের এই আচরণে কী প্রমাণ হয়? মুহাম্মদের মৃত্যু সংবাদে তিনি কী 'পাগলপ্রায় ও মতিভ্রম-গ্রস্ত' হয়েছিলেন, নাকি তা ছিল তাঁর 'সুনিপুণ অভিনয়'?

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The detailed narratives of Al-Tabari: [215]

[Page: 187-188] 'Zakariyya b. Yahyi al-Darir-Abu 'Awanah -Dawud b. 'Abdallih al-Awdi-Humayd b. 'Abd al-Rahman al-Himyari: When the Messenger of God died, Abu Bakr was in a detached part of Medina. He came, uncovered [the Prophet's] face, and kissed him, saying, "May my father and mother be your ransom! How good you are both living and dead! [I swear] by the Lord of the Ka'bah that Muhammad is dead." Then

he went to the pulpit and found 'Umar b. al-Khattab standing [there], threatening the people and saying, "The Messenger of God is alive and not dead. He will [return], go out after those who spread lies about him, cut off their hands and strike their necks and crucify them." Abu Bakr asked him to be silent, but he refused to listen, so Abu Bakr spoke, saying that God had revealed to His Prophet: "Verily, you will die, and so will they. Then on the Day of Resurrection you will dispute before your Lord." [Then] he said: "Muhammad is only a messenger; and many a messenger has gone before him. So if he dies or is killed, will you turn back on your heels? He who turns back on his heels will do no harm to God; and God will reward the grateful. He who [formerly] worshiped Muhammad, [then] the deity whom he worshiped is dead. He who [formerly) worshiped God, Who has no associate, [then] God is alive [and] immortal." Some people from among the companions of Muhammad, whose time we had reached, affirmed that they did not know that those two verses were revealed until Abu Bakr recited them that day.

Then, a man suddenly came running and said, "Listen to me, the Ansar have gathered in a roofed building *(zullah)* of the Banu Sa'idah to give their oath of allegiance to one of their men. They say: Let us have a ruler from us and let Quraysh have another from them." Abu Bakr and 'Umar rushed away (as though each of them led the other) until they came to them.'-------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[214] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ': পৃষ্ঠা ৬৮২-৬৮৩

[215] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৮৪- ১৮৮

[216] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৮৪-১২৮৬:

"জারির বিন আবদ আল-হামিদ আল-দাববি ৮০৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন; মুগীরাহ বিন মিখসাম আল দাববি মৃত্যুবরণ করেন ৭৫১-৭৫২ খৃস্টাব্দে; আবু মাশরা যিয়াদ বিন কুলায়েব মৃত্যুবরণ করেন ৭৩৮ খৃস্টাব্দে।"

[217] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৮৭: "এই সংখ্যাটির সুনির্দিষ্ট বিবরণ ('তামিজ') অনুপস্থিত। এটি হতে পারে তিন ঘণ্টা, তিন ওয়াক্ত নামাজ, কিংবা তিন বিশেষকার্য (Deputation) সময়।"

[218] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৯২: "আবু আওয়ানাহ - মৃত্যু: ৭৯২-৭৯৩ সাল।"

[219] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৯৭ ও ১২৮৯: যুল্লাহ ও সাকিফা – "যুল্লাহ হলো এক ছাদবিশিষ্ট দালান, যেমন সাকিফা। 'সাকিফা' হলো ছাদবিশিষ্ট কয়েকটি স্তম্ভ সমন্বিত চারপাশে খোলা আয়তাকার একতলা মাটির বিল্ডিং। প্রতীয়মান হয় যে এটি ছিল গোত্রের সমাবেশ স্থল।"

২৮৩: মুহাম্মদের লাশ: শুরু হলো ক্ষমতার লড়াই - লাশটি বিছানায়!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর খবর শোনার পর উমর ইবনে খাত্তাব কীভাবে 'উন্মাদের মত আচরণ' শুরু করেছিলেন; অতঃপর আবু বকর মুহাম্মদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে বলে কুরআনের কোন আয়াতগুলো ঘোষণা করেছিলেন যা অন্য মুহাম্মদ অনুসারীরা আগে কখনো জানতেন না; সেই আয়াতগুলো শোনার পর উমর ইবনে খাত্তাব "তৎক্ষণাৎ" কিভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন ও বুঝতে পেরেছিলে যে নবী মুহাম্মদ সত্যই ইন্তেকাল করেছেন; ইত্যাদি বিশয়ের আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের মৃত্যুর পরই তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বাকযুদ্ধ, শত্রুতা ও লড়াই শুরু করেছিলেন।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [220] [221]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮২) পর:

'যখন আল্লাহর নবীর মৃত্যু হয় তখন আনসারদের গোত্র বানু সাঈদা গোত্রের প্রাঙ্গণে সা'দ বিন উবাদার চারিপাশে এসে জড়ো হয়, আর আলী ও আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ নিজেদের আলাদা করে ফাতিমার গৃহে অবস্থান নেয়, এবং বাকি মুহাজিররা এসে জড়ো হয় আবু বকরের চারপাশে যখন তাঁর সঙ্গে ছিল বানু আব্দুল-আশহাল গোত্রের সাথে উসায়েদ বিন হুদায়ের। অতঃপর কেউ একজন আবু বকর ও উমরের কাছে এসে বলে যে, এই আনসার গোত্র বানু সাঈদার প্রাঙ্গণে সা'দ বিন উবাদার চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে। "আপনারা যদি জনগণের কর্তৃত্ব পেতে চান, তবে তাদের গুরুতর পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই তা অধিকার করুন।"

এমতাবস্থায় আল্লাহর নবী তাঁর বাড়িতেই ছিলেন, তখনও তাঁর দাফনের ব্যবস্থা শেষ হয় নাই, ও তাঁর পরিবার ঘরের দরজা তালাবন্ধ করে রেখেছিল। উমর বলেছে, "আমি আবু বকর-কে বললাম, আসুন আমরা আমাদের এই আনসার ভাইদের কাছে গিয়ে দেখি যে তারা কি করছে।"' -----

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বিস্তারিত বর্ণনা: [221]

[পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭] 'আনসাররা সা'দ বিন উবাদার প্রতি তাঁদের আনুগত্যের শপথ দানের উদ্দেশ্যে বানু সাঈদার এক ছাদবিশিষ্ট দালানে (সাকিফা: 'কয়েকটি স্তম্ভ সমন্বিত চারপাশে খোলা আয়তাকার ছাদবিশিষ্ট একতলা মাটির বিল্ডিং) এসে জড়ো

হয়। এই খবর আবু বকরের কাছে এসে পৌঁছলে তিনি উমর ও আবু উবায়দাহ বিন আল-জাররাহ কে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কাছে আসেন ও (তাদেরকে) জিজ্ঞাসা করেন কেন (তারা জড়ো হয়েছে)। তারা জবাবে বলে, "আসুন আমরা আমাদের মধ্য থেকে একজন শাসক ('আমির') নিযুক্ত করি ও আপনাদের পক্ষ থেকে অন্য একজন।"

আবু বকর বলেন, "আমাদের পক্ষ থেকে শাসকরা ('উমারা') নিযুক্ত হবে ও উজিররা ('উযারা') তোমাদের মধ্য থেকে।" অতঃপর আবু বকর যোগ করেন, "আমি তোমাদেরকে সানন্দে এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনকে (প্রস্তাব করছি): উমর কিংবা আবু উবায়দাহ। কতিপয় লোক নবীর কাছে এসে তাঁকে তাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে বলেছিল। আল্লাহর নবী বলেছিলেন যে তিনি তাদের সাথে একজন সত্যিকারের বিশ্বস্ত লোক পাঠাবেন ও তিনি আবু উবায়দাহ বিন আল-জাররাহ কে পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের কাছে আমার সানন্দ (প্রস্তাব) আবু উবায়দাহ।"

উমর উঠে দাঁড়ায় ও বলে, "তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে আবু বকরকে ছেড়ে যেতে রাজি হবে, যাকে নবীজি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন?" ([222] আবু বকরের নামাজের ইমামতি করার অনুমতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে [পর্ব-২৭৮]।) অতঃপর সে তাকে আনুগত্যের শপথ দেয়। লোকেরা (উমরের) অনুসরণ করে।

আনসাররা বলে, কিংবা তাদের কিছু লোকেরা বলে, "আমরা আলী ব্যতীত অন্যকে (কাউকেই) আনুগত্যের শপথ দেব না।"

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: মুহাম্মদের মৃত্যুর পরই তাঁর লাশের সৎকার ও দাফনকার্য সম্পন্ন না করেই, "তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখেই"মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের নিজেদের মধ্যে বাকযুদ্ধ, শত্রুতা ও লড়াই শুরু করেছিলেন। তাঁদের এ লড়াই কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল ও কী প্রক্রিয়ায় আবু বকর-কে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছিল, তার আলোচনা আগামী কয়েকটি পর্বে করা হবে।

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, সেই পরিস্থিতিতে:
১) আনসাররা এসে জড়ো হয়েছিল তাঁদের নেতা সা'দ বিন উবাদার চারপাশে;
২) আলী-ফাতিমা, আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এসে জড়ো হয়েছিল ফাতিমার গৃহে ও তাঁদের বড়ির দরজাটি ছিল তালাবন্ধ; আর,
৩) বাকি মুহাজিররা এসে জড়ো হয়েছিল আবু বকরের চারপাশে।

আদি উৎসের বর্ণনা মতে মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পত্নী আয়েশার গৃহে। আল-তাবারীর অন্য এক বর্ণনায় জানা যায়, "আলী বিন আবু তালিব তখন মুহাম্মদের (দাফন কাজ) প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত-ভাবে কাজ করছিলেন।"[223] এমতাবস্থায় আয়েশার গৃহে মুহাম্মদের লাশের পাশে মুহাম্মদের স্ত্রীরা ও তাঁর একান্ত পরিবার সদস্যরা ছাড়া তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীদের কেউই যে উপস্থিত ছিলেন না, তা এই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায়

বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq: [220]

'When the apostle was taken this clan of the Ansar gathered round Sa`d b.`Ubada in the hall of B. Sa`ida, and `Ali and al-Zubayr b. al-`Awwam and Talha b.`Ubaydullalh separated themselves in Fatima's house while the rest of the Muhajirin gathered round Abu Bakr accompanied by Usayd b. Hudayr with the B.`Abdu'l-Ashhal. Then someone came to Abu Bakr and `Umar telling them that this clan of the Ansar had gathered round Sa`d in the hall of B. Sa`ida. `If you want to have command of the people, then take it before their action becomes serious.' Now the apostle was still in his house, the burial arrangements not having been completed, and his family had locked the door of the house. `Umar said, `I said to Abu Bakr, Let us go to these our brothers of the Ansar to see what they are doing.'

The detailed narratives of Al-Tabari: [221]

[Page 186-187] 'The Ansar gathered in a roofed building (saqifah) of the Banu Sa'idah to render their oath of allegiance to Sa'd b. Ubadah. This news reached Abu Bakr, so he came to them with 'Umar and Abu Ubaydah b. al-Jarrah, asking [them] why [they had gathered]. They replied, "Let us have a ruler (amir) from us and another from you." Abu

Bakr said, "The rulers (umara') will be from us, and the viziers (wuzara') from you." Abu Bakr then added, "I am pleased [to offer] you one of these two men: 'Umar or Abu 'Ubaydah. Some people came to the Prophet asking him to send trustworthy man with them. The Messenger of God said that he would send a truly trustworthy man with them, and he sent Abu 'Ubaydah b. al-Jarrah. I am pleased [to offer] you Abu 'Ubaydah." 'Umar stood up saying, "Who among you would be agreeable to leave Abu Bakr whom the Prophet gave precedence? and he gave him the oath of allegiance. The people followed ['Umar]. The Ansar said, or some of them said, "We will not give the oath of allegiance [to anyone] except 'Ali."'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[220] ইবনে হিশাম সংকলিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ': পৃষ্ঠা ৬৮৩

[221] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭

[222] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৯০

[223] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ৩

২৮৪: মুহাম্মদের লাশ: ফাতেমার গৃহে সশস্ত্র আক্রমণ - আগুনে পোড়ানোর হুমকি!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু নিশ্চিত জানার পর "তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখেই" তাঁর অনুসারীরা কিভাবে ক্ষমতার লড়াই শুরু করেছিলেন, তার প্রাথমিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইটি মারাত্মক আকার ধারণ করে ও এক পর্যায়ে উমর ও আবু বকর তাদের একদল সশস্ত্র অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদের কন্যা ও জামাতা (চাচাতো ভাই) আলী-ফাতিমার বাড়িটি ঘেরাও করে রাখে ও তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয় যে যদি আলী ও সেখানে অবস্থানকারী আলীর সমর্থকরা বের হয়ে এসে আবু বকরের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করে, তবে তারা তাদের বাড়িটি আগুনে পুড়িয়ে দেবে।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [224]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব ২৮৩) পর; আল-তাবারীর বর্ণনার পুনরারম্ভ:

[পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭] ইবনে হুমায়েদ <জারির <মুগীরাহ <যিয়াদ বিন কুলায়েব [হইতে বর্ণিত]:

'উমর বিন আল-খাত্তাব, আলীর বাড়িতে আসেন। তালহা, আল-যুবায়ের ও কিছু মুহাজিররা ও (আলীর সাথে) বাড়িটিতে অবস্থান করছিলেন। উমর চিৎকার করে বলে, "আল্লাহর কসম, হয় তোমরা বের হয়ে এসে (আবু বকরের) আনুগত্যের শপথ করবে, নয়তো আমি এই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব।"

আল-যুবায়ের তার খোলা তরবারি নিয়ে বেরিয়ে আসে। তিনি (কিছু একটায়) হোঁচট খান, তার তলোয়ারটি তার হাত থেকে পড়ে যায়, অমনি তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তাকে পাকড়াও করে।' [225]

([225] 'যদিও এই ঘটনাটির সময় স্পষ্ট নয়, তবে প্রতীয়মান হয় যে আলী ও তার দল 'সাকিফার' ঘটনা সম্পর্কে ও সেখানে যা ঘটেছিল তা জানতে পেরেছিলেন। এই সময় তার সমর্থকরা ফাতিমার বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। আবু বকর ও উমর, আলীর দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন ও তার সমর্থকদের কাছ থেকে গুরুতর হুমকির আশঙ্কায় তাকে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য মসজিদে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আলী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর তাই আবু বকর ও উমরের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছিল, যারা হুমকি দিয়েছিল যে যদি আলী ও তার সমর্থকরা আবু বকরের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করে তবে এটিতে তারা আগুন লাগিয়ে দেবে। দৃশ্যটি হিংসাত্মক হয়ে ওঠেছিল ও ফাতিমা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।')

'যাকারিয়া বিন ইয়াহিয়া আল-দারির <আবু আওয়ানাহ <দাউদ বিন 'আবদ আল্লাহ আল-আউদি <হুমায়েদ বিন আবদ আল-রহমান আল-হিমায়েরি [হইতে বর্ণিত]: ------- [পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮২) পর]:

[পৃষ্ঠা ১৮৮-১৮৯] ---অতঃপর, এক ব্যক্তি হঠাৎ ছুটে এসে বলে, "আমার কথা শোন, আনসাররা তাদের একজন লোকের কাছে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য বানু সাঈদার এক ছাদবিশিষ্ট দালানে ('যুল্লাহ') সমবেত হয়েছে। তারা বলছে: "আমাদের মধ্য থেকে একজন শাসক থাকুক ও তাদের কুরাইশদের মধ্যে থাকুক আরেকজন।" আবু বকর ও উমর তাদের কাছে অতি দ্রুত ছুটে যায় (যেন তারা একে অপরকে পরিচালনা করছে) যতক্ষণে না তারা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে।

উমর কথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু আবু বকর তাকে বাধা দিলে তিনি বলেন, "আমি একদিনে দুবার নবীর উত্তরাধিকারীর ('খলিফা') অবাধ্য হব না।" আবু বকর কথা বলেন ও আনসারদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে বা তাদের উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেছেন এমন কিছু তিনি বাদ দেননি। তিনি বলেন,

"তোমরা জানো যে আল্লাহর নবী বলেছেন, 'লোকেরা যদি একটি পথ অবলম্বন করে ও আনসাররা করে অন্য পথ, তবে আমি আনসারদের পথই অবলম্বন করবো।' হে সা'দ, তুমি জানো যে, আল্লাহর রসূল বলেছিলেন, যখন তুমি বসে ছিলে, যে কুরাইশরা হলো কর্তৃত্বের মালিক। ধার্মিকরা তাদের ধরণরেই দল অনুসরণ করে ও দুষ্টরা অনুসরণ করে তাদেরটি।"

সা'দ জবাবে বলেন, "আপনি সত্য বলেছেন। আমরা হলাম উজির ও আপনারা হলেন শাসক।"([226] 'হুবাব বিন আল-মুনধির (আবু বকরের বক্তৃতার) উত্তর দেন, "না।

আল্লাহর কসম, আমরা তা কখনোই মেনে নেব না। আমাদের মধ্য থেকে একজন শাসক ও আপনাদের মধ্য থেকে আরেকজন নিযুক্ত হোক।")

উমর বলেন, "হে আবু বকর, আপনার হাত প্রসারিত করুন, যাতে আমি আপনাকে বাইয়াত দিতে পারি।" আবু বকর জবাব দেন, "হে উমর, না বরং তুমি। তুমি (দায়িত্ব বহনে) আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী।" প্রকৃতই উমর ছিলেন এই দুজনের মধ্যে শক্তিশালী। তাদের প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন যে অন্যজন তার হাত প্রসারিত করুক, যাতে সে তার সাথে দর কষাকষি করতে পারে। উমর, আবু বকরের হাত প্রসারিত করেন ও বলেন, "আমার শক্তি আপনার জন্য, আপনার ক্ষমতার পক্ষে;" অতঃপর লোকেরা তাদের আনুগত্যের শপথ করে।

তারা আনুগত্যের শপথের নিশ্চয়তা দাবি করেছিলেন, কিন্তু আলী ও আল-যুবায়ের বিরত ছিলেন। আল-যুবায়ের তার তরবারি (খাপ থেকে) টেনে বের করেন, বলেন, "আলীর কাছে আনুগত্যের শপথ না করা পর্যন্ত আমি এটি ফের ভিতরে রাখবো না।" (যখন) এই খবরটি আবু বকর ও উমরের কাছে পৌঁছে, তখন পরের জন বলে, "তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করো ও তার তরবারি কেড়ে নাও।" ([227] 'যুবায়ের ছিলেন ফাতিমার গৃহে।')

এটি বর্ণিত হয়েছে যে উমর (দৃশ্যপটে) ছুটে আসেন; জোরপূর্বক তাদেরকে এই বলতে বলতে নিয়ে আসেন যে তাদেরকে অবশ্যই আনুগত্যের শপথ করতে হবে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তাই তারা তাদের আনুগত্যের শপথ দেয়।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: এই লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ ছিল তিনটি:

১) আনসারদের একটি দল:

- তাঁরা তাঁদের পক্ষে **'সাদ বিন উবাদা'** কে শাসক নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

আর, মুহাজিরদের ছিল দুটি দল:

২) 'আলী ইবনে আবু-তালিব ও নবী পরিবার' ও তাদের সমর্থক; ও

৩) 'আবু বকর ও উমর গং' ও তাদের সমর্থক।

কারা ছিল এই মুহাজির দল?

তারা ছিলেন মূলতঃ মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী, যারা মুহাম্মদের সাথে মদিনায় পালিয়ে এসে 'রিফুজি' হিসাবে আশ্রয় নিয়ে আনসারদের একান্ত সাহায্য ও সহযোগিতায় পুষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ সহ তাঁরা সকলেই ছিলেন মদিনায় আনসারদের দয়া ও দাক্ষিণ্যে আশ্রিত ও পুষ্ট 'রিফুজি'। যেমন বর্তমান বাংলাদেশে আশ্রিত বার্মা থেকে পালিয়ে আসা 'রহিংগা'; কিংবা মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন উন্নত দেশে পালিয়ে এসে তাঁদের দয়া ও সাহায্য ও সহযোগিতায় আশ্রিত ও পুষ্ট বর্তমানের মুসলমান জন-গুষ্ঠি। তারাও ছিলেন তেমনই।

কারা এই আনসার দল?

“যে দল ও গুষ্টির একান্ত সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতিরেকে মুহাম্মদ কখনোই নিজেকে নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না, সেই গুষ্টিটির নামই হলো: আনসার!” আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী। তাঁরা মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের রক্ষায় তাঁদের জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতায় মূলত: মুহাম্মদ "তাঁর নবীত্ব" প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদেরই কল্যাণে মুহাম্মদ **"ওহুদ যুদ্ধে"** তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিলেন; যখন মুহাজিররা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে একা ফেলে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছিলেন। আক্রান্ত মুহাম্মদ-কে রক্ষার জন্য সেদিন যে ছয় জন মুহাম্মদ অনুসারী এগিয়ে এসে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন "তাঁদের পাঁচ জনই ছিলেন আনসার (পর্ব: ৬৯)!" ওহুদ যুদ্ধের সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ‘হুনাইন যুদ্ধেও!’ এই যুদ্ধেও যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদ-কে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে "প্রায় সকল মুহাজিরই" সফলভাবে পলায়ন করেছিলেন। এবারেও মুহাম্মদ প্রাণ-রক্ষা পেয়েছিলেন মূলত: আনসারদেরই কল্যাণে। নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে মুহাম্মদের আর্তনাদ ও সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন, অবশেষে যে একশত লোক তাঁর কাছে এসে জড়ো হয়ে তাঁর জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল তার সিংহভাগই ছিল "এই আনসার দল!" আল আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে: '৩৩জন মুহাজির, ৬৭জন আনসার। বিষয়টির বিশদ আলোচনা "অনুসারীদের পলায়ন ও নবীর আর্তনাদ" পর্বটিতে (পর্ব: ২০৩) করা হয়েছে।

কে এই আনসারদের প্রথম মনোনীত খলিফা সা'দ বিন উবাদা?

এই সেই সা'দ বিন উবাদা, যিনি ছিলেন সেই আনসারদের একজন, যিনি "দ্বিতীয় আকাবা শপথ" প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পর মুহাম্মদ সেখানে সমবেত সত্তর জন পুরুষ আনসারদের মধ্য থেকে যে বারো জন প্রতিনিধি ('নাকিব') নিযুক্ত করেছিলেন, খাযরাজ গোত্র থেকে নয় জন ও আউস গোত্র থেকে তিনজন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। মদিনা থেকে প্রথমে বারো (প্রথম আকাবা) ও পরবর্তীতে ৭০জন লোক (দ্বিতীয় আকাবা) এসে "রাতের অন্ধকারে গোপনে মুহাম্মদের সাথে শলাপরামর্শ করছে", খবরটি জানার পর কুরাইশরা এই বহিরাগত আনসারদের প্রতি রুষ্ট হোন ও তাদের-কে ধরার চেষ্টা করেন। তারা নিশ্চিত জানতেন যে, এই আনসাররা মুহাম্মদের সাথে কোন না কোন গোপন অভিসন্ধিতে লিপ্ত। এই সেই সা'দ বিন উবাদা, যাকে কুরাইশরা ধরে ফেলেছিল। অতঃপর কুরাইশরা তাঁকে তাঁর ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এসেছিল ও তাকে মারধর করেছিল। অবশেষে যুবায়ের বিন মুতিম বিন আদি বিন নওফল বিন আবদ-মানাফ ও আল-হারিথ বিন উমাইয়া বিন আবদ শামস বিন আবদ-মানাফের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। [228]

সা'দ বিন উবাদা ছিলেন ইসলামে নিবেদিত প্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম। তিনি মুহাম্মদের পক্ষে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বদরে যুদ্ধে স্ব-শরীরে উপস্থিত হতে পারেন নাই, তবে এরপর তিনি উহুদ ও খন্দক সহ অন্যতম প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর (বিস্তারিত: পর্ব-২৪৭) পর তিনি খাযরাজ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির পূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব। মুহাম্মদের মৃত্যুকালীন সময়ে মদিনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন নেতা ছিল না।

আবু বকর খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর, সা'দ বিন উবাদা তাকে তাঁর আনুগত্যের শপথ প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। আবু বকরের শাসনকালে (৬৩২-৬৩৪ সাল) তিনি মদিনাতেই অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে ত্যাগ করেছিলেন ও আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার কাছে যাননি। আবু বকরেরের মৃত্যুর পর উমর ইবনে খাত্তাব যখন খলিফা নিযুক্ত হোন তখন তিনি তাকেও আনুগত্যের শপথ প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। অতঃপর উমরের খেলাফতের (৬৩৪-৬৪৪ সাল) শুরুতেই তিনি উমরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মদিনা পরিত্যাগ করে সিরিয়ার (শাম) উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও ‘হাওরান/হাররান’ (সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে জর্ডানের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চল) নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে আনুমানিক ৬৩৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে তীর-বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [229]

“সা'দ আবু বকরের আনুগত্য মেনে নেন নাই। তিনি তাকে ত্যাগ করেন ও আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত ও উমরের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার কাছে যাননি। তিনি তার (উমরের) আনুগত্যও মেনে নেন নাই। একদিন উমর মদিনার এক রাস্তায় তাঁর দেখা পায় ও তাকে বলে, “সা'দ, কথা বলো! সা'দ, কথা বলো!" সা'দ বলে, "উমর, কথা বলো!" উমর বলে, "তুমি একজন সাহাবী। তোমার অবস্থান কি?" সা'দ বলেন, "হ্যাঁ, আমি হলাম তাই। আল্লাহ তোমাকে এই কর্তৃত্ব দিয়েছে ও তোমার যে সঙ্গী ইতিপূর্বে এর দায়িত্বে ছিল, সে আমার কাছে ছিল তোমার চেয়ে বেশী প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমি তোমার কাছাকাছি থাকা অপছন্দ করতে শুরু করেছি।" উমর বলে, "যে

ব্যক্তি তার নিকট প্রতিবেশীকে অপছন্দ করে, তাকে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত।" সা'দ বলেন, "আমি এটা গোপন করি না। আমি তোমার চেয়ে ভালো পড়শি এলাকায় চলে যাব!”

তিনি শীঘ্রই রওনা দেন ও উমরের খেলাফতের শুরুতে সিরিয়ায় দেশান্তরিত হোন। সা'দের বংশধরেরা জানিয়েছে যে তিনি উমরের শাসন আমলের আড়াই বছরের মধ্যে সিরিয়ার 'হাররানে (Harran) ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনে উমর বলেছে, "ধারণা করা হয় যে তিনি হিজরি ১৫ সালে ইন্তেকাল করেছিলেন।" মদিনায় তার মৃত্যুর খবর জানা যায় নাই যে পর্যন্ত না কিছু বালক যখন দুপুর বেলা প্রচণ্ড গরমে মুন্নাব্বিহ বা সাকান এর কূপ থেকে পানি উঠচ্ছিল তখন তারা একটি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, বলছিল:

“আমরা খাযরাজ প্রধানকে হত্যা করেছি। সাদ ইবনে উবাদা।
আমরা তাকে দুটি তীর নিক্ষেপ করেছি ও তার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্যভেদে বিফল হই নাই।”

ছেলেরা ভয় পেয়েছিল, তাই সেই দিনটির কথা মনে আছে, ও তারা আবিষ্কার করেছিল যে সেটি ছিল ঠিক সেইদিন যেদিন সা'দ ইন্তেকাল করেছিল। সে একটি গর্তে পেশাব করতে বসেছিল, গোসলটি শেষ করেছিল ও অতঃপর তৎক্ষণাৎ ইন্তেকাল করেছিল। তারা দেখতে পেয়েছিল যে তার ত্বক সবুজ হয়ে গিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন বর্ণনা করেছে যে, সাদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিল ও ফিরে এসে তার বন্ধুদের বলেছিল, "আমি অনুভব করছি যে কিছু একটা হামাগুড়ি দিচ্ছে", অতঃপর সে ইন্তেকাল করেছিল। তারা শুনতে পেয়েছিল যে একটা জ্বীন

বলছে, “আমরা খাযরাজ প্রধানকে হত্যা করেছি। সা’দ ইবনে উবাদা। আমরা তাকে দুটি তীর নিক্ষেপ করেছি ও আমরা তার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্যভেদে বিফল হই নাই।"'

- অনুবাদ লেখক।

>>> সা'দ বিন উবাদা মদিনা থেকে দেশান্তরি হয়েও তার প্রতিপক্ষ মুহাম্মদ অনুসারীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নাই। হাররানে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে তাঁকে তীর-বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল! অতঃপর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, “জ্বীনে তাকে হত্যা করেছে!” কারণ সে একটা গর্তে পেশাব করেছিল/দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিল! ধারণা করা হয় যে, এই কাজটি করেছিলেন উমর ইবনে খাত্তাব। এটি মুহাম্মদের শিক্ষা। গুপ্ত-ঘাতক পাঠিয়ে মুহাম্মদ যেমন হত্যা করেছিলেন আবু আফাক-কে (পর্ব-৪৬); আসমা-বিনতে মারওয়ান-কে (পর্ব-৪৭); কাব বিন আল-আশরাফকে (পর্ব-৪৮); আবু রাফি-কে (পর্ব-৫০)। মদিনা থেকে নির্বাসিত হয়ে খায়বারে আশ্রয় নিয়েও যেমন আবু রাফি, মুহাম্মদের নৃশংসতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নাই; মদিনার বনি নাদির গোত্রের ইহুদিরা যেমন মদিনা থেকে নির্বাসিত হয়ে (পর্ব-৫২ ও ৭৫) খায়বারে বসতি স্থাপন করেও মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন নাই (পর্ব: ১৩০-১৫২); সা'দ বিন উবাদাও তেমনি মদিনা থেকে সিরিয়ায় দেশান্তরিত হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নাই। পার্থক্য এই যে, মুহাম্মদ তা করেছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে, আর তাঁর মৃত্যু পরবর্তী অনুসারীরা তা শুরু করেছিলেন "মুসলিমদের বিরুদ্ধেও!" সূচনায় ছিলেন আবু-বকর ও উমর গং!

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আনসাররা মুহাজিরদের হাতে বঞ্চনার স্বীকার হোন সর্বতোভাবে। আনসারদের এই বঞ্চনার সূত্রপাত করেছিলেন “মুহাম্মদ নিজে!” এ

বিশয়ের বিশদ আলোচনা "আনসারদের বঞ্চনা ও নবীর ভাষণ" পর্বটিতে (পর্ব: ২১৯) করা হয়েছে।

অতি সংক্ষেপে:

'মুহাম্মদ যখন হুনায়েন ও তায়েফ হামলার গণিমতের মালগুলো কুরাইশ ও বেদুইন গোত্রের মধ্যে বিতরণ করছিলেন ও আনসাররা তার কিছুই পায় নাই, আনসাররা মনক্ষুন্ন হয় ও তারা এ বিষয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা শুরু করে যে পর্যন্ত না তাদের একজন বলে উঠে, "আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবী তাঁর নিজের লোকদের সাথে মিলিত হয়েছে।"

এই সেই সা'দ বিন উবাদা আল-খাযরাজি, যিনি সেদিন মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিলেন ও যা ঘটেছে তা তাঁকে অবহিত করিয়েছিলেন। মুহাম্মদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ বিষয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কী, সা'দ?" জবাবে সা'দ মুহাম্মদকে বলেছিলেন, "আমি আমার লোকদের সাথে আছি। আমি তাদের একজন ছাড়া আর কী? বাস্তবিকই আমরা জানতে চাই, এটি কোথা থেকে এসেছে?" সা'দের এই প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ, সা'দকে আদেশ করেছিলেন যে সে যেনো সেখানে উপস্থিত সমস্ত আনসারদের একত্রিত করে। অতঃপর মুহাম্মদ আনসারদের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব-২১৯)। সেই ভাষণে মুহাম্মদ, আনসাররা তাঁর ও তাঁর মক্কাবাসী সহচরদের (মুহাজির) জন্য কী ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে তা স্বীকার করেছিলেন, এই ভাবে:

'যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে বলতে পারতে - আর তোমরা সত্য কথাটিই বলতে পারতে যা তোমরা বিশ্বাস করো: "অপমানিত অবস্থায় আপনি আমাদের কাছে

এসেছিলেন ও আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; পালিয়ে এসেছিলেন ও আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম; ছিলেন পলাতক ও আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম; ছিলেন দরিদ্র ও আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।"'

অতঃপর, মুহাম্মদ আত্মপক্ষ সমর্থনে **"আনসারদের প্রতি তাঁর ঐ বৈষম্যের"** কৈফিয়ত দিয়েছিলেন, এই বলে:

"পার্থিব উত্তম জিনিসের মাধ্যমে আমি মানুষের মন জয় করতে চেয়েছি যাতে তারা মুসলমান হয়, আর আস্থা স্থাপন করেছি তোমাদের ইসলাম-বিশ্বাসের প্রতি? তোমরা কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নও যে লোকেরা ফিরে যাবে গবাদি পশুর পালগুলো সঙ্গে নিয়ে, আর তোমারা ফিরে যাবে আল্লাহর নবী-কে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে? যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা তার কসম, হিজরতের কারণ ছাড়া আমি নিজে আনসারদেরই একজন। যদি সমস্ত মানুষ এক পথে চলে যায় ও আনসাররা যায় অন্য পথে, আনসারদের পথই আমি গ্রহণ করবো।"

মুহাম্মদের এই কৈফিয়ত কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বদর যুদ্ধের (পর্ব: ৩০-৪৩) প্রাক্কালে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ঘোষণা দিয়েছিলেন:

কুরআন: ৮:৪১ (সুরা আনফাল):

"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; --"

অর্থাৎ, যেহেতু "আল্লাহকে কোনভাবেই লুটের মালের ভাগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়", দলপতির অধিকার বলে মুহাম্মদ ও তাঁর নিকটাত্মীয় ও এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য লুটের মালের বরাদ্দ কৃত হিস্যা এক-পঞ্চমাংশ; আর বাঁকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশ-গ্রহণকারী অনুসারীদের ন্যায্য অধিকার। মুহাম্মদেরই ঘোষণা অনুযায়ী, "এটি আল্লাহর বিধান!" আল্লাহর এই বিধান মোতাবেক হুনায়েন ও তায়েফ হামলায় অংশগ্রহণকারী আনসাররা এই লুটের মালের ন্যায্য অংশীদার। আনাসারদের এই ন্যায্য অধিকারকে বঞ্চিত করে মুহাম্মদ তা বণ্টন করেছিলেন তাঁর নিজ স্বার্থ ও পার্থিব লাভের আশায়; যা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন এই ভাবে, "পার্থিব উত্তম জিনিসের মাধ্যমে আমি মানুষের মন জয় করতে চেয়েছি যাতে তারা মুসলমান হয়!" মুহাম্মদের এই কর্মকাণ্ড স্পষ্টতই আনসারদের প্রতি বৈষম্য, তাঁদের ন্যায্য অধিকার হরণ ও সর্বোপরি "আল্লাহর" এই সুস্পষ্ট বিধানের (কুরআন: ৮:৪১) লঙ্ঘন। কারণ, "আল্লাহর বিধান অনুযায়ী" তাঁদের এই ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করার আগে মুহাম্মদ তাঁদের সাথে এই ব্যাপারে কোন পরামর্শ করেন নাই বা তাঁদের কোন অনুমতি নেন নাই। মুহাম্মদ তাঁদের সাথে কথা বলেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁদের চরম অসন্তোষ ও প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে।

নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্তে মুহাম্মদ যদি তাঁর নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের "আল্লাহ ও মুহাম্মদের অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে" তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন, তবে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত অনুসারী আবু বকর, কিংবা উমর, কিংবা তাঁর অন্য কোন অনুসারী "অনুরূপ কোন রাজনীতি"

ব্যবহার করে কেন ক্ষমতা ও সম্পদ কুক্ষিগত করতে পারবেন না? আনসারদের প্রতি "আবু বকর ও উমর গংদের" এই আচরণে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই।

'আলী ইবনে আবু-তালিব ও নবী পরিবার' ও তাদের সমর্থক দল:

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে 'আবু বকর ও উমর গং এর "কুট-কৌশল ও রাজনীতির খেলায়" আনসার ও আলী ও তাঁর সমর্থক দল পরাজিত হয়েছিলেন! অতঃপর, এক পর্যায়ে এই আবু-বকর উমর গং ও তাঁদের সহযোগীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা এবং তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু-তালিবের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিলেন ও তাঁদের সেই বাড়িটি 'আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি' দিয়েছিলেন। অতঃপর, তারা জোরপূর্বক অস্ত্রের মুখে আলীর সমর্থকদের কাছ থেকে আবু-বকরের বশ্যতা স্বীকার করার অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন।

মুহাম্মদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই, মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যদের এ কী পরিণতি! তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত একান্ত নিকট, ও আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ (দুই শ্বশুর), ও বিশিষ্ট অনুসারীদেরই হাতে! মুহাম্মদ কী তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও এই দৃশ্য কল্পনা করতে পেরেছিলেন? আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস তা অনুমান করতে পেরেছিলেন; যারা আলোচনা "আলীকে আব্বাসের পরামর্শ" পর্বটিতে (পর্ব: ২৭৯) করা হয়েছে। মুহাম্মদের সৌভাগ্য এই যে: "তিনি তাঁর পরিবারের এই দুর্ভাগ্য ও অবমাননা দেখার আগেই মরে বেঁচেছিলেন!" এটি ছিল সূচনা মাত্র! মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ফাতিমা প্রায় ছয়মাস

কাল জীবিত ছিলেন। ফাতিমার মৃত্যুর পর বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির কারণে আলী, আবু-বকরের বয়াত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

'আবু বকর ও উমর গং' এবং তাদের সমর্থক দল:

মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে যে প্রায় একশতটি হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার "মাত্র একটি" তে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবকে ও অন্য একটিতে আবু-বকর কে নেতৃত্ব-পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেই হামলাগুলো হলো যথাক্রমে তুরাবা হামলা ও নাজাদ আক্রমণ (পর্ব: ১৬০)। এই হামলা দু'টি হলো মুহাম্মদের সবচেয়ে অখ্যাত হামলাগুলোর উদাহরণ! সিংহভাগ ইসলাম বিশ্বাসী যার নামও কখনো শুনেন নাই। মুহাম্মদের অধিকাংশ মুহাজির অনুসারীরা মুহাম্মদের কাছে 'রাজনীতি' শিখেছিলেন। বিশেষ করে আবু বকর ও উমর। অন্যদিকে, আনসাররা মুহাম্মদের কাছে থেকে ঠিক কতটুকু রাজনীতি শিখেছিলেন তা জানা না গেলেও মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তারা যে ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সুবিধা করতে পারেন নাই, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

>>> মুহাম্মদের রচিত কুরআন ও আদি-উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত সিরাত ও হাদিস-গ্রন্থগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো, মুহাম্মদে ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের (হিজরত, সেপ্টেম্বর ৬২২ সাল) প্রাক্কালে প্রথমাবস্থায় 'আনসাররা' সত্যই মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ও মুহাজিরদেরকে সর্বান্তকরণে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু মদিনায় মুহাম্মদের একের পর এক নৃশংস কর্মকাণ্ড, আগ্রাসী

হামলা, ভীতি প্রদর্শন ও গণিমতের প্রলোভন, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তাঁদের অনেককেই সন্দিহান করে তোলে। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই মুহাম্মদের অত্যন্ত নির্মম ও নৃশংস বানু-কুরাইজার গণহত্যার পর, “বানু আল-মুসতালিক” হামলার" প্রাক্কালে (পর্ব: ৯৭-৯৯)। প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদের প্রতি তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল আন্তরিক ও সম্পর্ক ছিল ভালবাসার! পরবর্তীতে তা ছিল মুহাম্মদের আক্রোশ থেকে নিজেদের রক্ষা (অর্থাৎ, ভীতি) ও গনিমতের প্রলোভনে পরিচালিত। প্রতীয়মান হয় যে আদি মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী, যারা মুহাম্মদের ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক সময়ে মুহাম্মদের মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকেরও বিষয়টিও ছিল এমন। পরবর্তীতে তাঁরাও মুহাম্মদকে অনুসরণ করতেন ভীতি ও প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে।

"এই প্রতারণাগুলো" তাঁদের কাছে ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। যার চরম বহি:প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মক্কা বিজয় পরবর্তী "তাবুক হামলার প্রাক্কালে"; যার বিশদ আলোচনা 'তাবুক হামলা' অধ্যায়গুলোতে করা হয়েছে (পর্ব: ২২৮-২৪৫)। মুহাম্মদ নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তাবুক হামলার প্রাক্কালে 'আল্লাহর নামে' মুহাম্মদের রচিত 'সুরা তাওবাহর' ৭০টি বাক্য (আয়াত নম্বর ৩৮-১২৭), যার আলোচনা ইতিমধ্যে করা হয়েছে (পর্ব:২৪৫)। মুহাম্মদের চাচা আল-আবাসও বোধকরি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; সে কারণেই মুহাম্মদের মৃত্যুকালে তিনি আলীকে বলেছিলেন, "আলী, আজ থেকে তিন রাত পর তুমি দাসে পরিণত হবে (পর্ব-২৭৯)।"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The detailed narratives of Al-Tabari: [224]

[Page 186-187] ‘Ibn Humayd -Jarir-Mughirah -Ziyad b. Kulayb: 'Umar b. al-Khattib came to the house of 'Ali. Talhah, al-Zubayr, and some of the Muhajirun were [also] in the house (with 'Ali). 'Umar cried out, "By God, either you come out to render the oath of allegiance [to Abu Bakr], or l will set the house on fire." Al-Zubayr came out with his sword drawn. As he stumbled [upon something], the sword fell from his hand, so they jumped over him and seized him.

Zakariyya b. Yahyi al-Darir -Abu 'Awanah -Dawud b. 'Abdallih al-Awdi-Humayd b. 'Abd al-Rahman al-Himyari: ----

[Page:188-189] ‘---Then, a man suddenly came running and said, "Listen to me, the Ansar have gathered in a roofed building *(zullah*) of the Banu Sa'idah to give their oath of allegiance to one of their men. They say: Let us have a ruler from us and let Quraysh have another from them." Abu Bakr and 'Umar rushed away (as though each of them led the other) until they came to them. 'Umar wanted to speak but Abu Bakr stopped him so he said, "I will not disobey the Prophet's successor (khalifah) twice in a day." Abu

Bakr spoke and did not leave out anything that was either revealed about the Ansar or was said by the Messenger of God with regard to their fine qualities. He said, "You know that the Messenger of God said, 'If the people took one way and the Ansar another, I would take Ansar's path.' 0 Sa'd, you know that the Messenger of God had said, while you were sitting, that Quraysh were the masters of this authority. The righteous follow their kind, and the wicked follow theirs." Sa'd replied, "You have spoken the truth. We are the viziers and you are the rulers." 'Umar said, "Stretch out your hand, 0 Abu Bakr, so that I may give you the oath of allegiance." Abu Bakr replied, "Nay, rather you, 0 Umar. You are stronger than I [to bear the responsibility]. 'Umar was indeed the stronger of the two. Each of them wanted the other to stretch his hand so that he could strike the bargain with him. 'Umar stretched Abu Bakr's hand saying, "My power is for you with your power," and the people gave their oath of allegiance.

They demanded confirmation of the oath, but 'Ali and al-Zubayr stayed away. Al-Zubayr drew his sword (from the scabbard), saying, "I will not put it back until the oath of allegiance is rendered to 'Ali."

[When] this news reached Abu Bakr and 'Umar, the latter said, "Hit him with a stone and seize the sword." It is stated that 'Umar rushed [to the scene], brought them forcibly [while] telling them that they must give their oath of allegiance willingly, or unwillingly. So they rendered their oath of allegiance.'-

The relevant narratives of Muhammad Ibn Sa'd: [229]

'Sad did not give allegiance to Abu Bakr. He left him and did not go to him until Abu Bakr died and Umar was appointed. He did not give him allegiance either. One day Umar met him on one of the roads of Medina and said to him, "Speak, Sa'd! Speak, Sa'd!" Sa'd said, "Speak, Umar!" Umar said, "You are a companion. What is your position?" Sa'd said, "Yes, I am that. Allah has given you this command, and your companion who was in charge of it was dearer to me than you. By Allah, I have begun to dislike being near you." Umar said, "Whoever dislikes a neighbour close to him should move from him." Sa'd said, "I do not conceal that. I will move to a neighbourhood better than yours!" He soon left and emigrated to Syria at the beginning of Umar's Khalifat.

Sa'd's descendents report that he died at Harran in Syria two and half years into Umar's rule. Muhammad Ibn Umar said. "It seems that he died in 15 AH." Abdul Aziz said, "His death was not known in Medina until some boys heard a voice in the well of Munnabbih, or Sakan, while they were drawing water at miday in the intense heat saying: "We killed the master of Khazraj. Sa'd Ibn Ubada. We shot him with two arrows and we did not miss his heart." The boys were frightened, so that day was remembered, and they discovered that was the very day on which Sa'd had died. He sat to urinate in a hole and had a bath and then died immediately. They found that his skin had gone green. Muhammad Ibn Sirin related that Sa'd Ibn Ubada urinated standing up and when he returned, he said to his friends, "I feel

something crawling," and then he died. They heard a Jinn saying, "We killed the master of Khazraj. Sa'd Ibn Ubada. We shot him with two arrows and we did not miss his heart."'----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[224] আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯

[225] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৯১:

'Although the timing of the events is not clear, it seems that 'Ali and his group came to know about the Saqifah after what had happened there. At this point, his supporters gathered in Fatimah's house. Abu Bakr and 'Umar, fully aware of 'Ali's claims and fearing a serious threat from his supporters, summoned him to the mosque to swear the oath of allegiance. 'Ali refused, and so the house was surrounded by an armed band led by Abu Bakr and 'Omar, who threatened to set it on fire if 'Ali and his supporters refused to come out and swear allegiance to Abu Bakr. The scene grew violent and Fatimah was furious.'

[226] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১২৯৮

[227] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১৩০০

[228] আল-তাবারী; ভলুউম ৬; পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮

[229] The Men of Madina - Volume I; A translation of Volume 7 of the Kitab at-Tabaqat al-Kabir by Muhammad Ibn Sa'd; Translated by Aisha Bewley; পৃষ্ঠা ২৪১-২৪২

https://www.alminar.com/TheMenofMadina

২৮৫: মুহাম্মদের লাশ: বনী সাঈদার সাকিফায় ক্ষমতার লড়াই -রক্তারক্তি পর্যায়!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীরা কীভাবে "প্রায় রক্তারক্তি পর্যায়ের" ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু করেছিলেন, তা আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, ইমাম বুখারি, প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁরা সকলেই যে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার আদি উৎস হলো ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উমর ইবনে আল-খাত্তাব; যা তিনি বর্ণনা করেছিলেন "তার জীবনের শেষ হজ্জ" পালন করার প্রাক্কালে এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যদিকে আল-তাবারী এই ঘটনাটি ছাড়াও বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে এ বিষয়ের আরও বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর 'তারিখ আল-রাসুল ওয়া আল-মুলুক' গ্রন্থটিতে।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [230] [231] [232]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮৪) পর:

'এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে, ইবনে শিহাব আল-যুহরি থেকে <উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ থেকে <**আবদুল্লাহ বিন আব্বাস** থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

আমি **আবদুল-রহমান বিন আউফের** জন্য মিনায় তার স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম যখন তিনি উমরের সর্বশেষ-হজ্জ পালনের সময় উমরের সাথে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে অপেক্ষা করতে দেখেন, কারণ আমি তাকে কুরআন পড়া শেখাচ্ছিলাম। আব্দুল-রহমান আমাকে বলেছিলেন, 'আমি আশা করেছিলাম যে যদি তুমি এক ব্যক্তিকে দেখতে যে আমিরুল মুমিনিনের [উমর] কাছে এসে বলেছিল, "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি এমন একজন লোককে পছন্দ করতেন যে বলেছে, 'আল্লাহর কসম, যদি উমর মারা যায় তবে আমি অমুককে আমার অভিনন্দন জানাবো। আবু বকরকে প্রদত্ত আনুগত্যটি ছিল এক তাড়াহুড়োজনিত ভুল ও তা অনুমোদন করা হয়েছিল।'" উমর রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, "ইনশাল্লাহ, আমি আজ রাতে লোকদের সম্মুখে দাঁড়াবো ও তাদের সতর্ক করবো ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যারা তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করতে চায়।" [233]

আমি বলেছিলাম "হে আমিরুল মুমিনিন, এটা করবেন না, কারণ এই উৎসব অখ্যাতিপূর্ণ (riff-raff) ও নিম্নতম মানের লোকদের একত্রিত করে; আপনি যখন জনগণের সম্মুখে দাঁড়াবেন তখন তারাই হবে আপনার সান্নিধ্যে থাকা লোকদের

(তাবারী: 'আপনার সমাবেশে') সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর আমি ভয় পাচ্ছি যে আপনি গিয়ে এমন কিছু বলবেন যা তারা সর্বত্র পুনরাবৃত্তি করবে, আপনি যা বলছেন তা বুঝতে পারবে না কিংবা এর সঠিক ব্যাখ্যা করবে না; সুতরাং আপনি মদিনায় না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, কারণ এটি 'সুন্নাহ স্থান' ও আপনি আইনজ্ঞ ও জনগণের মধ্যে গণ্যমান্যদের সাথে একান্তে আলোচনা করতে পারবেন। (তাবারী: আপনি 'হিজরা ও সুন্নাহ' স্থানে আসবেন ও আপনি মুহাজির ও আনসার উভয়ের সাহাবীদের সাথে একান্তে আলোচনা করতে পারবেন।) আপনি যা বলতে চান তা বলতে পারবেন ও আপনি যা বলবেন আইনজ্ঞরা (তাবারী: 'তারা') তা বুঝতে পারবে ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবে।" উমর জবাবে বলেছেন, "আল্লাহর কসম, ইনশাল্লাহ আমি মদিনায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই তা করবো।"

আমরা জিলহজ্জ মাসের শেষে মদিনায় আসি ও শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমি দ্রুত ফিরে আসি ও দেখতে পাই যে সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল মিম্বরের পাশে বসে আছে ও আমি তার বিপরীত দিকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি। অবিলম্বে উমর বেরিয়ে আসে ও তাকে আসতে দেখে আমি সাঈদকে বলি, "তিনি আজ রাতে এই মিম্বরে এমন কিছু বলবেন যা তিনি খলিফা হওয়ার পর আগে কখনো বলেন নাই।" সাঈদ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি মনে করো যে তিনি এমন কিছু বলতে চলেছেন যা তিনি আগে কখনও বলেন নাই?"

উমর মিম্বরে বসে ও মুয়াজ্জিনরা যখন নীরব হয় তখন তিনি যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করেন ও বলেন: "আমি আজ তোমাদের এমন একটি কথা বলতে যাচ্ছি যা আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন যে আমি তা বলবো, ও আমি জানি না সম্ভবত এটি আমার

শেষ ভাষণ কিনা। যে এটা বোঝে ও পালন করতে চায় সে যেখানেই যাক না কেন সে এটি সাথে নিয়ে যেতে পারে; আর সেই ব্যক্তি যে আশংকা করে যে সে এটি পালন করতে পারবে না, সে যেন অস্বীকার না করে যে আমি এটি বলেছিলাম। আল্লাহ মুহাম্মদকে পাঠিয়েছেন ও তাঁর কাছে কিতাব নাজিল করেছেন। তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার একটি অংশ ছিল পাথর নিক্ষেপের অনুচ্ছেদ; আমরা এটি পড়েছিলাম, আমাদের এটি শেখানো হয়েছিল ও আমরা তা পালন করেছিলাম। আল্লাহর নবী (ব্যভিচারীদের) পাথর মেরেছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর পর আমরা তাদের পাথর মেরেছিলাম। আমি আশংকা করি যে ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে লোকেরা বলবে যে, তারা এর কোন উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে খুঁজে পায় নাই ও এর ফলে তারা আল্লাহর নাযিল-কৃত একটি অধ্যাদেশকে উপেক্ষা করে বিপথগামী হবে। বস্তুতই আল্লাহর কিতাবের বিধান হলো ব্যভিচারে লিপ্ত বিবাহিত পুরুষ ও নারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা, যদি প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা তা গর্ভধারণে স্পষ্ট হয় কিংবা তারা অপরাধ স্বীকার করে। [বিস্তারিত পর্ব: ১০৫]। অতঃপর আল্লাহর কিতাব থেকে যা আমরা পড়েছি, তা হলো: 'তোমাদের নিজের পিতৃপুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে তা করার ইচ্ছা পোষণ করো না কারণ তা করা অবিশ্বাস।' নবী কি বলেন নাই যে, 'মরিয়ম পুত্র ঈসাকে যেভাবে প্রশংসা করা হয়েছিল সেভাবে আমার প্রশংসা করো না, বরং বলো, 'আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেরিত রসুল?' আমি শুনেছি যে কেউ একজন বলেছে, 'উমর যদি মারা যায় তবে আমি অমুককে অভিনন্দন জানাতাম।' কোন লোককে প্রতারণা করতে দিও না এই বলে যে, 'আবু বকরকে মেনে নেওয়া ছিল একটি অপরিকল্পিত ঘটনা ('ফালতা') যা অনুমোদন করা হয়েছিল।' [234]

সত্যই সেটি ছিল তাই, কিন্তু আল্লাহ এর অনিষ্ট প্রতিহত করেছেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার প্রতি লোকেরা নিজে অনুগত হতে পারতো যেমনটি তারা আবু বকরের প্রতি হয়েছিল। যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে কোন ব্যক্তিকে শাসক হিসাবে স্বীকার করে নেয়, তাদের উভয়ের জন্যই এ ধরনের স্বীকৃতির কোন বৈধতা নেই: তারা হত্যার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

যা ঘটেছিল তা হল এই যে, যখন আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছিলেন তখন আনসাররা আমাদের বিরোধিতা করেছিল ও তারা তাদের নেতাদের সাথে বানু সাঈদার হলঘরে জমায়েত হয়েছিল; এবং আলী ও আল যুবায়ের ও তাদের সঙ্গীরা আমাদেরকে প্রত্যাহার করেছিল; যখন মুহাজিররা আবু বকরের কাছে সমবেত হয়েছিল। আমি আবু বকরকে বলেছিলাম যে আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাওয়া উচিত, অত:পর আমরা তাদের কাছে যাওয়ার জন্য রওনা হই ও সেই সময় দু'জন সচ্চরিত্র লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ও তাদের কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আমাদের জানিয়ে দেয়। তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি ও যখন আমরা তাদেরকে তা বলি তখন তারা বলে যে, তাদের কাছে আমাদের যাওয়ার কোন দরকার নেই ও অবশ্যই আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরই নিতে হবে। আমি বলি, 'আল্লাহর কসম, আমরা তাদের কাছে যাবো,' অত:পর আমরা তাদেরকে বানু সাঈদার সভা-স্থানে দেখতে পাই। তাদের মাঝখানে একজন লোক চাদরে জড়িয়ে ছিল। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তারা বলে যে, তিনি হলেন সা'দ বিন উবাদা ও তিনি অসুস্থ। যখন আমরা সেখানে বসি, তাদের এক বক্তা উপযুক্তই শাহাদা উচ্চারণ ও আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার পর বলা শুরু করে:

'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদলের অংশ। হে মুহাজিরগণ, তোমরা আমাদেরই এক পরিবার ও তোমাদের লোকদের একটি দল বসতি স্থাপনের জন্য এসেছে।'"

(উমর) বলেছিলেন, "দেখতে পাচ্ছ, তারা আমাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল ও আমাদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিল। সে যখন কথা বলা শেষ করে তখন আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি আমার মনে একটি বক্তৃতা তৈরি করে রেখেছিলাম যা আমাকে খুবই সন্তুষ্ট করেছিল। আমি আবু বকরের সামনে এটি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম ও তার কিছু কঠোর অংশ নমনীয় করার চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু আবু বকর বলেছিলেন, 'উমর, আস্তে!' আমি তাকে রাগানো পছন্দ করি নাই, অতএব তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ও মর্যাদাসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন; ও আল্লাহর কসম তিনি একটি শব্দও বাদ দেননি যা আমি ভেবেছিলাম ও তিনি তার অনবদ্য উপায়ে তা উচ্চারণ করেছিলেন যা আমি করতে পারতাম না।

তিনি বলেছিলেন:

'তুমি তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে যা বলেছ তার সবই তোমাদের প্রাপ্য। কিন্তু আরবরা শুধুমাত্র কুরাইশ গোত্রের কর্তৃত্বই মেনে নেবে, এই কারণে যে এই দেশে তাদের রক্ত আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদের এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনের প্রস্তাব দিচ্ছি: তোমারা যাকে খুশি তাকেই গ্রহণ করো।'

এই বলে তিনি আমার হাত ও আবু উবায়দা বিন আল-জাররাহর হাত ধরলেন, যে আমাদের মাঝখানে বসেছিল। এর চেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট আমাকে আর কিছুতে করে

নাই, যা তিনি বলেছিলেন। আল্লাহর কসম, এমন এক জাতির উপর শাসন করা যাদের মধ্যে আবু আবু বকরের মত একজন লোক আছে, এর চেয়ে বরং ভাল ছিল এই যে আমি এগিয়ে আসতাম ও আমার কল্লাটি কেটে ফেলতাম - যদি এটি পাপ না হতো।

আনসারদের মধ্যে একজন [আল-হুবাব বিন মুনধির] বলেছিল: 'আমি হলাম ঘষা দেওয়ার খুঁটি ও ফলদায়ক খেজুর (অর্থাৎ, এমন এক ব্যক্তি যে মানুষের অসুস্থতা নিরাময় করতে পারে ও যাকে তার অসাধারণ অভিজ্ঞতার কারণে লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে)। হে কুরাইশরা, আমাদের একজন শাসক নিযুক্ত হোক আর তোমাদের আরেকজন।'

ঝগড়া যখন প্রচণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল ও হট্টগোলের মাত্রা এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, আমি বলেছিলাম, 'হে আবু বকর, আপনার হাত প্রসারিত করুন।' তিনি তাই করেছিলেন ও আমি তাকে আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলাম; মুহাজিররা তার অনুসরণ করেছিল ও অতঃপর আনসাররা। (এটি করার সময়) আমরা সা'দ বিন উবাদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ও কেউ একজন বলেছিল যে আমরা তাকে হত্যা করেছি। আমি বলেছিলাম, 'আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে।'

আল-যুহরি বলেছে যে উরওয়া বিন আল-যুবায়ের তাকে বলেছেন যে, যাত্রা পথে যে দুজন লোকের সাথে তাদের দেখা হয়েছিল তাদের একজন হলেন উয়াইয়েম বিন সাঈদা ও অপরজন ছিলেন বানু আল-আজলান গোত্রের মা'ন বিন আদি। উয়াইয়েমের ব্যাপারে আমরা শুনেছি যে, যখন আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

যে তারা কারা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন [কুরআন: ৯:১০৮], আল্লাহর নবী বলেছিলেন যে, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন উয়াইয়েম বিন সাঈদা। আর মা'ন সম্পর্কে, আমরা শুনেছি যে যখন লোকেরা আল্লাহর নবীর মৃত্যুতে কাঁদছিল ও কামনা করছিল যে তারা যেন তাঁর আগেই মারা যায় এই কারণ যে তাদের আশংকা তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, সে [মা'ন] বলেছিল যে সে তাঁর আগে মৃত্যুবরণ করতে চায় না এই কারণে যে সে তাঁর মৃত্যুর পরের অবস্থার সত্যতার সাক্ষী হতে চায় যেমনটি সে তাঁর জীবিত অবস্থার সত্যতার সাক্ষী ছিল। আবু বকরের খিলাফতের সময় আল-ইয়ামামার দিনে মা'নকে হত্যা করে শহীদ করা হয়েছিল, মহা-মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার সেই দিনটিতে।'

সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নং ৮২, হাদিস নং ৮১৭: [231]

ইমাম বুখারীর বর্ণনা, প্রায় হুবহু মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের উপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [232]

[পৃষ্ঠা ১৯৫] 'আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-যুহরি <তার আঙ্কল ইয়াকুব বিন ইবরাহিম <সাইফ বিন উমর <আল-ওয়ালিদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি যেইবাহ আল-বাজালি <আল ওয়ালিদ বিন জুমায়ে আল-যুহরি [হইতে বর্ণিত]:

আমর বিন হুরাইথ, সাঈদ বিন যায়েদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কি আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলে?" সে জবাবে বলেছিল, "হ্যাঁ।" আমর জিজ্ঞেস

করেছিল, "আবু বকরকে কখন বাইয়াত দেওয়া হয়েছিল?" সে জবাব দিয়েছিল, "(ঠিক) সেই দিনই, যেদিন আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছিলেন। লোকেরা একটি সম্প্রদায়ের (জামাহ) অধীনে (সংগঠিত) না হয়ে (এমনকি) দিনের একটি অংশও ফেলে রাখা অপছন্দ করেছিল।" আমর জিজ্ঞেস করেছিল, "কেউ কি তার বিরোধিতা করেছিল?"সে জবাব দিয়েছিল, "কোন ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) বা ধর্মত্যাগ করতে চলেছে এমন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ নয়। তা এই কারণে যে আল্লাহ আনসারদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন।" আমর জিজ্ঞেস করেছিল, 'মুহাজিরদের মধ্যে কি কেউ দূরে অবস্থান করেছিল?" সে জবাব দিয়েছিল, "না, তাদেরকে তলব না করা সত্বেও তারা আনুগত্যের শপথ দেওয়ার জন্য একে অপরকে অনুসরণ করেছিল।"’

বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে আল-তাবারীর অতিরিক্ত আরও বিস্তারিত বর্ণনা: [235]

সংক্ষেপে:

[পৃষ্ঠা: ১-৪] 'হিশাম বিন মুহাম্মদ <আবু মিখনাফ <আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন আবি আমরাহ আল-আনসারী হইতে বর্ণিত:

যখন আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছিলেন, আনসাররা বানু সাঈদার বারান্দায় সমবেত হয়েছিল, বলেছিল, "এসো আমরা সা'দ বিন উবাদাহ-কে মুহাম্মদের পরে আমাদের বিষয়ে নেতার দায়িত্বে নিযুক্ত করি।" তারা সা'দকে বের করে তাদের কাছে নিয়ে আসে; তবে তিনি ছিলেন অসুস্থ, ও তারা একত্রিত হওয়ার পর তিনি তার ছেলেকে বা তার চাচাতো ভাইদের একজনকে বলেন, "আমার অসুস্থতার কারণে আমি আমার কথাগুলি এমনভাবে বলতে পারবো না যে সমস্ত লোকেরা তা শুনতে পাবে। আমার কাছ থেকে আমার বক্তৃতার কথাগুলো নাও ও তা লোকদের শোনাও।” এইভাবে

তিনি তার কথাগুলো বলেছিলেন ও তিনি যা বলেছিলেন তা লোকটি কণ্ঠস্থ (লিপিবদ্ধ) করেছিল ও তা উচ্চস্বরে বলেছিল যেন তার সঙ্গীরা তা শুনতে পায়।'------

‘উমর এ বিষয়ে জানতে পারেন ও তিনি নবীর গৃহে গমন করেন ও আবু-বকরের কাছে খবর পাঠান, যিনি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আলী বিন আবি তালিব আল্লাহর নবীর (দাফনের) প্রস্তুতির জন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই তিনি (উমর) আবু বকরকে তার কাছে আসার জন্য একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন।' ----

‘উমর বিন আল-খাত্তাব হইতে বর্ণিত:

‘আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, ও আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিতে চেয়েছিলেম যা আমি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম; কিন্তু, আমি যখন তাদের ভিতরে গিয়ে আমার কথা শুরু করতে চাচ্ছিলাম, আবু বকর আমাকে বলেছিলেন, "উমর, সহজ হও, যতক্ষণ না আমি আমার কথাগুলো শেষ করি; অতঃপর তুমি তোমার যা খুশি বলো।" তাই তিনি (প্রথমে) কথা বলেন, ও আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তার এমন কিছুই ছিল না যা তিনি উল্লেখ করেন নাই কিংবা সবিস্তারে বলেন নাই।'

----[আনসারদের উদ্দেশ্যে আবু বকরের ভাষণ।]

[পৃষ্ঠা: ৫-৯] 'অতঃপর **আল-হুবাব বিন আল-মুনধির** আল-জামুহ (‘খাযরাজ গোত্রের এক নেতা, বদর ও নবীর অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিশিষ্ট।’[236]) উঠে দাঁড়ান ও বলেন, "হে আনসার দল, তোমারা নিজেদের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করো, কারণ তোমাদের উপর (অন্যান্য) লোকদের নজর। (যদি তোমরা তা করো) না কেউ তোমাদের বিরোধিতা করার সাহস করবে ও না কেউ তোমাদের মতামতের বিরুদ্ধে এগোবে। তোমরা হলে সেই লোক যাদের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ। [তোমরা]

বিপুল সংখ্যক ও প্রতিরোধে শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ, আছে নির্ভীকতা ও সাহসিকতা। তোমরা যা কর, লোকেরা শুধু তার দিকেই তাকিয়ে থাকে; তাই তোমরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করো না, পাছে তোমাদের বিবেচনা বোধ ('রায়ি') নষ্ট হয়ে যায় ও তোমাদের উদ্দেশ্য ('আমর') বিনষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, আবু বকর) কীসের উপর জোর দিয়েছে তা তোমরা শুনেছ। অতএব (আমাদের মধ্য থেকে) একজন নেতা নিযুক্ত হোক ও তাদের মধ্য থেকে (তাদের) একজন নেতা।"

এতে উমর বলেন,

“একদম নয়; দু’জন একসঙ্গে কোন চুক্তিতে ঐকমত্য হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আরবরা তোমাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানে সন্তুষ্ট হবে না যখন তাদের নবী তোমাদের ভিতরের কেউ ছিলেন না; কিন্তু যাদের মধ্যে নবুওয়াত (আবির্ভূত হয়েছিল) ও যারা এ বিষয়ের রক্ষক (নির্বাচিত হয়েছিল) তাদের একজনের নেতৃত্বে দানে তারা বাধা দিতে পারবে না। এই (সত্যটি) আমাদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট দলীল, যারা (এটি) অস্বীকার করে। আমরা হলাম তাঁর বন্ধু ও তাঁর আত্মীয়, এটি দেখে কে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মদের সার্বভৌমত্ব ('সুলতান') ও তাঁর কর্তৃত্ব ('ইমারাহ') কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, ঐ লোকটি ব্যতীত যে মিথ্যার দিকে অগ্রসর হয় ও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিংবা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়?”

(কিন্তু) আল-হুবাব আল আল-মুনধির (আবারও) উঠে দাঁড়ান ও বলেন:

"হে আনসার গোষ্ঠী, নিজেদের বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করো ও এই ব্যক্তি ও তার সঙ্গীরা যা বলে তাতে কান দিও না, কারণ তারা এ বিষয়ে তোমাদের হিস্যা বাতিল করে দেবে। তোমরা যা চাইছো তা যদি তারা তোমাদেরকে দিতে অস্বীকার করে,

তবে তাদেরকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও ও তাদের অবজ্ঞা করে এই বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ দখল করো। কারণ তোমরা তাদের চেয়ে এই কর্তৃত্বের বেশি যোগ্য, যেহেতু যারা তখনও ধর্মান্তরিত হয় নাই তারা তোমাদের তরবারির মাধ্যমে এই ধর্ম পালন করতে এসেছিল। আমি তাদের অনেক-ঘষা খাওয়ার ছোট্ট ঘষা-পোস্ট (rubbing post) ও ফল দিয়ে বোঝাই তাদের ছোট্ট তালগাছ। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা এটাকে কাটা গাছের-গুড়ি বলে গ্রাহ্য না করতে চাও (তাহলে তাই করো)!" 'উমর বলেন, "তবে আল্লাহ যেন তোমাকে হত্যা করে!" অতঃপর (আল-হুবাব) জবাবে বলেন, "বরং, সে যেন তোমাকে হত্যা করে!"' -----

'অতঃপর আল-নুমান বিন বশিরের পিতা **বশির বিন সা'দ** ('মদিনায় মুহাম্মদের প্রাথমিক অনুসারীদের একজন [237]') উঠে দাঁড়ান ও বলেন:

"হে আনসার গোষ্ঠী, যদি প্রকৃতপক্ষেই আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্যতায় প্রথম হতাম ও এই ধর্মে অগ্রাধিকার দিতাম, তবে আমরা (এসব কাজ) দ্বারা শুধুমাত্র আমাদের পালনকর্তার সন্তুষ্টি, ও নবীর প্রতি আনুগত্য, ও নিজেদের জন্য জীবিকায় পেতে চাইতাম; এটি আমাদের জন্য মানানসই নয় যে আমরা নিজেদেরকে (অন্যান্য) লোকদের চেয়ে মহিমান্বিত করি। এসো আমরা এর দ্বারা দুনিয়ার কিছু ক্ষণস্থায়ী জিনিসের সন্ধান না করি, কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহই তার অনুগ্রহে আমাদের জন্য (এ ধরনের জিনিস) প্রদান করেন। সত্যি বলতে মুহাম্মদ ছিলেন কুরাইশ বংশের, ও তাঁর লোকেরা (কর্তৃত্বের) অধিকতর হকদার ও অধিকতর উপযুক্ত। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তিনি আমাকে কখনোই তাদের সাথে এ ব্যাপারে ('আমর') প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখবেন না। অতএব তোমরা

আল্লাহকে ভয় করো ও তাদের বিরোধিতা করো না ও তাদের সাথে বিবাদ করো না।"

এমতাবস্থায় আবু বকর বলেন:

"এই হলো উমর ও এই হলো আবু উবায়দা, তোমরা তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই আনুগত্যের শপথ দান করো।" কিন্তু তারা উভয়েই বলে, "না, আল্লাহর কসম, আমরা আপনার উপর কর্তৃত্ব (করার) দায়িত্ব নেব না, কেননা আপনি মুহাজিরদের মধ্যে সর্বোত্তম, "ছিলেন দু'জনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন” [কুরআন: ৯:৪০], ও ছিলেন নামাজের জন্য আল্লাহর নবীর সহকারী ('খলিফা')[পর্ব-২৭৮]; আর নামাজ হল মুসলমানদের সবচেয়ে সম্মানজনক আনুগত্য ('দীন')। সুতরাং কে আছে এমন যার উচিত হবে আপনার আগে বা আপনার ঊর্ধ্বতন হয়ে এই কর্তৃত্ব গ্রহণ করা? আপনার হাত প্রসারিত করুন যাতে আমরা আপনার প্রতি আনুগত্যের শপথ দিতে পারি!"

যখন তারা দু'জন তার কাছে আনুগত্যের শপথ দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন বশির বিন সা'দ তাদের আগেই তার কাছে এগিয়ে যায় ও তাকে (প্রথমেই) তার আনুগত্যের শপথ দেয়। এতে আল-হুবাব বিন আল-মুনধির তাকে চিৎকার করে বলে, "হে বশির বিন সা'দ, তুমি (তোমার স্বজনদের) বিরোধিতা করছো; কী তোমাকে এমনটি (করতে) প্ররোচিত করেছে যা তুমি করেছো? তুমি কি তোমার কাজিনদের ('তার সহযোগী খাযরাজ গোত্র, সা'দ বিন উবাদাহ'[238]) সার্বভৌম ক্ষমতা দানকে হিংসা করেছিলে?" তিনি জবাবে বলেন, "আল্লাহর কসম, না! কিন্তু আমি এমন একটি দলের সাথে অধিকার নিয়ে বিবাদ করাকে ঘৃণা করি যা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন।"

এমতাবস্থায় আউস গোত্রের লোকেরা যখন দেখতে পায় যে বশির বিন সা'দ কী করেছে ও কুরাইশরা কী দাবী করেছে ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সা'দ বিন উবাদাহকে সার্বভৌম ক্ষমতা দানের মাধ্যমে কী দাবী করছে, তারা একে অপরকে বলে ([239] উসায়েদ বিন হুদায়ের ছিল তাদের মধ্যে ছিল যিনি ছিলেন একজন নাকিব [পর্ব: ২৮৪]), "আল্লাহর কসম, তোমরা যদি একবার খাযরাজকে তোমাদের উপর বহাল করো তবে তারা সর্বদা তোমাদের উপর ঐ হিসাবে সুবিধা পাবে ও তোমাদেরকে এতে কোন অংশ দেবে না। অতএব উঠে দাঁড়াও ও আবু বকরের কাছে আনুগত্যের শপথ দাও।" অতঃপর তারা তার কাছে এগিয়ে আসে ও তাকে আনুগত্যের শপথ দেয়। এভাবেই সা'দ বিন উবাদাহ ও খাযরাজ গোত্র যা করতে সম্মত হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়।

হিশাম <আবু মিখনাফ <আবু বকর বিন মুহাম্মদ আল-খুজাই [হইতে বর্ণিত]:
আসলাম গোত্র ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসে যে পর্যন্ত না রাস্তাগুলি তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় ও তারা আবু বকরের কাছে আনুগত্যের শপথ দেয়। উমর বলতেন, "আসলামকে না দেখা পর্যন্ত আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমরা সেদিন জিতেছি।" [240]

হিশাম <আবু মিখনাফ <আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান [হইতে বর্ণিত]:
লোকেরা আবু বকরের কাছে আনুগত্যের শপথ দিতে চারদিক থেকে এগিয়ে এসেছিল ও তারা সা'দ বিন উবাদাহকে প্রায় পদদলিত করে ফেলেছিল। সা'দের কিছু সহযোগীরা বলেছিল, "সাবধান, যাতে সা'দ এর উপর পা না পড়ে!"

এমতাবস্থায় উমর বলেন, "তাকে হত্যা করো: আল্লাহ যেন তাকে হত্যা করে!" অতঃপর তিনি তার মাথার উপর পা রেখে বলেন, "আমি তোমাকে পদদলিত করতে চাই যতক্ষণ না তোমার বাহু স্থানচ্যুত হয়ে যায়।"

তখন সা'দ উমরের দাড়ি ধরে বলেন, "আল্লাহর কসম, যদি তুমি এটি থেকে একটি চুলও সরিয়ে দাও তবে তোমার মুখের সামনের দাঁতগুলো ছাড়াই তুমি ফিরে যাবে।" অতঃপর আবু বকর বলেন, "উমর, এটিকে সহজভাবে নাও; এই মুহূর্তে সহানুভূতি হবে আরো কার্যকর।" তাই উমর তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'-------

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে উপরে বর্ণিত বর্ণনা ও গত দু'টি পর্বের (পর্ব: ২৮৩-২৮৪) বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার:

(১) নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখেই তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে "ক্ষমতার লড়াই শুরু করেছিলেন", যা এক পর্যায়ে মুহাম্মদের এক বিশিষ্ট অনুসারী সা'দ বিন উবাদাকে শারীরিক আক্রমণ ও হত্যার হুমকির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

(২) আবু বকর ইবনে কুহাফা এই লড়াইয়ে জয়ী হয়েছিলেন উমর ইবনে খাত্তাবের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, যা ছিল "চাতুরীপূর্ণ, তাড়াহুড়োপূর্ণ ও এতটায় প্রশ্নবিদ্ধ" যে উমরের শেষ হজ্জ পালনকালেও মুহাম্মদের বিশিষ্ট অনুসারীরা তার সমালোচনা বন্ধ রাখেন নাই।

(৩) এই ক্ষমতার লড়াইয়ের এক পর্যায়ে আবু বকর ও উমরের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা ও জামাতা আলী ইবনে আবু-তালিবের বাড়িটিকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন ও তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন।

(৪) এই ক্ষমতার লড়াইয়ে যে সাহাবীরা আবু-বকরকে আনুগত্যের শপথ প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ ও সমালোচনা করেছিলেন, তাদেরকেই তারা "ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)" ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা সে যত বড় সাহাবীই হোক না কেন। হোক না সে, আলী ইবনে আবু-তালিব, আল-যুবায়ের, তালহা কিংবা সা'দ বিন উবাদার মতো বিশিষ্ট সাহাবী। একইভাবে, অন্যপক্ষ তাদের বিরুদ্ধ ও সমালোচনা-কারীদের একই খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

(৫) 'আবু বকর-উমর গং' যে যুক্তির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন, যথা: "আরবরা শুধুমাত্র কুরাইশ গোত্রের কর্তৃত্বই মেনে নেবে, কিংবা আমরা হলাম তাঁর বন্ধু ও তাঁর আত্মীয়", তাদেরই সেই যুক্তিতে মুহাম্মদের ক্ষমতার সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন 'আলী ইবনে আবু তালিব!' 'আবু বকর-উমর গং', আলী ও তার অনুসারীদের সেই অধিকার থেকে শুধু যে বঞ্চিত করেছিলেন তাইই নয়; তারা আলী-ফাতিমার বাড়ি ঘেরাও করে তা পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, তার অনুসারীদের উপর শারীরিক আক্রমণ ও মুহাম্মদ-আলী-ফাতিমার পরিবারের (হাশেমী বংশ) লোকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন দশকের পর দশক।

(৬) ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা এতটায় মরিয়া ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রতিপক্ষকে শারীরিক আঘাত ও হত্যার হুমকি প্রদানেও কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই!

>>> সাধারণ মুসলমান ও অমুসলমানদের এক সাধারণ ধারণা এই যে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুহাম্মদ অনুসারীদের মধ্যে এই বিভক্তির শুরু হয়েছিল মুহাম্মদের মৃত্যুর পর এই সময়টিতে, যা সত্য নয়। মুহাম্মদ অনুসারীদের মধ্যে এই বিভক্তির সূচনা করেছিলেন নবী মুহাম্মদ নিজে। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "বিভাজনের শুরু-মুমিন বনাম মুনাফিক" পর্বটিতে (পর্ব: ৯৮) করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The detailed narratives of Al-Tabari (in short): [235]

[Page: 1-4] ‘According to Hisham b. Muhammad -Abu Mikhnaf- Abdallah b. `Abd al-Rahman b. Abi Amrah al-Ansari: When the Prophet passed away, the Ansar gathered on the portico of the Banu Sa'idah said, "Let us appoint Sa'd b. Ubadah to be in charge of our affairs after Muhammad." They made Sa'd come out to them; but he was sick, and after they had gathered he said to his son or to one of his cousins, "Because of my illness I cannot make my words heard by all the people. Take my speech from me and make them hear it." So he spoke, and the man memorized what he said and said [it] in a loud voice so that his companions would hear it.’-------

‘Umar learned of this and went to the Prophet's house and sent to Abu Bakr, who was in the building. Now Ali b. Abi Talib was working busily

preparing the Apostle [for burial], so ['Umar] sent a message to Abu Bakr to come out to him.’------

‘According to 'Umar b. al-Khattab: We came to them, and I had pieced together a speech that I wanted to deliver to them; but, when I had pushed in among them and was about to begin my address, Abu Bakr said to me, "Easy does it, 'Umar, until I have spoken; then afterward say whatever you wish." So he spoke [first], and there was nothing that I had wanted to say that he did not come to, or amplify it.’---- [speech of Abu Bakr].

[Page: 5-9] ‘Then al-Hubab b. al-Mundhir b. al-Jamuh stood up and said, "Oh company of the Ansar, take command of yourselves, for you over shadow [other] people. No one will dare oppose you [if you do], nor will the people proceed, except in accordance with your opinion. You are the people of power and wealth, numerous and strong in resistance and experienced, having boldness and courage. The people look only to what you do; so do not differ among yourselves, lest your judgment (ra'y) be spoiled and your cause (amr) collapse. This one [i.e., Abu Bakr] insisted on what you have heard. So [let us have] a leader from among us, and [they] a leader from among them."

At this Umar said, “Absolutely not; two cannot come to agreement in a joining’ By God, the Arabs will not be content to give you the leadership when their Prophet was not one of you; but they would not prevent their affairs from being led by one of those among whom prophethood [had

appeared] and from whom the guardian of their affairs [was chosen]. In that [fact] is manifest argument and clear proof for us against those Arabs who deny [it]. Who would attempt to wrest from us the sovereignty (sultan) of Muhammad and his authority *(imarah),* seeing that we are his friends and his kinsmen, except someone advancing falsehood, inclining to sin, or hurtling into destruction?"

[But] al-Hubab b. al-Mundhir stood up [again] and said, "Oh company of the Ansar, take charge of your own affairs and do not listen to what this one and his companions say, for they would do away with your share in this matter. If they refuse to give you what you ask for, then drive them out of this country, and seize control of these matters despite them. For you are more deserving of this authority than they are, as it was by your swords that those who were not yet converted came to obey this religion. I am their much-rubbed little rubbing post, and their propped little palm tree loaded with fruit.29 By God, if you wish to return it as a stump [then do so!]" `Umar said, "Then may God kill you!" and (al-Hubab) replied, "Rather may He kill you!"-----

'Then Bashir b. Sa`d, father of al-Numan b. Bashir, stood up and said, "Oh company of the Ansar, if indeed by God we were the first in merit in battling the polytheists and in precedence in this religion, we would want by (these deeds) only [to gain] our Lord's pleasure, and obedience to our Prophet, and sustenance for ourselves; it is not appropriate for us to exalt ourselves over [other] people. Let us not seek by it some transitory thing of

the world, for indeed God is the One Who provides (such things) for us out of His grace. In truth Muhammad was from Quraysh, and his people are more entitled to [hold] (authority) and more suitable. I swear by God that He shall never see me contesting this matter (amr) with them. So fear God and do not oppose them or dispute with them."

At this Abu Bakr said, "This is `Umar, and this is Abu `Ubaydah; render the oath of allegiance to whichever of them you wish." But they both said, "No, by God, we shall not undertake [to hold] this authority over you, for you are the best of the Muhajirun, the "second of two when they were in the cave," and the Apostle of God's deputy (khalifah) over the prayer; and prayer is the most meritorious obedience (din) of the Muslims. So who should precede you or undertake this authority over you? Extend your hand so we may render the oath of allegiance to you!"

When the two of them went forth to render the oath of allegiance to him, Bashir b. Sad went to him ahead of them and swore allegiance to him [first]. At this al-Hubab b. al-Mundhir shouted to him, "Oh Bashir b. Sa`d, you are in opposition [to your kinsmen]; what drove you to [do] what you have done? Did you envy your cousin the sovereignty?" He replied, "By God, no! But I abhorred contending with a group for a right that God had given them."

Now when the Aws saw what Bashir b. Said had done and what Quraysh had called for and what the Khazraj were demanding by way of giving sovereignty to Sa'd b. 'Ubadah, they said to one another (and among them was Usayd b. Hudayr, one of the naqibs): "By God, if once you appoint the

Khazraj over you, they will always have the advantage over you on that account, and will never give you any share in it with them. So stand up and render the oath of allegiance to Abu Bakr." So they came forth to him and rendered the oath of allegiance to him. Thus that which Sa'd b. 'Ubadah and the Khazraj had agreed to do was defeated.'

Hisham -Abu Mikhnaf -Abu Bakr b. Muhammad al-Khuza'i:
Aslam approached en masse until the streets were packed with them, and they rendered the oath of allegiance to Abu Bakr. 'Umar used to say, "It was not until I saw Aslam that I was certain we had won the day."

Hisham -Abu Mikhnaf- Abdallah b. 'Abd al-Rahman. People approached from all sides swearing allegiance to Abu Bakr, and they almost stepped on Sad b. 'Ubadah. Some of Sa'd's associates said, "Be careful not to step on Sa`d!" At this `Umar said, "Kill him; may God slay him!" Then he stepped on his head, saying, "I intend to tread upon you until your arm is dislocated. At this Sa'd took hold of `Umar's beard and said, "By God, if you remove a single hair from it you'll return with no front teeth in your mouth." Then Abu Bakr said, "Take it easy, `Umar; compassion would be more effective at this point."----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[230] ইবনে হিশাম সম্পাদিত ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’- পৃষ্ঠা ৬৮৩-৬৮৭

[231] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নং ৮২, হাদিস নং ৮১৭:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-8/Book-82/Hadith-817/

[232] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৫

[233] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১৩০৮:

'এমন একজন লোককে পছন্দ করতেন যে বলেছে' – "যে ব্যক্তি এটি বলেছিলেন তিনি ছিলেন যুবায়ের ও সেই ব্যক্তি যাকে তিনি খলিফা হিসেবে অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন আলী। অন্যদিকে ইবনে আবি আল-হাদীদ বর্ণনা করেছেন যে, আল-জাহিজের মতে যে ব্যক্তি এটি বলেছিলেন তিনি ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসির, কিংবা আহলে হাদিসের মতে, তালহা। কিন্তু তারা যাকে খলিফা হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন 'আলী। এভাবে 'আলী'র নামটি উমরকে বিচলিত করেছিল ও তাকে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে বাধ্য করেছিল।"

[234] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ১৩০৯: 'ফালতা' - ইবনে ইশাক 'একটি ঘটনা যা বিবেচনা ছাড়াই ঘটেছিল।' তাবারী: 'আবু বকরকে আনুগত্যের শপথ প্রদান এক 'ফালতা' ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা (পরে) অনুমোদন করা হয়েছিল।'"

[235] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা: ১-১১

[236] Ibid আল-তাবারী, ভলুউম ১০: নোট নম্বর ১৯

[237] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩১

[238] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৮

[239] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৩৯: উসায়েদ বিন হুদায়ের - 'তিনি ছিলেন আউস গোত্রের এক প্রধান যিনি ইসলামের আবির্ভাবের আগে বুয়াত (Bu'ath) যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।'

[240] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪১: আসলাম গোত্র - 'বানু খোজা গোত্রের সাথে যুক্ত এক উপজাতি, যারা মদিনার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বসবাস করতো ও মদিনায় আগমনের পর তারা ছিল মুহাম্মদের প্রথম দিকের সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত।'

২৮৬: মুহাম্মদের লাশ: আবু বকরের ভাষণ - ক্ষমতা দখলের পরদিন!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর 'ক্ষমতার লড়াইয়ে' উমর ইবনে খাত্তাবের প্রত্যক্ষ সাহায্যে বনী সাঈদার সাকিফায় আবু বকর ইবনে কুহাফা কী প্রক্রিয়ায় ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন নিযুক্ত হয়েছিলেন, তার বিশদ আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। এই ঘটনার পরদিন উমর ইবনে খাত্তাব ও আবু বকর মসজিদে গমন করেন ও উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তাদের ভাষণ দেন। আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [241] [242]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮৫) পর:

‘আল-যুহরি আমাকে আনাস বিন মালিক হইতে [প্রাপ্ত তথ্যে] বলেছেন:

আবু বকরকে সাকিফায় (হলঘরে) বাইয়াত দেওয়ার পরদিন তিনি মিম্বরে গিয়ে বসেন; ও উমর উঠে দাঁড়ান ও তার সম্মুখে কথা বলেন। আল্লাহর প্রাপ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তিনি বলেন:

"হে লোকসকল, গতকাল আমি তোমাদের কিছু কথা বলেছিলাম (তাবারী: 'যা ছিল আমার নিজের মতামতের ভিত্তিতে') যা আমি আল্লাহর কিতাবে পাই নাই, বা এটি এমন ছিল না যে আল্লাহর নবী তা আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে আল্লাহর নবী আমাদের মধ্যে সর্বশেষ (জীবিত) ব্যক্তি হিসাবে এ বিষয়ে আমাদের নির্দেশ দেবেন। আল্লাহ তার কিতাব তোমাদের কাছে রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তার রসূলকে পথ দেখিয়েছেন। যদি তোমরা সেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পথ দেখাবেন যেমনটি তিনি তাঁকে দেখিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করেছেন, যিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর সঙ্গী, 'দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় যখন তারা গুহায় ছিলেন' [কুরআন: ৯:৪০]। সুতরাং উঠে দাঁড়াও ও তাকে আনুগত্যের শপথ দাও।" তাই লোকেরা একযোগে আবু বকরকে আনুগত্যের শপথ দেয়, [সেটি ছিল] সাকিফায় বাইয়াত দানের পরে।

আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার পর আবু বকর বলেন:

''আমাকে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি ভাল করি, আমাকে সাহায্য করো; আর যদি আমি খারাপ করি, তবে আমাকে শুধরে দিও। আনুগত্যের মধ্যে আছে সত্য ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে আছে মিথ্যা। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা আমার দৃষ্টিতে শক্তিশালী থাকবে যে পর্যন্ত

না আমি তার অধিকার নিশ্চিত করি, যদি আল্লাহ চান; আর তোমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা আমার দৃষ্টিতে দুর্বল থাকবে যে পর্যন্ত না আমি তার কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে নিই। যদি কোন জাতি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ তাদের অপমান জনিত আঘাত করবেন। মানুষের মধ্যে পাপাচার কখনই বিস্তৃত হয় না যদি না আল্লাহ তাদের সকলের উপর বিপদ ডেকে আনেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য করো; আর আমি যদি তাদের অবাধ্য হই তবে আমার আনুগত্যের জন্য তোমাদের কোন বাধ্যতা থাকবে না। নামাজের জন্য দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন।"' ---

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[241] ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৮৬-৬৮৭

[242] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ২০০-২০১

২৮৭: মুহাম্মদের লাশ: জানাজা ছাড়ায় লাশ দাফন - আড়াইদিন পর!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা মতে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মৃত্যু বরণ করেছিলেন হিজরি এগারো সালের রবিউল আওয়াল মাসের দুই কিংবা বারো তারিখ (জুন, ৬৩২ সাল), সোমবার দুপুরে। অতঃপর তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে বানু সাঈদার সাকিফায় প্রায় রক্তারক্তি পর্যায়ের ক্ষমতার লড়াইয়ের পর ঐ দিনটিতেই আবু বকরের ক্ষমতা দখল ও তার প্রতি প্রথম দফায় আনুগত্যের শপথ দান (পর্ব: ২৮৩-২৮৫)। অতঃপর পরদিন মঙ্গলবার উমর ও আবু-বকরের ভাষণ ও অতঃপর দ্বিতীয় দফায় আবু-বকরকে আনুগত্যের শপথ দানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর মুহাম্মদ অনুসারীরা নবী মুহাম্মদের লাশ দাফনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে তারা তার পরদিন বুধবার মাঝরাতে নবী মুহাম্মদের লাশ দাফন সম্পন্ন করেছিলেন।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সূত্রে ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [243] [244]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮৬) পর:

'আবু বকরকে আনুগত্যের শপথ দেওয়ার পর মঙ্গলবার দিন লোকেরা আল্লাহর নবীর দাফনের প্রস্তুতির জন্য এসেছিল। আবদুল্লাহ বিন আবু বকর ও হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ও আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা আমাকে বলেছে যে: আলী, ও আব্বাস ও তার পুত্র আল-ফাদল ও কুথাম, ও ওসামা বিন যায়েদ, ও আল্লাহর নবীর মুক্তকৃত দাস শুকরান তাঁকে ধৌত করার দায়িত্ব নিয়েছিল। অত:পর বানু আউফ বিন আল-খাযরাজ গোত্রের আউস বিন খাউলি নামের এক লোক বলেছিল, "আলী, তোমার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আল্লাহর নবীর ব্যাপারে আমাকে অংশগ্রহণ করতে দাও।" আউস ছিল আল্লাহর নবীর সেই অনুসারীদের একজন যে বদরে উপস্থিত ছিল। আলী তাকে আসার অনুমতি দিয়েছিল ও সে ভিতরে এসে বসেছিল ও আল্লাহর নবীকে ধৌত করার সময় উপস্থিত ছিল। আলী তাঁকে তার বুকে টেনে নেয় ও আব্বাস ও আল-ফাদল ও কুথাম তার সাথে তাঁকে পাশ পরিবর্তন করে। ওসামা ও শুকরান তাঁর উপর পানি ঢেলে দেয়, ও আলী তাঁকে তার বুকের দিকে টেনে নিয়ে তাঁকে ধৌত করে। তিনি তখনও তাঁর শার্টটি পরিধান করে ছিলেন, আল্লাহর নবীর শরীর স্পর্শ না করে সে বাইরে থেকে তা দিয়ে তাঁকে ঘষে ও বলে, "আমার বাবা ও আমার মায়ের চেয়ে প্রিয়, আপনি জীবিত ও মৃত অবস্থায় কতই না মনোহর!" আল্লাহর নবীর মৃতদেহের বাহ্যিক অবস্থা সাধারণ লাশের মত বিদ্যমান ছিল না।

ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের <তার পিতা আববাদ হইতে < আয়েশা হইতে বর্ণিত:

যখন তারা আল্লাহর নবীকে ধৌত করতে চেয়েছিল তখন মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তারা জানত না যে তারা তাঁর মৃতদেহ থেকে জামাকাপড় খুলে ফেলবে যেমনটি তারা তাদের মৃতদেহ থেকে খুলে ফেলে, নাকি তাঁর কাপড় রেখেই তাঁকে ধৌত করবে। তাদের মতবিরোধ সময় আল্লাহ তাদের উপর এমন গভীর ঘুম নিক্ষেপ করে যে তাদের প্রত্যেক লোকের চিবুক তাদের বুকের উপর ঢলে পড়ে। অতঃপর বাড়িটির দিক থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসে, "আল্লাহর নবীর কাপড়টি গায়ে রেখেই তাঁকে ধুয়ে ফেলো;" কেউ জানত না যে সে কে যে এটি করেছিল। অতঃপর তারা উঠে আসে ও আল্লাহর নবীর কাছে যায় ও তাঁকে তাঁর জামাটি পরিহিত অবস্থায় তাঁর জামার উপর পানি ঢেলে তাঁকে তাঁর ও তাদের মাঝের জামাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করে।

জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল-হুসাইন <তার পিতা হইতে <তার দাদা আলী বিন আল-হুসাইন হইতে এবং আল-যুহরি <আলী বিন আল-হুসাইন হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবীকে ধৌত করার পর তাঁকে একটি কাপড়ের উপর অন্য একটি দ্বারা আবৃত করা হয়েছিল।

হোসেন বিন আবদুল্লাহ আমাকে <ইকরিমা <ইবনে আব্বাস থেকে [প্রাপ্ত তথ্যে] বলেছেন:

ঐ সময় আবু উবায়দা বিন আল-জাররাহ কবর খনন করতো যাতে সে মাটি ফাঁকা করে রাখতো যেমনটি মক্কাবাসীরা খনন করতো, ও আবু তালহা যায়েদ বিন সাহল মদিনা-বাসীদের জন্য কবর খনন করতো যার মধ্যে সে একটি ফোঁকর (niche) তৈরি করে রাখতো। যখন তারা আল্লাহর নবীকে দাফনের মনস্থ করে, তখন আল-

আব্বাস দু'জন লোককে ডেকে আনে ও একজনকে সে আবু উবায়দার কাছে যেতে বলে ও অন্যজনকে আবু তালহার কাছে, বলে: "হে আল্লাহ, নবীর জন্য বাছাই করো।" আবু তালহার কাছে পাঠানো ব্যক্তিটি তাকে পেয়ে যায় ও তাকে সে নিয়ে আসে ও সে আল্লাহর নবীর জন্য ফোঁকর-যুক্ত কবর খনন করে। মঙ্গলবার দিন দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তাঁকে তাঁর নিজ বাড়িতে শায়িত করা হয়। দাফনের স্থান নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। কেউ কেউ তাঁকে তাঁর মসজিদে দাফন করার পক্ষে ছিল, আবার কেউ তাঁকে তাঁর অনুসারীদের সাথে দাফন করতে চেয়েছিল। আবু বকর বলে, "আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, 'কোন নবীর মৃত্যু হয় না যদি না তিনি যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।'" তাই তিনি যে বিছানায় ইন্তেকাল করেছিলেন তা উপরে তুলে নেওয়া হয় ও তারা তার নীচে একটি কবর খনন করে। অতঃপর লোকেরা দল বেঁধে আল্লাহর নবীর জন্য দোয়া করতে আসে: প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, অতঃপর শিশুরা (তাবারী: 'তারপর ক্রীতদাসরা।')। আল্লাহর নবীর উপর দোয়ায় কোন ব্যক্তিই ইমামতি করে নাই। বুধবার মধ্য রাতে আল্লাহর নবীকে দাফন করা হয়েছিল।

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে <তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে (তাবারী" 'মুহাম্মদ বিন) উমরা হইতে < উমরা বিনতে আব্দুল রহমান বিন সা'দ বিন যুরারা হইতে [প্রাপ্ত তথ্যে] বলেছে যে আয়েশা বলেছেন:

আল্লাহর নবীর কবর দেওয়ার বিষয়ে বুধবার রাতের মাঝামাঝি সময়ে শাবল-কোদালের আওয়াজ শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এর কিছুই জানতাম না। ইবনে ইসহাক বলেছেন: 'ফাতিমা আমাকে এই রেওয়ায়েতটি বলেছেন।'

যারা কবরে নেমেছিল তারা হলো: আলী, আব্বাসের দুই পুত্র আল-ফাদল ও কুথাম, ও শুকরান। আউস, আল্লাহ ও মুহাম্মদের নামে আলীকে অনুরোধ করে যে তাকে যেন নামতে দেওয়া হয় ও সে তাকে অন্যদের সাথে নামতে দিয়েছিল। যখন আল্লাহর নবীকে তাঁর কবরে শায়িত করা হয় ও তাঁর উপর মাটি রাখা হয়, তখন তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শুকরান আল্লাহর নবীর একটি পোশাক নেয় যা তিনি পরিধান করতেন ও কম্বল হিসাবে ব্যবহার করতেন ও তা সে তাঁর কবরে দাফন (তাবারী: 'নিক্ষেপ') করে, এই বলে: "আল্লাহর কসম, আপনার পরে আর কেউ যেন এটা কখনোই পরিধান করতে না পারে"; তাই আল্লাহর নবীর সাথে এটি দাফন করা হয়।'----

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: [244]

[পৃষ্ঠা: ২০২] 'আবু জাফর (আল-তাবারী): আবু বকরের আনুগত্যের শপথ দানের পর, লোকেরা আল্লাহর নবীর দাফন প্রস্তুত করতে এসেছিল। কিছু (পণ্ডিত) লোক বলেছেন যে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল মঙ্গলবার, অর্থাৎ আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পরদিন; অন্যরা বলেছেন যে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পরে।'

[পৃষ্ঠা: ১৮৩-১৮৪] 'আবু জাফর (আল-তাবারী): আল্লাহর নবী কোন দিনটিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। (তারা একমত যে) এটি ছিল রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার দিন। তবে কোন সোমবার দিনটিতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সে বিষয়ে তারা দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের কিছু লোক যা উল্লেখ করেছেন তা হলো (নিম্নবর্ণিত):

'হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন আল-সাইব <আবু মিখনাফ <আল-সাকাব বিন যুহায়ের <আল-হিজাজের ফকীহরা: আল্লাহর নবী রবিউল আওয়াল মাসের দুই তারিখ

সোমবার দিন দুপুরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আবু বকরকে আনুগত্যের শপথ দেওয়া হয়েছিল সোমবার দিনটিতেই, সেই দিনই যেদিন আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছিলেন।'

আল-ওয়াকিদি: (আল্লাহর নবী) রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার দিনটিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পরের দিন দুপুরের দিকে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, তাকে সমাহিত করা হয়েছিল ও এই দিনটি ছিল মঙ্গলবার।'
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনা একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করলেই যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো, এই বর্ণনার কিছু অংশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও কিছু অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট। যেমন:

(১) যা সুস্পষ্ট তা হলো, "আনুষ্ঠানিক কোনরূপ জানাজা ছাড়ায় মুহাম্মদকে কবর দেওয়া হয়েছিল।" কিন্তু কী কারণে তা সম্পন্ন কারা হয় নাই, তার উল্লেখ এই বর্ণনায় অনুপস্থিত।

(২) যা সুস্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদের লাশটির বাহ্যিক অবস্থা সাধারণ লাশের মত বিদ্যমান ছিল না।" কিন্তু সেটা কী ধরণের পার্থক্য, এই বর্ণনায় তার কোন উল্লেখ নেই।

(৩) যা সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন পর যখন তাঁর অনুসারীরা তাঁর লাশটি ধৌত করতে চেয়েছিল, "তিনি তখনও তাঁর শার্টটি পরিধান করে ছিলেন।"

কিন্তু কী কারণে তাঁর শার্টটি খুলে অন্যান্য লাশের মত তাঁর গোসল কর্ম সম্পন্ন না করে তাঁর শার্টটির উপর পানি ঢেলে দায়সারা ভাবে ধৌত-কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছিল তা যে শুধু অস্পষ্ট তাইই নয়, এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করে তাকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী জীবনে মক্কার কুরাইশদের বারংবার অনুরোধ ও চ্যালেঞ্জ সত্বেও "একটি অলৌকিক ঘটনাও" তাঁদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন নাই (পর্ব: ২৩-২৫), সেখানে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদের এই ধরণের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের উপাখ্যান রচনা নিতান্তই হাস্যকর!

(৪) যা সুস্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদের শরীর স্পর্শ না করে" তাঁর শর্টের উপর পানি ঢেলে সেই শার্টটি দিয়ে ঘষা দিয়ে তাঁকে ধৌত করা হয়েছিল। কিন্তু কী কারণে মুহাম্মদের শরীর সরাসরি স্পর্শ করতে তাঁর একান্ত নিকট আত্মীয়দেরও ছিল অনীহা, তা একেবারেই অস্পষ্ট।

(৫) যা সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের মৃত্যুর আড়াই দিন পর (সুত্রভেদে: সবচেয়ে আদি উৎস ও অধিকাংশ পণ্ডিতদের বর্ণনায় আড়াই দিন; কিছু মতে পরদিন কিংবা তিন দিন পর'; মধ্যবর্তী সংখ্যা 'তিনদিন পর') তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল তাঁর ঘরেই! "তিনি যে বিছানায় মারা গিয়েছিলেন তার নীচে কবর খনন করে।" কোন স্বাভাবিক কবরস্থানে নয়! আর এই কর্মের যৌক্তিকতা হলো, "মুহাম্মদের নামে" আবু বকরের: আমি শুনিয়াছি বাদ্য (পর্ব: ১৫৭)! কী উদ্ভট দাবী! "কোন নবীর মৃত্যু হয় না যদি না তিনি যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।" ভ্রমণকালে পথিমধ্যে আকস্মিক ও দুর্ঘটনা-জনিত কারণ ছাড়া, জগতের সকল মানুষই মারা যান কোন না কোন কক্ষে। আবু বকরের এই দাবীর সংক্ষিপ্তসার হলো, "জগতের সকল

নবীকে তাঁর মৃত্যুকালীন ঘরেই তাঁর খাটিয়ার নিচেই কবর দেওয়া হয়েছিল! আর যাদেরকে তা করা হয় নাই, তাঁদের মৃত্যু হয় নাই!"

(৬) এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, নবী পত্নী আয়েশার বর্ণনামতে, "আল্লাহর নবীর কবর দেওয়ার বিষয়ে বুধবার রাতের মাঝামাঝি সময়ে শাবল-কোদালের আওয়াজ শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এর কিছুই জানতাম না।" কী কারণে "স্বয়ং নবীর স্ত্রীরা পর্যন্ত জানতেন না মুহাম্মদ-কে কবর দেওয়া হচ্ছে", তার কোন আভাস এই বর্ণনায় নেই। প্রতীয়মান হয় যে "কোন বিশেষ কারণে" অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে মাঝ-রাত্রিতে মুহাম্মদকে তাঁর ঘরেই কবর দেওয়া হয়েছিল। মুহাম্মদ অনুসারীরা পরদিন দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে পারেন নাই!

(৭) এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, "নবী মুহাম্মদকে কবর দেওয়া হয়েছিল বুধবার মাঝ-রাত্রিতে।" সেকালে না ছিল কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা বিজলি বাতি যার মাধ্যমে মাঝরাত আলোকিত করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা যায়।
ভরসা একমাত্র কুপির ক্ষীণ আলো, কিংবা বহুসংখ্যক মশাল বা কাঠ জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা। "সেই নিশুতি মাঝরাতে" কী ভাবে তারা আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন ও সেই অবস্থায় আনুমানিক কী ধরনের ও কত সংখ্যক মুহাম্মদ অনুসারী তাঁর এই শেষকৃত্যে শরীক ছিলেন তার কোনই উল্লেখ নেই।

(৮) এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, "একমাত্র নবী পরিবারের চারজন সদস্য (আলী এবং আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র) ও দুই মুক্ত-কৃত দাস (উসামা বিন যায়েদ ও শুকরান); এবং মাত্র একজন মুহাম্মদ অনুসারী আনসার (আউস) মুহাম্মদের এই

দাফন কার্যে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন।" এমন কী "মুহাম্মদের কবর খননের জন্যও" কোন মুহাম্মদ অনুসারী সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন নাই। মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস দুইজন লোককে পাঠিয়েছিলেন "কবর খননকারীদের" খুঁজতে ও তিনি জানতেন না যে তারা কোন কবর খননকারীকে খুঁজে পাবে! এই বর্ণনায় যা একেবারেই অনুপস্থিত তা হলো মুহাম্মদের অসংখ্য অনুসারীরা সেই মুহূর্তে নবী পরিবারকে কীভাবে সাহায্য করেছিলেন!

(৯) যে কোন মানুষের মৃত্যুতে, মৃত্যু-শোকে কাতর সেই শোকাবহ পরিবারের একান্ত-নিকট আত্মীয়দের পরিচিত জনেরা সান্ত্বনা দিতে আসেন স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। এটি একটি একান্ত মানবিক বিশয়! ব্যতিক্রম, যদি না কেউ এই পরিবারের 'একান্ত চিরশত্রু ও চরম হিংসুক প্রকৃতির' না হয়ে থাকেন। এই বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, "একমাত্র আউস ছাড়া" মুহাম্মদের কোন অনুসারী মৃত্যু-শোকে কাতর মুহাম্মদের শোকাবহ পরিবার সদস্যদের কোনরূপ সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন, এমন তথ্য কোথাও উল্লেখিত হয় নাই। আভাসে-ইংগিতেও নয়; যা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের শেষকৃত্যের বর্ণনার বিপরীত (পর্ব: ২৪৭)। বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র সুস্পষ্ট নথিভুক্ত। আর সেটি হলো, "আবু বকর ও উমরের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল আলী-ফাতিমার বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছিল, যারা হুমকি দিয়েছিল যে যদি আলী ও তার সমর্থকরা আবু বকরের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করে তবে এটিতে তারা আগুন লাগিয়ে দেবে" যার বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৮৪)। সুতরাং প্রশ্ন হলো: "কী ঘটেছিল সেদিন?"

"নবী মুহাম্মদের লাশে কী পচন ধরেছিল?"

কী ঘটেছিল সেদিন তা কোনভাবেই নিশ্চিত করার সুযোগ নেই। কিন্তু যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো, ইসলামের একান্ত প্রাথমিক নির্দেশ হলো, "নবী মুহাম্মদের কর্মকাণ্ড ও তাঁর সম্মান-হানী হয় এমন যে কোন ধরণের বিরূপ মন্তব্য তাঁর অনুসারীদের জন্য এক হত্যা-যোগ্য অপরাধ!" আদি উৎসে এই বর্ণনাগুলো নিবেদিত-প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারীদের ও তা লিপিবদ্ধ করেছেন ইসলামে নিবেদিত-প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারীরা। আদি উৎস থেকে শুরু করে বর্তমান কাল ও ভবিষ্যতে যে কোন ইসলামের ইতিহাস ইতিহাস পাঠের সময় "এই একান্ত প্রাথমিক বিষয়টি" সমস্ত পাঠকেরই সর্বদায় মনে রাখা একান্ত অপরিহার্য। ইন্টারনেট প্রযুক্তির আবিষ্কার না হলে ইসলামের ইতিহাসের এই অন্ধকার দিকগুলো এত সহজে সাধারণ পাঠকদের জানা সম্ভব ছিল না। গত ১৪০০ বছরের অধিক সময়ে শত সহস্র নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের "পক্ষপাত-দুষ্ট ইতিহাস" থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন, গবেষণা-ধর্মী ও সর্বোপরি তা প্রকাশ করা জীবন-ঝুঁকি ও অত্যন্ত বিপদজনক সিদ্ধান্ত।

আদি উৎসের বর্ণনা-মতে যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, নবী মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছিলেন, জুন ৬৩২ সালে। আরবের প্রচণ্ড গরমের সময়টিতে। সেকালে না ছিল আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এয়ার-কন্ডিশন, না ছিল শবদেহ শীতল করার ব্যবস্থা। আরবের সেই প্রচণ্ড গরমে মুহাম্মদের লাশটি তাঁর ঘরের মধ্যে পড়েছিল দীর্ঘ সময়! তাঁর একান্ত অনুসারীরা তাঁদের নবীর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন "প্রায় রক্তারক্তি পর্যায়ের" ক্ষমতার দ্বন্দ্বে! আলী-ফাতিমা ও মুহাম্মদের একান্ত নিকট-আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ছিলেন "আবু বকর-উমর গংদের" রোষানলে! তাদের এইসব কর্ম-কাণ্ডে মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল

অনুসারীরা ঝুঁকি নিয়ে মুহাম্মদ-পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে 'আবু বকর-উমর গংদের' বিরাগ-ভাজন হতে চাইবেন না এটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে মুহাম্মদের লাশের উপর তার প্রক্রিয়া চালু রাখবে না, এমন চিন্তা অযৌক্তিক ও নিতান্তই বালখিল্য! আদি উৎসের বর্ণনায় প্রায় নিশ্চিতরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, "দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় মুহাম্মদের লাশে পচন ধরেছিল!" 'মুহাম্মদের লাশে পচন ধরেছিল' এমন স্বীকারোক্তি নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদের সম্মান-হানিকর! সে কারণেই আদি উৎসে মুহাম্মদের লাশ ও তাঁর কবর নিয়ে এই ধরণের সুস্পষ্ট-অস্পষ্ট বর্ণনা, যা যে কোন অসতর্ক সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্তির খোরাক হতে বাধ্য।

অন্যদিকে, মুহাম্মদের উপাধিপ্রাপ্ত "মুনাফিক" আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের শেষকৃত্যের প্রাক্কালে এই বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ (পর্ব: ২৪৭)।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইবনে ইশাকের বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives Of Muhammad Ibn Ishaq: [243]

'When fealty had been sworn to Abu Bakr men came to prepare the apostle for Tuesday. Abdullah b. Abu Bakr and Husayn b. Abdullah and

others of our companions told me that Ali and Abbas and his sons al-Fadl and Qutham and Usama b. Zayd and Shuqran freedman of the apostle were those who took charge of the washing of him; and that Aus b. Khauliburial on the, one of B. Auf b. al-khazraj, said, `I adjure you by God, 'Ali, and by our share in the apostle.' Aus was one of the apostle's companions who had been at Badr. Ali gave him permission to enter and he came in and sat down and was present at the washing of the apostle. Ali drew him on to his breast and Abbas and al-Fadl and Qutham turned him over along with him. Usama and Shuqran poured the water over him, while Ali washed him, having drawn him towards his breast. He still wore his shirt with which he rubbed him from the outside without touching the apostle's body with his hand the while he said, `Dearer than my father and my mother, how sweet you are alive and dead!' The apostle's body did not present the appearance of an ordinary corpse.

Yahya b. Abbad b. Abdullah b. al-Zubayr from his father Abbad from Aisha: When they wanted to wash the apostle dispute arose. They did not know whether they were to strip him of his clothes as they stripped their dead or to wash him with his clothes on. As they disputed God cast a deep sleep upon them so that every man's chin was sunk on his chest. Then a voice came from the direction of the house, none knowing who it was: `Wash the apostle with his clothes on.' So they got up and went to the apostle and washed him with his shirt on, pouring water on the shirt, and rubbing him with the shirt between him and them. –

Jafar b. Muhammad b. Ali b. al-Husayn from his father from his grandfather Ali b. Al-Husayn, and al-Zuhri from Ali b-al-Husayn, said that when the apostle had been washed he was wrapped the one over the other.

Husayn b. Abdullah told me from Ikrima from Ibn Abbas: Now Abu Ubayda b. al-Jarrah used to open the ground as the Meccans dig, and Abu Talha Zayd b. Sahl used to dig graves for the Medinans and to make a niche in them and when they wanted to bury the apostle al-Abbas called two men and told one to go to Abu Ubayda and the other to Abu Talha saying, `O God, choose for (T. thy) the apostle.' The one sent to Abu Talha found his man and brought him and he dug the grave with the niche for the apostle. When the preparations for burial had been completed on the Tuesday he was laid upon his bed in his house. The Muslims had disputed over the place of burial. Some were in favour of burying him in his mosque, while others wanted to bury him with his companions. Abu Bakr said,`I heard the apostle say, "No prophet dies but he is buried where he died"'; so the bed on which he died was taken up and they made a grave beneath it. Then the people came to visit the apostle praying over him by companies: first come the men, then the woman, then the children (T. then the slaves). No man acted as imam in the prayers over the apostle. The apostle was buried in the middle of the night of the Wednesday.

Abdullah b. Abu Bakr told me from his wife Fatima d. (T. Muhammad b.) Umara from Amra d. Abdul Rahman b. Sa'd b. Zurara that Aisha said: We

knew nothing about the burial of the apostle until we heard the sound of the pickaxes in the middle of the Wednesday night. Ibn Ishaq Said: Fatima told me this tradition.

Those who descended into the grave were Ali and al-Fadl and Qutham the sons of Abbas and Shuqran. Aus implored Ali in the name of God and his share in the apostle to let him descend, and he let him go with the others. When the apostle was laid in his grave and the earth was laid over him Shuqran his freedman took a garment which the apostle used to wear and use as a rug and buried (T. cast) it in the grave saying,`By God, none shall ever wear it after you,' so it was buried with the apostle.'-------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[243] ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৮৭-৬৮৯

[244] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ২০২-২০৫ ও ১৮৩-১৮৪

২৮৮: নবী পরিবারের বঞ্চনার সূচনা
- মুহাম্মদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে আবু-বকর ইবনে কুহাফা ও উমর ইবনে খাত্তাব এক অত্যন্ত বিতর্কিত চরিত্র! শিয়াদের কাছে তারা হলেন বিশ্বাসঘাতক, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন স্বয়ং নবী মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে! আমাদের এই আলোচনা শিয়া মুসলমানদের রচিত ইতিহাস নিয়ে নয়! আমাদের এই আলোচনা সুন্নি মুসলমানদের লিখিত ইতিহাস নিয়ে। ইসলামের ইতিহাসের এই দুই চরিত্রের আলোচনা "'উমর ইবনে খাত্তাবের কাপুরুষতা' (পর্ব: ১৩২), ও 'লুটের মালের উত্তরাধিকার ও পরিণতি' (পর্ব: ১৫১) ও 'ফাদাক অধ্যায়গুলোতে' (পর্ব: ১৫৩-১৫৮)" ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

অতি সংক্ষেপে:

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার (পর্ব: ১১১-১২৯) মাত্র দেড়-দুই মাস পর ৬২৮ সালের মে-জুন মাসে শুধু তাঁর সঙ্গে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দূরবর্তী খায়বার নামক স্থানের ইহুদি জনপদের ওপর "অতর্কিতে আক্রমণ" চালান।

অমানুষিক নৃশংসতায় তাঁদের পরাস্ত ও তাঁদের সমস্ত সম্পদ ও নারীদের যৌনদাসীরূপে ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর (পর্ব: ১৩০-১৫২) মুহাম্মদ তাঁর পরবর্তী আগ্রাসন চালান সেখান থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী ফাদাক নামের এক সমৃদ্ধ মরূদ্যানের লোকদের ওপর।

মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল) পর থেকে শুরু করে খায়বার বিজয় সম্পন্ন করা পর্যন্ত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর যে আগ্রাসী হামলাগুলো চালিয়েছিলেন তার প্রায় সবগুলোই ছিল সরাসরি আক্রমণের মাধ্যমে। মুহাম্মদের এই ফাদাক আগ্রাসন ছিল তার ব্যতিক্রম। মুহাম্মদ তাঁর খায়বার বিজয়ের প্রাক্কালে ফাদাক এর কাছাকাছি গমন করেন ও মুহায়িসা বিন মাসুদ-কে ফাদাকের জনগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য পাঠান। তিনি তাদের-কে ভীতি প্রদর্শন করেন এই বলে যে, যেমন করে তারা খায়বারের জনগণদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, তেমন করে তারা তাদের এলাকায় আগমন করবে ও তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের লোকদের কী হাল করেছেন তা যখন ফাদাকের জনগণ শুনতে পায়, তখন তারা তাদের ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তার ভয়ে ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে পরে। তারা ভীত হয়ে মুহাম্মদের সাথে যে চুক্তিটি সম্পন্ন করেন, তা হলো: "তারা তাদের অর্ধেক ভূসম্পত্তি ও জমিগুলো মুহাম্মদ কে দিয়ে দেব।" মুহাম্মদ তাতে সম্মত হোন। যেহেতু এই সম্পদ-গুলো মুহাম্মদ শুধু হুমকির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ফাদাক "শুধুই মুহাম্মদের" ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়; এই সম্পদে মুহাম্মদের অন্য কোন অনুসারীদের কোনই অংশ ছিল না (পর্ব-২৮)। উমর ইবনে খাত্তাবের শাসন আমলে (৬৩৪-৬৪৪ সাল) মুহাম্মদের শুধু এই সম্পদেরই মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার

দেরহাম কিংবা তারও বেশী।" এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "প্রাণ ভিক্ষার আকুতি" পর্বটিতে (পর্ব: ১৫৩) করা হয়েছে। এ ছাড়াও মুহাম্মদ আর যে সমস্ত বৃহৎ-অংকের গণিমতের-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা হলো:

(১) বনী কেউনুকা ও বানু নাদির গোত্র উচ্ছেদ করার পর প্রাপ্ত সম্পদ (পর্ব: ৫১-৫২);
(২) বানু কুরাইজার গনহত্যা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (পর্ব: ৯৩);
(৩) বানু আল-মুসতালিক হামলা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (পর্ব: ১০১);
(৪) খায়বার হামলায় প্রাপ্ত সম্পদ (পর্ব: ১৪৬-১৫১);
(৫) হুনায়েন ও তায়েফ হামলায় প্রাপ্ত সম্পদ (পর্ব: ২১৭);
(৬) জুরাশে ইয়েমেনি উপজাতিদের হামলা ও হত্যাকাণ্ড অর্জিত সম্পদ (পর্ব: ২৫৫);
(৭) ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ডে অর্জিত সম্পদ (পর্ব: ২৫৫-২৫৬); ইত্যাদি।

ফাদাকের এই লুটের মালের ইতিহাসের পর্যালোচনায় যে বিষয়টি নিয়ে আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই, তা হলো: এই সম্পত্তিটি মুহাম্মদ একাই হস্তগত করেছিলেন আল্লাহর রেফারেন্সে তাঁরই নির্দেশিত এক অনুশাসনের মাধ্যমে (কুরান ৫৯:৬-৭); এবং মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফা "এক বিশেষ অজুহাতে" এই সম্পত্তিটি সহ মুহাম্মদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন! অতঃপর মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পদগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজে এবং তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় আবু বকরের কাছে

বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আবু বকর তাঁকে তাঁর পিতার কোন সম্পদই ফেরত দেননি। তাই তিনি আবু বকরের প্রতি রাগান্বিত হন ও তার কাছ থেকে দূরে সরে যান ও মৃত্যুকাল অবধি তিনি তার সাথে কোনো কথা বলেন না। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তিনি ছয় মাস কাল জীবিত ছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আবু বকরকে কোনো সংবাদ না দিয়ে তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব রাত্রিকালে তাঁকে দাফন করেন ও নিজেই তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। যে অজুহাতটির মাধ্যমে আবু বকর, ফাতিমাকে তাঁর পিতার সম্পদের অংশ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, সেটি হলো:

'আমি শুনেছি আল্লাহর নবী বলেছেন, "আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই, তা হয় সাদাকা, কিন্তু মুহাম্মদের (নবীর) পরিবার সদস্যরা এই সম্পত্তি থেকে খেতে পারে।"' ---

মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় এই লুটের মালটি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে দান করে গিয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা তাঁদের রচিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও সুন্নিদের রচিত তথ্য-উপাত্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় এই লুটের মালটি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে দান করেছিলেন। তাঁরা এ-ও দাবি করেন যে, যদি মুহাম্মদ লুটের এই মালটি ফাতিমাকে দান না-ও করে যান, তথাপি মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে এই সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত দাবিদার হলেন তাঁর কন্যা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ। এই বিশয়ের বিশদ আলোচনা "গণিমতের উত্তরাধিকার-ফাতিমার মানসিক আর্তনাদ" পর্বটিতে (পর্ব: ১৫৪) করা হয়েছে।

>>> মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই আবু বকর কী প্রক্রিয়ায় খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন তার বিশদ আলোচনা "বনী সাঈদার সাকিফায় ক্ষমতার লড়াই" পর্বটিতে (পর্ব: ২৮৫) করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা মতে, নবী-কন্যা ফাতিমা তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু-তালিবকে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম যেদিন আবু বকরের সঙ্গে তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারের হিস্যা ফেরত পাওয়ার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সেই দিনটি ছিল মুহাম্মদের মৃত্যুর পরদিনই! যার সরল অর্থ হলো: "মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই আবু বকর মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল অংকের সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলেন!" ফাতিমার চোখের পানি শুকানোর সময় পর্যন্ত আবু বকর তাঁকে দেননি! এই কর্মের প্রতিবাদে পিতার মৃত্যুর পরের দিনই সমস্ত কষ্ট বুকে নিয়ে ফাতিমা নামের এই মেয়েটি তাঁর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের হিস্যার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন সেই 'আবু বকরের' কাছে! মুহাম্মদ ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, অতঃপর নবী কন্যা ফাতিমা বহুভাবে আবু বকরকে 'যুক্তি' দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, যেমন:

"আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন, কারা আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে?" জবাবে আবু বকর বলেছিলেন, "আমার সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা?" প্রত্যুত্তরে ফাতিমা আবু বকরকে বলেছিলেন, "আমি তাঁর [মুহাম্মদের] ফাদাক, খায়বার ও মদিনার সাদাকা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, যেমন করে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন আপনার কন্যারা।"

আবু বকর ফাতিমার সেই অতি সহজ ও সরল যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে-অজুহাতে, তা হলো, “আমি শুনিয়াছি আল্লাহর নবী বলেছেন----" ও আরও কিছু দাবি, যার একটি হলো,

"যদি তুমি বলো যে, এটি তোমার পিতা তোমাকে প্রদান করেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সে কথা মেনে নেবো ও তোমার কথাকে সত্য বলে নিশ্চিত করবো।"

আবু বকরের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ফাতিমা তাকে বলেছিলেন যে, "উম্মে আয়মান আমাকে অবগত করিয়েছে যে তিনি [মুহাম্মদ] 'ফাদাক' আমাকে দান করেছেন।" উম্মে আয়মান ছিলেন সেই মহিলা, মুহাম্মদের শিশু ও কৈশোর জীবনে যার অবস্থান ছিল তাঁর মাতা আমিনার পরেই। এই সেই মহিলা, যিনি মুহাম্মদের মাতা আমিনার সঙ্গে মুহাম্মদের শিশুকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাঁকে নিজ হাতে লালন পালন করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর ফাতিমার এই দাবী গ্রাহ্য করেন নাই। এই বিশয়ের বিশদ আলোচনা "যুক্তি ও প্রমাণ প্রত্যাখ্যান" পর্বটিতে (পর্ব: ১৫৫) করা হয়েছে।

>>> ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, আল-তাবারী ছাড়াও মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের মধ্যে আর যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-বালাধুরি। তাঁর জন্ম ইরানে, বসবাস করতেন বাগদাদে ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে। এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা:

‘খায়বার ও ফাদাকে আল্লাহর নবীর সম্পত্তির অংশের হিস্যা তাঁদের-কে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কথা বলার জন্য আল্লাহর নবীর পত্নীরা উসমান ইবনে আফফান কে

তাঁদের প্রতিনিধিরূপে আবু বকরের কাছে পাঠান। কিন্তু আয়েশা তাঁদের কে বলেন, "তোমরা কী আল্লাহ কে ভয় করো না? ও তোমরা কী শুনো নাই যে আল্লাহর নবী বলেছেন, 'সাদাকা হিসাবে আমরা যা রেখে যাই তা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না?' ---এ কথা শুনে অন্য স্ত্রীরা তাদের আবেদন থেকে নিবৃত্ত হয়।"' -----

'ফাতিমা আবু বকরকে বলেন, "আল্লাহর নবী আমাকে ফাদাকের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; সুতরাং আপনার উচিত তা আমাকে প্রদান করা।" আলী ইবনে আবু তালিব তাঁর পক্ষে সাফাই সাক্ষী হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু আবু বকর অন্য আর একজন সাক্ষী দাবি করেন ও উম্মে আয়মান তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তখন আবু বকর বলেন, "হে নবী কন্যা, তুমি জানো যে, দুই জন পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা এক জন পুরুষ এবং দুই জন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।" ---

অতঃপর ফাতিমা সাক্ষী স্বরূপ,
'উম্মে আয়মান ও রাবাহ (পুরুষ) নামের আল্লাহর নবীর কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক দাসকে হাজির করেন; তারা দু'জনই তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। কিন্তু আবু বকর বলেন, "এই ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।"'

অর্থাৎ ফাতিমা, আলী ও উম্মে আয়মান ছাড়াও রাবাহ-কে (পুরুষ) সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করার পরেও তাঁর পিতার সম্পদ ফেরত পান নাই। এই বিশয়ের বিশদ আলোচনা "সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান" পর্বটিতে (পর্ব: ১৫৬) করা হয়েছে।

>>> ক্ষমতাধর আবু বকর তাঁর এই কর্মের বৈধতা প্রদান করেছিলেন এই বলে: "আমি শুনেছি আল্লাহর নবী বলেছেন, ----।" অন্যদিকে, ফাতিমা ও তাঁর পরিবার

সদস্যরা আবু-বকরের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের উত্তরাধিকারের হিস্যা ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষী সহ বারংবার তার কাছে ধর্না দিচ্ছেন! কিন্তু আবু বকর বিভিন্ন অজুহাতে তা অগ্রাহ্য করছেন; ক্ষমতা এখন তার হাতে! এমনই একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দুই দাবিদারের যে কোনো এক পক্ষের দাবি ও কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত! এই দুই পক্ষ একই সাথে কখনোই সত্য, সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে না।

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা হলো,

"এমন কোন দাবী গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআনের স্পষ্ট আদেশ ও নিষেধের পরিপন্থী।"

কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের মতই লুটের মালের হিস্যা গ্রহণ করতেন (কুরআন: ৮:৪১, ৫৯:৬-৭) ও তিনি সেই সব সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যেহেতু তিনি সম্পত্তির মালিক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর নিকট আত্মীয়রা! কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ: [1]

কুরআন: ৪:৭ (সুরা নিসা):

"পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী| এ অংশ নির্ধারিত|"

>> "অল্প হোক কিংবা বেশী, এ অংশ নির্ধারিত"; যথা: কুরআন: ৪:১১; ৪:১২; ৪:১৭৬

অন্যদিকে আবু বকরের দাবী, "আমি শুনেছি আল্লাহর নবী বলেছেন----," এর সপক্ষে একটি বানীও কুরআনের কোথাও নাই। সুতরাং, কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে নবী-কন্যা ফাতিমা ও আয়েশা ছাড়া (তার মত তার পিতার 'আমি শুনেছি' এর পক্ষে) মুহাম্মদের অন্যান্য সকল পত্নী ও নিকট-আত্মীয়দের দাবী ন্যায্য।

যুক্তি বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ হলো,
"যিনি দাবীদার, প্রমাণের দায়িত্ব তার!"

মুহাম্মদের আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুহাম্মদের রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর একান্ত পরিবার সদস্য ও নিকট আত্মীয়রা। এই বিধানের ব্যতিক্রম হতে পারে যে কারণে তা হলো, যদি মৃত ব্যক্তিটি তাঁর জীবদ্দশায় কোন অছিয়্যত করে যান। যেমনটি কুরআনে নির্দেশিত:

২:১৮০-১৮২ (সূরা আল বাক্বারাহ):
*"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য **ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ** করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী৷ যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে৷ **যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা** করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্ হবে না৷"*

৫:১০৬ (সূরা আল মায়েদাহ):

*“হে মুমিনগণ, **তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো।** তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহ্র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্নীয়ও হয় এবং আল্লাহ্র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহগার হব।”*

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের তাঁর রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পত্তির ব্যাপারে কোন "লিখিত" ওসীয়ত ('উইল') করে গিয়েছিলেন এমন বর্ণনা কোথাও উল্লেখিত হয় নাই। কুরআনে বিধান অনুযায়ী মৃত মুহাম্মদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর একান্ত নিকট আত্মীয় ও পরিবার সদস্যরা। আবু বকর তাঁদেরকে সেই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মুহাম্মদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন যে দাবীর ভিত্তিতে তা হলো, **"আমি শুনেছি ---।"** এ ক্ষেত্রে দাবীদার হলেন "আবু বকর।" তাই এই দাবী প্রমাণ করার দায়িত্ব একমাত্র তারই!

মুহাম্মদের উত্তরাধিকারীদের কাছে "প্রমাণ নিশ্চিত না করে" তিনি কোন ভাবেই মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোন অধিকারই রাখেন না। কিন্তু তিনি তা করেছিলেন, ক্ষমতার মসনদে বসার পরেই! আবু বকর তাঁর দাবীর সপক্ষে শুধু যে কোন প্রমাণ দাখিল করেন নাই তাইই নয়, উল্টো মৃত ব্যক্তির

উত্তরাধিকারীদেরই কাছেই প্রমাণ দাবী করেছিলেন! আবু বকরের এই অন্যায্য দাবীও নবী কন্যা ফাতিমা পূরণ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ হাজির করেছিলেন; আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, "দুই জন পুরুষ" সাক্ষীই যথেষ্ট। তিনি হাজির করেছিলেন 'দুই জন পুরুষ ও একজন নারী সাক্ষী।" তার পরেও আবু বকর ফাতিমার কাছে তাঁর পিতার সম্পত্তি ফেরত দেন নাই। সুতরাং, আবু বকর ইবনে কুহাফা যে অজুহাতে মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যদের উত্তরাধিকারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন তা ছিলো এক প্রহসন ও মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি তাঁর চরম অবমাননা, অন্যায় ও প্রতিহিংসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত!

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য উপাত্তগুলোর বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, এই ঘটনার যিনি ছিলেন বিচারক, তিনিই ছিলেন বাদী ও তিনিই সাক্ষী! এমন একটি বিচারব্যবস্থা, যেখানে বিচারক নিজেই পালন করেন বাদী ও সাক্ষীর ভূমিকা, প্রতিপক্ষের যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষীর সাক্ষ্যকে করেন প্রত্যাখ্যান ও কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশকে অবলীলায় করেন অমান্য, তখন সেই বিচারকের বিচারকে এক প্রহসন ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে না। এই বিশয়ের বিশদ আলোচনা "নবী-পরিবারের দাবী ও আমি শুনিয়াছি বাদ্য” পর্বটিতে (পর্ব: ১৫৭) করা হয়েছে।

>>> ইসলামের ইতিহাস হলো প্রতারণা-বিশ্বাসঘাতকতা এবং তরবারি ও নৃশংসতার ইতিহাস। আপাদমস্তক! এই প্রতারণা থেকে রক্ষা পায় নাই: মদিনা-বাসী! যে মদিনা-বাসী ইহুদি ও মুসলমানরা "মুহাম্মদ-কে" বিপদে আশ্রয় দিয়েছিলেন, বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁদেরকেই প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে একে একে মদিনা

থেকে বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেছিলেন। প্রথমে বানু কেউনুকা গোত্র (পর্ব: ৫১), অতঃপর বানু নাদির গোত্র (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)। প্রতীয়মান হয় যে মুহাম্মদের এই প্রতারণা সর্বপ্রথম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন খাযরাজ গোত্রের গোত্র-নেতা "আবদুল্লাহ বিন উবাই।" এই খাযরাজ গোত্রের আনসার ও তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বানু কেউনুকা ও বানু নাদির গোত্রের লোকেরা তাঁদের প্রাণ নিয়ে বিতাড়িত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। যে কারণে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ বিন উবাইকে "মুনাফিক" রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। অতঃপর মুহাম্মদের চরম নৃশংসতা ও বীভৎসতা, "বানু কুরাইজা গণহত্যা (পর্ব: ৮৭-৯৫)!" তাঁদের সমস্ত সম্পদ ও মা-বোন, স্ত্রী-কন্যা ও গুপ্তাঙ্গে চুল (Pubic hair) না গজানো বালকদের দাস ও যৌন-দাসী রূপে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভাগাভাগি, ও তাদের অনেককে নাজাদের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয়! মদিনার বানু আউস গোত্রের আনসাররা এই হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন এই কারণে যে, তাদের তৎকালীন নেতা সা'দ বিন মুয়াধ ছিলেন মুহাম্মদের পক্ষে (পর্ব: ৮৯-৯০)।

এই প্রতারণা থেকে আবু বকর রক্ষা করতে পারে নাই তার ছয় বছরের শিশু কন্যা আয়েশা-কে! অতঃপর মুহাম্মদের পরিবারে আয়েশাকে নিয়ে ভীষণ অশান্তি (বিস্তারিত: পর্ব ১০২-১০৭)! উমর ইবনে খাত্তাব রক্ষা করতে পারে নাই তার কন্যা হাফসাকে! হাফসাকে নিয়ে নবী পরিবারের ভীষণ অশান্তি! যে কারণে মুহাম্মদের বাসায় গিয়ে মুহাম্মদের সমস্ত স্ত্রীদের সম্মুখে আবু বকর প্রহার করেছিলেন আয়েশা-কে ও উমর প্রহার করেছিলেন হাফাসাকে (পর্ব: ২৬০-২৬১)। তাদের এই কন্যাদের প্রতি মুহাম্মদের বারংবার তালাক হুমকি! অতঃপর হাফসার অনুপস্থিতিতে 'তারই গৃহ ও

তারই বিছানায়’ দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার সাথে মুহাম্মদের যৌনকর্ম অবস্থায় সেখানে হঠাৎ হাফসার আগমন ও তা প্রত্যক্ষীকরণ! অতঃপর মুহাম্মদের প্রতারণার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, "হাফাসা ও আয়েশাকে নিয়ে মুহাম্মদের ঐশী বানীর অবতারণা (কুরআন: ৬৬:২-৫)!” ঐশী বানীর মাধ্যমে (৬৬:৪) তাঁদেরকে হুমকি ও শাসানী (পর্ব: ২৬৭)।

"ঐশী বানী" নামের মুহাম্মদের এই অস্ত্রটিকে তাঁর অনুসারীরা যে কী পরিমাণ ভয় পেতেন তার বিশদ আলোচনা "অনুসারীদের অনিচ্ছা ও নারী প্রলোভন" পর্বটিতে (পর্ব-২২৯) করা হয়েছে। অনুসারীরা শঙ্কিত থাকতেন এই আশংকায় যে, "মুহাম্মদের কাছে তাদের বিশয়ে কোন নেতিবাচক ওহী নাজিল হবে যা মুসলমানরা পাঠ করবে।" একবার বা দুইবার নয়, বারংবার! তাদের নামাজ ও কুরআন পাঠের সময়টিতে। "আল্লাহ-কে" ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ-কে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার এটি ছিল মুহাম্মদের এক বিশেষ কৌশল, যা তিনি করেছিলেন তাঁর চাচা আবু-লাহাবের ক্ষেত্রেও সুরা লাহাব (কুরআন: ১১১:১-৫) রচনা করে (বিস্তারিত পর্ব: ১২)।

হাফাসা ও আয়েশার বিশয়ে মুহাম্মদের এই ঐশী বানীগুলোও (কুরআন: ৬৬:২-৫) তার ব্যতিক্রম নয়! মুহাম্মদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে আয়েশা ও হাফসা-কে হেয় প্রতিপন্ন ও তাদের পিতা আবু বকর ও উমরের পরিবারের মর্যাদাহানি করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এইসব কর্মকাণ্ডের কোন মানসিক প্রভাবই কি আয়েশা ও হাফাসা ও তাঁদের পিতা আবু বকর ও উমরের উপর ছিল না? তারা কি এতটাই নির্বোধ ছিলেন যে তাদের কন্যাদের ও পরিবারের প্রতি হওয়া অসম্মানের কোন উপলব্ধিই তাদের ছিল না?

তারা যে নির্বোধ ছিলেন না তা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আবু বকর-উমর গংদের আচরণে অত্যন্ত স্পষ্ট। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে এই ঘটনাগুলো সুস্পষ্ট নথিভুক্ত। পার্থক্য এই যে, সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের কাছে আবু বকর ও উমর এক অতি চরিত্রবান ও মহানুভব নেতা; আর শিয়াদের কাছে তারা বিশ্বাসঘাতক। পার্থক্য এই যে, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মদের শেষ অসুস্থতার সময় আয়েশা ও হাফসা ওষুধ সেবনের নামে নবী মুহাম্মদকে বিষ পানে হত্যা করেছিলেন ও তার নেপথ্যে ছিল তাদের পিতারা; যা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা বিশ্বাস করেন না (পর্ব: ২৭৪)।

আবারও:

'ইসলামের একান্ত প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন মুসলমানের পক্ষেই "নবী মুহাম্মদের" কর্মকাণ্ডের সামান্যতম সমালোচনা করার সুযোগ নেই। তা হত্যা-যোগ্য অপরাধ। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো "নবী মুহাম্মদ।" মুহাম্মদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ সমীকরণের বাহিরে রেখে ইসলামের ইতিহাসের সঠিক পর্যালোচনা অসম্ভব ও তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য।"

আবু বকর ও উমর ছিলেন মুহাম্মদের অত্যন্ত যোগ্য অনুসারী! অতঃপর উমাইয়া শাসকরা, যার প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান! মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের আগের রাত্রিতে মুহাম্মদের হুমকির মুখে ইসলামে দীক্ষিত আবু-সুফিয়ানের (পর্ব: ১৯০) পুত্র। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও তাঁর বংশধর, পরিবার ও গোত্রের

লোকেরা "মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর নামে" শাসন করেছেন মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের ৯০ বছর (৬৬১-৭৫০ সাল), যারা মুহাম্মদের মৃত্যুর ৪৮ বছরের মধ্যে মুহাম্মদের একান্ত নিকট-পরিবারের সমস্ত সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় একে একে খুন করেছিলেন! তাঁরা মুহাম্মদের কাছে রাজনীতি শিখেছিলেন ও মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তারা মুহাম্মদের সেই শিক্ষাই অনুশীলন করেছিলেন, যার আলোচনা "কারা ছিলেন স্বত্বভোগী" পর্বটিতে (পর্ব-১৫৮) করা হয়েছে। মুহাম্মদ যেমন তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াসে "আল্লাহকে" ব্যবহার করেছিলেন, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরাও এই একই পন্থায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের বাহন হিসাবে "মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহকে" ব্যবহার করেছিলেন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[245] কুরআনেরই উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

২৮৯: আবু বকরের রাজনীতি: সাহাবীদের যুদ্ধে প্রেরণ -ওসামার মুতা হামলা!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় যে হামলাটির নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা হলো, "ওসামার মুতা হামলা।" এই হামলায় তিনি তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার পুত্র ওসামা বিন যায়েদ-কে নেতৃত্বে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ওসামা মদিনা থেকে প্রস্থানের আগেই মুহাম্মদের অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই খবরটি পাওয়ার পর ওসামা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে মুহাম্মদের সাথে দেখা করেন; যার বিস্তারিত আলোচনা "মৃত্যুশয্যায় হামলা নির্দেশ" পর্বটিতে (পর্ব: ২৬৯) করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদের মৃত্যু; আবু বকরের ক্ষমতা গ্রহণ ও অতঃপর মুহাম্মদের লাশ দাফন। মুহাম্মদের লাশ দাফনের সময় যে সাত ব্যক্তি মুহাম্মদের লাশটি ধৌত করেছিলেন, ওসামা বিন যায়েদ ছিলেন তাদেরই একজন (পর্ব-২৮৭)।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর উমরের প্রত্যক্ষ সাহায্যে ক্ষমতা গ্রহণ (পর্ব-২৮৫) ও অতঃপর মুহাম্মদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পর (পর্ব-২৮৮) আবু বকর তার ক্ষমতার রাজনীতি শুরু করেন। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের গত কয়েকটি পর্বের বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মদিনায় তখন মুহাম্মদের একান্ত বিশ্বস্ত ও প্রধান

সাহাবীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত পরিস্থিতি! বিশেষ করে আলী ইবনে আবু-তালিব ও তাঁর সমর্থক মুহাজির এবং সা'দ বিন উবাদা ও তাঁর সমর্থক আনসারদের অনেকেই আবু বকরের ক্ষমতা গ্রহণ তখনও মনেপ্রাণে মেনে নেন নাই। মদিনার এমত উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনীতিবিদ আবু কবর, মুহাম্মদ যে পন্থাগুলো সচরাচর ব্যবহার করতেন তারই অনুশীলন শুরু করেন। সেগুলো হলো, "অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ওহি বর্ষণ, তাঁদেরকে হামলা বা যুদ্ধে প্রেরণ ও গণিমত আহরণ!" মুহাম্মদের ওহি বর্ষণের প্রক্রিয়া ছিল, "আল্লাহর নামে!' আর আবু বকরের প্রক্রিয়া ছিল "আল্লাহ ও মুহাম্মদ ও ইসলামের নামে", যার প্রথম প্রয়োগ তিনি করেছিলেন মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই 'মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেই!

প্রতীয়মান হয় যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত মদিনার এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রয়োজনে আবু বকর যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন, তা হলো, "ওসামার নেতৃত্বে মুহাম্মদ অনুসারীদের মুতা হামলায় প্রেরণ!" আর তা তিনি করেছিলেন 'মুহাম্মদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন' করার অজুহাতে। এই সিদ্ধান্তে তিনি মুহাম্মদ অনুসারীদের মদিনার বাইরে যেতে বাধ্য করেছিলেন। মদিনার উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রশমিত হয়েছিল। ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে আবু বকরের এই সিদ্ধান্ত তার ক্ষমতার পথ উন্মুক্ত ও সুগম করেছিল। মুহাম্মদের বিশিষ্ট অনুসারীদের প্রায় সকলেই এই হমালায় অংশগ্রহণ করলেও তিনি উমরকে মদিনায় রেখে দিয়েছিলেন, যদিও "মুহাম্মদ নিজে" উমরকে এই হামলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্ণিত আছে, "আবু বকর, উসামার অনুমতিক্রমেই" এই কাজটি করেছিলেন। এই হামলার প্রাক্কালে ওসামার বয়স ছিল উনিশ বছর। আবু বকর এখন খলিফা। মুহাম্মদ এখন মৃত! "আবু-বকর উমর গং-দের" সশস্ত্র

হামলা (পর্ব: ২৮৪) ও অবরোধে স্বয়ং নবী কন্যা ও তাঁর জামাতা 'আলী-ফাতিমা' ও মুহাম্মদের নিজ পরিবারই আজ আক্রান্ত! এমতাবস্থায়, ওসামার পক্ষে আবু বকরের প্রস্তাবে "না" বলা কি কোনভাবেই সম্ভব? যদি এর উত্তর "না হয়", তবে ওসামার কাছ থেকে আবু বকরের অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি আবু বকরের রাজনীতিরই এক অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল-তাবারাীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [246]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৬৯) পর:

[পৃষ্ঠা ১১] 'উবায়দুল্লাহ বিন সা'দ <তার চাচা < সাইফ হইতে বর্ণিত; ও আল-সারি বিন ইয়াহিয়া <শুয়ায়েব বিন ইব্রাহিম <সাইফ বিন উমর <ইবনে দামরাহ <তার পিতা <আসিম বিন আদি হইতে বর্ণিত:

'আল্লাহর নবীর মৃত্যুর দুই দিন পর, আবু বকরের ঘোষণাকারী লোকজনদের আহবান করে যাতে উসামার (বা'থ) হামলাটি সম্পন্ন করা যায়: "উঠে দাঁড়াও! উসামার সেনাবাহিনীর কেউ মদিনায় থাকবে না, তারা আল-জুরফের শিবিরে চলে যাবে।" অতঃপর (আবু বকর) লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার পর বলেন, "হে লোকসকল, আমি তোমাদেরই মত। আমি জানি না, সম্ভবত তোমরা আল্লাহর নবী যা করতে পারতেন তা আমার উপর চাপিয়ে দেবে। আল্লাহ মুহাম্মদ-কে (সমস্ত) বিশ্বের জন্য মনোনীত করেছেন ও তাঁকে মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন; কিন্তু আমি কেবল একজন অনুসারী, সংস্কারক ('মুবতাদী') নই। আমি যদি ন্যায়পরায়ণ হই, তবে আমাকে অনুসরণ কর; কিন্তু, যদি আমি বিচ্যুত হই, তবে আমাকে সোজা করে দিও।' [247] ------

[পৃষ্ঠা-১৪-১৫] ‘উবায়েদুল্লাহ <তার আন্কেল < সাইফ; এবং আল- সারি <শুয়ায়েব <সাইফ আবু দামরা, আবু আমর ও অন্যান্যরা <আল-হাসান বিন আবু আল-হাসান আল-বাসরি [হইতে বর্ণিত]:

আল্লাহর নবী তাঁর মৃত্যুর আগে মদিনা ও তার আশেপাশের লোকদের উপর এক অভিযান চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল উমর ইবনে আল-খাত্তাব। তিনি ওসামা বিন যায়েদ কে তাদের নেতৃত্বে নিয়োজিত করেন, কিন্তু তাদের শেষ ব্যক্তিটি 'খন্দক' [খন্দক যুদ্ধের সময় খনন করা (পর্ব-৭৮)] অতিক্রম করার আগেই আল্লাহর নবীর মৃত্যু হয়। তাই ওসামা তার সেনাবাহিনী সহ থেমে যায় ও উমরকে বলে, "আল্লাহর নবীর খলিফার কাছে ফিরে যাও ও তার কাছে আমার সেনাবাহিনী সহ ফিরে আসার অনুমতি চাও; কারণ সেনাপ্রধানরা তাদের বাহিনী সহ আমার সাথে আছে, আর আমি অস্বস্তিতে আছি, পাছে মুশরিকরা খলিফা ও আল্লাহর নবীর পরিবার ও মুসলমানদের পরিবারকে ছিনিয়ে নেয়।" আনসাররা আরও যোগ করে, "আর তিনি যদি জোর দিয়ে বলেন যে আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে আমাদের এই অনুরোধটি তাকে জানাবে যে তিনি যেন ওসামার চেয়ে বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন।" ---

[পৃষ্ঠা-১৭] ‘আল- সারি <শুয়ায়েব <সাইফ; এবং ‘উবায়েদুল্লাহ <তার আন্কেল <সাইফ <হিশাম বিন উরওয়া <তার পিতা হইতে বর্ণিত:

আবু বকর আল-জুরফের উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও ওসামাকে অনুসরণ করেন ও তাকে বিদায় জানান। তিনি উমর (বিন আল-খাত্তাব) এর জন্য ওসামাকে অনুরোধ করেন, যাতে সে সম্মত হয়। তিনি ওসামাকে বলেন, "আল্লাহর নবী তোমাকে যা করতে

আদেশ করেছেন তুমি তাই করবে; কুদাহ অঞ্চল থেকে শুরু করবে, অতঃপর আবিলের (উবনার) দিকে যাত্রা করবে। আল্লাহর নবী যা আদেশ করেছেন তাতে যেন কোনরূপ বিচ্যুতি না হয়, তবে তাড়াহুড়ো করবে না এই কারণে যে এই নির্দেশ তুমি তাঁর কাছ থেকে (এযাবৎ) পাও নাই।"

'তাই ওসামা ধু আল-মারওয়াহ [ওয়াদি আল-কুরায় অবস্থিত একটি গ্রাম] ও উপত্যকাটির অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হয় ও তার ঘোড়সওয়ারদের ছড়িয়ে দিয়ে কুদাহ গোত্র ও আবিল জনপদের লোকদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে নবীর নির্দেশ মোতাবেক তার অভিযান সম্পন্ন করে। সে তাদের লোকদের বন্দী করে ও তাদের মালামাল লুন্ঠন করে নিয়ে আসে। ক্যাম্পিং ও ফিরে আসার সময় বাদে, তার এই অভিযানটি চল্লিশ দিনে শেষ হয়।'- [248] [249]

('ওসামা, কুদাহ অঞ্চলের সূদূর মুতা পর্যন্ত ও অতঃপর উবনার লোকদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে; সম্পদ লুণ্ঠন, লোকদের বন্দী ও তার পিতা যায়েদের হত্যাকারীকে [পর্ব: ১৮৫] হত্যা করে; এবং চল্লিশ দিনের মধ্যে ফিরে আসে।') [250]

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা: [251]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৬৯) পর:

'আবু বকর যখন খলিফা নিযুক্ত হোন তখন তিনি বুরাইদাকে পতাকাটি (ব্যানার) নিয়ে ওসামার বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দেন ও বলেন যে, বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে অভিযান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত তিনি ওসামা-কে কখনই অব্যাহতি দেবেন না। বুরাইদা বলেছে: "আমি পতাকাটি নিয়ে রওয়ানা হই যতক্ষণ না আমি তা ওসামার বাড়িতে নিয়ে আসি। অতঃপর আমি তা বেঁধে আল-শামের [সিরিয়া] দিকে রওনা হই। ফিরে

এসে আমি তা ওসামার বাড়িতে দিয়ে আসি। অতঃপর ওসামার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পতাকাটি ওসামার বাড়িতেই রয়ে যায়।

আল্লাহর নবীর মৃত্যুর খবরটি যখন বেদুইনদের কাছে পৌঁছে, যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তারা ইসলাম ত্যাগ করে। আবু বকর ওসামাকে বলেন, "আল্লাহর নবী তোমাকে যে দায়িত্বটি দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ কর।" লোকেরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় ও তারা তাদের প্রথম ঘাঁটিতে শিবির স্থাপন করে। বুরায়দা পতাকাটি নিয়ে রওনা হয় যতক্ষণ না তিনি তাদের প্রথম শিবিরে গিয়ে পৌঁছান; ও জ্যেষ্ঠ প্রবীণ মুহাজিরুনের পক্ষে এটি ছিল কঠিন: উমর, উসমান, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা বিন আল-জারাহ ও সাঈদ বিন যায়েদ।

তাই তারা আবু বকরের কাছে এসে বলে,

"হে খলীফায়ে রসুল আল্লাহ, নিশ্চয়ই বেদুইনরা আপনাকে সব দিক থেকে বাতিল করেছে। আপনি সেনাবাহিনীকে এখনই চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে অবশ্যই কিছুই অর্জন করতে পারবেন না। আপনি তাদেরকে ধর্মত্যাগী লোকদের জন্য প্রস্তুত করুন ও তাদের গর্দানের দিকে তাক করুন, অন্যথায় আমরা শিশু ও মহিলা সহ মদিনার লোকদেরকে রক্ষা করতে পারব না। বাইজেন্টাইনদের উপর আক্রমণ বিলম্বিত করুন যতক্ষণে না ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় ও মুরতাদরা যা অপছন্দ করেছে (ইসলাম) তার দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করে, কিংবা তাদেরকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হয়। অতঃপর, সেই মুহূর্তে, উসামাকে পাঠান ও আমরা বাইজেন্টাইনদের প্রতিহত করব যারা আমাদের দিকে অগ্রসর হবে।"

যখন আবু বকর তাদের কথা অনুধাবন করেন, বলেন,

"তোমাদের আর কেউ কি কিছু বলতে চায়?" তারা বলে, "না, আপনি আমাদের কথা শুনেছেন।" আবু বকর বলেন, "যার হাতে আমার জীবন তার কসম, আমি যদি ভাবতাম যে সিংহ আমাকে মদিনায় খেয়ে ফেলবে, তথাপি আমি অবশ্যই এই বিশেষ দায়িত্বটি পালন করতাম। আমি এটি প্রথমে শুরু করি নাই। আসমান থেকে আল্লাহর কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, বলেছিল: ওসামার সৈন্যদল পাঠিয়ে দাও! কিন্তু একটা কথা; আমি ওসামার সাথে উমরকে মদিনায় রেখে যাওয়ার ব্যাপারে কথা বলব, কারণ সত্যিই, তাকে আমাদের প্রয়োজন। আল্লাহর কসম, আমি জানি না ওসামা এটা করবে কি না। আল্লাহর কসম, সে যদি না বলে তবে আমি তাকে জোর করব না!"

লোকেরা জানত যে আবু বকর ওসামা-কে মিশনে প্রেরণের সংকল্প করেছেন।' ----

'যখন ওসামা তার সঙ্গীদের নিয়ে আল-জুরফ থেকে যাত্রা করেন তখন আবু বকর, ওসামা ও মুসলমানদের সহচর হিসাবে রওনা হোন। তাদের লোকসংখ্যা ছিল তিন হাজার ও সাথে ছিল এক হাজার ঘোড়া।' ----

তিনি বলেছেন: হিশাম বিন আসিম আমাকে আল-মুনধির বিন জাহম হইতে [প্রাপ্ত তথ্যে] বলেছে, যে বলেছিল:

বুরাইদা ওসামাকে বলে,

"হে আবু মুহাম্মদ, আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে আল্লাহর নবী তোমার পিতাকে বলেছিল যে সে যেন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়; অতঃপর যদি তারা তাকে মান্য করে তবে সে যেনো তাদেরকে এটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয় যে - তারা যদি তাদের এলাকায় থাকতে পছন্দ করে তবে তারা বেদুইন মুসলমান হিসাবে থাকবে, কিন্তু

মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে অংশ না নেওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য 'ফাই' [বিনা হামলায় প্রাপ্ত সম্পদ] বা লুণ্ঠন সামগ্রী থেকে কিছুই পাবে না, যদি না তারা মুসলমানদের সাথে মিলে লড়াই করে; কিন্তু যদি তারা ইসলামী এলাকায় স্থানান্তরিত হয় তবে সেখানে মুহাজিরুনদের জন্য যেমন ছিল তাদের জন্যও তাই থাকবে।"

ওসামা বলে,

"আল্লাহর নবী আমার পিতাকে এভাবেই উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর নবী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ও এটাই ছিল আমার প্রতি তাঁর শেষ নির্দেশ: দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া ও খবর পৌঁছার আগে এগিয়ে থাকা। অতঃপর তাদেরকে আমন্ত্রণ ছাড়াই আক্রমণ করা ও ধ্বংস করা ও পুড়িয়ে ফেলা।" বুরাইদা বলে: আল্লাহর নবী যে হুকুম করেছেন তাই শুনো ও মান্য করো।

ওসামা যখন উবনাতে গিয়ে পৌঁছে ও তা চোখে দেখতে পায়, তখন সে তার সঙ্গীদের একত্রিত করে বলে, "যাও ও হামলা চালাও, কিন্তু খোঁজাখুঁজিতে অধিক সময় দিও না ও ছত্রভঙ্গ হয়ো না। সংঘবদ্ধ ও নীরব থেকো। আল্লাহকে স্মরণ করো ও তোমাদের তরবারি খাপ মুক্ত করো ও যে তোমাদের মুখোমুখি হবে তার বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করো।" অতঃপর সে তাদেরকে হামলার জন্য উত্তেজিত করে। কোনো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে নাই ও কেউ নড়ে নাই। "ও মনসুর, হত্যা করো" স্লোগান দিয়ে সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করার আগে শত্রুরা তা জানতো না।

যারা তার মুখোমুখি হয়েছিল তাদেরকে সে হত্যা করেছিল ও যাদেরকে সে পরাজিত করেছিল তাদেরকে সে বন্দী করেছিল। সে তাদের সীমানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ও তাদের বাড়িঘর, ক্ষেত ও খেজুর গাছে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সেখানে ধোঁয়ার

মেঘ জমা হয়েছিল ও সে তার ঘোড়া নিয়ে তাদের চত্বরের চারিপাশে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তারা খোঁজাখুঁজির জন্য অধিক সময় ক্ষেপণ করে নাই। তারা তাদের নাগালের মধ্যে যারা ছিল তাদেরই আক্রমণ করেছিল ও তারা লুণ্ঠন-সামগ্রী হিসাবে যা কিছু নিয়েছিল তা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য দিনটি কাটিয়েছিল।

ওসামা সেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল যে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল [পর্ব-১৮৫] তার নাম ছিল সাবহা; ও এই হামলায় সে তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছিল। বন্দীদের কয়েকজন তাকে হত্যাকারীর বিষয়ে জানিয়েছিল।

সে ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ ও তার মালিকের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছিল। সে তার নিজের জন্য তাইই গ্রহণ করেছিল। যখন রাত হয়, সে তার লোকদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। গাইড তার সামনে এগিয়ে যায়। সে ছিল হুরাইথ আল-উধরি। যে রাস্তা দিয়ে তারা এসেছিল তারা সেই রাস্তাটিই ধরেছিল। তারা রাতের বেলায় এগিয়ে যায় যতক্ষণ না তারা দূরের এলাকায় গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর সে এলাকাগুলোর ভিতর দিয়ে রওনা হয় ও নয় রাতের মধ্যে ওয়াদি আল-কুরায় এসে পৌঁছে। অতঃপর সে মদিনার দিকে রওয়ানা হয়। মুসলমানদের কেউই আহত হয় নাই।' ------

'তিনি বলেছেন: মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বিন উসামা বিন যায়েদ হইতে < তার পরিবার হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন উসামার বয়স ছিল উনিশ বছর।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের আর প্রায় সমস্ত হামলার মতই এই হামলাটিও ছিল নিরীহ জনপদের উপর মুহাম্মদের অতর্কিত ও নৃশংস আগ্রাসন! এই জনপদ-বাসীর কেউই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কখনোই হামলা করতে আসেন নাই। যে হামলাটিকে উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করে মুহাম্মদ ওসামা বিন যায়েদ কে তাঁর পিতা 'যায়েদ বিন হারিথার' হত্যাকাণ্ডের এলাকায় পুনরায় হামলার জন্য পাঠিয়েছিলেন, সেই মুতা হামলাটিও ছিল নিরীহ জনপদ-বাসীর উপর মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণ, যার বিশদ আলোচনা মুতা হামলা অধ্যায়গুলোতে (পর্ব: ১৮৪-১৮৬) করা হয়েছে। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও মুহাম্মদের ১০ বছরে মদিনা জীবনের এরূপ অসংখ্য হামলাগুলো "নিরীহ জনপদের উপর ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড" ছাড়া আর কিছুই নয়! উদ্দেশ্য লুটের মাল অর্জন ও ভীতি-প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদের "জোরপূর্বক" ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা! ইসলামের পরিভাষায় যার নাম হলো, "জিহাদ!"

মদিনায় এসে মুহাম্মদ কীভাবে এই "জিহাদ-বাণিজ্য" শুরু করেছিলেন তার আলোচনা "সন্ত্রাসী নবযাত্রা" পর্বটিতে (পর্ব: ২৮) করা হয়েছে। তিনি তাঁর মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত এই কর্মকাণ্ড চালু রেখেছিলেন। ওসামার এই মুতা হামলাটি ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ জিহাদ-বাণিজ্যের নির্দেশ; যা শুরু করেছিলেন তিনি ও শেষ করেছিলেন আবু বকর।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-

ওয়াকিদির বর্ণনার অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [251]

'When Abū Bakr was appointed caliph he commanded Burayda to go with the banner to the house of Usāma, and say that he would never discharge Usāma until he raided the Byzantines. Burayda said: I set out with the banner until I brought it to the house of Usāma. Then I set out with it tied, to al-Shām. Then I returned with it to the house of Usāma. And the flag has stayed in the house of Usāma until Usāma's death.

When news of the death of the Messenger of God reached the Bedouin, those who apostatized left Islam and Abū Bakr said to Usāma, "Complete the mission that the Messenger of God directed you towards." The people prepared to leave and they camped in their first station. Burayda set out with the banner until he reached their first camp and it was hard on the elders of the first Muhājirūn: ʿUmar, ʿUthmān, Saʿd b. Abī Waqqāṣ, Abū ʿUbayda b. al-Jarrāḥ and Saʿīd b. Zayd. So they came to Abū Bakr and said, "O *Khalīfat rasūl Allāh*, indeed the Bedouin have left you from every direction. Indeed you will not achieve anything by commanding the army to leave now. Make them prepare for the people of apostasy and aim them at their throat, otherwise we will not be able to protect the people of Medina that are raided, including the children and the women. Delay the attack on the Byzantines until Islam is established and the apostates return to what they detested (Islam) or they will be killed by the sword. Then, at that

moment, send Usāma and we will prevent the Byzantines that march to us." When Abū Bakr understood their words he said, "Does one of you desire to say something?" They said, "No, you have heard our words." Abū Bakr said, "By Him who holds my soul in His hands, even if I thought the lion would eat me in Medina, I would surely carry out this mission. I did not start the first of it. A revelation came down from the heavens to the Messenger of God saying: Dispatch the troops of Usāma! But one thing; I will speak to Usāma about ʿUmar, to leave him behind in Medina, for indeed, we need him. By God, I do not know if Usāma will do it or not. By God, if he refuses I will not force him!" The People knew that Abū Bakr had resolved to dispatch the mission of Usāma.'-----

'Abū Bakr set out to escort Usāma and the Muslims, when Usāma rode from al-Jurf with his companions. They were three thousand men with a thousand horses.'------

'He said: Hishām b. ʿĀsim related to me from al-Mundhir b. Jahm, who said: Burayda said to Usāma, "O Abū Muḥammad, indeed, I witnessed the Messenger of God advise your father to invite them to Islam, and if they obeyed him to let them choose —that if they preferred to stay in their land, they will be as the Bedouin Muslims, and there would be nothing for them from the *fay* or the plunder, unless they struggled with the Muslims; but if they transferred to the land of Islam there would be for them as there was for the Muhājirūn." Usāma said, "Thus did the Messenger of God advise my father. But the Messenger of God commanded me and this was his last

command to me: To hasten the march and to be ahead of the news. And to raid them, without inviting them, and to destroy and burn.” Burayda said: Listen and obey the command of the Messenger of God.

When Usāma reached Ubnā and could see it with his eyes, he mobilized his companions and said, “Go and raid, but do not be obsessive with seeking out, and do not disperse. Hold together, and be quiet. Remember God in your hearts and draw your sword and place it in whoever confronts you.” Then he pushed them into the raid. A dog did not bark, and no one moved. The enemy did not know except when the army attacked them calling out their slogan, “O Manṣūr, Kill!”

He killed those who confronted him and took prisoner those he defeated. He set the borders on fire and their houses and fields and date palm on fire. There arose clouds of smoke, and he went around the courtyard with the horses. They were not obsessive in the search. They attacked what was in their reach, and spent the day packing what they took as plunder. Usāma rode the horse on which his father was killed named Sabḥa, and killed the killer of his father in the raid. Some of the prisoners informed him about the killer. He apportioned two portions to the horse, and one for its master. He took for himself the same. When it was night he commanded the people to depart. The guide went ahead of him. He was Ḥurayth al-ʿUdhrī. They took the same road from which they came. They approached during the night until they reached a distant land. Then he went through the lands until he reached Wādī al-Qurā in nine nights. Then he proceeded

immediately to Medina. None of the Muslims was wounded.’-----‘He said: Muḥammad b. al-Ḥasan b. Usāma b. Zayd related from his family saying: The Messenger of God died when Usāma was nineteen.’-----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[246] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ১১-১৫ ও ১৭

[247] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৬৩: আল-জুরফ - "মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে সিরিয়ার দিকে একটি জায়গা।"

[248] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৯৫:

কুদাহ - 'মদিনার উত্তরে সিরিয়া পর্যন্ত বসবাসকারী উপজাতিদের একটি দল, যার অন্তর্ভুক্ত হলো, উধরাহ, বালি, বাহরা, কালব, আল-কায়েন (বাল-কায়েন), তানুখ, সালিহ ও সা'দ হুদাইম; ও সেইসাথে দক্ষিণ আরব ও ওমানের নাহদ ও জারম গোত্র।'

[249] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৯৭-৯৮:

ধু-আল মারওয়া ও উপত্যকাটি- 'ধু-আল মারওয়া হলো ওয়াদি আল-কুরার একটি গ্রাম, "উপত্যকার গ্রামগুলো।'" আর উপত্যকাটি হলো ওয়াদি আল-কুরা, মদিনার উত্তরে।'

[250] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৯৯

[251] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১১২০-১১২৫; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৪৮-৫৫০

২৯০: আবু বকর ও খালিদের নৃশংসতার নমুনা

- রিদ্দার যুদ্ধ!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় ওসামা বিন যায়দের নেতৃত্বে যে হামলাটির নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা মদিনা থেকে প্রস্থান করার আগেই মুহাম্মদের মৃত্যু হয়। আর "ভণ্ড নবী আখ্যা-দানে" যে তিনজন বিদ্রোহীকে তিনি হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র একজনকে হত্যা করা হয়েছিল; যার বিস্তারিত আলোচনা "আল আসওয়াদ হত্যাকাণ্ড" পর্বটিতে ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২৭১)। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর এই অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খোলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফা। তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করেন ও মুসাইলামাকে হত্যা করেন। "আর তুলায়হা তার স্ত্রী আল-নাওয়ারের (Al-Nawar) সাথে সিরিয়ায় পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি তাদের সন্তানদের নিরাপত্তার ভয়ে ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খালিদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করেন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দাবি করেন (আল-তাবারী: ভলুম ১০, পৃষ্ঠা : ৬৬-৬৭ ও ৭৪)।"

জগতের প্রায় সকল 'তথাকথিত' মোডারেট মুসলমানদেরই এক সাধারণ বিশ্বাস এই যে, "ইসলাম শান্তির ধর্ম ও ইহাতে কোন জবরদস্তী নাই!" তাঁদের এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, তা 'কুরআন' ও আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিশ্চিতই তাঁদের এই বিশ্বাস ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের শত শত বছরের মিথ্যাচার ও 'ইসলামী প্রপাগান্ডার' ফসল (পর্ব: ৪৩)!

'সুন্নি' মুসলমানদের এক সাধারণ ধারণা এই যে, "আবু বকর ছিলেন অতিশয় সুচরিত্র ও দয়ালু এক ব্যক্তিত্ব!" নবী মুহাম্মদের 'তথাকথিত নবুয়ত' পরবর্তী মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে (৬১০-৬২২ সাল) মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশ ও অন্যান্য জন-গুষ্টির লোকেরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর যে তথাকথিত নির্যাতন-গুলো চালিয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়, তার বর্ণনা কালে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস হযরত বেলালের (রা:) উপর অত্যাচারের উদাহরণ পেশ করেন না এমন ঘটনা বিরল। অতঃপর আবু-বকর কীভাবে বেলাল-কে তাঁর মনিবের কাছ থেকে ক্রয় করে তাঁকে দাসত্ব-মুক্ত করেছিলেন, তার উদাহরণ পেশ করে তাঁরা আবু-বকরের মহানুভবতার সনদ দান করেন (পর্ব: ৪১-৪২)।

বাস্তবিকই, সাধারণ সুন্নি মুসলমানদের অনেকেই নবী মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংসতা (অসংখ্য উদাহরণ), উমর ইবনে খাত্তাবের উগ্র-মেজাজ ও নৃশংসতা (পর্ব: ১৩২), আলী ইবনে আবু-তালিবের বীরত্ব ও নৃশংসতা (পর্ব: ৮২); ইত্যাদি ঘটনার ইতিহাস সম্পর্কে কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু তাঁরা আবু বকরের অপকর্ম ও তাঁর অমানুষিক নৃশংসতার ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

মুহাম্মদের মৃত্যু-সংবাদটি পাওয়ার পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা দলে দলে "ইসলাম ত্যাগ" শুরু করে। আবু বকর ইবনে কুহাফা সমগ্র আরব অঞ্চলে এই "ইসলাম-ত্যাগী" মানুষদের কঠোর হস্তে কী অমানুষিক নৃশংসতায় দমন করেছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে যা "রিদ্দার যুদ্ধ" নামে অভিহিত। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে আবু বকরের নির্দেশে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে আবু-বকর অনুসারীরা কী অমানুষিক নৃশংসতায় মুসাইলিমা বিন হাবিব ও তাঁর গোত্রের লোকদের হত্যা করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতি সংক্ষেপ:

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [252]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৮৯) পর:

[পৃষ্ঠা ৫২-৫৪] –'আল-সারি < শুয়ায়েব < সাইফ [ইবনে উমর আল-উসায়েদি আল-তামিমি] <আবদুল্লাহ বিন সাইদ বিন থাবিত বিন আল-জিধ ও হারাম বিন উসমান < আবদ আল-রহমান বিন কা'ব হইতে বর্ণিত:

উসামা বিন যায়েদের আগমনের পর আবু বকর তাকে মদিনার দায়িত্বে রেখে রওনা হোন। আল-রাবাদাহ স্থানটিতে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন, (এবং) বানু আবস ও ধুবায়ান ও বানু আবদ মানাত বিন কিনানার এক দল লোকের সাক্ষাত পান। অতঃপর তিনি আল-আবরা নামক স্থানে এসে তাদের সম্মুখীন হোন, যেখানে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করেন; যে কারণে আল্লাহ তাদের-কে ছত্রভঙ্গ ও বিতাড়িত করে। অতঃপর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

‘ইতিমধ্যে, যখন উসামার সেনাদলের লোকেরা এসে জড়ো হয় ও মদিনার আশেপাশের লোকদের আনুগত্য ফিরে আসে, (আবু বকর) মদিনা থেকে নাজাদের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে 'ধুল-কাসাহ' নামক স্থানে এসে তাদের সাথে শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সেখানে তাঁর সেনাবাহিনী-কে এগারো-টি ভাগে ভাগ করে এগারো-টি ব্যানার (ঝণ্ডা) বেঁধে দেন ও প্রত্যেক সেনাদলের কমান্ডারকে এই নির্দেশ দেন যে, যে সমস্ত সশস্ত্র মুসলমানরা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তারা যেন তাদেরকে সমবেত করে ও কিছু সশস্ত্র লোকদের-কে তাদের দেশ রক্ষার জন্য রেখে দেয়।

আল-সারি < শুয়ায়েব < সাইফ <সাহল বিন ইয়সুফ < আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত:

উসামা ও তার বাহিনী যখন তাদের উটগুলোকে বিশ্রামে রেখে সমবেত হয় ও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ‘সাদাকা’আনয়ন করে, তখন আবু বকর তার বাহিনী-কে অভিযানে প্রেরণ করেন ও তাদের ব্যানার-গুলো বেঁধে দেন; (সব মিলিয়ে) এগারোটি ব্যানার।

[১] তিনি **খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের** জন্য একটি ব্যানার বেঁধে দেন ও তাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে সে যেন তুলায়েহার বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করে) ও তা সম্পন্ন করার পর সে যেনো 'আল-বুতাহ'-তে অবস্থানকারী মালিক বিন নুয়ায়েরাহের (Malik b. Nuwayrah) বিরুদ্ধে রওনা হয়, যদি সে তার বিরোধিতা করে। [253] [254]

[২] তিনি ইকরিমা বিন আবু জেহেলের জন্যও একটি ব্যানার বেঁধে দেন ও তাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে সে যেন মুসাইলিমার বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করে);

[৩] এবং আল-মুহাজির বিন আবি উমাইয়ার জন্য, ও তাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে সে যেন (আল-আসওয়াদ) আল-আনসির সেনাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করে), এবং কায়েস বিন মাকশুহ ও ইয়েমেনের যে লোকগুলো তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদের বিরুদ্ধে 'আবনার' লোকদের সাহায্য করে। অতঃপর সে (আল-মুহাজির) যেন হাদরামায় অবস্থিত কিনদার লোকদের কাছে যায়।

[৪] (তিনি একটি ব্যানার বেঁধে দেন) খালিদ বিন সাইদ বিন আল-আস এর জন্য, সেই সময়টি-তে যে তার গভর্নরের পদটি পরিত্যাগ করে ইয়েমেন থেকে চলে এসেছিল; অতঃপর তিনি তাকে সিরিয়ার উচ্চভূমি আল-হামকাতায়ানে (al-Hamqatayn) প্রেরণ করেন।

[৫] এবং আমর বিন আল-আসের জন্যও; তিনি তাকে কুদা ও ওয়াদিয়া (আল-কালবি) উভয় (গোত্র) এবং আল হারিথদের (আল-সুবায়ি) নিকট প্রেরণ করেন;

[৬] [৭] এবং হুদায়েফা বিন মিহসান আল-ঘালফানির জন্যও (তিনি একটি ব্যানার বেঁধে দেন) ও তাকে দা'বা (Daba) গমনের নির্দেশ প্রদান করেন; এবং আরফাজাহ বিন হারথামার জন্যও, তিনি তাকে মাহরাহ (Mahrah) গমনের নির্দেশ প্রদান করেন ও তাদের দুজনের প্রত্যেক-কে তাদের নিজ প্রদেশে গমনের ব্যাপারে তার সঙ্গীদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেন। [255] [256] [257] 258]

[৮] তিনি শুরাহবিল বিন হাসানা-কে, ইকরিমা বিন আবু জেহেলের পিছু অনুসরণ করতে পাঠান, এই বলে যে, আল-ইয়ামামার কাজটি সম্পন্ন করার পর তার উচিত এই যে সে যেন 'কুদা' তে যায় ও তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। [259] [260]

[৯] আর (তিনি একটি ব্যানার বেঁধে দেন) তুরায়েফা বিন হাজিয়ের জন্য, ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন বানু সুলায়েম গোত্র ও হাওয়াযিন গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা তাদের-কে সমর্থন করেছিল, তাদের উপর (আক্রমণ) চালায়।

[১০] এবং (তিনি একটি ব্যানার বেঁধে দেন) সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিনের জন্য, ও তাকে ইয়েমেনের উপকূলীয় জেলায় গমনের নির্দেশ প্রদান করেন;

[১১] এবং আল-আলা বিন হাদরামির জন্য, তিনি তাকে বাহরাইন গমনের নির্দেশ প্রদান করেন। [261]

তাই এই কমান্ডাররা ধু আল-কাসাহ থেকে তাদের যাত্রা শুরু করে ও [যাত্রার প্রাক্কালে] তারা শিবির স্থাপন করে, যেখানে প্রত্যেকটি সেনাপতি তাঁর সম্মুখ দিয়ে রওনা হয় ও তিনি তাদের-কে নির্দেশ প্রদান করেন। (এছাড়াও) যে সমস্ত ধর্মত্যাগীদের কাছে (বাহিনী) পাঠানো হয়েছিল, (আবু বকর) তাদের-কে চিঠি লিখেছিলেন।' ----

মালিক বিন নুয়ায়েরাহ হত্যা ও তার মস্তকের উপর রান্নার পাত্র রেখে রন্ধন-কর্ম: [262]

[পৃষ্ঠা ১০০-১০২] 'আবু জাফর <আল-সারি বিন ইয়াহিয়া <শুয়ায়েব বিন ইবরাহিম < সাইফ বিন উমর <খুজাইমা বিন শাজারাহ আল-উকফানি < উসমান বিন সুয়ায়েদ <সুয়ায়েদ বিন মাথাবাহ আল-রিয়াহী হইতে বর্ণিত: ----

খালিদ যখন আল-বুতাহই পৌঁছে, সে তার সেনাবাহিনীর কিছু অংশ ইতস্তত ছড়িয়ে দেয় ও তাদের এই নির্দেশ প্রদান করে যে তারা যেন (লোকদের) ইসলামের দিকে আহ্বান করে ও যারা (এখনও) সাড়া দেয়নি তাদের-কে সেখানে ধরে নিয়ে আসে; আর যদি সে বাধা দেয়, তবে তারা যেন তাকে হত্যা করে। (এটি) ছিল তারই এক অংশ **যা আবু বকর তাকে আদেশ করেছিলেন:**

"তুমি যখন কোথাও শিবির স্থাপন করবে, তখন নামাজের জন্য আজান ও ইকামাতের ডাক দিবে। অতঃপর লোকেরা যদি নামাজের জন্য আজান ও ইকামাতের ডাক দেয়, তবে তাদের-কে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তারা যদি তা না করে, তবে তাদের-কে আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

(সেক্ষেত্রে]) যে কোন উপায়ে তাদের-কে হত্যা করো, আগুন দিয়ে বা অন্য যে কোনো উপায়ে।

আর যদি তারা ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তবে তাদেরকে (আরও) জিজ্ঞাসা করে তাদের সাদাকা (প্রদান) ব্যাপারটি নিশ্চিত করো। যদি তারা তা করে তবে তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করো।

কিন্তু যদি তারা তা অস্বীকার করে, তাহলে কোনরূপ সতর্কীকরণ ছাড়ায় তাদের উপর (অবশ্যই) আক্রমণ চালাবে।"

অতঃপর অশ্বারোহী সৈন্যরা মালিক বিন নুয়ায়েরাহ-কে (খালিদের) কাছে ধরে নিয়ে আসে, সাথে ছিল বনু থালাবাহ বিন ইয়ারবু গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আসিম ও উবায়েদ ও আরিন ও জাফর [উপগোত্র] এর কিছু লোক।

হামলাকারী দল তাদের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। যাদের মধ্যে ছিল আবু কাতাদা, যে ছিল সেই লোকদের একজন যে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তারা নামাজের আজান ও ইকামত দান ও নামাজ আদায় করেছিল।

তারা যখন তাদের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে, তখন (খালিদ) তাদের এই নির্দেশ দেয় যে তাদের-কে যেন আটকে রাখা হয়। সেটি ছিল এক শীতের রাত যার মোকাবেলা করার (উষ্ণতা প্রদানের) যথেষ্ট কোন ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমশ রাত্রি আরও শীতল হওয়া শুরু করে, তাই খালিদ এক ঘোষক-কে যে ঘোষণাটি করার নির্দেশ দেয়, তা হলো, "তোমাদের বন্দীদের উষ্ণ রাখো।" তখন কিনানাদের আঞ্চলিক ভাষায় (dialect) যখন কেউ বলে, "আদফিউ আল-রাজুল", তার মানে হলো, "তাকে উষ্ণ রাখো" বা "তাকে আবৃত করে রাখো"; কিন্তু অন্যদের আঞ্চলিক ভাষায় এর অর্থ হলো "তাকে হত্যা করো।" তাই লোকেরা ভাবে, যেহেতু (এই শব্দটি) তাদের আঞ্চলিক ভাষায় 'হত্যা করো' বোঝায়, অতএব সে তাদের-কে হত্যা করতে চেয়েছে। তাই তারা সেটিই করে। দিরার বিন আল-আযওয়ার, মালিক-কে হত্যা করে।

খালিদ সেই আর্ত-চিৎকার শুনতে পায়, তারা তাদের-কে খতম করার পর তাই সে বাহিরে বের হয়ে আসে; অতঃপর সে বলে, "যদি আল্লাহ কিছু মনস্থ করে, তা সে বাস্তবায়ন করে।"
লোকেরা তাদের (মৃত্যু নিন্দনীয় কিনা) ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে।

আবু কাতাদা (খালিদকে) বলে, "এটি তোমার কাজ।" এতে খালিদ তার বিরুদ্ধে রুক্ষ ভাষণ দেয়, যে কারণে (আবু কাতাদা) রাগান্বিত হয় ও আবু বকরের কাছে আসার জন্য রওনা হয়। এতে আবু বকর (আবু কাতাদার উপর) রাগান্বিত হয় যতক্ষণে না উমর তার পক্ষ হয়ে তার সাথে কথা বলে। কিন্তু (আবু কাতাদা) খালিদের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত (আবু বকর) সন্তুষ্ট হয় না। তাই (আবু কাতাদা), (খালিদের কাছে) ফিরে যায়, ----।

খালিদ, উম্মে তামিম বিনতে আল-মিনহাল কে (মালিক বিন নুয়ায়েরাহর স্ত্রী) বিবাহ করে ও তার ঋতুস্রাব অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার কাছ থেকে বিরত থাকে। [263]

সেই সময় আরবরা যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের (গ্রহণ করা) কে লজ্জাকর মনে করত ও নিন্দা করত। উমর, আবু বকরকে বলে, "খালিদের তরবারিতে সত্যিই নিষিদ্ধ আচরণ রয়েছে; এবং এটি (মালিক হত্যার ঘটনা) যদি সত্য নাও হয়, তথাপি আপনার জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।" সে তাকে এই বিষয়ে অনুযোগ করে, কিন্তু আবু বকর তার (কোনও) ট্যাক্স এজেন্ট বা সেনাপতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অতঃপর তিনি [আবু বকর] বলেন,

"ওহে উমর, আমাকে বলো, (খালিদ) কিছু একটা সাফ করতে চেয়েছিল, কিন্তু (সেই প্রক্রিয়ায়) সে একটা ভুল করেছে; সুতরাং তাকে তিরস্কার করা বন্ধ করো।"

(আবু বকর) মালিকের রক্ত-মূল্য পরিশোধ করে ও খালিদ-কে তার সামনে আসার জন্য চিঠি লিখে। সে কারণে, সে তার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য তাই করে; যার ফলে (আবু বকর) তাকে ক্ষমা করে দেয় ও (তার ব্যাখ্যাটি) গ্রহণ করে। তথাপি (আবু বকর) তাকে এমন একজন-কে (তার) বিবাহ করার জন্য তিরস্কার করে, যাকে এভাবে (বিবাহ করা-কে) আরবরা লজ্জাকর মনে করতো।' ----

[পৃষ্ঠা ১০৩] 'আল-সারি <শুয়ায়েব < সাইফ <খুজাইমা <উসমান <সুয়ায়েদ হইতে বর্ণিত:

মালিক বিন নুওয়ায়েরাহ ছিল সবচেয়ে লোমশ লোকদের একজন। তখন সেনাদলটির লোকেরা তাদের রান্নার পাত্রগুলি ধরে রাখার জন্য (হত্যা করা বন্দীদের) মস্তক-গুলো ব্যবহার করে। মালিকের-টি ছাড়া তাদের মধ্যে এমন কোন মস্তক ছিল না যার চামড়ায় আগুন গিয়ে পৌঁছায় নাই। পাত্রের-জিনিসগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হয় কিন্তু তার মস্তকটি সিদ্ধ হয় নাই, এই কারণে যে তার মাথায় চুলের পরিমাণ ছিল বেশী; (আগুনের) উত্তাপ তার চামড়ায় পৌঁছতে তার চুলগুলি বাধা দিচ্ছিল।

তার রোগা গড়নের বিষয়টি উল্লেখ করে মুতামমিম কবিতার মাধ্যমে তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছিল। সে যখন নবীর কাছে এসেছিল তখন উমর তাকে দেখেছিল, তাই সে বলে, "হে মুতামমিম, সে কি সত্যিই এমনটি ছিল?" সে জবাব দেয়, "আমি যা বলেছি, হ্যাঁ।"

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক <তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন আবু বকর আল-সিদ্দিক হইতে বর্ণিত:

আবু বকর তার বাহিনীকে যে নির্দেশগুলো দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল (এটি):

"তোমরা যখন কোন লোকদের আবাসস্থলে গিয়ে পৌঁছো ও অতঃপর সেখানে নামাজের আজান শুনতে পাও, তখন সেখানকার লোকদের থেকে বিরত থেকো যতক্ষণে না তোমরা তাদের জিজ্ঞাসা করো যে কী কারণে তারা শত্রুতা করছিল। কিন্তু যদি তোমরা নামাজের আজান না শুনতে পাও, তাহলে এমনভাবে অতর্কিত আক্রমণ চালিও যাতে তোমরা হত্যা করো ও পুড়িয়ে ফেলো।"

যে সমস্ত লোকেরা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে মালিক বিন নুয়ায়েরাহ ইসলাম (গ্রহণ করেছিল) তাদের মধ্যে ছিল আবু কাতাদা আল-হারিস বিন রিবি, বানু সালিমা গোত্রের এক ভাই। সে আল্লাহর কসম খেয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এর পর সে আর কখনো খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।' ------

[পৃষ্ঠা ১০৪] 'খালিদ (মালিক) হত্যার ব্যাপারে তার নিজের অজুহাত দেখায় (এই বলে) যে, সে যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তখন (মালিক) তাকে বলেছে, "আমি মনে করি যে তোমার সঙ্গীরা কেবল এই এই কথাই বলছো।" (খালিদ) বলেছিল, "অতএব কেন তুমি তাকে তোমার সঙ্গী মনে করনি?" অতঃপর সে তাকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল ও তার ও তার সঙ্গীদের কল্লা কেটে ফেলেছিল।

অতঃপর, উমর বিন আল-খাত্তাব যখন তাদের হত্যার ঘটনাটি জানতে পারে, সে আবু বকরের সাথে এ বিষয়ে বারবার কথা বলে, এই বলে:

"আল্লাহর এই শত্রুটি এক মুসলমান পুরুষের বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন করেছে, তাকে হত্যা করেছে ও অতঃপর তার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

(মদিনায়) ফিরে আসার পর খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ মসজিদে প্রবেশ করে। তখন তার পরিধানে ছিল ঢিলা গাউন, যার উপর ছিল লোহার মরিচা; আর তার মাথায় ছিল পাগড়ি, যার মধ্যে লাগানো ছিল তীর। এই অবস্থায় যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন উমর তার কাছে যায় ও তার মাথা থেকে তীরগুলো টেনে বের করে নিয়ে আসে ও অতঃপর সেগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে ভেঙ্গে ফেলে। অতঃপর সে বলে,

"কি ভণ্ডামি, একজন মুসলমান পুরুষকে হত্যা করা ও অতঃপর তার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবো।

খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ তার সাথে কোন কথা বলে না। আবু বকরের কাছে আসার পূর্ব পর্যন্ত সে ভাবে যে তার সম্পর্কে আবু বকরের মতামত হয়তো উমরের মতই। তার কাছে আসার পর সে তাকে ঘটনাটি শোনায় ও আবু বকর তাকে তার এই সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানে যা কিছু ঘটেছিল তার জন্য তাকে কোনরূপ শাস্তি দান ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়। আবু বকরের এই পক্ষপাতের পর খালিদ বের হয়ে আসে। --- এ থেকে উমর জানতো যে আবু বকর তাকে পক্ষপাতিত্ব করেছে, তাই সে তার সাথে কথা না বলে তার বাড়িতে চলে যায়।

যে ব্যক্তি মালিক বিন নুয়ায়েরাহ-কে হত্যা করেছিল, সে ছিল আবদ বিন আল-আযওয়ার আল-আসাদি। ইবনে আল-কালবির মতে, যে ব্যক্তি মালিক বিন নুয়ায়েরাহ-কে হত্যা করেছিল, সে ছিল দিরার বিন আল-আযওয়ার।'----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, "ইসলাম-ত্যাগী" কোন লোক, গোত্র কিংবা জন-গুষ্টি আবু বকর ও তাঁর অনুসারীদের উপর আক্রমণ করতে আসেন নাই। আক্রমণকারী দলটি ছিল আবু-বকর ও তাঁর অনুসারীরা। এই লোকগুলোর একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, "তাঁরা ইসলাম-ত্যাগী!" নিশ্চিতরূপেই এই লোকগুলো মুহাম্মদের আদর্শ ও কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁরা তা গ্রহণ করেছিলেন ভীত হয়ে! তাঁদের নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার আশংকায়! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায়! যার অকাট্য প্রমাণ হলো, "মুহাম্মদের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরই তাঁরা দলে দলে 'ইসলাম ত্যাগ' করেছিলেন।"

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আবু-বকর যে মুহাম্মদের মতই "নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর" হতে পারেন, তা হয়তো তাঁরা কখনো কল্পনাও করতে পারেন নাই। বাস্তবিকই মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে যত "অবিশ্বাসীদের" হত্যা করেছেন, আবু বকর তাঁর দুই বছরের শাসন আমলে (৬৩২-৬৩৪) তার চেয়ে বহুগুণ বেশী "ইসলাম-ত্যাগীদের" হত্যা করেছে। ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ও অন্যান্য সেনাপতিদের যাবতীয় নিষ্ঠুরতার "হুকুম দাতা" ছিলেন আবু বকর। কী নৃশংস বর্ণনা:

*"--কিন্তু যদি তোমরা নামাজের আজান না শুনতে পাও, **তাহলে** যে কোন উপায়ে তাদের-কে হত্যা করো, আগুন দিয়ে বা অন্য যে কোনো উপায়ে।*

আর যদি তারা ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তবে তাদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করে তাদের সাদাকা প্রদানের ব্যাপারটি নিশ্চিত করো। যদি তারা তা করে তবে তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করো। কিন্তু যদি তারা তা অস্বীকার করে, তাহলে কোনরূপ সতর্কীকরণ ছাড়ায় তাদের উপর অবশ্যই আক্রমণ চালাবে।"

আবু বকর ছিলেন মুহাম্মদের সবচেয়ে যোগ্য অনুসারী। তিনি মুহাম্মদের কাছ থেকে "পলিটিক্স" শিখেছিলেন। তারা দু'জনেই ছিলেন ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক, ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর! "আল্লাহ-কে" ব্যবহার করে মুহাম্মদ পেয়েছেন ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সফলতা! আর "আল্লাহ ও মুহাম্মদ-কে" ব্যবহার করে মুহাম্মদ পরবর্তী মুসলিম শাসকরা প্রতিষ্ঠা করেছেন "আরব সাম্রাজ্য-বাদ;" যার সর্বপ্রথম শাসক ছিলেন আবু বকর।

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের লালসায় "আল্লাহর" নামে মুহাম্মদ যেমন তাঁর চাচা আবু-লাহাব কে দিয়েছেন অভিশাপ (পর্ব: ১২), সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী চাচা আবু-তালিব, মা আমিনা ও দাদা আবদুল-মুত্তালিব কে পাঠিয়েছেন দোযখে (পর্ব: ৪১ ও ১৭৯); ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের লালসায় তেমনি আবু বকর, "মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যদের সাথে করেছেন বেইমানী", যার বিশদ আলোচনা 'লুটের মালের উত্তরাধিকার ও পরিণতি (পর্ব: ১৫১), নবী-পরিবারের দাবী ও 'আমি শুনিয়াছি' বাদ্য (পর্ব: ১৫৭) ও মুহাম্মদের বিশাল সম্পদ - কারা ছিলেন স্বত্বভোগী (পর্ব: ১৫৮)' পর্বগুলোতে করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নবী মুহাম্মদের পরিবারের বিরুদ্ধে এমন আচরণ করতে পারেন, তিনি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের লালসায় 'ইসলাম ত্যাগীদের' বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কী

পরিমাণ ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর হতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। মুহাম্মদ যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদের "মুসলমান হত্যার" কোন বিচার করেন নাই (পর্ব: ২০১), আবু বকরও তাই।

মালিক বিন নুয়ায়েরাহ-কে হত্যা করে তাঁর ছিন্ন মস্তকের উপর রান্নার পাত্র রেখে রান্না করা ও অতঃপর তাঁর স্ত্রী উম্মে তামিম বিনতে আল-মিনহাল কে বিবাহ ও যৌন-নির্যাতন করায় খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের প্রতি "উমর ইবনে খাত্তাবের আক্রোশ এই কারণে নয় যে, "তাঁরা ছিলেন মানুষ! তাঁর আক্রোশ এই কারণে যে, তাঁরা ছিলেন মুসলমান।" এটি মুহাম্মদের শিক্ষা, যার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৭৯-১৮০)।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [262]

[Page-100-102] 'According to Abu Jafar -al-Sari b. Yahya -Shu`ayb. b. Ibrahim -Sayf b. Umar -Khuzaymah b. Shajarah al-Uqfani-`Uthman b. Suwayd -Suwayd b. al-Math'abah al-Riyahi: ----

When Khalid reached al-Butah, he scattered portions of the army and ordered them to summon [the people] to Islam, and to bring to it whoever

had not [yet] responded; and if he resisted, to kill him. [This] was part of that with which Abu Bakr had charged him: "When you encamp someplace, make the call to prayer and the iqamah. Then, if the people make the call to prayer and the iqamah, leave them alone; but if they do not do so, there is no [course] but to raid them. [In that case] kill them by every means, by fire or whatever else. And if they respond to you in the call to Islam, then question them [further]; if they affirm [payment of] the alms tax, then accept that from them; but if they deny it, then there is no [course] but to raid them without any word [of warning]."

Then "the cavalry brought Malik b. Nuwayrah to [Khalid], along with some people of Banu Tha'labah b. Yarbu', of 'Asim and `Ubayd and 'Arin and Jafar. The raiding party disagreed about them; among them was Abu Qatadah, who was one of those who testified that they had made the call to prayer and the iqamah and had performed the prayer. So when they disagreed about them, (Khalid) ordered that they be locked up, on a cold night against which nothing was sufficient [for warmth]. [The night] began to get colder, so Khalid ordered a crier to call out, "Keep your captives warm." Now in the Kinanah dialect, when one says, "adfi'u al-rajul," it means "keep him warm" or "wrap him up," but in the dialects of others it means 'kill him." So the people thought, since [the word] meant 'kill" in their dialect, that he wanted them killed, so they did so; Dirar b . al-Azwar killed Malik. Khalid heard the outcry, so he went out after they had finished with them; whereupon he said, "If God desires something, He effects it."

The people disagreed about them. Abu Qatadah said [to Khalid], "This is your doing." At this Khalid countered him with rough speech, whereupon (Abu Qatadah) became angry and proceeded to Abu Bakr. At this Abu Bakr became angry at (Abu Qatadah) until 'Umar spoke to him on his behalf, but (Abu Bakr) would only be content if (Abu Qatadah) returned to (Khalid); so [Abu Qatadah] returned to [Khalid], so that he came to Medina with him.

Khalid married Umm Tamim bt. al-Minhal, and abstained from her so that the period between her menstruations should elapse. Now the Arabs used to find [the taking of] women abhorrent in war, and condemn it. 'Umar said to Abu Bakr, "In the sword of Khalid there really is forbidden behavior; and even if this [story about Malik's execution] were not true, it is necessary for you to take retaliation on him." He pestered him about that, but Abu Bakr did not take retaliation on [any of] his tax agents or commanders. Then he said, "Tell me, `Umar, (Khalid) sought to clear something up but [in the process) made a mistake;672 so stop berating him. (Abu Bakr) paid the blood price for Malik and wrote to Khalid to come before him; so he did that to explain his story, whereupon (Abu Bakr) pardoned him and accepted [his explanation]. But (Abu Bakr) did censure him over [his] marriage to one whom the Arabs considered it disgraceful [to marry] in that way.' -------

[Page-103] ‘According to al-Sari -Shuayb-Sayf -Khuzaymah-`Uthman-Suwayd: Malik b. Nuwayrah was one of the hairiest of people. Now the men of the army used the heads [of the slain captives] to hold up their cooking-pots, and there was no head among them whose skin the fire did not reach except Malik's; the pot became well-cooked but his head did not cook

because of the amount of hair on it, the hair preventing [the fire's] heat from reaching the skin. Mutammim described him in verse, mentioning his slenderness. `Umar had seen him when he came to the Prophet, so he said, "Was he really like that, Oh Mutammim?" He replied, "As for what I said, yes."

According to Ibn Humayd - Salamah -Mubammad b. Ishaq- Talhah b. Abdallah b. Abd al-Rahman b. Abu Bakr al-Siddiq: Among Abu Bakr's instructions to his armies was [this]: "When you come upon one of the peoples' abodes, and then hear the call to prayer in it, desist from its people until you have asked them for what reason they were hostile. But if you do not hear the call to prayer, then launch a raid such that you kill and burn." Among those who testified that Malik [b. Nuwayrah] [had embraced] Islam was Abu Qatadah al-Harith b. Ribi, a brother of Banu Salimah. He made a vow to God that he would never witness a war with Khalid b. al-Walid after that. ---

[Page-104] Khalid used to excuse himself for killing [Malik] [on the grounds] that [Malik] had said, when he was interrogating him, "I think your companion was only saying such and such." (Khalid) said, "And why didn't you reckon him a companion of yours?" Then he made him come forward and struck off his head and those of his companions. Then, when `Umar b. al-Khattab learned of their murder, he spoke of it with Abu Bakr repeatedly, saying, "The enemy of God transgressed against a Muslim man, killing him and then leaping upon his wife." Khalid b. al-Walid approached [Medina] on

his return until he entered the mosque, wearing a robe of his on which was iron rust, and with his head wrapped in a turban of his in which arrows had become planted. So when he entered the mosque, `Umar went to him and pulled the arrows from his head and smashed them. Then he said, "What hypocrisy, to kill a Muslim man and then leap upon his wife! By God, I would pelt you with stones." Khalid b. al-Walid did not speak to him, and thought that Abu Bakr would only have the same opinion about him as Umar, until he entered upon Abu Bakr. When he entered upon him, he told him the story and Abu Bakr pardoned him and forgave him without punishment for whatever had happened in his recent campaign. So Khalid went out when Abu Bakr favored him. ---- From this, Umar knew that Abu Bakr had favored him, so he did not speak to him and went into his house.

The one who killed Malik b. Nuwayrah was 'Abd b. al-Azwar al-Asadi. According to Ibn al-Kalbi, the one who killed Malik b. Nuwayrah was Dirar b. al-Azwar.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[252] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ৫২-৫৪

[253] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৩৮: "মালিক বিন নুয়ায়েরাহ ছিলেন তামিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল-ইয়ারবু উপগোত্রের এক নেতা, যাকে নবী মুহাম্মদ তামিম গোত্রের এক অংশের 'কর-আদায়কারী (tax collector) হিসাবে নবী নিযুক্ত করেছিলেন; তবে কিছু লোকের ভাষ্য মতে (কিন্তু সকল লোকেরা নয়) নবীর মৃত্যুর পর তিনি তা স্থগিত রেখেছিলেন।"

[254] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৩৯: "আল-বুতাহ হলো নাজাদের বানু আসাদ অঞ্চলের একটি কুপ, মদিনা থেকে আনুমানিক ৪০০ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর পূর্বে অবস্থিত।"

[255] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৪৪- "হুদায়েফা বিন মিহসান আল-ঘালফানি - আল-তাবারীর মতে তিনি ছিলেন হুমায়ের। পরবর্তীতে তিনি উমরের শাসন আমলে ওমান ও আল-ইয়ামামার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন ও ইরাক বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে, ইবনে আল-কালবি তাকে ইউয়েনা বিন হিসন আল-ফাজারী বলে বিবেচনা করেছেন।--"

[256] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৪৫: "দা'বা - একটি বাজার শহর ও ওমানের সাবেক রাজধানী।"

[257] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৪৬- "আরফাজাহ বিন হারথামা ছিলেন খুজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বারিক (Bariq) উপগোত্রের এক নেতা।"

[258] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৪৭: 'মাহরাহ - দক্ষিন আরবের হাদরামাত ও উমানের মধ্যবর্তী অঞ্চল অবস্থানকারী একটি গোত্র।"

[259] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৪৮: '"শুরাহবিল বিন হাসানা ছিলেন কুরাইশদের বানু যুহরা কিংবা বানু জুমাহ গোত্রের মিত্র এক ব্যক্তি, যার উপজাতির পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি ইসলামের প্রাথমিক সময়ে ধর্মান্তরিত হোন।"

[260] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৪৯: "আল-ইয়ামামা - মদিনা থেকে প্রায় ৭৫০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত মধ্য পূর্ব আরবের এক মরূদ্যান জেলা; দাহনা বালুকার ঠিক পশ্চিমে।"

[261] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৫১: আল-আলা বিন হাদরামি - 'দক্ষিণ আরবের বানু সাদিফ গোত্রের এক লোক, যিনি ছিলেন বাহরাইনে আল্লাহর নবীর গভর্নর।'

[262] Ibid আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ১০০-১০৪

[263] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৬৬৯: "উম্মে তামিম বিনতে আল-মিনহাল ছিলেন নিহত মালিক বিন নুয়ায়েরাহর স্ত্রী, যার ডাক নাম ছিল উম্মে মুতামমিম।"

২৯১: মুসাইলিমা হত্যা: ইয়ামামার যুদ্ধ

- রক্তমূল্য ও বীভৎসতা!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর ইবনে কুহাফা "ধর্মের নামে" যে সকল অমানুষিক নৃশংস ও পাশবিকতার জন্মদাতা ছিলেন, তার অন্যতমটি ছিল বানু হানিফা গোত্রের লোকদের উপর; যেখানে মুসাইলিমা বিন হাবিব-কে হত্যা করা হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে যা 'ইয়ামামার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত। সময়টি ছিল মুহাম্মদের মৃত্যুর ছয় মাস পার, ৬৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা সেই অমানুষিক ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল-তাবারীর বিস্তারিত বর্ণনার অতি-সংক্ষিপ্তসার:

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [264]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৯০) পর:

[পৃষ্ঠা: ১০৫-১০৬] 'আল-সারি < শুয়ায়েব <সাইফ < সাহল বিন ইউসুফ < আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত:

আবু বকর যখন ইকরিমা বিন আবু জেহেল কে মুসাইলিমার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন আর শুরাহবিল-কে পাঠিয়েছিলেন তার পিছনে, ইকরিমা তাড়াহুড়ো করে শুরাহবিলের আগে যাওয়ার চেষ্টা করে, যাতে সে তার (নিজের যুদ্ধ করার) খ্যাতি নিশ্চিত করতে পারে। সে (মুসাইলিমার অনুসারীদের) আক্রমণ করে, যেখানে তারা তাকে পরাজিত করে। শুরাহবিল রাস্তাতেই থাকা অবস্থায় এই খবরটি শুনতে পায়। ইকরিমা আবু বকরের কাছে তার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে চিঠি লেখে, তাই আবু বকর তাকে লিখে জানায়:

"হে ইবনে উম্মে ইকরিমা, এই পরিস্থিতিতে না আমি তোমার সাথে দেখা করবো, না তুমি আমার সাথে দেখা করবে; কিংবা না তুমি ফিরে আসবে, যা সেনাবাহিনী-কে দুর্বল করবে। এগিয়ে যাও, যাতে তুমি ওমান ও মাহরাহর (Mahrah) লোকদের বিরুদ্ধে হুদায়েফা ও আরফাজাহর সাথে যুদ্ধ করায় তাদের-কে সাহায্য করতে পারো। আরা তাদের দু'জনই যদি দখলে থাকে, তবে নিজে অগ্রসর হবে; অতঃপর তুমি তোমার সেনাবাহিনীর সাথে থাকবে ও যাদের-কে তুমি অতিক্রম করবে তাদের-কে খতম করে ইয়েমেন ও হাদরামায়াতে (Hadramawt) অবস্থানকারী আবি উমাইয়ার কাছে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তোমার যাত্রা অব্যাহত রাখবে।"

আর (আবু বকর) শুরাহবিল-কে লিখে জানায় যে তার (আরও) নির্দেশ তার কাছে না আসা পর্যন্ত সে যেনো অপেক্ষা করে। অতঃপর খালিদ-কে আল-ইয়ামামায় উদ্দেশ্যে পাঠানোর কয়েক দিন আগে তিনি তাকে লিখেন:

"খালিদ যখন তোমার কাছে এসে পৌঁছাবে, তখন আল্লাহ চাহে তো তুমি ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবে; অতঃপর তুমি নিজে কুদা'তে যাবে, যাতে তুমি ও আমর বিন আল-আস তাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারো যারা (ইসলাম) অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছে।"

অত:পর খালিদ যখন আল-বুতাহ থেকে আবু বকরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, আবু বকর খালিদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তার অজুহাত শুনেন ও তার কাছ থেকে (তা) গ্রহণ করেন ও তাকে বিশ্বাস করেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন [পর্ব: ২৭২]; অত:পর তিনি তাকে মুসাইলিমার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সৈন্যরা তার সাথে অভিযানে বের হয়; থাবিত বিন কায়েস ও আল-বারা বিন ফুলান আনসারদের নেতৃত্ব দেয়, আবু হুদেইফা ও যায়েদ নেতৃত্ব দেয় মুহাজিরদের, আর উপজাতি গোত্রদের নেতৃত্বে দেয় প্রত্যেক উপজাতির একজন ব্যক্তি। [265]

খালিদ তাড়াহুড়ো করে আল-বুতাহর সেনাবাহিনীর লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছে ও মদিনায় যে সৈন্যদল সংগৃহীত হয়েছিল তার জন্য অপেক্ষা করে; অতঃপর যখন তা তার কাছে এসে পৌঁছে তখন সে যাত্রা শুরু করে ও ইয়ামামায় পৌঁছার পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখে। সেই সময়ে বানু হানিফা গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

আল-সারি <শুয়াইব <সাইফ-আবু আমর বিন আল-আলা< এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত: তখন বানু হানিফা গোত্রের যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০, তারা ছিল তাদের গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে।'-----

[পৃষ্ঠা: ১১২-১১৩] 'আল-সারি <শুয়াইব <সাইফ <তালহা বিন আল-আলাম <'উবাইদ বিন উমায়ের <তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি হইতে বর্ণিত:

মুসাইলিমা যখন খালিদের অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি জানতে পারে, তিনি আকরাবা (Aqraba) নামক স্থানে তার বাহিনী স্থাপন করেন। তিনি লোকদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন ও লোকেরা তার বিরুদ্ধে যাওয়া শুরু করে। মুজজাহ বিন মুররাহ, বানু আমির ও বানু তামিম গোত্রের বিরুদ্ধে রক্তের প্রতিশোধ (blood revenge) স্পৃহায় এক অভিযান দলের প্রধান হিসাবে বের হয়। সে ভীত ছিল এই ভয়ে যে সে হয়তো মারা যেতে পারে, তাই সে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দ্রুত বের হয়। বানু আমির গোত্রের যে লোকগুলোর বিরুদ্ধে তাদের (তার) রক্তের প্রতিশোধ বিষয়টি ছিল, তাদের মধ্যে ছিল খাওলাহ বিনতে জাফর (Khawlah bt. Jafar); তাই তারা তাকে [মহিলাটি-কে] তার কাছ থেকে দূরে রাখতো; কিন্তু সে তাকে (যেভাবেই হোক) অপহরণ করে নিয়ে আসে। আর বানু তামিম গোত্রের বিরুদ্ধে তার রক্তের প্রতিশোধের বিষয়টি ছিল এই যে, তারা তার উটগুলো ধরে নিয়ে গিয়েছিল।' -

[পৃষ্ঠা: ১১৪-১১৫] 'আল-সারি <শুয়াইব <সাইফ <তালহা <ইকরিমা < আবু হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ বিন সাইদ <আবু সাইদ < আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত: -----

আবু বকর, খালিদকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; তাই সে যাত্রা করে যতক্ষণে না সে আল-ইয়ামামার গিরিপথে এসে পৌঁছে ও মুজজাহ বিন মুরারাহর মুখোমুখি হয়, যে ছিল বানু হানিফা গোত্রের এক প্রধান ও তার সঙ্গে ছিল তার গোত্রের কিছু লোক, যারা বানু আমির গোত্রের বিরুদ্ধে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে বের হয়েছিল। তারা ছিল তেইশ-জন ঘোড়সওয়ারী ও উটের আরোহী। তারা ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য থেমেছিল; কিন্তু খালিদ রাত্রিতে তাদের ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের-কে বন্দি করে, অতঃপর তাদের-কে জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের সম্পর্কে তোমরা কোথা

থেকে শুনেছ?" জবাবে তারা বলে, "আমরা তোমাদের সম্পর্কে শুনি নাই, আমরা কেবল বানু আমির গোত্রের কাছ থেকে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে বের হয়েছিলাম।"

অতঃপর খালিদ, মুজজাহ ছাড়া তাদের সকলের কল্লা কেটে ফেলার হুকুম জারী করে।

অতঃপর সে আল ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু মুসাইলিমা ও বানু হানিফার লোকেরা খালিদের (আগমনের) খবর পাওয়ার পর বের হয়ে এসেছিল ও আকরাবায় শিবির স্থাপন করেছিল বিধায় সে সেখানে তাদের কাছে এসে থেমে যায়। সেই সময় (আকরাবা) ছিল আল-ইয়ামামার উপকণ্ঠে, যার পিছনে ছিল আল-ইয়ামামার চাষের জমি।

শুরাহবিল বিন মুসাইলিমা [মুসাইলিমার পুত্র] বলে,
"হে বনু হানিফা, আজ হলো সতর্ক-পাহারার দিন; আজ যদি তোমরা পরাজিত হও, তবে (তোমাদের) নারীদের বন্দী করে ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হবে ও বিবাহ ছাড়াই তাদের-কে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করো ও তোমাদের নারীদের রক্ষা করো।" তাই তারা আকরাবায় যুদ্ধ করে।' --------

[পৃষ্ঠা: ১১৭] ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক <বানু হানিফা গোত্রের এক প্রধান < আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত: -----

[পৃষ্ঠা: ১১৮] তারপর লোকেরা (যুদ্ধে) জড়িত হয় ও (এই) যুদ্ধের মতো আরবদের আর কোন যুদ্ধ তারা কখনোই প্রত্যক্ষ করে নাই; অতঃপর লোকেরা প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে যতক্ষণ না মুসলমানরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ও বানু হানিফার লোকেরা মুজজাহ ও খালিদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, যে কারণে খালিদ তার তাঁবু ত্যাগ করে।

লোকেরা ঐ তাঁবুতে প্রবেশ করে যেখানে উম্মে তামিমের সাথে মুজজাহ অবস্থান করছিল, এক ব্যক্তি তাকে [উম্মে তামিম-কে] তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে; যে কারণে মুজজাহ বলে, "থামো! আমিই তার রক্ষক ও সে খুবই চমৎকার এক মহীয়সী নারী! পুরুষদের আক্রমণ করো!" অতঃপর তারা তরবারি দিয়ে তাঁবুটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

অতঃপর মুসলমানরা একে অপরকে ডাকতে থাকে; যেমন থাবিত বিন কায়েস বলে:

"হে মুসলিম সম্প্রদায়, তোমরা যেটিতে নিজেদের-কে অভ্যস্ত করে ফেলেছ সেটা কতই না খারাপ! হে আল্লাহ, এরা (এর মানে আল-ইয়ামামার লোকেরা) যার উপাসনা করে তার সাথে আমার কোনই লেনা-দেনা নেই, এবং এরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) যা করে তার সাথে আমার কোনই লেনা-দেনা নেই।"

অতঃপর সে তার তরবারি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে।'

[পৃষ্ঠা: ১১৯-১২০] 'অতঃপর মুসলমানরা অগ্রসর হয় যতক্ষণ না তারা তাদের-কে দেয়াল ঘেরা এক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, "মৃত্যুর বাগিচা (The garden of death)", যেখানে ছিল আল্লাহর শত্রু মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা। তাই আল-

বারা বলে, "হে মুসলমান দল, আমাকে বাগানে তাদের ওখানে নিক্ষেপ কর," কিন্তু লোকেরা বারাকে বলে যে তারা তা করবে না। যার ফলে সে বলে "আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্যই আমাকে তাদের ওখানে নিক্ষেপ করবে!" তাই তারা তাকে উপরে উত্তোলন করে যতক্ষণ না সে প্রাচীরের উপর থেকে বাগানটি দেখতে পায়, লাফিয়ে নিচে নামে ও মুসলমানদের জন্য বাগানের গেটটি খুলে দেওয়ার জন্য সেখানে তাদের সাথে লড়াই করে। মুসলমানরা তাদের ওখানে (বাগানে) প্রবেশ করে ও যুদ্ধ করতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ আল্লাহর শত্রু মুসাইলিমাকে হত্যা করে।

যুবায়ের বিন মুতিমের [প্রাক্তন] দাস ওয়াহাশি ও আনসারদের এক লোক তাকে হত্যার অংশীদার, তারা উভয়েই তাকে আঘাত করে; ওয়াহাশি তার বর্শা তার উপর ছুঁড়ে, যেখানে আনসারী তার তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করে। ওয়াহাশি বলতো, "তোমাদের রব জানে যে আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে।"--- [অনুরূপ বর্ণনা: ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৩৭৭] [266]

[পৃষ্ঠা: ১২২] 'আল-সারি <শুয়াইব <সাইফ <তালহা বিন আল-আলম <উবায়েদ বিন উমায়ের হইতে বর্ণিত: -----

[পৃষ্ঠা: ১২৩] সেদিনের (যুদ্ধের) চেয়ে বেশি তীব্র বা বেশি হতাহতের ঘটনা আর কোনো দিন দেখা যায়নি। দুই দলের মধ্যে কোনটি (শত্রুদের) বেশি হতাহত করেছিল তা জানা যায়নি, তবে মুহাজিরুন ও আনসারদের মধ্যে আহতদের সংখ্যা ছিল মরু-বাসী লোকদের চেয়ে বেশি, আর যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা সর্বদায় নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগেছিল। আবদ আল-রহমান বিন আবু বকর, আল-মুহাককাম-কে

বক্তৃতা-রত অবস্থায় তীর-বিদ্ধ করে হত্যা করে, অতঃপর সে তার কল্লাটি কেটে ফেলে। যায়েদ বিন আল-খাত্তাব হত্যা করে আল-রাজজাল বিন উনফুওয়াহ-কে।

'আল-সারি <শুয়াইব <সাইফ <আল-দাহহাক বিন ইয়ারবু < তার পিতা < বানু সুহায়েম গোত্রের এক লোক যে খালিদের সাথে (এই যুদ্ধে) অংশ গ্রহণ করেছিল, হইতে বর্ণিত:

সেদিন প্রাধান্য ছিল কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনো বা কাফেরদের বিরুদ্ধে। যখন লড়াই তীব্র হয়ে উঠে, খালিদ বলে, "হে লোকেরা, আলাদাভাবে সংগঠিত হও যাতে আমরা প্রতিটি গোত্রের বীরত্ব জানতে পারি এবং জানতে পারি যে আমরা কোন দিক দিয়ে (শত্রুদের দ্বারা) আক্রান্ত হয়েছি।" তাই বসতি-স্থাপন ও মরু-বাসী লোকেরা নিজেদের-কে আলাদাভাবে একত্রিত করে; মরু-বাসী ও বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর উপজাতিরা আলাদাভাবে নিজেদের সংগঠিত করে, প্রতিটি পূর্বপুরুষের বংশধররা তাদের ব্যানারের পিছনে একসাথে লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়।

সেদিন মরু-বাসী লোকেরা বলেছিল, "এখন দুর্বল দলের লোকদের-কে হত্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে;" অতঃপর বসতি-স্থাপনকারী লোকদের ভিতর হত্যাকাণ্ড তীব্র আকার ধারণ করে। মুসাইলিমা দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় ও সে ছিল তার বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে; বানু হানিফার লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তিদের মৃত্যুর দিকে কোন মনোযোগ না দেওয়ায় খালিদ বুঝতে পারে যে, মুসাইলিমার মৃত্যু ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।' ------

[পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫] 'তাকে ধরার জন্য খালিদ তার সওয়ারি পশুর উপর থেকে তাকে কাছ থেকে অনুসরণ করে, তাই সে পিছু হটে ও (তার অনুসারীরা) পরাস্ত হয়। অতঃপর খালিদ তার সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করে, এই বলে, "এই যে তোমরা! ওদের পালিয়ে যেতে দিও না!" তারা তাদের সওয়ারি পশুর পিঠে চড়ে তাদের-কে কাছ থেকে ধাওয়া করে ও তাদের বিতাড়িত করে।

মুসাইলিমার লোকেরা তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তখন কিছু লোক তাকে বলে, "তুমি আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা এখন কোথায়?" জবাবে সে বলে, "তোমরা তোমাদের নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করো!" আল-মুহাককাম চিৎকার করে বলে, "হে বানু হানিফা, বাগান! বাগান!" এমতাবস্থায় ওয়াহাশি, মুসাইলিমার দিকে অগ্রসর হয় যখন সে (মুখে) ফেনা তুলছিল, কোনো মতে দাঁড়িয়েছিল ও ছিল চিন্তাশক্তিহীন (চারি পাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে); অতঃপর সে তাকে লক্ষ্য করে তার বর্শাটি নিক্ষেপ করে ও তাকে হত্যা করে।

লোকেরা মৃত্যুর বাগিচার দেয়াল ও দরজাগুলো থেকে তাদের উপর ঝটিকা আক্রমণ করে; এই যুদ্ধক্ষেত্র ও মৃত্যুর বাগিচায় ১০,০০০ যোদ্ধা নিহত হয়।' ------ [267]

[পৃষ্ঠা ১২৭] 'আল-সারি <শুয়াইব <সাইফ <সাহল বিন ইউসুফ < আল কাসিম বিন মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত: -----[পৃষ্ঠা ১২৮] ‘সেদিন মদিনার প্রধান নগরীর ৩৬০ জন মুহাজিরুন ও আনসারকে হত্যা করা হয়েছিল।

সাহলের মতে: মুহাজিরুনদের মধ্যে মদিনাবাসী নয় এমন ও (নবীর) সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে, পূর্ববর্তী শ্রেণীর ৩০০জন ও পরবর্তী শ্রেণীর ৩০০ জন - মোট

৬০০জন বা তারও বেশী লোকদের (হত্যা করা হয়েছিল)। ঐ দিন থাবিত বিন কায়েস-কে হত্যা করা হয়েছিল। মুশরিকদের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিল; তার পা কেটে ফেলা হয়েছিল, অতঃপর তার হত্যাকারী তা ছুঁড়ে ফেলেছিল ও তাকে হত্যা করেছিল।

বানু হানিফাদের মধ্যে, আকরাবার সমভূমিতে ৭,০০০ এবং মৃত্যুর বাগিচায় ৭,০০০ লোক-কে হত্যা করা হয়েছিল; এরকম কিছু (সংখ্যা)।'---
- অনুবাদ, টাইটেল, < ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়-টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদের বিবেচনায়" ভণ্ড-নবী মুসাইলিমা ও তাঁর গোত্রের (বানু হানিফা) লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর কখনোই কোন হামলা করতে আসেন নাই। বরাবরের মতই, হামলা-কারী দলটি ছিল **"মুহাম্মদ অনুসারীরা!"** আদি উৎসের এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খোলাফায়ে রাশেদিন আবু-বকর তাঁর দুই বছরের শাসন আমলে (৬৩২-৬৩৪ সাল),

"এই একটি মাত্র যুদ্ধেই বানু হানিফা গোত্রের প্রায় ১৪,০০০ লোককে হত্যা করেছিল! যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন; কিংবা আবু বকরকে সাদাকার অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন (পর্ব: ২৫৮), যদিও তাঁরা ছিলেন মুসলমান (আল্লাহ ও মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাসী)।"

অন্যদিকে, এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষের সর্ব-মোট কত জন লোক নিহত হয়েছিলেন তা আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনায় মোটেও স্পষ্ট নয়। তাঁর এক

বর্ণনায়: "সেদিন মদিনার প্রধান নগরীর ৩৬০ জন মুহাজিরুন ও আনসার-কে হত্যা করা হয়েছিল।" অন্য বর্ণনায়: "মুহাজিরুনদের মধ্যে মদিনা-বাসী নয় এমন ও (নবীর) সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে, ---মোট ৬০০জন বা তারও বেশী লোকদের (হত্যা করা হয়েছিল)।" এই দু'টি সংখ্যার যোগফল, মুসলমানদের পক্ষের সর্বমোট নিহতের সংখ্যা (৩৬০+৬০০) = ৯৬০ জন কিংবা তারও বেশী।

ওপরে বর্ণিত তাঁর অন্য একটি বর্ণনা:

“----লোকেরা মৃত্যুর বাগিচার দেয়াল ও দরজাগুলো থেকে তাদের উপর ঝটিকা আক্রমণ করে; এই যুদ্ধক্ষেত্র ও মৃত্যুর বাগিচায় ১০,০০০ যোদ্ধা নিহত হয়।"

তবে এই দশ হাজার নিহত ব্যক্তিরা কারা তা আল-তাবারী তাঁর এই বর্ণনায় স্পষ্ট করেন নাই। আল-তাবারীর অন্য এক বর্ণনায় আমরা জানতে পারি (বিস্তারিত পরবর্তী পর্বে), এই যুদ্ধের পর খালিদ যখন হুমকি প্রয়োগে মুজজাহর এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন; আবু বকর এই সংবাদ-টি পাওয়ার পর খালিদ-কে চিঠি লিখেছিলেন, এই বলে,
"---তুমি কি এতই স্বাধীন যে নারীদের বিবাহ করবে, যখন তোমার গৃহের দুয়ারে ১২০০ মুসলমানের রক্ত, যা এখনো শুকায় নাই?"

সুতরাং, প্রশ্ন হলো:
ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষের আনুমানিক সংখ্যা কত ছিল? ৩০০জন? ৬০০জন? ৯৬০ জন? ১২০০ জন? নাকি ১০,০০০ জন?

The Devil is in the detail!

আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো:

(১) বানু হানিফা গোত্রের যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। অন্যদিকে মুসলমানদের পক্ষে মোট কতজন যোদ্ধা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ না থাকলেও প্রতীয়মান হয় যে তাদের সংখ্যাও ছিল বিশাল।

(২) উল্লেখিত হয়েছে যে, ইয়ামামার এই যোদ্ধারা মুসলমানদের আগমনের খবর পাওয়ার পর আত্মরক্ষার নিমিত্তে সমবেত হয়েছিলেন আকরাবা নামক স্থানে; এটি ছিল সম্মুখ যুদ্ধ! রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র মানুষের উপর অতর্কিত কোন আক্রমণ নয়।

(৩) ইতিপূর্বের সকল যুদ্ধগুলোর চেয়ে এই যুদ্ধটিই ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী, যা বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে: "এই যুদ্ধের চেয়ে বেশি তীব্র বা বেশি হতাহতের ঘটনা আর কোনো দিন দেখা যায়নি।”

(৪) দুই দলেরই আহত ও নিহতের সংখ্যা ছিল মোটামুটি সমপর্যায়ের, যা বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে: “দুই দলের মধ্যে কোনটি বেশি হতাহত করেছিল তা জানা যায়নি, যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা সর্বদায় নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগেছিল!"

(গ) এই যুদ্ধে দুই পক্ষই ছিল বলিয়ান ও প্রায় সমানে সমান; যা বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে: "সেদিন প্রাধান্য ছিল কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনো বা কাফেরদের বিরুদ্ধে।"

সুতরাং এমন এক বিশাল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যেখানে দুই পক্ষই ছিল বলীয়ান ও প্রায় সমানে সমান সেখানে, "৪০,০০০ সশস্ত্র বানু হানিফা গোত্রের যোদ্ধারা মুসলমানদের সর্বোচ্চ ১২০০ লোক-কে হত্যা করেছিলেন আর মুসলমানরা হত্যা করেছিলেন তাঁদের ১৪,০০০ লোককে" - হতাহতের এই বিশাল তারতম্যের বর্ণনা নিশ্চিতরূপেই অসঙ্গতিপূর্ণ! ---

আল-তাবারী: ভলুম ১০ এর ইংরেজি অনুবাদক, ঐতিহাসিক ফ্রেড এম ডোনার (Fred M. Donner) এর মতে: এই যুদ্ধক্ষেত্র ও মৃত্যুর বাগিচায় ১০,০০০ যোদ্ধা নিহত হয় বলে আল-তাবারী যা উল্লেখ করেছেন, তা ছিল মুসলমানদের পক্ষের নিহতদের আনুমানিক সংখ্যা। [267]

>>> ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, ইয়ামামার যুদ্ধে মুহাজিরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবু হুদেইফা, যিনি এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এই সেই আবু হুদেইফা বিন ওতবা বিন রাবিয়া, যিনি বদর যুদ্ধে মুহাম্মদের পক্ষপাতদুষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এই বলে, "আমাদেরকে খুন করতে হবে আমাদের পিতা কে, আমাদের পুত্র সন্তানদের কে, আমাদের ভাই কে এবং আমাদের পরিবার পরিজনদের কে কিন্তু আব্বাস কে দিতে হবে ছেড়ে? আল্লাহর কসম, যদি আমি তার সাক্ষাত পাই তবে আমার তলোয়ারের ক্ষুধা মেটাবো (তার চোয়ালে তলোয়ারের ঘা বসাবো)।" যার বিস্তারিত আলোচনা "লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন বনাম সহিষ্ণুতা" পর্বে (পর্ব: ৩১) করা হয়েছে। এই সেই আবু হুদেইফা বিন ওতবা, যার পিতা ওতবা বিন রাবিয়া, চাচা সেইবা বিন রাবিয়া, ভাই আল-ওয়ালিদ বিন ওতবা ও এক ভাগ্নে হানজালা বিন আবু-সুফিয়ান-কে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায়

হত্যা করেছিলেন, ও আর এক ভাগ্নে আমর বিন আবু-সুফিয়ান-কে করেছিলেন বন্দী; যার বিস্তারিত আলোচনা "নৃশংস যাত্রার সূচনা" ও "লুঠ ও মুক্তিপণের আয়ে জীবিকা-বৃত্তি" পর্বে (পর্ব: ৩২ ও পর্ব: ৩৭) করা হয়েছে। তিনি ছিলেন আবু-সুফিয়ান বিন হারবের পত্নী হিন্দ বিন ওতবার নিজের ভাই, যে হিন্দ ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতিশোধ স্পৃহায় মৃত হামজার পেট চিড়ে কলিজা কেটে তার কিছু অংশ চিবানোর চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ও তাঁর সহকারী মহিলারা হামজা ও অন্যান্য মৃত মুহাম্মদ অনুসারীদের কান ও নাক কেটে নিয়ে তা দিয়ে তৈরি করেছিলেন গলার হার, পায়ের মল ও কানের দুল! অতঃপর সেগুলো তাঁরা এই মুসাইলিমার হত্যাকারী ওয়াহাশি বিন হারব-কে উৎসর্গ করে তাঁর প্রতি তাঁরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। কী কারণে হিন্দ তা করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা "হিন্দার প্রতিশোধ স্পৃহা" পর্বে (পর্ব: ৬৪) করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাস হলো, "অমানুষিক নৃশংসতা ও রক্তের ইতিহাস!" আপাদমস্তক!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [264]

[Page: 114-115] 'According to al-Sari -Shu`ayb- Sayf -Talhah -`Ikrimah-Abu Hurayrah and Abdallah b. Said-Abu Said-Abu Hurayrah: ----

Abu Bakr sent Khalid against them, so he marched until, when he reached the pass of al-Yamamah, he encountered Mujjaah b. Murarah, a chief of Band Hanifah, with a company from his tribe, intending to raid the Banu 'Amir 749 in search of blood vengeance. They were twenty-three horsemen and cameleers. They had stopped for a brief rest; but Khalid took them by surprise at night in their camp, whereupon he asked, "Whence did you hear about us?" To which they replied, "We had not heard about you, we had only gone out to exact a blood vengeance due to us from the Banu Amin" So Khalid ordered that their heads be cut off, sparing Mujja'ah.

Then he marched to al-Yamamah, but Musaylimah and the Banu Hanifah went out when they heard of [the approach of] Khalid and encamped at Aqraba', whereupon he alighted there with them. Now (Aqraba') was on the outskirts of al-Yamamah this side of the flocks750 with the cultivated land of al-Yamamah at their backs. Shurahbil b. Musaylimah said, "Oh Banu Hanifah, today is the day of vigilance; today, if you are defeated, [your] womenfolk will be carried off on horseback as captives, and will be taken as wives without being demanded in marriage. So fight for your reputations and defend your women." So they fought at Aqraba.'---

[Page 117] ‘According to Ibn Humayd-Salamah-Muhammad b. Ishaq-a chief of Banu Hanifah-Abu Hurayrah: -----[Page 118] Then the people met [in battle], and no war of the Arabs had ever met them like [this] war;

so the people fought intensely until the Muslims were put to flight and Banu Hanifah reached Mujjaah and Khalid, so that Khalid left his tent. The people entered the tent in which Mujja'ah was with Umm Tamim, and a man attacked her with a sword; whereupon Mujjd'ah said, "Stop! I am her protector, and what an excellent, noble-born woman she is! Attack the men!" So they reduced the tent to tatters with swords.

Then the Muslims called to one another; such that Thabit b. Qays said, "How bad is that to which you have made yourselves accustomed, oh company of Muslims! Oh God, I have nothing to do with what these ones worship, (meaning the people of al-Yamamah), "and I have nothing to do with what these ones do" (meaning the Muslims). Then he waded into battle with his sword until he was killed.' -----

[Page 119-120] 'Then the Muslims advanced until they made them take refuge in the walled garden, the "garden of death," in which was the enemy of God, Musaylimah the liar. So al-Bara' said, "Oh company of Muslims, throw me onto them in the garden," but the people told Bara' that they would not do so. Whereupon he said, "By God, you surely shall cast me upon them in it!" So he was hoisted up until, when he overlooked the garden from the wall, he leapt down, fighting them from the gate of the garden in order to open it for the Muslims. The Muslims entered upon them in [the garden] and they fought until God killed Musaylimah the enemy of God. Wahshi, mawla of Jubayr b Mut'im, and a man of the Ansar were partners in killing him, both of them striking

him; as for Wahshi, he thrust his javelin against him, whereas the Ansari struck him with his sword. Wahshi used to say, "Your Lord knows which of us killed him." -------

[Page 122-123] ‘According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-Talhah b. al A`lam-Ubayd b. `Umayr: ----- No day [of battle] more intense or greater in casualties was ever seen than that day. It was not known which of the two groups inflicted heavier casualties [on the enemy], but the wounded were more numerous among the Muhajirun and the Ansar than they were among the people of the desert, and those who survived were always in distress. Abd al-Rahman b. Abu Bakr shot al-Muhakkam with an arrow, killing him while he was delivering a speech; whereupon he cut his throat. Zayd b. al-Khallab killed al-Rajjal b. Unfuwah.

According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-al-Dahhak b. Yarbu`- his father-a man of Banu Suhaym797 who witnessed [the battle] with Khalid: The advantage on that day was sometimes against the Muslims and sometimes against the unbelievers. When the fighting became intense, Khalid said, "Oh people, organize separately so that we may know the valor of each clan and know from where we are approached [by the enemy]." So the people of the settlements and of the desert organized themselves separately; the tribes of the desert people and of the settled people organized themselves separately, the descendants of each ancestor standing behind their banner to fight together. On that day the people of the desert said, "Now the killing will grow intense among the weaker

flock"; then the killing did become intense among the people of the settlements. Musaylimah stood firm, and he was in the eye of the storm; at which Khalid realized that it would not abate except through the death of Musaylimah, as long as the Banu Hanifah took no heed of the death of those who had been killed among them. -----

[Page 124-125] Khalid followed him closely on his mount to overtake him, so that he retreated and (his followers] yielded. Then Khalid incited the army, saying, "Here you are! Don't let them go!" They rode closely after them, and routed them. As Musaylimah stood up after the people had fled from him, some people said, "Where is what you used to promise us?" To which he replied, "Fight for your own reputations!"

Al-Muhakkam cried, "Oh Banu Hanifah, the garden! the garden!" Now Wahshi was coming upon Musaylimah while he was foaming [at the mouth], barely able to stand and unthinking from the fit [that had overtaken him], so he bared his lance on him and killed him. The people stormed upon them [in] the “garden of death” from its walls and gates, so that 10,000 fighting men were killed in the battle and the “garden of death.”’-------

[Page 127] ‘According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-Sahl b. Yiisuf-al-Qasim b. Muhammad: --- [Page 128] There had been killed on that day 360 of the Muhajirun and Ansar of the people of the chief city of Medina.

According to Sahl: Of the Muhajirun not of the people of Medina, and of the children of companions [of the Prophet], 300 of the former and 300 of the latter [were killed, totaling] 600 or more. Thabit b. Qays was killed on that day. A man of the polytheists killed him; his foot was cut off, so his killer threw it and killed him. Of Banu Hanifah were killed in the plain at Aqraba' 7,000, and 7,000 in the "garden of death," and in pursuit something like that [number]. -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[264] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা-১০৫-১২৫ ও ১২৭-১২৮

[265] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৬৯২- "আবু হুদায়েফা বিন উতবা ছিলেন কুরাইশদের উমাইয়া গোত্রের এক লোক, যিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্তরিত হোন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে তিনি আল-ইয়ামামায় মৃত্যুবরণ করেন।"

[266] ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৩৭৭

[267] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৮০৯: "অর্থাৎ, মুসলিমদের পক্ষে।"

২৯২: মুসাইলিমা হত্যা: ইয়ামামার যুদ্ধ
- যুদ্ধবিরতি ও গণিমত!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'বানু কুরাইজা গণহত্যার' প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ কী ভাবে "যৌনাঙ্গে লোম গজানো" এই গোত্রের সকল পুরুষদের হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন সেই অমানুষিক নৃশংসতার ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন (পর্ব: ৯২)। কিন্তু যে ইতিহাস অনেকেরই অজানা, তা হলো: "ইয়ামামা যুদ্ধের প্রাক্কালে খলিফা আবু-বকর ইবনে কুহাফা, বানু হানিফা গোত্রের "যাদের মুখে দাড়ি গজিয়েছে" এমন প্রত্যেকটি লোককে হত্যার নির্দেশ জারি করেছিলেন! আবু বকরের সেই নির্দেশটি সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে পৌঁছার আগেই খালিদ এই গোত্রের লোকাদের সাথে 'যুদ্ধ-বিরতি' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

কী কারণ, পরিস্থিতি ও শর্তে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ এই গোত্রের লোকদের সাথে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [268]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৯১) পর:

‘ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

মুসলমানরা মুসাইলিমা-কে শেষ করার পর খালিদের কাছে গমন করে ও (এটি) তাকে জানায়, তাই সে মুজজাহ-কে লোহার শিকল পরিহিত অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে তাকে তা দেখানোর জন্য বের হয়ে আসে। অতঃপর সে তাকে নিহতদের দেখানো শুরু করে যতক্ষণে না সে মুহাককাম বিন আল-তোফায়েলের পাশ দিয়ে গমন করে - যে ছিল এক বদমেজাজি, সুদর্শন মানুষ - যেখানে খালিদ বলে, "এ হলো তোমার সঙ্গী।" জবাবে সে বলে, "আল্লাহর কসম, না, এ ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম ও অধিক মহৎ; এ হলো মুহাককাম আল-ইয়ামামাহ।" ----

[পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮] ‘'আল-সারি < শুয়ায়েব <সাইফ < সাহল বিন ইউসুফ < আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত:

মুসাইলিমা ও সেনাবাহিনীর সাথে খালিদ যখন তার বিষয়টি শেষ করে, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর ও আবদ আল-রহমান বিন আবি বকর তাকে বলে, "সেনাবাহিনী ও আমাদের সাথে অগ্রসর হও দুর্গের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করো।" কিন্তু সে জবাবে বলে, "আমাকে (প্রথমে) অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করতে দাও যারা দুর্গের ভিতরে নাই এমন লোকদের ধরতে পারে; অতঃপর আমি (আমার মতামত) কী তা দেখবো।" অতঃপর সে তার অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করে, যাতে তারা তাদের চারিপাশ ঘেরাও করে তাদের যে গবাদিপশু, নারী ও শিশুদের পায় তা সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর সাথে ধরে নিয়ে আসে।

সে দুর্গগুলির বিরুদ্ধে শিবির স্থাপনের জন্য তাদের-কে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়; তাই মুজজাহ তাকে বলে, *"আল্লাহর কসম, লোকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন শুধুমাত্র সে লোকেরাই তোমার (বিরুদ্ধে) এসেছে, আর দুর্গগুলি লোকে পরিপূর্ণ। সুতরাং এসো, আমার লোকদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করো।"*

তাই সে লোকদের সকল বিষয়ে তার সাথে (তাদের জন্য) এক সংক্ষেপ চুক্তি সম্পন্ন করে। অতঃপর সে [মুজজাহ] বলে, "আমি তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য তাদের নিকটে যাব ও আমরা এ বিষয়টি দেখবো, অতঃপর আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো।"

অতঃপর মুজজাহ দুর্গগুলির ভিতরে প্রবেশ করে, যেখানে নারী, শিশু, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল লোকেরা ছাড়া আর কেউই ছিল না। অতঃপর সে মহিলাগুলো-কে লোহার বক্ষবন্ধনী পরিয়ে দেয় ও তাদের-কে এই নির্দেশ প্রদান করে যে সে তাদের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা যেনো তাদের চুলগুলো এলিয়ে দেয় ও দুর্গগুলোর চূড়া থেকে নিজেদেরকে দৃশ্যমান করে রাখে। তারপর সে খালিদের কাছে ফিরে যায় ও বলে,

"আমি যে ব্যবস্থা করেছিলাম তা তারা মানতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার উপর তোমার প্রভুত্ব-কারী দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমার বিরোধিতা করেছে। তারা আমার কোন কিছুই মেনে নেবে না।"

এমত অবস্থায়, খালিদ দুর্গের চূড়াগুলোর দিকে তাকায়, যা ছিল কৃষ্ণকায় অবস্থায়। সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ মুসলমানদের বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল, লড়াই ছিল স্থগিত ও

তারা বিজয়ী হয়ে ফিরে যেতে চাইছিল ও তারা জানতো না যে যদি লোকগুলো (দুর্গগুলোতে) অবস্থান করে ও তারা যুদ্ধ করে তবে পরিস্থিতি কী ঘটতে পারে।' ----

[পৃষ্ঠা ১২৯- ১৩১] 'ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

মুজজাহ, খালিদ-কে কী বলেছিল তা সে বলেছে; সে তাকে বলে, 'এসো, যাতে আমি আমার গোত্রের (নিরাপত্তার) বিষয়ে তোমার সাথে এক চুক্তি সম্পন্ন করি।" (এই কথাটি) সে বলেছিল এমন এক লোক-কে, যে যুদ্ধের কারণে ছিল বিধ্বস্ত ও যার সঙ্গের অনেক নেতা হয়েছিল নিহত। সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও বিশ্রাম ও যুদ্ধবিরতির জন্য ছিল ব্যাকুল। তাই সে বলেছিল, "এসো, যাতে আমি তোমার সাথে মিটমাট করতে পারি।" অতঃপর সে স্বর্ণ, রৌপ্য, বর্ম (অর্থ-প্রদান) ও অর্ধেক বন্দী লোকদের ফেরত প্রদানের শর্তে (খালিদের সাথে) চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল।

অতঃপর সে বলে, "আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে উপস্থাপন করতে তাদের কাছে যাব।" এরপর সে তাদের কাছে যায় ও নারীদের বলে, "বর্ম আবরন পরিধান করো ও অতঃপর দুর্গগুলির উপর থেকে নিজেদের দৃশ্যমান করো।" সুতরাং তারা তাই করে; অতঃপর সে খালিদের কাছে ফিরে আসে।

এমতাবস্থায় খালিদ ভেবেছিল যে, সে যাদের-কে দুর্গের উপর বর্ম-আবরন পরিহিত অবস্থায় দেখেছে, তারা হলো পুরুষ; তখন (মুজজাহ) খালিদের কাছে ফিরে এসে বলে, "আমি তোমার সাথে যে চুক্তি করেছি তা (তার শর্তগুলি) তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছুক হও, তবে আমি কিছু ব্যবস্থা করবো ও অতঃপর

আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যাবো ও তাদের (তা মেনে নেওয়ার জন্য) অনুরোধ করবো।"

(খালিদ) বলে, "সেটি কী।"

সে জবাবে বলে, "সেটি হলো এই যে, তুমি আমার কাছ থেকে বন্দীদের এক চতুর্থাংশ নেবে ও তাদের এক চতুর্থাংশকে ছেড়ে দেবে।" খালিদ বলে, "রাজী (Done)"; অতঃপর (মুজজাহ) বলে, "তাহলে রাজী।"

অতঃপর তাদের দুজনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন দুর্গগুলি খোলা হয়, তাদের মধ্যে নারী ও শিশুরা ছাড়া আর কেউই ছিল না! ফলে খালিদ মুজজাহ-কে বলে, "হায়! তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে!" সে জবাবে বলে, "(তারা) আমার নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠী; আমার যা করা উচিত ছিল তাই আমি করেছি।"

আল-সারি < শুয়ায়েব <সাইফ < সাহল বিন ইউসুফ হইতে বর্ণিত: -----

অতঃপর খালিদ তা করে; স্বর্ণ, রৌপ্য, বর্ম আবরণ, অশ্ব ও অর্ধেক বন্দী ও প্রতিটি বসতিতে খালিদের পছন্দের একটি বাগান ও একটি খামারের (প্রদানের) শর্তে সে তার সাথে এক চুক্তি করে; এরপর তারা এই শর্তে পারস্পরিক যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি সম্পন্ন করে।

অতঃপর সে তাকে [মুজজাহ] ছেড়ে দেয় ও বলে, "এটি বেছে নেওয়ার জন্য তোমার কাছে তিন (দিন) সময় আছে। আল্লাহর কসম, যদি তুমি এটি সম্পূর্ণ না করো ও সম্মত না হও তবে আমি তোমাকে আক্রমণ করবো; অতঃপর একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন শর্ত আমি তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করবো না।"

তাই মুজজাহ তাদের কাছে এসে বলে, "আপাতত মেনে নাও।" --- অতঃপর তাদের অনুমোদন নিশ্চিত করার পর মুজজাহ সাত জনের মধ্যে সপ্তম (ব্যক্তি) হিসাবে খালিদের কাছে এসে বলে, "তোমার দলিলটি লেখো।" তাই সে লেখে:

"এটি হলো খালিদ বিন আল ওয়ালিদ ও মুজজাহ বিন মুরারাহ ও সালামাহ বিন উমায়ের ও অমুক ও অমুক এবং অমুক ও অমুকের সাথে সংঘটিত এক চুক্তি: সে তাদেরকে স্বর্ণ, রৌপ্য, অর্ধেক বন্দী, বর্ম আবরণ, অশ্ব, প্রতিটি গ্রামে একটি বাগান ও একটি খামারের (প্রদানের] বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ, এই শর্তে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাহলে তোমরা আল্লাহর নিরাপত্তায় নিরাপদে থাকবে; পাবে খালিদ বিন ওয়ালিদের সুরক্ষা, পাবে আল্লাহর নবীর উত্তরসূরি আবু বকরের সুরক্ষা ও সরল বিশ্বাসে মুসলমানদের সুরক্ষা।" ---

আল-সারি < শুয়ায়েব <সাইফ < তালহা <ইকরিমা < ইবনে হুরায়রা হইতে বর্ণিত: ---

এমতাবস্থায় আবু বকর, সালামাহ বিন সালামাহ বিন ওয়াকস মারফত খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে এক চিঠি লেখে, তাকে এই নির্দেশ দেয় যে, যদি আল্লাহ তাকে বিজয়ী করে, তবে সে যেনো বানু হানিফার যে লোকদের (মুখমণ্ডলে) ক্ষুর চলেছে এমন প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করে (if God had given him victory, to execute everyone of Banu Hanifah over who [se face] a razor had passed)। [269]

সে কারণে সে এসে হাজির হয়, কিন্তু দেখতে পায় যে (খালিদ) তাদের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন করেছে। অতঃপর খালিদ তাদের (যুদ্ধবিরতি-চুক্তি) পর্যবেক্ষণ

করে ও এতে যে শর্তগুলি) ছিল তা পালন করে। বানু হানিফার লোকদের খালিদের সামনে এসে আনুগত্যের শপথ নিতে ও তারা পূর্বে যা কিছু করেছিল তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।' -------

[পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩] আল-সারি < শুয়ায়েব <সাইফ < আল-দাহনাক বিন ইয়ারবু <তার পিতা হইতে বর্ণিত:

খালিদ, বানু হানিফা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সকল লোকদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছিল, ব্যতিক্রম আল-ইরদ ও আল-কুরায়ার লোকেরা। হামলাকারী দলগুলোকে পাঠানোর পর তাদের-কে বন্দী করা হয়েছিল। অতঃপর সে বানু হানিফা কিংবা বানু কায়েস বিন থালাবা কিংবা ইয়াশকুরের অন্তর্ভুক্ত আল-ইরদ ও আল-কুরায়া লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত (গনিমতের) মালের অংশ থেকে আবু বকরের কাছে ৫০০ (লোক) পাঠিয়েছিল। [270] [271]

ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

অতঃপর খালিদ মুজজাহ-কে বলে, "আমার বিবাহের জন্য তোমার কন্যাকে দাও।" এতে মুজজাহ তাকে বলে, "তুমি সময় নাও। তুমি আমার সুনাম নষ্ট করছো; আর তোমার নেতাদের (দৃষ্টিতে) আমার সাথে তোমারও।" (কিন্তু খালিদ) বলে, "এই যে লোকটি, আমার সাথে (তার) বিবাহ দাও!" তাই সে তাই করে।

এই খবরটি যখন আবু বকরের কাছে এসে পৌঁছে, তখন সে তাকে এক রক্তমাখা চিঠি লিখে: "আমার জানের কসম, হে খালিদের মায়ের পুত্র, তুমি কি এতই স্বাধীন

যে নারীদের বিয়ে করবে, যখন তোমার গৃহের দুয়ারে ১২০০ জন মুসলমানের রক্ত, যা এখনো শুকায় নাই?"

চিঠি-টি পড়ার পর খালিদ বলতে শুরু করে, "এটি ছোট বাম-হাতি লোকের কাজ", যার অর্থ হলো উমর বিন আল-খাত্তাব।'---------

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়-টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, বানু হানিফা গোত্রের ১৪,০০০ লোককে হত্যা করার পরেও খালিদ ও তার সেনাবাহিনী বানু-হানিফা গোত্রের লোকদের পরাস্ত করতে পারেন নাই। এই ১৪,০০০ হাজার লোকের ৭,০০০ লোককেই হত্যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র "মৃত্যুর বাগিচা" যুদ্ধ ক্ষেত্রে। আর তা সত্বেও খালিদ ও তার সেনাদল এই দুর্গটি দখল করতে পারেন নাই। বানু হানিফার লোকেরা দুর্গ-গুলোতে তাদের অবস্থান ধরে রেখেছিল। শুধু তাইই নয়, ঐ দুর্গগুলোর মধ্যে বানু-হানিফার কতজন যোদ্ধারা অবস্থান করছিল সে সম্বন্ধে খালিদের কোন ধারণাই ছিল না। তাই সে মুজজাহর কৌশল-টি ধরতে না পেরে "বর্ম-আবরণ পরিহিত এলোকেশী নারীদের দুর্গের উপরে অবস্থিত দেখে" ভেবেছিল যে তারা সবাই ছিল পুরুষ ও তাঁদের সংখ্যা ছিল অনেক। বর্ণিত হয়েছে:

"সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ মুসলমানদের বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল, ---তারা জানতো না যে যদি লোকগুলো (দুর্গগুলোতে) অবস্থান করে ও তারা যুদ্ধ করে, তবে পরিস্থিতি কী ঘটতে পারে।" তাই খালিদ, মুজজাহর সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি-তে রাজী হয়েছিল।

আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো: যে শর্তের বিনিময়ে বানু হানিফা গোত্রের লোকেরা খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন, তা ছিল প্রধানত তিনটি:

(১) নগদ সম্পদ প্রদান:

তাঁরা মুসলমানদের-কে স্বর্ণ, রৌপ্য, অর্ধেক বন্দী, বর্ম আবরণ, অশ্ব, প্রতিটি গ্রামে একটি বাগান ও একটি খামার দেবে।

(২)(৩) ইসলাম গ্রহণ ও নিয়মিত 'সাদাকা' প্রদান

তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে; ও অতঃপর তাঁরা খলিফা আবু-বকরকে নিয়মিত 'সাদাকার' অর্থের জোগান দেবে।

নবী মুহাম্মদের হুনায়েন হামলার ঘটনার সাথে এই ঘটনার পার্থক্য:

"হাওয়াজিন গোত্রের যে নারী ও শিশুদের নবী মুহাম্মদ বন্দী করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুহাম্মদ সেই বন্দীদের ফেরত দিয়েছিলেন, কিন্তু 'লুটের মাল-গুলো' রেখে দিয়েছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব-২১৬)। আর ইয়ামামার যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা জানতে পারছি, ইসলাম গ্রহণের পর অতিরিক্ত আরও বিপুল পরিমাণ নগদ সম্পদ প্রদানের পরেও বানু হানিফার লোকেরা তাঁদের সকল নারী ও শিশু বন্দীদের ফেরত পান নাই।"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-

তাবারীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Tabari: [268]

[Page 126] 'According to Ibn Humayd-Salamah-Ibn Ishaq: When the Muslims had finished with Musaylimah, Khalid was approached and informed [of this], so he went out, taking Mujja`ah in irons with him in order to show him Musaylimah. Then he began to show him the slain until he passed Muhakkam b. al-Tufayl-he was a corpulent, comely man-whereupon Khalid said, "This is your companion." He replied, "No, by God, this one is better than he and more noble; this is Muhakkam al-Yamamah." -----

[Page 127-128] 'According to al-Sari-Shuayb-Sayf-Sahl b. Yusuf-al-Qasim b. Muhammad:817 When Khalid had finished with Musaylimah and the army, Abdallah b. `Umar and Abd al-Rahman b. Abi Bakr said to him, "March with us and the army to encamp against the fortresses." But he replied, "Let me [first] deploy the cavalry in order to catch those who were not in the fortresses; then I will see [what] my opinion [is]." Thereupon he deployed the cavalry, so that they rounded up what they found of livestock and women and children, and attached this to the army. He ordered a march to encamp against the fortresses, so Mujjah said to him, "By God, only the most expeditious of the people came [against] you, and the fortresses are full of men. So come on, make a truce with my following." So he made a truce with him including everything short of [their] persons. Then he said, "I will go out to them to ask their advice, and we will look into this matter; then I will return to you." So Mujjah entered the fortresses, in which were

nothing but women and children and worn-out elders and weak men. So he dressed the women in iron breastplates and ordered them to let down their hair 821 and to make themselves visible from the tops of the fortresses until he should return to them. Then he went back and came to Khalid, saying, "They have refused to permit what I arranged. Some of them had a commanding view of you, in opposing me. They [will] have nothing to do with me." At this, Khalid looked at the peaks of the fortresses, which had become black. Now the war had worn the Muslims down, and the encounter had become drawn out, and they yearned to return in triumph, and did not know what might happen if there were in [the fortresses] men and fighting.'

[Page 129-131] 'According to Ibn Humayd-Salamah-Ibn Ishaq: Mujjaah said what he did to Khalid because he had told him, 'Come on, so that I conclude a treaty with you in exchange for [the safety of] my tribe," [saying this] to a man whom the war had exhausted, and with whom many leaders of the people had been struck down. He had weakened, and yearned for rest and truce. So he said, "Come on, so that I may reconcile you," and then made a truce with (Khalid) on condition [of paying] gold, silver, suits of mail, and half the captives. Then he said, "I shall go to the tribe to present them what I have arranged." So he went out to them and said to the women, "Put on the armor and then make yourselves visible from atop the fortresses." So they did that; then he returned to Khalid. Now Khalid thought that what he had seen on the fortresses, wearing armor, were men, so when (Mujjah) got to Khalid he said, "They rejected [the conditions] upon which I made a truce with you. But if you wish, I will arrange something and then entreat the

tribe [to accept it]." (Khalid) said, "What is it?" He replied, "That you should take from me one quarter of the captives, and let a quarter of them go. Khalid said, "Done," and (Mujja'ah) said, "Agreed, then." Subsequently, after the two of them were finished, the fortresses were opened and lo! there was no one in them but women and children. Whereupon Khalid said to Mujja'ah, "Woe to you! You deceived me!" He replied, "[They were] my own kinsmen, I had to do what I did."

According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-Sahl b. Yusuf: ----
So Khalid did that, making an agreement with him on condition of [payment of] the gold, silver, suits of mail, and horses, and of half the captives, and of a garden of Khalid's choice in every settlement and of a farm of Khalid's choice; whereupon they concluded the truce mutually on those terms. Then he released him and said, "You have three [days] to choose: by God, if you do not complete and accept I shall attack you; then I shall never accept from you any terms except death." So Mujja'ah came to them and said, "Accept for now." ------
So Mujja'ah went out as the seventh of seven [men] until he came to Khalid and said, after he had affirmed what they had approved, "Write your document." So he wrote: "This is what Khalid b. al-Walid made a truce with Mujja`ah b. Murarah and Salamah b. `Umayr and So-and-so and So-and-so about: he bound them to [payment of] gold, silver, half the captives, suits of mail, horses, a garden in every village, and a farm on condition that they embrace Islam. Then you will be secure in God's safety; you will have the

protection of Khalid b. al-Walid and the protection of Abu Bakr, successor of the Apostle of God, and the protections of the Muslims in good faith."

According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-Tallhah-`Ikrimah- Ibn Hurayrah: ----
Now Abu Bakr had sent Salamah b. Salamah b. Waqsh with a letter to Khalid, ordering him, if God had given him victory, to execute everyone of Banu Hanifah over who [se face] a razor had passed. So he arrived, but found that [Khalid] had concluded a truce with them. Then Khalid observed [the truce] for them and kept to [the terms] that were in it. Banu Hanifah were made to congregate before Khalid for the oath of allegiance and to renounce what they had formerly done.' --------

[Page 132-133] 'According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-al-Dahhak b. Yarbu`- his father: Khalid concluded a treaty with all of Banu Hanifah except those who were in al-`Ird and al-Qurayyah; they were taken captive when the raiding parties were sent out. So he sent to Abu Bakr 500 [persons] of those who had undergone the division [of booty] from al-ird and al-Qurayyah, of the Banu Hanifah or Qays b. Thalabah or Yashkur.

According to Ibn Humayd-Salamah-Muhammad b. Ishaq: Then Khalid said to Mujja'ah, "Give me your daughter in marriage." At this, Mujja'ah said to him, "Take your time. You are destroying my reputation, and with mine, yours, in [the eyes of] your leader." [But Khalid] said, "Marry [her] to me, man!" so he did. News of that reached Abu Bakr, whereupon he wrote him a bloodcurdling letter: "Upon my life, oh son of Khalid's mother, are you so free as to marry women, while in the court of your house is the blood of

1,200 men of the Muslims that has not yet dried?" When Khalid looked into the letter he began to say, "This is the work of the little left-handed man," meaning `Umar b. al-Khattab.' ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[268] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ১২৬- ১৩৩

[269] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৮৪২: "সালামাহ বিন সালামাহ বিন ওয়াকস ছিলেন মদিনার বানু আউস গোত্রের এক লোক যিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন; পরবর্তীতে খলিফা উমর তাকে ইয়ামামার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।"

[270] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৮৪৫: আল-ইরদ (ওয়াদি হানিফা) ছিল ইয়ামামা অঞ্চলের প্রধান উর্বর উপত্যকা। আল-কুরায়া মরুদ্যানটি ছিল হাজর থেকে আনুমানিক ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম।

[271] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৮৪৬: "কায়েস ও ইয়াশকুর এই উভয় গোষ্ঠীটিই ছিল বানু বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যারা বংশগতভাবে বানু হানিফা গোত্রের সাথে সম্পর্ক-যুক্ত ও আল-ইয়ামামার নিকটে বসবাস করতো।"

২৯৩: ভণ্ড নবী মুসাইলিমা ও নবী মুহাম্মদ - মিল ও অমিল!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হিজরি দশ সালে মুসাইলিমা বিন হাবিব তাঁর নিজ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন; ও অতঃপর সেখান থেকে তাঁর নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মুহাম্মদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। মুসাইলিমার এই চিঠিতে কী লিখা ছিল ও জবাবে মুহাম্মদ তাঁকে কী লিখেছিলেন এবং এই চিঠি বহনকারী লোকদের সাথে মুহাম্মদ কীরূপ আচরণ করেছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন। আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাগুলো ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [272] [273]

(আল-তাবারীর বর্ণনা ইবনে হিশাম সম্পাদিত বর্ণনারই অনুরূপ)

বানু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসাইলিমার আগমন

'মহা-মিথ্যবাদী (arch-liar) মুসাইলিমা বিন হাবিব আল-হানাফি কে সঙ্গে নিয়ে বানু হানিফার প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর নিকট এসেছিল। তারা আনসারদের বানু নাজজার গোত্রের আল-হারিথের কন্যার গৃহে অবস্থান নিয়েছিল। মদিনার আলেমদের একজন আমাকে বলেছে যে বানু হানিফার লোকেরা তাকে ঘোমটায় ঢেকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে। আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বসে ছিলেন ও তাঁর হাতে ছিল খেজুর গাছের এক ডাল, যার আগায় ছিল কিছু পাতা। তারা তাকে ঘোমটায় ঢেকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসার পর সে তাঁর সাথে কথা বলে ও তাঁর কাছে (উপহারের জন্য) অনুরোধ জানায়। আল্লাহর নবী জবাবে বলেন: "তুমি যদি আমার কাছে এই খেজুরের ডালটি চাইতে (আল-তাবারী: 'যেটি আমি ধরে আছি'), আমি তোমাকে তা দিতাম না।"[274][275][276][277]

বানু হানিফার এক নেতা < আল-ইয়ামামর লোকদের কাছ থেকে [প্রাপ্ত তথ্যে] আমাকে বর্ণনা করেছে যে এই ঘটনাটি ঘটেছিল অন্যভাবে। সে জানিয়েছে যে:

মুসাইলিমা-কে উট ও মালপত্রের সাথে পিছনে ফেলে রেখে এই প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে এসেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ও অতঃপর তাদের মনে পড়েছিল যে সে কোথায় আছে; ও তারা আল্লাহর নবী-কে বলেছিল যে তারা তাদের এক সঙ্গীকে তাদের জিনিসপত্র পাহারা দেওয়ার জন্য পিছনে ফেলে রেখে এসেছে। আল্লাহর নবী এই আদেশ করেছিলেন যে তাকে যেন বাকিদের মতোই দেওয়া হয়, ও বলেছিলেন, *"তার অবস্থান তোমাদের চেয়ে মন্দ নয়,"* অর্থাৎ, এটি তার সঙ্গীদের সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা করে। আল্লাহর নবী এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

অতঃপর তারা নবী-কে ছেড়ে চলে যায় ও তিনি তাকে যা দিয়েছিলেন তা তার কাছে নিয়ে আসে। তারা যখন আল-ইয়ামামায় এসে পৌঁছে, আল্লাহর এই শত্রু ধর্মত্যাগী হয়ে যায় ও নিজেকে একজন নবী হিসাবে ভূষিত করে ও মিথ্যাবাদীর মত ব্যবহার করে। [278]

সে বলে, *"আমি এ বিষয়ে তার একজন অংশীদার।"*

অতঃপর সে তার সাথে থাকা প্রতিনিধি দলকে বলে, “তোমারা যখন তাকে আমার উল্লেখ করেছিলে তখন কি সে তোমাদের বলে নাই যে ‘তার অবস্থান তোমাদের চেয়ে মন্দ নয়?’, এর অর্থ তিনি জানেন যে এ বিষয়ে আমি তার একজন অংশীদার ছাড়া আর কি কিছু হতে পারে?” অতঃপর সে 'সাজ (saj)' ছন্দে কুরআনের উচ্চারণ অনুকরণ করে কথা বলতে থাকে:

“ঈশ্বর গর্ভবতী মহিলার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তিনি তার থেকে এমন একটি জীব বের করেছেন যা নড়াচড়া করতে পারে; তার মাঝখান থেকে।”

সে তাদের-কে মদ্য পান ও ব্যভিচার করার অনুমতি প্রদান করে, ও তাদের কে নামাজের বোঝা থেকে পরিত্রাণ দেয়। একই সাথে সে আল্লাহর নবীকে একজন নবী হিসাবে স্বীকার করে নেয় ও এ ব্যাপারে বানু হানিফা ছিল তার সাথে একমত। কিন্তু আল্লাহই জানে কোনটি ছিল সত্য।'----

মুসাইলিমার চিঠি ও তার প্রতি আল্লাহর নবীর জবাব [পৃষ্ঠা: ৬৪৯]

'মুসাইলিমা, আল্লাহর নবী-কে লিখেছিল:

"আল্লাহর নবী মুসাইলিমার পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী মুহাম্মদের প্রতি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কর্তৃত্বের ব্যাপারে আমাকে আপনার সাথে অংশীদার করা হয়েছে। অর্ধেক ভূমি আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের, কিন্তু কুরাইশরা শত্রুতাপরায়ণ সম্প্রদায়।"

দুইজন বার্তাবাহক এই চিঠিটি নিয়ে এসেছিল।

আশজার এক নেতা আমাকে < সালমা বিন নুইয়াম বিন মাসউদ আল-আশজায়ী হইতে < তার পিতা নুইয়াম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আমাকে বলেছে: [279]

‘চিঠি পড়ার সময় আমি আল্লাহর নবীকে তাদের-কে বলতে শুনেছি, "এ বিষয়ে তোমরা কী বলো?" তারা যা বলেছিল তা ছিল মুসাইলিমার মতই। তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, যদি এমন না হতো যে বার্তাবাহকদের হত্যা করা হয় না তবে আমি তোমাদের দু'জনকেই শিরশ্ছেদ করতাম!"

অতঃপর তিনি মুসাইলিমা-কে লিখেছিলেন:

"আল্লাহর নবী মুহাম্মদের কাছ থেকে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার প্রতি। যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক [কুরআন: ২০:৪৭]। পৃথিবীটি আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে [কুরআন: ৭:১২৮]।"

এই ঘটনাটি ঘটেছিল [হিজরি] ১০ সালের শেষে।'----

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

আবু জাফর (আল-তাবারী): 'কথিত আছে যে, আল্লাহর নবীর সময়ে মুসাইলিমা ও অন্য যারা নবুয়তের মিথ্যা দাবী করেছিল, তা আসলে ঘটেছিল নবীর তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে আসার পর, যাকে বলা হয় 'বিদায় হজ্জ' [জিলকদ-জিলহজ্জ, হিজরি ১০ সাল; বরাবর ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩২ সাল]; ও ঐ অসুস্থতার সময়, যে কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন।' [পর্ব: ২৩৩]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> 'মুসায়লিমাহ বিন হাবিব, যার সংক্ষেপ নাম ছিল মাসলামা (সেটি ছিল তার আসল নাম), ছিলেন এক পবিত্র হারামের ধর্মীয় নেতা। তিনি নবীর হিজরতের আগে ইয়ামামায় এই পবিত্র ছিটমহলটি স্থাপন করেছিলেন ও এভাবেই তিনি পূর্ব আরবের এক বিস্তৃত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন।' [275]

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: মদিনায় মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাতের পর মুসাইলমা তাঁর নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে 'নিজেকে মুহাম্মদের অংশীদার' হিসাবে দাবী করেছিলেন; অতঃপর তিনি মুহাম্মদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার অভিপ্রায়ে মুহাম্মদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, এই বলে:

"অর্ধেক ভূমি আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের, ---।"

আর মুসাইলামর এই চিঠিটি পাওয়ার পর মুহাম্মদ যখন জানতে পেরেছিলেন যে এই চিঠির দু'জন বার্তাবাহকই মুসাইলামার বক্তব্যের সাথে একমত, তখন তিনি তাঁদের প্রতি এতটায় ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁদের দুজনকেই তৎক্ষণাৎ হত্যার হুমকি দিয়েছিলে, এই বলে:

"আল্লাহর কসম, যদি এমন না হতো যে বার্তাবাহকদের হত্যা করা হয় না তবে আমি তোমাদের দু'জনকেই শিরশ্ছেদ করতাম!" অতঃপর তিনি দাবী করেছিলেন যে, *"পৃথিবীটি আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে";* যার সরল অর্থ হলো: "মুহাম্মদ, মুসাইলামার সাথে নবীত্ব ও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে কোনভাবেই রাজী ছিলেন না।" নবী মুহাম্মদ, মুসাইলামা-কে "মহা-মিথ্যাবাদী (arch-liar)" রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। অর্থাৎ, মুহাম্মদের বিবেচনায় মুসাইলিমা বিন হাবিব ছিলেন এক "ভণ্ড-নবী!"

ভণ্ড-নবী মুসাইলিমার সাথে মুহাম্মদের মিল:

নবী মুহাম্মদের দাবীকৃত 'ভণ্ড-নবী' মুসাইলিমার সাথে তাঁর মিল এই যে:

[১] তাঁরা দু'জনই দাবী করেছিলেন যে 'স্বয়ং ঈশ্বর' তাঁদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে! মুহাম্মদে দাবীকৃত সেই ঈশ্বরের নাম 'আল্লাহ', আর মুসাইলামার দাবীকৃত ঈশ্বরের নাম 'আল-রাহমান।' [280]

[২] তাঁরা দু'জনই "ঈশ্বর-কে" ব্যবহার করে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করেছিলেন।

ভণ্ড-নবী মুসাইলিমার সাথে মুহাম্মদের অমিল:

নবী মুহাম্মদের দাবীকৃত 'ভণ্ড-নবী' মুসাইলিমার সাথে তাঁর অমিলগুলো এই যে:

(১) নবী মুহাম্মদ ছিলেন মুসাইলিমার চেয়ে অনেক বেশী সফল (পর্ব: ১৪)।

(২) নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে:

(ক) হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন ও অসম্মান ও দোষারোপ করেছিলেন (পর্ব: ২৬-২৭);

(খ) রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি করেছিলেন (পর্ব: ২৮-৪৩);

(গ) রাতের অন্ধকারে ঘাতক পাঠিয়ে তাঁদের-কে গুপ্তহত্যা করেছিলেন (পর্ব: ৪৬-৫০);

(ঘ) তাঁদের-কে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ও সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি করেছিলেন (পর্ব: ৫১-৫২ ও ৭৫);

(ঙ) "বিনা অপরাধে" একটি গোত্রের সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের হত্যা করে (৬০০-৮০০ জন) তাঁদের নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসী-করন ভাগাভাগি ও বিক্রয় করেছিলেন (পর্ব: ৮৭-৯৫);

(চ) এক অতি-বৃদ্ধা মহিলার পা দুটি আলাদা আলাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে সেই দড়িগুলো দু'টি উটের সাথে বেঁধে দিয়ে তাদের-কে বিপরীত দিকে পরিচালনা করে, সেই "বৃদ্ধা মহিলাটির শরীর ছিঁড়ে দুই ভাগে বিভক্ত করে তাঁকে অমানুষিক

নৃশংসতায় হত্যা" করে তাঁর গোত্র ও পরিবারের লোকদের বন্দি করে দাস ও যৌন-দাসী-করণ ও সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন (পর্ব: ১১০);

(ছ) অতর্কিত আক্রমণে অমানুষিক নৃশংসতায় খায়বারের লোকদের খুন, জখম ও তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন ও তাঁদের মুক্ত মানুষকে ধরে নিয়ে এসে যৌনদাসীকরণ ও ধর্ষণ করেছিলেন (পর্ব: ১৩০-১৫২); ইত্যাদি অসংখ্য মানবতা-বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কী ভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবিস্তার আলোচনা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' অনুচ্ছেদের বিভিন্ন পর্বগুলোতে করা হয়েছে (পর্ব: ২৮-২৫৬)।

অন্যদিকে, মুসাইলামা বিন হাবিব ও তাঁর অনুসারীরা আক্রমণাত্মক এমন একটি মানবতা-বিরোধী অমানুষিক নৃসংস ঘটনার সাথে কখনো জড়িত ছিলেন, এমন তথ্য জানা যায় না।

বরং, তার উল্টোটি জানা যায়!

আল-তাবারীর বর্ণনা: [281]

'আল-সারি < শুয়ায়েব <সাইফ < তালহা বিন আল-আলাম <উবায়েদ বিন উমায়ের < উথাল আল-হানাফি, যে ছিল থুমামা বিন উথালের সঙ্গে, হইতে বর্ণিত:

"মুসাইলিমাহ সবার সাথে নম্র আচরণ করতেন ও তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতেন এবং তার কাছ থেকে খারাপ কিছু জানার কথা মানুষের মনে আসে নাই।"'

(‘According to al-Sari-Shu`ayb-Sayf-Talhah b. al-A'lam- `Ubayd b. `Umayr-Uthal al-Hanafi, who was with Thumamah b. Uthal: Musaylimah used to treat everyone gently and be amicable with him, and it did not occur to the people to know evil from him.) --- প্রশ্ন হলো, "মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অনুরূপ 'একটি' ও আক্রমণাত্মক মানবতা-বিরোধী অমানুষিক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত না করা সত্বেও যদি মুসাইলিমা বিন হাবিব-কে "ভণ্ড-নবী" রূপে আখ্যায়িত করা হয়, তবে ইসলামের নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ-কে কী উপাধিতে ভূষিত করা যায়?"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইবনে ইশাকের বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq: [272]

THE DEPUTATION FROM BANU HANIFA WITH WHOM WAS MUSAYLIMA

‘The deputation of B. Hanifa came to the apostle bringing with them Musaylima b. Habib al-Hanafi, the arch liar. They lodged in the house of d. al-Harith, a woman of the Ansar of B. al-Najjar. One of the scholars of Medina told me that B. Hanifa brought him to the apostle hiding him in garments. The apostle was sitting among his companions having a palm-branch with some leaves on its upper end. When he came to the apostle

as they were covering him with garments, he spoke to him and asked him (for a gift). The apostle answered: `If you were to ask me for this palm branch (T. which I hold) I would not give it to you.'

A shaykh of B. Hanifa from the people of al-Yamama told me that the incident happened otherwise. He alleged that the deputation came to the apostle having left Musaylima behind with the camels and the baggage. When they had accepted Islam they remembered where he was, and told the apostle that they had left a companion of theirs to guard their stuff. The apostle ordered that he should be given the same as the rest, saying, `His position is no worse than yours,' i.e. in minding the property of his companions. That is what the apostle meant.

Then they left the apostle and brought him what he had given him. When they reached al-Yamama the enemy of God apostatized, gave himself out as a prophet, and played the liar. He said, `I am a partner with him in the affair,' and then he said to the deputation who had been with him, `Did he not say to you when you mentioned me to him "His position is no worse than yours"? What can that mean but that he knows that I am a partner with him in the affair?' Then he began to utter rhymes in saj and speak in imitation of the style of the Quran: `God has been gracious to the pregnant woman; He has brought forth from her a living being that can move; from her very midst.' He permitted them to drink wine and fornicate, and let them dispense with

prayer, yet he was acknowledging the apostle as a prophet, and Hanifa agreed with him on that. But God knows what the truth was.'---

MUSAYLIMA'S LETTER AND THE APOSTLE'S ANSWER THERETO [Page-649]

'Musaylima had written to the apostle: `From Musaylima the apostle of God Muhammad the apostle of God. Peace upon you. I have been made partner with you in authority. To us belongs half the land and to Quraysh half, but Quraysh are a hostile people.' Two messengers brought this letter.

A shaykh of Ashja `told me on the authority of salma b. Nu`aym b. Mas`ud al-Asja`i from his father Nu`aym: I heard the apostle saying to them when he read his letter `What do you say about it?' They said that they said the same as Musaylima. He replied, `By God were it not that hearlds are not to be killed I would behead the pair of you!' Then he wrote to Musaylima: `From Muhammad the apostle of God to Musaylima the liar. Peace be upon him who follows the guidance. The earth is God's. He lets whom He will of His creatures inherit it and the result is to the pious. This was at the end of the year 10.'--

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[272] ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'- পৃষ্ঠা ৬৩৬-৬৩৭ ও ৬৪৯

[273] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৯৫-৯৭ ও ১০৬-১০৭

[274] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৬৪৬ - বানু হানিফা: 'এই প্রাচীন আরব উপজাতির এক বড় অংশ মুসাইলিমার নেতৃত্বে মদিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।'

[275] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৬৪৭ - মুসায়লিমাহ বিন হাবিব: যার সংক্ষেপ নাম ছিল মাসলামা (সেটি ছিল তার আসল নাম), যিনি ছিলেন এক পবিত্র হারামের ধর্মীয় নেতা। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি নবীর হিজরতের আগে ইয়ামামায় এই পবিত্র ছিটমহলটি স্থাপন করেছিলেন। এভাবেই তিনি পূর্ব আরবের এক বিস্তৃত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন।'

[276] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৬৪৮: আল হারিথের কন্যা: 'তার নাম ছিল রামালাহ বিনতে আল-হারিথ।'

[277] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৬৪৯: বানু নাজজার: 'বানু খাযরাজ গোত্রের এক উপগোত্র।'

[278] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৬৫১ (৪০৭) - পৃষ্ঠা ৫৮: "আল-ইয়ামামা হলো মধ্য আরবের একটি জেলা, যেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমান ও 'ভণ্ড নবী' মুসাইলিমার নেতৃত্বে বানু হানিফা গোত্রের আল-ইয়ামামার যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল।"

[279] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭২৪- 'নুইয়াম বিন মাসুদ আল-আশজায়ি, উসমানের খেলাফত (৬৪৪-৬৫৬ সাল) কিংবা উটের যুদ্ধকালীন সময় মৃত্যুবরণ করেন।'

[280] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: পৃষ্ঠা ১০৯ ও ১১২: মুসাইলামার দাবীকৃত ঈশ্বরের নাম 'আল-রাহমান।'

[281] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ১০; পৃষ্ঠা ১০৭

২৯৪: মুহাম্মদ ও অনুসারীদের হামলার খতিয়ান
-ধারাবাহিকতার গুরুত্ব!

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'ইসলাম' কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এর প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তাঁকে জানার মাধ্যম হলো: 'কুরআন, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ'। এই তিন গ্রন্থের মধ্যে সিরাতই (মুহাম্মদের জীবনী) একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে ঘটনার বর্ণনা ও পরিপ্রেক্ষিত সময়ের ধারাবাহিকতায় বর্ণিত। বলা হয়, এই তিন গ্রন্থের মধ্যে 'কুরআনই' সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু কুরআনের আয়াতগুলো নাজিলের সময়ের ধারাবাহিকতায় লিখিত না হওয়া ও তাতে উল্লেখিত কোন নির্দিষ্ট বিশয়ের পরিপ্রেক্ষিত (শানে নজুল) বর্ণিত না থাকার কারণে, 'সিরাত ও হাদিসের' সাহায্য ব্যতিরেকে তার মর্মার্থ উদ্ধার সম্ভব নয়।

মহাকালের পরিক্রমায় কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরা ও কর্ম-কাণ্ডের সমষ্টি। এই ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরায় পূর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিণাম পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঘটনা পরম্পরার এই ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কোন ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই, নবী মুহাম্মদের ঘটনা বহুল জীবনের কর্ম-কাণ্ডের ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনরূপ স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া অসম্ভব। এ বিশয়ে অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি না রাখতে পারলে ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী অসংখ্য পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের লেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও বিতর্কগুলোই সুবিধা-জনক উদ্ধৃতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ।

উদাহরণ স্বরূপ:

‘নাখলা ও নাখলা পূর্ববর্তী সাতটি ব্যর্থ হামলার ইতিহাস না জানা থাকলে বদর যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা সম্ভব নয়; বদর যুদ্ধ ও বদর যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি ও মুহাম্মদের গুপ্ত হত্যার ইতিহাস না জানা থাকলে ওহুদ যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা সম্ভব নয়; বদর যুদ্ধ, ওহুদ যুদ্ধ ও ওহুদ যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি, ও মদিনায় ইহুদিদের গুপ্ত হত্যা ও বানু কেউনুকা ও বানু নাদির গোত্রকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করার ইতিহাস না জানা থাকলে খন্দক যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা অসম্ভব; এই ঘটনার পর বানু কুরাইজা গণহত্যা ও বানু কুরাইজা গণহত্যা পরবর্তী মুহাম্মদের কমপক্ষে চৌদ্দটি আগ্রাসনের ইতিহাস না জানা থাকলে 'হুদাইবিয়া সন্ধির' কারণ ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা অসম্ভব; ইত্যাদি।

সে ক্ষেত্রে একজন সুবিধা-বাদী **"ইসলাম বিশেষজ্ঞ কিংবা বিশেষ-অজ্ঞ"** ব্যক্তি যখন দাবী করেন যে:

'আমাদের দয়াল ও প্রাণের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার কাফেরদের দ্বারা অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যার হুমকির বশবর্তী হয়ে মদিনায় হিজরত করেও শান্তিতে থাকতে পারে নাই! তারা তাঁর উপর বদর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন! ওহুদ যুদ্ধে 'তাঁর দন্ত মোবারক' শহীদ করেছিলেন। মক্কার কুরাইশ ও সমস্ত কাফেররা মিলে খন্দক যুদ্ধে 'অন্যায়ভাবে' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন! এমন কী মক্কার জালেম কাফেররা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের "তীর্থ যাত্রার জন্য মক্কায় ঢুকতে পর্যন্ত দেয় নাই!" জালেমরা অন্যায়ভাবে হুদাইবিয়ায় তাঁকে নাজেহাল করেছিলেন! আত্মরক্ষার অধিকার সবারই আছে! চিল্লাইয়া বলেন, "ঠিক কিনা?"'

তখন, তাদের এমত বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখালেখিতে যে কোন ইসলাম অজ্ঞ সাধারণ মুসলমান ও অমুসলিমই বিভ্রান্ত হতে বাধ্য।

সে কারণেই, আমি আমার এই 'ইসলামের অজানা অধ্যায়' বইটিতে নবী মুহাম্মদের ঘটনাবহুল জীবনের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা সময়ের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। তবে সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই, মূলত: দু'টি কারণে। প্রথমত: ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে এই ধারাবাহিকতার ব্যাপারে মতভেদ আছে; ও দ্বিতীয়ত: অনেক ক্ষেত্রে মুহাম্মদ তাঁর হামলাকারী একের অধিক দলকে প্রায় একই সময় বা অল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তার কোনটি আগে ও কোনটি পরে সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এই নিবন্ধটিতে আমি তাঁর সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও হামলাগুলোর "শিরোনাম ও

সময়কাল" একত্রে সন্নিবেশিত করছি। যে সমস্ত যুদ্ধ ও হামলাগুলোতে মুহাম্মদ নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা এই [*] চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। তিনি সাতাশ কিংবা আটাশটি (সূত্র-ভেদে বিভিন্নতা আছে) হামলা বা যুদ্ধে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাঁকিগুলো তাঁর নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা কার্যকর করেছিলেন। "উভয় ক্ষেত্রেই হামলাকারী মুহাম্মদ; কারণ তারা তা কার্যকর করেছিলেন তাঁরই নির্দেশে!" মুহাম্মদ মদিনায় হিজরতের করেন ৬২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি ও তাঁর নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা অমুসলিমদের উপর অতর্কিত হামলার সূচনা করেন এর ছয় মাস পর থেকেই।

নাখলা পূর্ববর্তী সাতটি ব্যর্থ হামলা (মার্চ, ৬২৩ সাল - ডিসেম্বর, ৬২৩ সাল); হামলাকারী মুহাম্মদ (পর্ব-২৮):

(১) সিফ-আল বদর অভিযান:

>> মার্চ-৬২৩ সাল। নেতৃত্বে হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(২) রাবী অভিযান:

>> এপ্রিল, ৬২৩ সাল। নেতৃত্বে উবাইদা বিন আল-হারিথ। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩) আল খাররার অভিযান:

>> নেতৃত্বে সা'দ বিন আবি ওয়াককাস। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪)[*] আল আবওয়া অভিযান:

>> আগস্ট ৬২৩ সাল। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫)[*] প্রথম বদর (সাফওয়ান) অভিযান:

>> সেপ্টেম্বর ৬২৩ সাল। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৬)[*] বুওয়াত অভিযান:

>> অক্টোবর ৬২৩ সাল। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭)[*] আল উশায়েরা অভিযান:

>> অক্টোবর ৬২৩ সাল। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৮) নাখলা অভিযান: (পর্ব: ২৯)

>> জানুয়ারি, ৬২৪ সাল। পূর্ববর্তী সাতটি ব্যর্থ হামলার পর সর্বপ্রথম সফল অভিযান। আবদুল্লাহ বিন জাহাশের নেতৃত্বে নাখলার এই নিরীহ বাণিজ্য ফেরত কাফেলায় প্রথম সফল ডাকাতি। একজন নিরপরাধ আরোহীকে খুন ও দুইজন নিরপরাধ মুক্ত-মানুষকে বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসা। অতঃপর তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৯)[*] বদর যুদ্ধ: (পর্ব: ৩০-৪৩)

>> মার্চ, ৬২৪ সাল। নাখলা আক্রমণের প্রায় দুই মাস পর। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! আবু সুফিয়ান বিন হারব ত্রিশ-চল্লিশ জন সঙ্গী সহকারে কুরাইশদের এক বিশাল বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিলেন, যে বাণিজ্য বহরে ছিল প্রচুর অর্থ ও বাণিজ্য সামগ্রী। যখন মুহাম্মদ জানতে পারলেন যে আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে ফিরছেন তখন তিনি অতর্কিত হামলায় লুণ্ঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের ঘোষণা করেন, "এই সেই কুরাইশদের ধন-সম্পদ সমৃদ্ধ বাণিজ্য-কাফেলা। যাও তাদের আক্রমণ

করো।" আবু সুফিয়ান এই খবরটি জেনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ও দমদম বিন আমর আল-গিফারি নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে "মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছে" এই খবরটি কুরাইশদের জানানোর জন্য মক্কায় পাঠান ও তাকে আদেশ করেন যে, কুরাইশদের যেন তাঁদের মালামাল রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। দমদম দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। মক্কার কুরাইশরা এই খবর পাওয়ার পর উদ্বিগ্ন ও ক্ষিপ্ত হয়ে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও তাঁরা তাঁদের মালামাল রক্ষার্থে তাড়াহুড়ো করে বদর প্রান্তে চলে আসে। অতঃপর দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ; যার বিস্তারিত আলোচনা "বদর যুদ্ধ" অধ্যায়ে করা হয়েছে। এটিই ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সর্বপ্রথম বৃহৎ অমানুষিক নৃশংসতা ও লুটের মাল (গনিমত) অর্জন।

বিনা উস্কানিতে রাতের অন্ধকারে পথিমধ্যে বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর এক আগ্রাসী আক্রমণ; নাখলা নামক স্থানে তাঁদের বাণিজ্য সামগ্রী লুণ্ঠন, প্রিয়জনদের খুন এবং বন্দী করে মুক্তিপণ দাবী'; ইত্যাদি অনৈতিক সন্ত্রাসী অপকর্মের পুনরাবৃত্তি রোধে এটিই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ।

(১০)[*] বনি কেইনুকা গোত্র উচ্ছেদ ও তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুট: (পর্ব ৫১)

>> মার্চ, ৬২৪ সাল। বদর যুদ্ধের প্রায় দুই সপ্তাহ পর। হামলাকারী মুহাম্মদ। মদিনার প্রথম ইহুদি গোত্র উচ্ছেদ!

বদর যুদ্ধের পর ঘাতক পাঠিয়ে মুহাম্মদের গুপ্তহত্যা; হামলাকারী মুহাম্মদ:

(১১) কবি আবু আফাক কে খুন! (পর্ব-৪৬)

>> ১২০ বছর বয়সী অতিবৃদ্ধ, রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায়; খুনি সেলিম বিন উমায়ের। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(১২) পাঁচ সন্তানের জননী কবি আসমা-বিনতে মারওয়ান কে খুন! (পর্ব-৪৭)

>> রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত নিরস্ত্র এই মা তখন তাঁর সন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছিলেন; খুনি উমায়ের বিন আদি আল-খাতমি। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(১৩) কবি ক্কাব বিন আল-আশরাফ খুন! (পর্ব: ৪৮)

>> প্রতারণার আশ্রয়ে, রাতের অন্ধকারে; নেতৃত্বে মুহাম্মদ বিন মাসলামা। হামলাকারী মুহাম্মদ ।

অতঃপর:

(১৪) ইবনে সুনেইনা (অথবা সুবেয়না) কে খুন! (পর্ব-৪৯)

>> খুনি মুহেইয়িসা বিন মাসুদ, মুহাম্মদের প্ররোচনায়। হামলাকারী মুহাম্মদ ।

(১৫)[*] আল-সাউইক (Al-Sawiq) হামলা:

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯০ (ইংরেজি অনুবাদ)।]

(১৬)[*] আল-কারার আল কুদর (Al-Qarara al-Kudr) হামলা

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯০-৯১ (ইংরেজি অনুবাদ)।]

(১৭)[*] ধু আমরে ঘাতাফান গোত্রে (Ghatafan in Dhu Amrr) হামলা:

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৬-৯৮ (ইংরেজী অনুবাদ)।]

(১৮)[*] আল-ফুর (Al-Fur) অঞ্চলে বুহরানে (Buhran) বানু সুলায়েম গোত্রে হামলা:

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৮ (ইংরেজি অনুবাদ)।]

(১৯) আল-কারাদা (Al-Qarada) হামলা:

>> যায়েদ বিন হারিথার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯ (ইংরেজি অনুবাদ)]

(২০)[*] ওহুদ যুদ্ধ! (পর্ব-৫৪-৭১)

>> মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল। বদর যুদ্ধের এক বছর পর। কুরাইশদের প্রতিশোধ স্পৃহা ও প্রতিরক্ষার যুদ্ধ, নেতৃত্বে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি হামলা ও বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতাদের ও যে সমস্ত লোকের পিতা, পুত্র ও ভাইরা খুন হয়েছিল তাদের হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় কুরাইশদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ।

(২১)[*] হামরা আল-আসাদ অভিযান: (পর্ব: ৬৮)

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। কোন সংঘর্ষ হয় নাই ।

(২২) কাতান (Qatan) হামলা:

>> নেতৃত্বে আবু সালামা বিন আবদ আল-আসাদ। হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৮ (ইংরেজি অনুবাদ)]

(২৩)[*] বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুট: (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ (অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৫ সাল); ওহুদ যুদ্ধের চার-পাঁচ মাস পর); হামলাকারী মুহাম্মদ। মদিনার দ্বিতীয় ইহুদি গোত্র উচ্ছেদ! হামলাকারী মুহাম্মদ।

(২৪) আবু সুফিয়ান কে হত্যার উদ্দেশ্যে গুপ্তঘাতক প্রেরণ: (পর্ব-৭৪)

>> ঘাতকটির নাম 'আমর বিন উমাইয়া; সে আবু-সুফিয়ানকে হত্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু পথিমধ্যে সে তিনজন মানুষকে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করে, যাদের একজন ছিলেন এক চোখ অন্ধ প্রতিবন্ধী। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(২৫)[*] বদর আল-মাউয়িদ (Badr Al-Mawid) হামলা:

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯২ (ইংরেজি অনুবাদ)]

(২৬) আবু রাফিকে খুন: (পর্ব-৫০)

>> গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে প্রতারণার আশ্রয়ে, রাতের অন্ধকারে! নেতৃত্বে আবদুল্লাহ বিন আতিক। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(২৭)[*] ধাতুল-রিকা (Dhatul-Riqa) হামলা: (পর্ব-৭৬)

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ হামলাকারী মুহাম্মদ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৬২৫ সাল)।

(২৮)[*] প্রথম দুমাত আল-জানদাল হামলা: (পর্ব-২৩৯)

>> নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮ (ইংরেজি অনুবাদ)]

(২৯)[*] খন্দক যুদ্ধ: (পর্ব: ৭৭-৮৬)

>> ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৭ সাল; ওহুদ যুদ্ধের দুই বছর পর। খন্দক যুদ্ধের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন, "বনি নাদির গোত্রের এক দল লোক।" কারণ হলো, বছর দেড়েক আগে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক বর্বরতায় বিনা অপরাধে, ঐশী বাণীর অজুহাতে, এই লোকগুলো ও তাঁদের গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের আবাসস্থল মদিনা থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও করায়ত্ব করেছিলেন!" (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)। বনি নাদির গোত্রের এই এক দল লোকের ডাকে সাড়া দিয়েছিল কুরাইশ, ঘাতাফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা। এটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি হামলা ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের পাল্টা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ। কুরাইশ দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান।

(৩০)[*] বনি কুরাইজা গোত্র অবরোধ ও গণহত্যা: (পর্ব-৮৭-৯৫)

>> মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ সাল; খন্দক যুদ্ধের শেষ হওয়ার পর। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। মদিনার তৃতীয় ও শেষ ইহুদি গোত্রকে গণহত্যা!

হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী সাত মাসে (জুলাই, ৬২৭ - ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল) সংঘটিত হামলাগুলো (পর্ব-১০৯):

(৩১) ধু আল-কাসসা বানু থালাবা ও উওয়াল গোত্রের বিরুদ্ধে হামলা:

>> জুলাই-আগস্ট, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের রবিউল আউয়াল মাস। মুহাম্মদ বিন মাসলামার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩২) দুমাত আল-জানদাল হামলা:

>> জুলাই-আগস্ট, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের রবিউল আউয়াল মাস)। আবদ আল-রাহমান বিন আউফ এর অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩৩) আল-ঘামর (al-Ghamr) হামলা:

>> আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের রবিউস সানি মাস)। উককাসা বিন মিহসানের অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩৪) ধু আল-কাসসা (Dhu al-Qassa) হামলা:

>> আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের রবিউস সানি মাস)। আবু ওবায়েদা আল-জাররা অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩৫) আল-জামুম (al-Jamum) হামলা:

>> যায়েদ বিন হারিথার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩৬) আল-ইস (al-Is) হামলা: (পর্ব: ৪০)

>> সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের জমাদিউল আউয়াল মাস)। যায়েদ বিন হারিথার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ। এই হামলায় মুহাম্মদের জামাতা (যয়নাবের স্বামী) আবু আল-আস বিন আল-রাবির সমস্ত বাণিজ্য সামগ্রী লুণ্ঠন করা হয়। সে মদিনায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করে; যয়নাবের অনুরোধে মুহাম্মদ তাকে সাহায্য করেন' (পর্ব: ৪০)।

(৩৭)[*] বানু লিহায়েন হামলা: (পর্ব-৯৬)

>> সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের জমাদিউল আউয়াল মাস); বনি কুরাইজা গণহত্যার মাস ছয়েক পর। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩৮) আল-তারাফ (Al-Taraf) হামলা

>> অক্টোবর-নভেম্বর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের জমাদিউস সানি মাস)। যায়েদ বিন হারিথার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৩৯) হিসমা (Hisma) হামলা:

>> অক্টোবর-নভেম্বর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের জমাদিউস সানি মাস)। যায়েদ বিন হারিথার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪০) ওয়াদি আল-কুরা (Wadi Al-Qura) হামলা:

>> নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৬২৭ সাল (হিজরি ছয় সালের রজব মাস)। যায়েদ বিন হারিথার অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪১)[*] বানু আল-মুসতালিক হামলা: (পর্ব-৯৭-১০১)

>> ডিসেম্বর, ৬২৭ - জানুয়ারি, ৬২৮ সাল (হিজরি ছয় সালের শাবান মাসে)। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪২) ফাদাক হামলা:

>> ডিসেম্বর, ৬২৭ সাল - জানুয়ারি, ৬২৮ সাল (হিজরি ছয় সালের শাবান মাস)। আলী ইবনে আবু তালিব এর অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪৩) উম্মে কিরফা ও তাঁর লোকদের উপর হামলা: (পর্ব-১১০)

>> জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল (হিজরি ছয় সালের রমজান মাস)। যায়েদ বিন হারিথার (অথবা আবু বকর) অধীনে। এই হামলায় উম্মে কিরফা (ফাতিমা বিনতে রাবিয়া ইবনে বদর) কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ অনুসারীরা দড়ি দিয়ে তাঁর দুই পা বেঁধে ফেলে, তারপর তাঁকে দুইটি উটের সাথে বেঁধে ফেলে উল্টো দিকে তাদের চালিত করে যতক্ষণে তার শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সে ছিল এক অতি বৃদ্ধা মহিলা! হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪৪) বানু উরেয়াহ গোত্রের লোকদের উপর হামলা:

>> ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৮ সাল (হিজরি ছয় সালের শওয়াল মাস)। কুরয বিন জাবির আল-ফিহরির অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪৫)[*] হুদাইবিয়া সন্ধি: (পর্ব: ১১১-১২৯)

>> মার্চ-এপ্রিল, ৬২৮ সাল; বরাবর জিলকদ, হিজরি ৬ সাল। বানু কুরাইজা হত্যাকাণ্ড ও অতঃপর ওপরে বর্ণিত চৌদ্দটি হামলার পর মুহাম্মদ তাঁর ১৩০০-১৯০০ সশস্ত্র অনুসারীদের (পর্ব: ১১২) নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর প্রচারণা ছিল, "তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে তাঁর এই মক্কা যাত্রা (পর্ব: ১১১)।" এই অভিযানে কোন বড় ধরনের শারীরিক সংঘাত সংঘটিত হয় নাই।

হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের হামলার খতিয়ান (পর্ব- ১২৪):

হিজরি ৭ সাল:

(৪৬)[*] খায়বার হামলা: (পর্ব-১৩০ -১৫২)

>> জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল; হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির দেড়-দুই মাস পর (হিজরি ৭ সালের মহরম মাস)। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। মুহাম্মদ মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দূরবর্তী খায়বার নামক স্থানের ইহুদি জনপদের ওপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ চালান। অমানুষিক নৃশংসতায় তিনি তাঁদের পরাস্ত করেন ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের যৌন-দাসী-রূপে ভাগাভাগি করে নেন। এক পঞ্চমাংশ তাঁর নিজের, বাঁকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের (কুরআন: ৮:৪১)।

(৪৭)[*] ফাদাক আক্রমণের হুমকি: (পর্ব-১৫৩-১৫৮)

>> খায়বার হামলা সমাপ্ত করার পরেই। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলার হুমকি-দাতা মুহাম্মদ। খায়বার হামলা শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন-কালে মুহাম্মদ খায়বারের নিকটবর্তী ফাদাক নামক স্থানের ইহুদি জনপদের মানুষদের হুমকি প্রদান করেন, এই বলে, "যদি না তাঁরা" তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নেয়, কিংবা তাঁকে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা দিতে রাজী হয়; তবে তাঁদের ওপরও 'খায়বারের অনুরূপ' নৃশংস হামলা সংঘটিত করা হবে।" ভীত সন্ত্রস্ত ফাদাক-বাসী তাঁদের নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তার মূল্য বাবদ মুহাম্মদের চাহিদা মোতাবেক তাঁকে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা দিতে রাজী হোন।

(৪৮)[*] ওয়াদি আল-কুরা হামলা: (পর্ব-১৫৯)

>> খায়বার ও ফাদাক হামলা ও আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন-কালে; পথিমধ্যে। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৪৯) তুরাবা আক্রমণ: (পর্ব: ১৬০)

>> ডিসেম্বর ৬২৮-জানুয়ারি, ৬২৯ সাল)। নেতৃত্বে উমর ইবনে আল-খাত্তাব। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫০) নাজাদ আক্রমণ: (পর্ব: ১৬০)

>> ডিসেম্বর ৬২৮- জানুয়ারি, ৬২৯ সাল। নেতৃত্বে আবু বকর ইবনে কুহাফা। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫১) ফাদাকে বানু মুরাহ (Murah) আক্রমণ:

>> বশির বিন সা'দের (Bashir b Sad) নেতৃত্বে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫২) বানু আল-মুরাহ আক্রমণ:

>> গালিব বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫৩) আল-মেফায় (al-Mayfa) আবদ বিন থালাবা আক্রমণ:

>> গালিব বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫৪) য়ুমুন (Yumn) ও আল-জিনাব আক্রমণ:

>> বশির বিন সা'দ এর অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫৫) বানু সুলায়েম (Sulaym) হামলা:

>> ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামির অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

হিজরি ৮ সাল:

(৫৬) বানু মুলায়িহ গোত্রের ওপর আল-কাদিদ হামলা: (পর্ব-১৭৫)

>> নেতৃত্বে ছিলেন গালিব বিন আবদুল্লাহ আল কালবি। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫৭) আল-গাবা (খাদিরা) হামলা: (পর্ব: ১৭৬)

>> ইবনে ইশাকের শিরনাম - "রিফা বিন কায়েস-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আল গাবায় ইবনে আবু হাদরাদ আল-আসলামির (Ibn Abu Hadrad Al-Aslami) হামলা; আর আল-ওয়াকিদির শিরনাম - "আবু কাতাদার নেতৃত্বে খাদিরা (Khadira) হামলা।" হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫৮) আল মুনধির বিন সাওয়া আল-আবদি ও গোত্রের ওপর হামলা:

>> আল-আলা বিন আল-হাদরামির অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৫৯) বানু আমির গোত্রের ওপর হামলা:

>> শুজা বিন ওয়াহাবের অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৬০) ধাত আতলাহ (Dhat Atlah) আক্রমণ:

>> কাব বিন উমায়ের আল-গিফারির অধীনে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৬১) মুতা হামলা: (পর্ব: ১৮৪-১৮৬)

>> আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৯ সাল (হিজরি ৮ সালের জমাদিউল আউয়াল মাস)। মুহাম্মদ সিরিয়ার উদ্দেশ এক আক্রমণকারী দল প্রেরণ করেন। নেতৃত্বে যায়েদ বিন হারিথা, যদি যায়েদ বিন হারিথা নিহত হয় তবে নেতৃত্বে থাকবে জাফর বিন আবু তালিব, আর সে যদি নিহত হয় তবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। হামলাকারী মুহাম্মদ।

**এই হামলাগুলো ছাড়াও মক্কা থেকে পালিয়ে আসা আবু বসির নামের মুহাম্মদের আর এক অনুসারীর নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্য বহরের ওপর হামলা, তাঁদেরকে খুন ও তাঁদের যাবতীয় মালামাল লুণ্ঠন ছিল পুরাদমে অব্যাহত।

অতঃপর:

(৬২)[*] অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয়: (পর্ব: ১৮৭-১৯২)

>> জানুয়ারি, ৬৩০ সাল (হিজরি ৮ সালের রমজান মাস)। নেতৃত্বে মুহাম্মদ; হামলাকারী মুহাম্মদ। এ বিশয়ের বিশদ আলোচন মক্কা বিজয় অধ্যায়গুলোতে করা হয়েছে।

(৬৩) বানু জাধিমা আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড: (পর্ব: ১৯৮-২০১)

>> মক্কা বিজয়ের পরেই। নেতৃত্বে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। হামলাকারী মুহাম্মদ। বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁদেরকে কী ভাবে বন্দি ও হত্যা করেছিলেন, তার বিশদ আলোচনা বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৬৪)[*] হুনাইনের যুদ্ধ: (পর্ব: ২০২-২১১)

>> মক্কা বিজয়ের ১৫-দিন পর। নেতৃত্বে মুহাম্মদ ও হামলাকারী মুহাম্মদ। এই হামলার বিশদ আলোচনা হুনাইনের যুদ্ধ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৬৫)[*] তায়েফ হামলা (অবরোধ): (পর্ব: ২১২-২১৫)

>> ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩০ সাল; হুনা য়েন আগ্রাসনের পরেই। নেতৃত্বে মুহাম্মদ ও হামলাকারী মুহাম্মদ। এই হামলার বিশদ আলোচনা 'তায়েফ হামলা' অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৬৬) বানু সেইবান গোত্রের আল-উজ্জার প্রতিমা ধ্বংস: (পর্ব: ১৯৩)
>> হিজরি ৮ সালের ২৫শে রমজান, বরাবর জানুয়ারি ১৬, ৬৩০ সাল। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের অধীনে আল-উজ্জার প্রতিমা ধ্বংস করে।
হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৬৭) হুদায়েল গোত্রের 'সুয়া প্রতিমা (Idol of Suwa)' ধ্বংস: (পর্ব: ১৯৩)
>> নেতৃত্বে আমর বিন আল-আ'স। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৬৮) আল-আউস ও খাযরাজ গোত্রের 'মানাত' দেবীমূর্তি ধ্বংস: (পর্ব: ১৯৩)
>> নেতৃত্বে সা'দ বিন যায়েদ বিন আল-আশালি। এটিকে ধ্বংস করে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

হিজরি ৯ সাল:

হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের আড়াই মাস পর, হিজরি ৯ সালের সফর মাসে (মে-জুন, ৬৩০ সাল), বানু খাতাম গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের নির্দেশ জারী করেন। এ ছাড়াও তিনি এই সময়টি তে আল সিয়ি নামক স্থানে অবস্থিত বানু আমির গোত্রের লোকদের ওপর ও অতঃপর তার পরের মাসে বানু কিলাব গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের নির্দেশ দেন।

(৬৯) বানু আমির-খাতাম-কিলাব আগ্রাসন ও পিতৃহত্যা: (পর্ব: ২২৪)

>> নেতৃত্বে কুতবা বিন আমির। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭০) আল সিয়ি-তে বানু আমির গোত্র আক্রমণ: (পর্ব: ২২৪)

>> নেতৃত্বে শুজা বিন ওহাব। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭১) বানু কিলাব গোত্রের লোকদের ওপর হামলা:

>> নেতৃত্বে আল দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি। হামলাকারী মুহাম্মদ। [আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৩৭১ ও ৪৮১-৪৮২ (ইংরেজি অনুবাদ)]

(৭২) আল-ফুলস হামলা-হাতেম তাঈ গোত্রে আগ্রাসন: (পর্ব: ২২৫-২২৭)

>> জুলাই-আগস্ট, ৬৩০ সাল (হিজরি ৯ সালের রবিউল আওয়াল মাস) মুহাম্মদের মক্কা বিজয়, হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সাড়ে তিন মাস পর। নেতৃত্বে আলী ইবনে আবু তালিব। হামলাকারী মুহাম্মদ। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা 'আল-ফুলস হামলা' পর্বগুলোতে করা হয়েছে।

(৭৩)[*] তাবুক হামলা: (পর্ব: ২২৮-২৪৫)

>> অক্টোবর-নভেম্বর, ৬৩১ - জানুয়ারি, ৬৩২ সাল (বরাবর রজব - রমজান, হিজরি ৯ সাল)। নেতৃত্বে কুতবা বিন আমির। হামলাকারী মুহাম্মদ। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "তাবুক অভিযান" পর্বগুলোতে করা হয়েছে।

(৭৪) দ্বিতীয় দুমাতুল জান্দাল হামলা: (পর্ব: ২৩৯)

>> তাবুক হামলার প্রাক্কালে। নেতৃত্বে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। উকায়েদির বিন আবদুল মালিকের লোকদের উপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭৫) মসজিদ ধ্বংসের আদেশ ও অগ্নিদগ্ধ মুসল্লি: (পর্ব-২৪১-২৪২)

>> তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে। মুহাম্মদের নির্দেশে মালিক বিন আল-দুখশাম ও মা'ন বিদ আদি নামের তাঁর অনুসারী এই মসজিদটি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

হিজরি দশ সাল:

(৭৬) জুরাশে ইয়েমেনি উপজাতিদের উপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড: (পর্ব-২৫৫)

>> হিজরি দশ সাল। নেতৃত্বে সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযদি। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭৭) ইয়েমেনে আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ড: (বিস্তারিত: পর্ব-২৫৬)

>> ডিসেম্বর, ৬৩১ সাল - জানুয়ারি, ৬৩২ সাল (হিজরি দশ সালের রমজান মাস)। নেতৃত্বে আলী ইবনে আবু তালিব ও তার সঙ্গে ছিল তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য। তারা জোরপূর্বক তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং গবাদি পশু, ভেড়া এবং অন্যান্য জিনিসগুলো লুণ্ঠন করে: তাঁদেরকে বন্দি করে ও তাঁদের বিশজন লোককে হত্যা করে। এই হামলা সমাপ্ত করার পর আলী দ্রুত মুহাম্মদের বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে মক্কায় এসে তাঁর সাথে এই হজ্জে শরীক হোন। অতঃপর তার সৈন্যরাও লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো সঙ্গে নিয়ে এই হজ্জের প্রাক্কালে এসে আলী ও মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭৮) যুল খালাসা হামলা ও হত্যাকাণ্ড: (পর্ব-২৬৮)

>> নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর মাস খানেক আগে।নেতৃত্বে জারির বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৭৯) আল আসওয়াদ বিন আনসি হত্যাকাণ্ড: (বিস্তারিত: পর্ব-২৭১)

>> মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন আগে ফিরোজ আল-দেইলামি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী ও তার সঙ্গীরা প্রতারণার আশ্রয়ে, আল-আসওয়াদ বিন আনসির এক বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীর সহায়তায় তাঁকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করে। হামলাকারী মুহাম্মদ।

(৮০) ওসামা বিন যায়েদের মুতা হামলা: (বিস্তারিত: পর্ব-২৬৯ ও ২৮৯)

>> মৃত্যুশয্যায় মুহাম্মদ এই হামলার নির্দেশটি জারী করেন। কিন্তু, ওসামা মদিনা থেকে রওনা হওয়ার আগেই মুহাম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর এই হামলাটি কার্যকর করেন। হামলাকারী মুহাম্মদ।

>>> আদি উৎসর প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: মুহাম্মদের মদিনা নবী জীবনে যতগুলো হামলা-আগ্রাসন ও গুপ্তহত্যা সংঘটিত করেছিলেন, তার সবগুলোতেই প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। কুরাইশদের ওহুদ যুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর খন্দক যুদ্ধটিও ছিল মুহাম্মদের আক্রমণের জবাবে তাঁদের প্রতিরক্ষা ও প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের যুদ্ধ। আল-রাজী (পর্ব-৭২) ও বীর মাউনায় (পর্ব-৭৪) মুহাম্মদ অনুসারীরা যে নৃশংসতার স্বীকার হয়েছিলেন, সেটিরও আদি কারণ হলো:

"বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর এক নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণ; তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন; হত্যা-খুন ও বন্দি করে দাসে রূপান্তর ও তাঁদের স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে এসে যৌন-দাসী রূপে রূপান্তর ও ধর্ষণ।"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[বিস্তারিত তথ্যসূত্র ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

[*] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: "সিরাত রসুল আল্লাহ"

[*] আল-তাবারী: "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"; ভলুউম ৭; ৮; ৯ ও ১০

[*] আল-ওয়াকিদি: "কিতাব আল-মাগাজি: ভলুউম ১, ২ ও ৩

[*] মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির"; ভলুম ২

অষ্টম খণ্ডের তথ্যসূত্রের প্রধান সহায়ক গ্রন্থ:

[1] কুরআন: কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর: http://www.quraanshareef.org/

[2] ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' - লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ); ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN ০-19-636033-1
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] "কিতাব আল-মাগাজি" - লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ); ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); ভলুউম ১, ২ ও ৩
https://www.google.com/books/edition/_/gZknAAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PP1&dq=kitab+al+Magazi-+Rizwi+Faizer,+Amal+Ismail+and+Abdul+Kader+Tayob

[4] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী; ভলুউম ৬; ইংরেজী অনুবাদ: W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk)
https://ia801706.us.archive.org/view_archive.php?archive=/4/items/history-of-islamic-kingdom-40-volumes-pdf.-7z/History%20of%20Islamic%20Kingdom-

%2040%20Volumes%20PDF.7z&file=History%20of%20Al%20Tabari%20-%20Vol%2006.pdf

[5] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী; ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭
https://ia601706.us.archive.org/view_archive.php?archive=/4/items/history-of-islamic-kingdom-40-volumes-pdf.-7z/History%20of%20Islamic%20Kingdom-%2040%20Volumes%20PDF.7z&file=History%20of%20Al%20Tabari%20-%20Vol%2007.pdf

[6] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭
https://ia801706.us.archive.org/view_archive.php?archive=/4/items/history-of-islamic-kingdom-40-volumes-pdf.-7z/History%20of%20Islamic%20Kingdom-%2040%20Volumes%20PDF.7z&file=History%20of%20Al%20Tabari%20-%20Vol%2008.pdf

[7] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, (The Last Years of the Prophet) – translated and Annotated by Ismail K. Poonawala [State university of New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk)
https://ia601706.us.archive.org/view_archive.php?archive=/4/items/history-of-islamic-kingdom-40-volumes-pdf.-7z/History%20of%20Islamic%20Kingdom-%2040%20Volumes%20PDF.7z&file=History%20of%20Al%20Tabari%20-%20Vol%2009.pdf

[8] আল-তাবারী, ভলুউম ১০: The Conquest of Arabia; translated and annotated by Fred M. Donner; The University of Chicago State University of New York Press; ISBN 0-7914 -1071-4.-ISBN 0-7914-1072- 2 (pbk.)
https://ia801706.us.archive.org/view_archive.php?archive=/4/items/history-of-islamic-kingdom-40-volumes-pdf.-7z/History%20of%20Islamic%20Kingdom-%2040%20Volumes%20PDF.7z&file=History%20of%20Al%20Tabari%20-%20Vol%2010.pdf

[9] "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, ভলুম ২
https://www.exoticindiaart.com/book/details/kitab-al-tabaqat-al-kabir-set-of-2-volumes-NAG992/

[10] সহি মুসলিম: লেখক - ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল)
https://quranx.com/Hadith/Muslim/USC-MSA/
http://hadithcollection.com/sahihmuslim.html

[11] সুন্নাহ আবু দাউদ: লেখক - ইমাম আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল)
https://quranx.com/Hadith/AbuDawud/Hasan/
http://hadithcollection.com/abudawud.html

[12] সুনান ইবনে মাজাহ (৮২৪-৮৮৭/৮৮৯ সাল)
https://quranx.com/Hadith/IbnMajah/DarusSalam/

[13] সহি বুখারী: লেখক - ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল)
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA
http://hadithcollection.com/sahihbukhari.html

[14] সুনান নাসাই (৮২৯ -৯১৫ সাল):

https://quranx.com/Hadith/Nasai/DarusSalam/

[15] সুনান আল-তিরমিজী: লেখক - ইমাম তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল)

https://quranx.com/Hadith/Tirmidhi/DarusSalam/

http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi.html

[16] মুয়াত্তা মালিক: লেখক - ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৭১১-৭৯৫ সাল):

https://quranx.com/Hadith/Malik/USC-MSA/

[17] The Men of Madina - Volume I; A translation of Volume 7 of the Kitab at-Tabaqat al-Kabir by Muhammad Ibn Sa'd; Translated by Aisha Bewley; Ta-Ha Publishers, 1 Wyne Road, London SW9 0BB; ISBN: 1-897940-62-9 (Paperback)

https://www.alminar.com/TheMenofMadina

পূর্ববর্তী ৭টি খণ্ডের ডাউনলোড লিংক:

(প্রচ্ছদে মাউস ক্লিক/টাচ করলেই লিংক পেয়ে যাবেন)
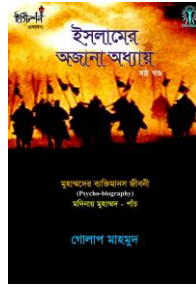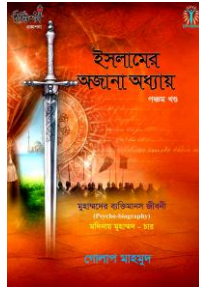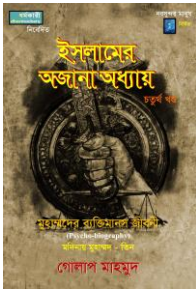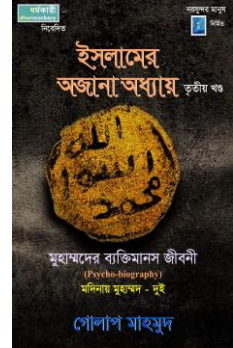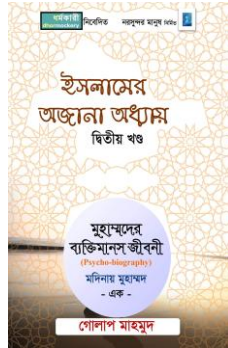
সংগ্রহ করুন আজই
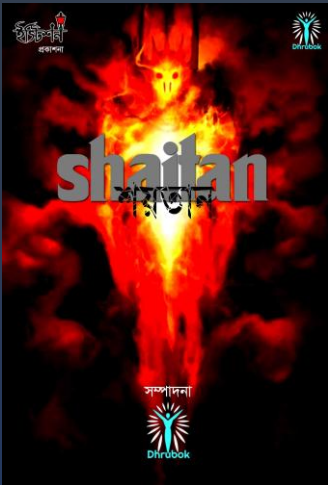
ওয়েব থেকে

বিগত ১২ বছর ধরে কোনো আত্ম-পরিচয়ের কোলাহলে না থেকে যে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নের গবেষণা সিরিজ তৈরি করেছেন লেখক, এটি তার সমাপ্তি খণ্ড! এটি এমন সিরিজ, কোটি কোটি টাকার শ্রমঘন্টার মূল্য বা আপনার সম্মানের দায়বদ্ধতায় যাকে বিবেচনা করা কখনই উচিত হবে না; এর কোহিনূর-তূল্য গুরুত্ব বিবেচিত করার সক্ষমতা থাকবে কেবল ইতিহাসের খাতায়!

আপনি আমি বাঙ্গালী হিসাবে গর্বিত হতে পারি কেবল এটুকু ভেবে; গবেষক **'গোলাপ মাহমুদ'** ছদ্মনামের আড়ালে একজন মানুষ বাংলা ভাষায় এমনকিছু আপনাদের দিয়ে যাচ্ছেন, যার আলোচনা হাজার বছর পরেও টিকে থাকবে!

সময় বিবেচনা করুক, সকল মানুষ জাগতিক বৃত্তে আটকে থাকার জন্য জন্মায় না, সময় বিবেচনা করুক, সকল গবেষণা আত্ম-পরিচয়ের ধার ধারেনা! **এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের অষ্টম সমাপ্তি খণ্ড।**

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog